গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

দুর্গাপুর পৌরসভা

মহাপরিকল্পনাঃ ২০১১-২০৩১

অক্টোবরঃ ২০১৩

কারিগরী সহায়তায় ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দুর্গাপুর পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন

সূচিপত্র

মুখবন্ধ
নির্বাহী সার সংক্ষেপ
সূচিপত্র
সারণির তালিকা
চিত্রের তালিকা

পর্ব ক: কাঠামো পরিকল্পনা পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১	**ভূমিকা**	**১০**
১.১	পৌরসভার পটভূমি	১০
১.২	মহাপরিকল্পনার দর্শন	১০
১.৩	কাঠামো পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১১
১.৪	কাঠামো পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও ধরণ	১২
অধ্যায় ২	**পৌরসভার বর্তমান উন্নয়ন ধারা**	**১৩**
২.১	সামাজিক উন্নয়ন	১৩
২.২	অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৪
২.৩	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	১৫
২.৪	পরিবেশগত উন্নয়ন	১৫
২.৫	জনসংখ্যা	১৫
২.৬	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	১৬
২.৭	নগর বিকাশ এলাকা	১৭
২.৮	প্রভাব বলয়	১৮
২.৯	ভূমির ব্যবহার ও নগর সেবা	১৮
২.১০	জাতীয় ও আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থায় পৌরসভার সম্পৃক্ততা	১৯
২.১১	বিভিন্ন খাতের কর্মকান্ডে সংস্থাসমূহের ভূমিকা	২০
অধ্যায় ৩	**২০৩১ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রক্ষেপণ**	**২২**
৩.১	ভূমিকা	২২
৩.২	জনসংখ্যা অভিক্ষেপ	২২
৩.৩	ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ	২৩
৩.৪	ভূমি ব্যবহারের প্রক্ষেপণ	২৪
অধ্যায় ৪	**পৌরসভার উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা**	**২৬**
৪.১	ভৌত অবকাঠামো	২৬
৪.২.	আর্থ-সামাজিক	২৬
৪.৩	পরিবেশগত	২৬
অধ্যায় ৫	**নীতি, আইন ও প্রবিধানসমূহ পর্যালোচনা**	**২৮**
৫.১	বিভিন্ন নগর নীতিমালা, আইন, প্রবিধান ও সুপারিশমালার আলোকে পৌরসভার জন্য নির্দেশক বিধান/নীতিমালা	২৮
৫.২	সংশ্লিষ্ট আইন, প্রবিধানসমূহ	২৮
	৫.২.১ নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ	২৮
	৫.২.২ পৌরসভা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা	২৯

অধ্যায় ৬	**পরিকল্পনার সঙ্কটপূর্ণ বিষয়াবলী**	**৩০**
৬.১	পরিবহন	৩০
৬.২	পরিবেশ	৩০
৬.৩	ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ	৩১
৬.৪	দূর্যোগ	৩১
৬.৫	আইন ও প্রবিধানসমূহ	৩২
অধ্যায় ৭	**ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল**	**৩৩**
৭.১	পরিকল্পনার সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি	৩৩
৭.২	নগর ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কৌশল	৩৩
৭.৩	নতুন এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩৪
৭.৪	সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত এলাকাসমূহ	৩৫
অধ্যায় ৮	**পৌরসভার খাতওয়ারী উন্নয়ন নীতি কৌশল**	**৩৭**
৮.১	আর্থ-সামাজিক খাত	৩৭
	৮.১.১ জনসংখ্যা	৩৭
	৮.১.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৩৮
	৮.১.৩ আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন	৩৯
	৮.১.৪ সামাজিক বিনোদনমূলক সেবা এবং কমিউনিটি সুবিধা	৪০
	৮.১.৫ পর্যটন ও বিনোদন সুবিধা	৪০
	৮.১.৬ নিরাপত্তা	৪১
৮.২	ভৌত অবকাঠামো খাতসমূহ	৪২
	৮.২.১ পরিবহন	৪২
	৮.২.২ পরিসেবা	৪২
	৮.২.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন	৪৩
৮.৩	পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়	৪৪
	৮.৩.১ প্রাকৃতিক সম্পদ	৪৪
	৮.৩.২ স্যানিটেশন	৪৪
	৮.৩.৩ প্রাকৃতিক দূর্যোগ	৪৫
	৮.৩.৪ পরিবেশগত বিষয় (বায়ু, পানি, মাটি প্রভৃতির মান)	৪৫
অধ্যায় ৯	**বাস্তবায়নের বিষয়াবলী**	**৪৭**
৯.১	পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪৭
৯.২	সম্পদ সমাবেশ	৪৯
৯.৩	সমাপনী মন্তব্য	৫০

পর্ব খ: নগর এলাকা পরিকল্পনা

অধ্যায় ১	**ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা**	**৫৩**
১.১	ভূমিকা	৫৩
	১.১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫৩
	১.১.২ পরিকল্পনার কৌশল ও পদ্ধতি	৫৩
	১.১.৩ পরিকল্পনা এলাকার নির্ধারণ	৫৫
	১.১.৪ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও ধরণ	৫৫
১.২	বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার	৫৬
	১.২.১ ভূমিকা	৫৬

	১.২.২	বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ ও প্রক্ষেপণ	৫৭
	১.২.৩	বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের সার সংক্ষেপ	৫৯
	১.২.৪	ভূমি ব্যবহারের চাহিদা নিরূপণ	৬২
১.৩		ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনা	৬২
	১.৩.১	ভূমিকা	৬২
	১.৩.২	ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাবনা	৬২
	১.৩.৩	ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ (ল্যান্ড ইউজ জোনিং)	৬৮
১.৪		পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল	৬৯
	১.৪.১	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা	৬৯
	১.৪.২	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৭১
অধ্যায় ২		**পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা**	**৭৪**
২.১		ভূমিকা	৭৪
	২.১.১	ভূমিকা	৭৪
	২.১.২	কৌশল ও পদ্ধতি	৭৪
২.২		পরিবহন সুবিধার বর্তমান অবস্থা	৭৫
	২.২.১	সড়কের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারিক শ্রেণিকরণ	৭৫
	২.২.২	যাতায়াত মাধ্যম	৭৬
	২.২.৩	যান চলাচলের তীব্রতা	৭৬
	২.২.৪	সেবার মান: যানজট এবং বিলম্বের মাত্রা	৭৮
	২.২.৫	পথচারীদের জন্য সুবিধা	৭৮
	২.২.৬	বর্তমান ঘাটতি বিশ্লেষণ	৭৮
	২.২.৭	অন্যান্য যাতায়াত মাধ্যমের অবস্থা (রেল/ নৌ/ আকাশ)	৭৯
২.৩		ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ	৮০
	২.৩.১	আগামী ১০ বছরের জন্য ভ্রমণ চাহিদার পূর্বাভাস	৮০
	২.৩.২	পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা বিবেচনা	৮১
	২.৩.৩	ভবিষ্যৎ যানবাহনের পরিমাণ এবং সেবার মান	৮১
২.৪		পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা	৮২
	২.৪.১	সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা	৮২
	২.৪.২	পরিবহন সুবিধার জন্য পরিকল্পনা	৮৬
	২.৪.৩	জলপথ উন্নয়ন/মানোন্নয়নের সুযোগ	৯১
	২.৪.৪	রেলপথ উন্নয়নের সুযোগ	৯১
২.৫		পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনা কৌশল (টিএসএম)	৯১
	২.৫.১	সুবিধা পরিচালনা কৌশল (ফ্যাসিলিটি অপারেশন)	৯১
	২.৫.২	যাতায়াত প্রবাহ (ট্রাফিক ফ্লো) ও নিরাপত্তা কৌশল	৯২
	২.৫.৩	যাতায়াত ব্যবস্থাপনা কৌশল	৯২
২.৬		পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল	৯৩
	২.৬.১	পরিবহন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান	৯৩
	২.৬.২	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়	৯৩
অধ্যায় ৩		**নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা**	**৯৬**
৩.১		ভূমিকা	৯৬
	৩.১.১	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৯৬
	৩.১.২	পরিকল্পনা পদ্ধতি ও কৌশল	৯৭
৩.২		বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা	৯৭
	৩.২.১	ভূমিকা	৯৭
	৩.২.২	বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা	৯৭

৩.২.৩ ভূমির বন্ধুরতা (টপোগ্রাফি) বিশ্লেষণ ৯৮
৩.২.৪ ব্যস্ততম সময়ে (পিক আওয়ার) প্রবাহের হার এবং নির্গমন চিহ্নিতকরণ ১০০
৩.৩ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ১০০
৩.৩.১ নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা ১০০
৩.৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ১০৬
৩.৪.১ নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রবিধান ১০৬
৩.৪.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও সমন্বয় ১০৬
৩.৫ ভূমিকা ১০৯
৩.৫.১ লক্ষ ও উদ্দেশ্য ১০৯
৩.৫.২ পরিকল্পনা পদ্ধতি ও কৌশল ১০৯
৩.৬ বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা ১০৯
৩.৬.১ ভূমিকা ১০৯
৩.৬.২ ভূ-রূপতত্ত্ব (জিও-মরফোলজি) ১০৯
৩.৬.৩ বর্জ্য অপসারণ ১০৯
৩.৬.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ১১০
৩.৬.৫ দূষণ ১১০
৩.৬.৬ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও স্থানীয় আপদ (হ্যাজার্ড) ১১২
৩.৭ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ১১৩
৩.৭.১ পরিবেশগত বিষয়সমূহের জন্য প্রস্তাবনা ১১৩
৩.৭.২ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও আপদ (হ্যাজার্ড) মোকাবেলা প্রস্তাবনা ১১৮
৩.৮ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ১১৯
৩.৮.১ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান ১১৯
৩.৮.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও সমন্বয় ১২০

অধ্যায় ৪ নগর সেবা পরিকল্পনা ১২১
৪.১ ভূমিকা ১২১
৪.১.১ ভূমিকা ১২১
৪.১.২ নগর সেবার বিষয় ও পরিধি ১২১
৪.২ বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সেবাসমূহের চাহিদা নিরূপণ ১২১
৪.২.১ ভূমিকা ১২১
৪.২.২ সেবাসমূহের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ ১২২
৪.৩ নগর সেবা প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন কৌশল ১২৪
৪.৩.১ ভূমিকা ১২৪
৪.৩.২ নগর সেবা প্রস্তাবনা ১২৪
৪.৩.৩ প্রস্তাব বাস্তবায়নে বিধি-বিধান ১২৭
৪.৩.৪ নগর সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১২৭

পর্ব গ: ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

অধ্যায় ১ ভূমিকা ১২৮
১.১ প্রেক্ষাপট ১২৮
১.২ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও বিন্যাস ১২৮
১.৩ কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার সাথে সংযোগ ১২৯
১.৪ কৌশল ও পদ্ধতি ১২৯

অধ্যায় ২ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার উৎপত্তি ১৩১
২.১ কাঠামো পরিকল্পনা পুন:পর্যালোচনা ১৩১
২.২ নগর এলাকা পরিকল্পনা পুন:পর্যালোচনা ১৩২
২.৩ অগ্রাধিকার ১৩২
২.৪ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ১৩৩

অধ্যায় ৩	১ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	১৩৫
অধ্যায় ৪	২ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	১৩৭
অধ্যায় ৫	৩ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	১৩৯
অধ্যায় ৬	৪ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	১৪০
অধ্যায় ৭	৫ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	১৪১
অধ্যায় ৮	৬ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	১৪২
অধ্যায় ৯	৭ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	১৪৪
অধ্যায় ১০	৮ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	১৪৬
অধ্যায় ১১	৯ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	১৪৮
অধ্যায় ১২	সম্প্রসারিত এলাকার কর্মপরিকল্পনা	১৫০
অধ্যায় ১৩	**বাস্তবায়ন নির্দেশনা**	১৫২

সারণির তালিকা

সারণি ২.১: ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা
সারণি ২.২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা
সারণি ২.৩: বর্তমান জনবল তালিকা
সারণি ২.৪: দুর্গাপুর পৌরসভার উপকরণ সহায়তা/সরঞ্জামাদি
সারণি ২.৫: পৌরসভার শ্রেণীবিন্যাস
সারণি ২.৬: ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেট
সারণি ২.৭: দুর্গাপুর পৌরসভার উন্নয়নে খাতভিত্তিক সংস্থা
সারণি ৩.১: আঞ্চলিক ও স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
সারণি ৩.২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
সারণি ৩.৩: দুর্গাপুর পৌরসভার প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা
সারণি ৩.৪: দুর্গাপুর পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা
সারণি ৩.৫: দশ বছর পরপর ২০৩১ সাল পর্যন্ত দুর্গাপুর পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার
সারণি ৫.১: নীতিমালা, আইন ও প্রবিধান পর্যালোচনা
সারণি ৭.১: কাঠামো পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার কৌশল অঞ্চল
সারণি ৮.১ প্রক্ষেপিত কর্মক্ষম জনসংখ্যা
সারণি ৮.২: আবাসন চাহিদার প্রক্ষেপণ
সারণি ৯.১: দুর্গাপুর পৌরসভার প্রস্তাবিত সরঞ্জামাদি
সারণি ৯.২: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির নমুনা কাঠামো
সারণি ১.১: দুর্গাপুর পৌরসভার বর্তমান ভূমি ব্যবহার
সারণি ১.২: দুর্গাপুর পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার
সারণি ১.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা
সারণি ১.৪: প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার অঞ্চল (ল্যান্ড ইউজ জোন)
সারণি ১.৫: উন্নয়ন প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যায়
সারণি ২.১: বাংলাদেশের সড়ক উচ্চক্রম (রোড হায়ারার্কি)
সারণি ২.২: দুর্গাপুর পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ
সারণি ২.৩: গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে ব্যস্ত ও অব্যস্ত সময়ে যানবাহন চলাচলের পরিমান
সারণি ২.৪: গুরুত্বপূর্ণ অপ্রশস্ত সড়কের তালিকা
সারণি ২.৫: সুপারিশকৃত সড়ক পরিকল্পনা মান
সারণি ২.৬: প্রস্তাবিত প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের তালিকা
সারণি ২.৭: সড়ক মানোন্নয়ন প্রস্তাব
সারণি ২.৮: নতুন সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ২.৯: প্রস্তাবিত পরিবহন সুবিধা
সারণি ২.১০: প্রস্তাবিত ফুটপাতের তালিকা
সারণি ২.১১: দুর্গাপুর পৌরসভায় প্রস্তাবিত গোল চত্বরের তালিকা
সারণি ২.১২: সড়ক বিভাজক প্রস্তাবনা
সারণি ২.১৩: প্রস্তাবিত সড়কের বাস্তবায়ন পর্যায়
সারণি ৩.১: মহাপরিকল্পনা এলাকার নদী ও খালের তালিকা
সারণি ৩.২: দুর্গাপুর পৌরসভার মানব সৃষ্ট বর্তমান নর্দমার তালিকা
সারণি ৩.৩: ভূতল বিন্দু সংক্রান্ত উপাত্তের সারসংক্ষেপ
সারণি ৩.৪: ভূতল বিন্দুসমূহের (স্পট) উচ্চতার পার্থক্য, সংখ্যা ও অনুপাত (ইন্টারভাল, ফ্রিকোয়েন্সি ও পার্সেন্টেজ)
সারণি ৩.৫: ওয়ার্ড ভিত্তিক ভূতল বিন্দুসমূহের (স্পট) উচ্চতার পার্থক্য
সারণি ৩.৬: নির্গমস্থলসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার নিষ্কাশন অঞ্চল
সারণি ৩.৭: মানোন্নয়ন প্রস্তাব সম্বলিত নর্দমার তালিকা
সারণি ৩.৮: নতুন নর্দমার প্রস্তাবনা
সারণি ৩.৯: প্রস্তাবিত নিষ্কাশন অবকাঠামোর তালিকা
সারণি ৩.১০: প্রস্তাবিত নর্দমার বাস্তবায়ন পর্যায়
সারণি ৩.১১: দুর্গাপুর পৌরসভায় অবস্থিত শিল্প কারখানার তালিকা
সারণি ৩.১২:বর্জ্য অপসারণ সুবিধার তালিকা
সারণি ৩.১৩: প্রস্তাবিত বাঁধের তালিকা
সারণি ৪.১: প্রক্ষেপিত নগর সেবা
সারণি ৪.২: প্রস্তাবিত গণশৌচাগারের তালিকা

সারণি ৩.১: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ৩.২: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ৩.৩: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা
সারণি ৩.৪: প্রকল্প ব্যয়ের নির্দেশনা
সারণি ৪.১: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ৪.২: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ৪.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ৪.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা তালিকা
সারণি ৫.১: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ৫.২: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ৫.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ৫.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা তালিকা
সারণি ৬.১: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ৬.২: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ৬.৩: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা তালিকা
সারণি ৭.১: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ৭.২: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ৭.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ৭.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা তালিকা
সারণি ৮.১: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ৮.২: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ৮.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ৮.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা তালিকা
সারণি ৯.১: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ৯.২: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ৯.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ৯.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা তালিকা
সারণি ১০.১: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ১০.২: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ১০.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ১০.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা তালিকা
সারণি ১১.১: সড়ক প্রস্তাবনা
সারণি ১১.২: নর্দমা প্রস্তাবনা
সারণি ১১.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনা
সারণি ১১.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনা তালিকা

চিত্রের তালিকা

চিত্র ৯.১ : নগর পরিকল্পনা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো
চিত্র ২.১: পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রবাহ রেখাচিত্র
চিত্র ২.২: দুর্গাপুর পৌরসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের রেখাচিত্র
চিত্র ২.৩: দুর্গাপুর পৌরসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের চলাচলের পরিমাণ
চিত্র ২.৩: দুর্গাপুর পৌরসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের চলাচলের পরিমান
চিত্র ২.৪: প্রস্তাবিত ফুটপাথের গতিপথ
চিত্র ১৩.৫ ডাকবাংলো মোড় এলাকায় প্রস্তাবিত
চিত্র ১৩.৬ প্রেস ক্লাব মোড় প্রস্তাবিত গোলচত্বর
চিত্র ৩.১: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সার্বিক চিত্র
চিত্র ৪.১: সেনিটেশন মানোন্নয়ন কৌশল
চিত্র ১.১: ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

মুখবন্ধ

বিগত চার দশক ধরে বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়ণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯৭০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে নগরায়ণের হার শতকরা ৭.৬ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা প্রায় ২৮.৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। নগরায়নের এই দ্রুত বৃদ্ধিতে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, জনমিতিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত বহুমাত্রিক জটিল বিষয়গুলো সম্পৃক্ত। এই দ্রুত বর্ধনশীল এবং অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ বড় শহরের সাথে সাথে ছোট ছোট শহরের সীমিত ভূ-সম্পদ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, একইসাথে এগুলোর সেবা প্রদানের সক্ষমতাও হ্রাস করছে। অন্যদিকে নগরায়ণ হল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি সম্ভাবনা এবং এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। টেকসই নগর ও গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থাসহ উন্নয়নমূলক নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জনসাধারণের জন্য টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিত করা পৌরসভার একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, দুর্গাপুর পৌরসভা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর কারিগরি সহায়তায় পৌরসভার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা (ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর “উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইউটিআইডিপি)” নামক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দুর্গাপুর পৌরসভা মহাপরিকল্পনা নামে একটি দীর্ঘমেয়াদী ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এ বর্ণিত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে দুর্গাপুর পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এলজিইডি এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেটস্ কনসাল্টিং সার্ভিসেস লিমিটেড নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করে এবং প্রকল্প পরিচালক, সহকারি প্রকল্প পরিচালক, স্বতন্ত্র পরামর্শক হিসেবে কয়েকজন অভিজ্ঞ নগর পরিকল্পনাবিদ এবং সহায়ক কর্মচারিদের সমন্বয়ে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় (পিএমও) স্থাপন করে। পিএমও'র নিয়মিত পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও মতামত এই কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করে এবং এর গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পিএমও, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পৌরসভার সম্মিলিত প্রয়াসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন; মতবিনিময় সভা, গণশুনানী প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের মতামত, পর্যবেক্ষণ ও চাহিদা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের শেষ পর্যায়ে এর অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও উপধারা অনুসারে পৌরসভা প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পন্ন করেছে। প্রণীত মহাপরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন এবং এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনাটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে উপস্থাপন করেছে।

এই মহাপরিকল্পনা উচ্চক্রমিক স্তরে বিভক্ত তিনটি পরিকল্পনার সমন্বয়, যেগুলো হচ্ছে: ২০ বছর মেয়াদী কাঠামো পরিকল্পনা, ১০ বছর মেয়াদী নগর এলাকা পরিকল্পনা এবং ৫ বছর মেয়াদী ওয়ার্ড কর্ম পরিকল্পনা। নগর এলাকা পরিকল্পনা আবার তিনটি পরিকল্পনার সমন্বয় যথা: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। এই মহাপরিকল্পনা দুর্গাপুর পৌরসভার ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত সেবা সুবিধার কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে।

উল্লেখযোগ্য এ কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্নের ক্ষেত্রে পরামর্শক টিম, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় (পিএমও), এলজিইডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনপ্রতিনিধি, অন্যান্য স্টেকহোল্ডার এবং সুশীল সমাজকে তাদের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এই মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্গাপুর পৌরসভাকে একটি উন্নত ও বাসযোগ্য শহরে পরিণত করতে সকল জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় জনগণের সার্বিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আবশ্যক। আমি

আশা করি যে, এই মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্গাপুর পৌরসভা নিজেকে সবুজ-শ্যামল ও টেকসই শহর হিসেবে বিকশিত ক'রে বাংলাদেশের একটি আদর্শ শহর হিসেবে পরিগণিত হবে।

(শ.ম.জয়নাল আবেদীন)
মেয়র
দুর্গাপুর পৌরসভা

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

দুর্গাপুর পৌরসভা নেত্রকোনা জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর উপজেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটি নেত্রকোনা জেলা সদরের একেবারে উত্তর অংশ এবং নেত্রকোনা জেলা সদরের ৪৫ কি.মি'র মধ্যে অবস্থিত। পৌরসভার সীমারেখো উত্তরে মেঘালয় (ভারত), দকি।ণে কাকইড়গারা ও বাকইলজরা ইউনিয়ন, পূর্বে চণ্ডিগড় ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে কুলাগড়া ইউনিয়ন। দুর্গাপুর পৌরসভার ভিতর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে সুমেশ্বরী নদী প্রবাহিত। ২৪.৩৭৫০° উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০.৩৭৭৮° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মাঝে এর ভৌগোলিক অবস্থান। পৌরসভার অবস্থান ১.১ মানচিত্রে দেখার হল (পৌরসভার অবস্থান মানচিত্র)।

বিবিএস-২০১১ অনুযায়ী (নেত্রকোনা জেলা) প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৪,৩০৬ জন। এর মধ্যে ১২,২৯৮ জন (৫২.৬০%) পুরুষ এবং ১২,০০৮ জন (৪৯.৪০%) নারী। দুর্গাপুরে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর লোকজনের বসবাস রয়েছে। দুর্গাপুর আদিবাসী জনগণ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। গারো, হাজং, বুনা/বুনো, বাঙালী ও বনাই মিলে দুর্গাপুরের জাতিগত মিশ্রণ। বর্তমানে পৌর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটাওে ২০০৫জন।

দুর্গাপুর পৌরসভার আয়তন ১৬টি মৌজা নিয়ে ১০.২৫ বর্গ কি.মি.। দুর্গাপুরের আংশিক/পূর্ণাঙ্গ মৌজা হচ্ছে, খারাশ, দশাল, দক্ষিণ ভবানীপুর, উতরাইল, খুজিউড়া, শ্যায়ল দহর ও দুকুমারা কুলাগড়া। পৌরসভাটি ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত।

১৮৭৪ সালে দুর্গাপুর থানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে যা পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। ১৯৯৪ সালের ১৫ই জুন দুর্গাপুর পৌরসভা গঠিত হয়। বর্তমানে এটি 'গ' শ্রেণির পৌরসভা।

এমতাবস্থায় একটি মহাপরিকল্পনা পৌরসভায় জীবন ও জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে যা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টির হবে। বর্তমানে এখানে খুব বেশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে না এমনকি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুসংগঠিত ব্যবস্থারও অভাব রয়েছে। এখানকার বর্তমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শুধুমাত্র সড়ক ও কাঠামো নির্মাণ বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, অন্যান্য সেবামূলক কাজ তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় এ ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যেখানে পরিসেবা (ইউটিলিটি সার্ভিস) ও নগর সেবার যথাযথ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা থাকবে। এসব উন্নয়নের দ্বারা পৌরসভার সুশাসনও নিশ্চিত করা হবে এবং সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করা সম্ভব হবে।

দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনাটি তিন স্তর বিশিষ্টঃ প্রথম স্তর হল কাঠামো পরিকল্পনা, দ্বিতীয় স্তর নগর এলাকা পরিকল্পনা এবং ৩য় বা শেষ স্তর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা। কাঠামো পরিকল্পনায় রয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল ও নীতিমালা যা পৌরসভার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। দুর্গাপুর পৌরসভার কাঠামো পরিকল্পনায় ১১.৮১% ভূমি মূল এলাকা (কোর এরিয়া), ২১.৮০% প্রান্তিক এলাকা (পেরিফেরাল এরিয়া), ৬.৯০% নতুন শহর এলাকা (নিউ আরবান এরিয়া), ৬.৯০% প্রধান চলাচল (মেজর সার্কুলেশন), নগরের খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের ভবিষ্যৎ চাহিদাপূরণে সহায়তায় ৮.৮৯% কৃষি (এগ্রিকালচার) এবং ভবিষ্যৎ নিষ্কশন সংযোগ ব্যবস্থার জন্য ৩২.৩৫% জলাশয় (ওয়াটার বডি) হিসাবে রাখা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনায় পৌরসভার জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) পুন:গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং নগর পরিকল্পনাবিদদের নিয়ে গঠিত নগর পরিকল্পনা বিভাগ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে। এর ফলে পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিত হবে। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় পর পর মূল্যায়ন, পরিকল্পনা হালনাগাদ এবং সম্পদ এর সঠিক ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে ।

নগর এলাকা পরিকল্পনা মূলত তিনটি পরিকল্পনার সমন্বয়, যথাঃ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিকল্পনা মান অনুযায়ী মধ্য মেয়াদে পৌরসভার সকল ভূমির ভবিষ্যৎ ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পৌরসভার সম্ভাব্য সকল বসবাসের ভূমি নগর আবাসিক অঞ্চল ও গ্রামীণ বসতি এই শ্রেণির আওতায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই দুই অঞ্চলে পৌরসভার ভবিষ্যৎ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ভূমি ব্যবহারের অন্যান্য ভূমি অঞ্চলীকরণ বা শ্রেণির মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক অঞ্চল, শিক্ষা ও গবেষণা অঞ্চল, উম্মুক্ত স্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি। জনগণের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের সুবিধার্থে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের প্রস্তাবনাও রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

একটি সাধারণ শিল্পাঞ্চল, একটি ভারী শিল্পাঞ্চল, মহল্লার বাজার, বিপণি বিতান, স্টেডিয়াম, হাসপাতাল, বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র, দরিদ্র মানুষের জন্য ভূমি, বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, টেম্পো স্ট্যাণ্ড, পার্কিং এরিয়া, কেন্দ্রীয় উদ্যান, কলেজ, হাইস্কুল, প্রাইমারী স্কুল, মহল্লার উদ্যান, কমিউনিটি সেন্টার ও অন্যান্য সুবিধার প্রস্তাবনা রয়েছে।

পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন পরিবহণ সুবিধাদির প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পৌরসভার সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ৪৬.১১ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ এবং ১৬.৬০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণের প্রস্তাবনা। অত্র পরিকল্পনায় সড়ক উচ্চক্রম (হায়ারার্কি) নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের প্রস্তাবনাও রয়েছে। প্রস্তাবিত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে প্রধান সড়ক (১০০-১৫০ ফুট), মাধ্যমিক সড়ক (৬০-১০০ ফুট) এবং স্থানীয় সড়ক (২০-৪০ ফুট)। প্রস্তাবিত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহণ সুবিধাদির নির্মাণ এবং প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন ভবিষ্যৎ যানবাহন ও পরিবহণ সমস্যার সমাধানসহ একটি উন্নত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন করবে। প্রস্তাবিত পরিবহণ সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, বাস স্ট্যাণ্ড, অটোরিক্সা/টেম্পো/ মাইক্রোবাস স্ট্যাণ্ড, পার্কিং এলাকা ও অন্যান্য।

নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পৌরসভার নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। পৌরসভা ও তার আশেপাশের এলাকার ভূতাত্ত্বিক অবস্থা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বন্যা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশনের বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ, পরিকল্পনা এলাকার পরিবেশ উপাদান (উদ্যান, উন্মুক্ত স্থান, জলাশয়, পুকুর) রক্ষার্থে সংরক্ষণ; প্রভৃতির মত প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপত্য নিদর্শন (যদি থাকে) এবং মৎস্য চাষের প্রাকৃতিক খামারসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভূমি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে পৌরসভায় ২.১৫ কিলোমিটার পাকা নর্দমা ও ৪.৬০ কিলোমিটার নদী ও প্রাকৃতিক নালা এবং ২.০৩ খাল রয়েছে। এই সংযোগ ব্যবস্থা বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট নয় এবং ভবিষ্যতের জন্যও আশাব্যাঞ্জক নয়। এজন্য পরামর্শকবৃন্দ ব্যাপকভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন যেখানে ৭.৮৮ কিলোমিটার প্রধান নর্দমা, ১৭.৩৮ কিলোমিটার মাধ্যমিক নর্দমা এবং ১৯.১৯ কিলোমিটার তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মহাপরিকল্পনার তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা, যা মহাপরিকল্পনার মেয়াদ কালের প্রথম পাঁচ বছরে বাস্তবায়িত হবে। এই মহাপরিকল্পনার মেয়াদের অবশিষ্ট পনের বছরের মধ্যে জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য পুনরায় দুই অথবা তার বেশি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রথম ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন সকল চাহিদার মধ্যে পৌরসভার জনগণের অগ্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদাগুলো পূরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। পৌরসভার নয়টি ওয়ার্ডে বসবাসকারী জনগণের সাম্প্রতিক প্রয়োজনের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এমনভাবে সুবিধাদির প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে যেন কোন একটি নির্দিষ্ট ওয়ার্ড বিশ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পায়।

দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য ইতোপূর্বে কোন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইউটিআইডিপি)-এর প্যাকেজ #২ এর আওতায় প্রণীত মহাপরিকল্পনাটি পৌরসভার জন্য প্রথম মহাপরিকল্পনা। এটি আশা করা যায় যে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারসহ পরিকল্পিত উন্নয়ন, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, ভূসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও নগরবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

পর্ব - ক

কাঠামো পরিকল্পনা

ভূমিকা

বাংলাদেশে বর্তমানে নগর উন্নয়নের গড় হার প্রায় ৪.৫ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার মোতাবেক ২০২০ সালের মধ্যে নগর এলাকায় মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৪০ শতাংশ। সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় ৪৫% নগরবাসী সুপেয় পানি এবং সীমিত সংখ্যক অধিবাসী পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা পায়। এছাড়া ও পরিবহণ সমস্যা ও অদক্ষ যাতায়াত ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করছে। এসব বিষয় কেবল আমাদের নাগরিক জীবনেই প্রভাব ফেলছে না, বরং দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও গ্রাস করছে। অন্যদিকে নগর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নগর সেবার চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। নগর অর্থনীতির প্রসারের ফলে বাড়ছে জনসংখ্যা এবং পরিকল্পনাবিহীন ও যত্রতত্রভাবে নগর বিকশিত হচ্ছে।

নগরকেন্দ্রগুলো ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। বিশেষতঃ বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলোতে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আগামী কয়েক দশকে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করবে। বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা ও বসবাসের পরিবেশ সম্বলিত অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের নগরকেন্দ্রগুলো বৃহৎ নগরীর চাপ কমাতে সহায়তা করতে পারে এবং একই সঙ্গে অনুন্নত পশ্চাৎপদ এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্ধিত জনসংখ্যা ও কর্মতৎপরতার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সেবামূলক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা ছাড়া ক্ষুদ্র নগরকেন্দ্রগুলোর পরিবেশগতভাবে অনুকূল বাসযোগ্য স্থান হিসেবে গড়ে ওঠা কঠিন হবে। এজন্য অবকাঠামো ও সেবাসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক।

পৌরসভাগুলোতে বর্তমানে অবকাঠামোসমুহের অবস্থা ভাল নয়। নর্দমাগুলোর অধিকাংশই বন্ধ হয়ে গেছে যা ভারী বৃষ্টির সময় দ্রুত পানি নিষ্কাশন করতে পারে না, প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা হয় ভরাট হয়ে গেছে নতুবা ভূমি দখলকারীদের দ্বারা দখল হয়ে গেছে, যার ফলে বর্ষার সময় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও চাহিদা বাড়ার কারণে পৌরসভাগুলোয় যানবাহন চলাচল দিন দিন বাড়ছে। তবে অনুন্নত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা যাতায়াতের এই চাহিদা পূরণ করতে পারছে না, যে কারণে যানজট একটি নৈমিত্তিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগতভাবে সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় যানজটের সম্ভাবনা থেকেই যায়, যা ভ্রমণ বিলম্বের কারণে জনগণকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়া পৌরসভায় ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত যা পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ। পৌরসভায় ইমারত নির্মাণ বিধিও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়না। এ ধরণের সমস্যা সমাধান করার এখনি মোক্ষম সময়। ভবিষ্যতে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য পৌরসভাগুলোকে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হবে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়। উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প আগামী ২০ বছরের জন্য ২২৩টি পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি নিয়েছে। এই প্রকল্পে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন এর জন্য পৃথক পরিকল্পনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, ভবিষ্যতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পদ্ধতিগত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাবনা রাখাও এর লক্ষ্য, যাতে এর নিজের প্রয়োজনীয় মূলধনের চাহিদা পূরণে অধিক সামর্থ্য অর্জন করে। দুর্গাপুর পৌরসভার মহাপরিকল্পনায় ভবিষ্যতের চাহিদা মোকাবেলায় নতুন সড়ক ও সেতু/কালভার্ট, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা, সড়ক বাতি, মার্কেট, বাস স্ট্যাণ্ড, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধার প্রস্তাব করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যসমূহ

পৌরসভা মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ:

- পৌরসভার বিভিন্ন খাতওয়ারী উন্নয়ন সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন।
- দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও গোষ্ঠীগত চাহিদা পূরণ করত তাদের জীবন মান উন্নয়ন করাসহ উন্নত পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, সড়ক অবকাঠামো, বাজার, বাস টার্মিনাল, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ,

পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অবকাশ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে নগরের জনগণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এবং

- এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক নিষ্কাশন পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা এবং টেকসই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার জন্য অংশগ্রহণভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন খাতওয়ারী বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বিধান।
- উপজেলা নগরের ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্যে সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনায় রেখে উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান।
- নগরের উন্নয়ন নিশ্চিত ও বিকশিত করার হাতিয়ার স্বরূপ ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উক্ত পরিকল্পনায় দিকনির্দেশনা ও নীতিমালার আলোকে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ সকল অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।

কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ

পরিকল্পনায় অনুসৃত কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের সমীক্ষা যা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় যথাযথভাবে বিবেচনায় আনা হয়। এই মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি পর্বে নিম্নে লিখিত পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা তথা কাঠামো পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

১ম ধাপঃ পৌরসভায় প্রাথমিক পরিদর্শন

সর্বপ্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার আওতাধীন এলাকা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভের জন্য পরামর্শকদের একটি দল সংশ্লিষ্ট এলাকা প্রাথমিকভাবে পরিদর্শন করেন। এই পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও পরিচালন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণ লাভ করা।

২য় ধাপঃ প্রারম্ভিক সেমিনার আয়োজন

মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণ প্রদানের উদ্দেশে দুর্গাপুর পৌরসভায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মহাপরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্য সুযোগ-সুবিধা ও শর্তাবলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়। এ পর্যায়ের শেষে একটি প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে জমা দেওয়া হয়।

৩য় ধাপঃ পরিকল্পনা এলাকার সীমানা নির্ধারণ

এই প্রকল্পের (ইউটিআইডিপি) আওতায়, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে, দুর্গাপুর পৌরসভার চাহিদা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং প্রকল্প এলাকা চিহ্নিত করা হয়। বেঞ্চমার্ক প্রতিষ্ঠা করা, বর্তমান পৌরসভার সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং দুর্গাপুর পৌরসভার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা এলাকা নির্ধারন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হলঃ

(ক) পৌরসভার প্রশাসনিক সীমানা চিহ্নিত করতে পৌরসভা গঠনের গণবিজ্ঞপ্তি (গেজেট) সংগ্রহ

(খ) পৌরসভার উন্নয়ন ধারা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য অনুসন্ধান

(গ) প্রকৌশলগত বিভিন্ন জরিপ সম্পন্ন ও ভবিষ্যতে সূত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য বেঞ্চমার্ক (বি.এম.) স্থাপন

- স্থান নির্ধারণ
- বি. এম. পিলার নির্মাণ ও স্থাপন
- বি. এম. পিলারের স্থানাঙ্ক নির্ণয় (দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ ও সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা)

(ঘ) ভূতল নিয়ন্ত্রণ বিন্দু (গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল পয়েন্ট বা জিসিপি) প্রতিষ্ঠা

(ঙ) পৌরসভা ও মহাপরিকল্পনা এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ

- মৌজা মানচিত্র সংগ্রহ, স্ক্যান ও ডিজিটাইজ করা
- ডিজিটাইজকৃত মৌজা ম্যাপের এডিট প্লট চেকিং
- মৌজা ম্যাপের জিওরেফারেন্সিং
- মৌজা মানচিত্রগুলো একত্রীকরণ ও প্রান্ত সমন্বয়করণ (এইজ ম্যাচিং)

(চ) পৌরসভা ও পরিকল্পনা এলাকার সীমানা চিহ্নিত করার কাজে পৌরসভার আংশগ্রহণ।

(ছ) মানচিত্র বিন্যাস (লে-আউট) প্রস্তুতকরণ।

৪র্থ ধাপঃ দুর্গাপুর পৌরসভার বিস্তারিত জরিপ কাজ সম্পাদন

বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও তথ্য ব্যবস্থা তৈরির প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটি জরিপ করা হয়। এসব জরিপে তিনটি ভিন্ন ধরণের আন্তঃসম্পর্কীয় বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এগুলো হল নগরের ভৌত অবস্থা, জনগণের আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নগরের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের ধারণা।

দুর্গাপুর পৌর এলাকার আর্থ সামাজিক, ভৌত উপাদান, পরিবহণ ও যাতায়াত, ভুমি বন্ধুরতা, ভুমি ব্যবহার এবং নিষ্কাশন ও পরিবেশগত জরিপ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের মধ্যে রয়েছে জরিপ এলাকার বিস্তারিত বিবরণ, ভুমি বন্ধুরতা, ভৌত উপাদান, ভূমি ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবহণ ও যাতায়াত পরিস্থিতি। অনুমোদিত চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অফ রেফারেন্স) অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে আনুসঙ্গিক অন্যান্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব জরিপ এবং তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পৌরসভার ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার সংকুলানের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণে সহায়তা করেছে।

ভুমি বন্ধুরতা, ভৌত উপাদান ও ভূমি ব্যবহার জরিপের পাশাপাশি পরিবার নমুনা জরিপের সমীক্ষায় আর্থ-সামাজিক তথ্যের জন্য টোটাল স্টেশনভিত্তিক অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। দুর্গাপুর পৌরসভার আওতাধীন সমগ্র এলাকায় ভৌত উপাদান জরিপ চালানো হয়েছে। জরিপ ও মানচিত্র অঙ্কনের পর্যায়ক্রমিক কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল-

- প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান (রেকনেইসেন্স) জরিপ
- মৌজা মানচিত্রে ভূতল নিয়ন্ত্রণ বিন্দু (গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল পয়েন্ট বা জিসিপি) সনাক্তকরণ
- মৌজা মানচিত্রের জিওরেফারেন্সিং
- আর্ক/ইনফো কভারেজ প্রস্তুতি
- মৌজা মানচিত্রে এডিট প্লট চেকিং
- পৌরসভা গঠনের গণবিজ্ঞপ্তি থেকে পরিকল্পনা এলাকা চিহ্নিতকরণ ও পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ
- প্রকল্প এলাকায় রেফারেন্স বেঞ্চমার্ক স্থাপন
- বিস্তারিত ভৌত উপাদান জরিপ (পয়েন্ট, লাইন, সীমানা)
- স্পট লেভেল/ভূমির বন্ধুরতা জরিপ
- বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার, আর্থ সামাজিক, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত, পরিবহণ ও যাতায়াত জরিপ সম্পাদন
- জরিপকৃত তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং জিআইএসভিত্তিক ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ
- জিআইএসভিত্তিক ভৌত উপাদান জরিপ মানচিত্রের নকশা প্রস্তুতকরণ
- মাঠ পর্যায়ে মানচিত্র যাচাইকরণ
- সকল প্রকার মানচিত্র প্রস্তুতকরণ

অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি (টোটাল স্টেশন, আরটিকে-জিপিএস প্রভৃতি) ব্যবহার করে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অফ রেফারেন্স) অনুযায়ী ভূমি বন্ধুরতা জরিপে তথ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক জরিপ প্রযুক্তি হিসেবে টোটাল স্টেশন ও আরটিকে-জিপিএস ব্যবহার করা হয়েছে।

ভূমি বন্ধুরতা জরিপ থেকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সাধারণ ক্ষেত্রে ৫০মিটার ব্যবধানে ভূমি উচ্চতার পরিমাপ, তবে অসমতল এলাকায় এই ব্যবধান প্রয়োজন অনুযায়ী কম হবে। ভূমি বন্ধুরতা জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময় সড়কের রৈখিক বিস্তৃতি ও মধ্যভাগের উচ্চতা (অনধিক ৫০মিটার ব্যবধান), বাঁধ ও নিষ্কাশন বিভাজকের বিষয়ও বিবেচনায় নেওয়া হয়। ০.৩ মিটারের সমুন্নতি ব্যবধান প্রয়োগ করে সমুন্নতি মানচিত্র (কনটুর ম্যাপ) প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও নদী, হ্রদ, খাল, নিষ্কাশন নর্দমার রৈখিক বিস্তৃতি এবং বাজার, জলাশয়, বিল প্রভৃতির সীমারেখাও ভৌত উপাদান জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবহার জরিপে ভূমির নানা ধরণের ব্যবহার যেমন কৃষি, আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, কমিউনিটি সার্ভিস, শিক্ষা, পরিবহণ ও যাতায়াত, জলাশয়, খোলা জায়গা এবং চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ভূমির বর্তমান ব্যবহার চিহ্নিত করে ভূমি ব্যবহার জরিপ করা হয়েছে। ভৌত উপাদান জরিপের উপাত্ত ও মানচিত্র ভূমি ব্যবহার জরিপের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভূ-সংস্থানিক ও ভৌত উপাদান জরিপ থেকে নিষ্কাশন তথ্যসমূহ প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সহায়ক অতিরিক্ত তথ্য পৌরসভার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অনির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী জরিপ (কি ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ) পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে ।

আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে জনসংখ্যা, পারিবারের আকার, বয়স কাঠামো/নারী-পুরুষ বন্টন, পেশা, পরিবার কাঠমো, বসতবাড়ির মালিকানা, অভিবাসন ধরণ, শিক্ষাগত অবস্থা, আয়-ব্যয়ের সীমা, ভূমির মালিকানা, ভূমির মূল্য, স্বাস্থ্য সুবিধা, বিনোদনমূলক সুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। যানবাহনের পরিমাণ জরিপ (ট্রাফিক ভলিউম সার্ভে), উৎপত্তি ও গন্তব্য (ও-ডি) জরিপ, গতি ও বিলম্ব জরিপ, যানজটের স্থান, সড়ক ব্যবস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে বিস্তারিত পরিবহণ ও যাতায়াত জরিপ পরিচালিত হয়েছে ।

৫ম ধাপঃ ভিত্তি মানচিত্র (বেইজ মানচিত্র) ও জরিপ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ

প্রকল্প এলাকার সব ধরণের জরিপ সম্পাদন এবং জরিপকৃত উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণের পর সকল প্রকার প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করে এবং সেই সাথে তাদের অবস্থান, রৈখিক বিস্তৃতি ও গুণগত তথ্য সংযোজন করে পরামর্শকবৃন্দ কর্তৃক ভিত্তি মানচিত্র (বেইজ ম্যাপ) প্রস্তুত করা হয়েছে । এই ধাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ জরিপ প্রতিবেদন তৈরি করা যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রণীত জরিপের ভিত্তিতে বিভিন্ন দিকের বর্ণনা।

৬ষ্ঠ ধাপঃ অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন (ইন্টেরিম রিপোর্ট) প্রণয়ন

এটি দুর্গাপুর পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের অন্তর্বর্তী পর্ব। এতে রয়েছে জনসংখ্যা ও ভূমি ব্যবহার প্রক্ষেপণ, বিভিন্ন উন্নয়ন খাত সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান নীতিমালার বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিরূপন। পৌর কর্তৃপক্ষের আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করার জন্য সাম্প্রতিক বাজেট নিরীক্ষণ এবং পৌরসভার গৃহীত বর্তমান/অতি সাম্প্রতিক অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকাও এই পর্বে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৭ম ধাপ: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার বিশ্লেষণ ও প্রক্ষেপণ

এই পর্বে রয়েছে মহাপরিকল্পনা এলাকার সংশ্লিষ্ট মানচিত্র, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদতি বিভিন্ন শুমারির তথ্য উপাত্ত এবং অন্যান্য প্রাথমকি ও মাধ্যমিক উপাত্তের উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের বর্তমান ধারার বিশ্লেষণ, উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী প্রক্ষেপণ এবং মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রণীত পরিকল্পনা মান এর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ এবং পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ।

৮ম ধাপঃ মতবিনিময় সভা

খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির অষ্টম পর্বে মতবিনিময় সভার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বর্তমান সুযোগ সুবিধা ও সেবামূলক কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং প্রস্তাবনাসমূহ মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ ও মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ করা হয়। সংশ্লিষ্টদের মতামত ও পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত ও নিশ্চিত করার পর প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্ত করা হয়।

৯ম ধাপঃ দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পদ্ধতির নবম পর্ব হচ্ছে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিবেদন। পদ্ধতির এই পর্ব মহাপরিকল্পনার তিনটি ভিন্ন স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এগুলো হচ্ছে কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা।

কাঠামো পরিকল্পনায় পৌরসভার উন্নয়নের বর্তমান ধারা এবং উন্নয়ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে; এমনকি ২০৩১ সালের মধ্যে দুর্গাপুর পৌরসভার ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার, ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা ও উন্নয়নের বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে, উন্নয়ন নীতি নির্ধারনী অঞ্চলীকরণ মানচিত্র প্রস্তুত করা হয় এবং উন্নত নাগরিক পরিবেশ বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করতে নগর সম্পদ কৌশলের সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনা তিনটি পরিপূরক ও একটি সহযোগী পরিকল্পনার সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর সেবা পরিকল্পনা।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ২০ বছর মেয়াদের জন্য প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও পরিকল্পনা মানের ভিত্তিতে প্রতিটি বৃহৎ ভূমি ব্যবহার শ্রেণির জন্য ভূমি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ নির্ধারণে পর ভূমির যথোপযুক্ততার ভিত্তিতে এর বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য ভূমির উপযুক্ততা যাচাই করার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, মতবিনিময় সভা, ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র ও ভৌত উপাদান মানচিত্র বিশ্লেষণ ও মাটির গুণগত অবস্থার বিশ্লেষনের মাধ্যমে গুণগত মানের ভিত্তিতে ভূমির উপযুক্ততা যাচাই করা হয়। ভূমির বরাদ্দ এমন একটি প্রক্রিয়া যা ভূমির চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভশীল। ভূমির উপযুক্ততা থেকে সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় এবং ভূমির প্রয়োজনীয়তা থেকে উন্নয়নের জন্য ভূমির চাহিদা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্রে ভূমির চূড়ান্ত বরাদ্দ কিংবা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহারের জন্য ভূমি ব্যবহার সুপারিশ প্রদান করা হয় এবং বিবৃতিমূলক প্রতিবেদনে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়।

পরিবহণ ও যাতায়াত পরিকল্পনার পদ্ধতিগত প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বর্তমান পরিবহণ পরিস্থিতি চিহ্নিতকরণ যা যাতায়তের পরিমাণ জরিপ (ট্রাফিক ভলিউম সার্ভে), উৎপত্তি ও গন্তব্য (ও-ডি) জরিপ, গতি ও বিলম্ব জরিপ, যানজটের স্থান, সড়ক ব্যবস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ প্রভৃতির ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয়, জরিপ প্রতিবেদনে ইতোমধ্যেই যার বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপে পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ ও যানবাহনের চাহিদার বিষয় সনাক্ত করা হয় যা অন্তর্বতী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সমীক্ষার তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে নতুন পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, যা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। অতঃপর পরিবহণ পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা (টিএসএম) সংক্রান্ত কিছু কৌশল হাতে নেয়া হয়। পরিশেষে, পরিবহণ পদ্ধতি ব্যবস্থাপনাসহ পরিবহণ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল গ্রহণ করা হয়।

নিষ্কাশন পরিকল্পনার মধ্যে (১) নিষ্কাশন সুবিধা ও বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ (২) প্রধান প্রধান নির্গমনস্থল সনাক্তকরণ এবং নর্দমার নির্গমনস্থলের ভিত্তিতে সমস্ত নিষ্কাশন এলাকাকে কয়েকটি নিষ্কাশন অঞ্চলে ভাগ করা। (৩) নকশার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মানদণ্ড বর্ণনা করা এবং (৪) নর্দমার প্রয়োজনীয়তা ও আকার বর্ণনা। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে নগর এলাকায় সৃষ্টি হওয়া অতিরিক্ত জল নির্গমনস্থলে নিষ্কাশনের জন্যই নর্দমাগুলোর নক্সা করা হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বৃষ্টিপাতের হার, স্থায়িত্বকাল এবং একটি এলাকার পানি প্রবাহের পরিমাণ প্রভৃতি হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে নর্দমার নকশা করা হয়ে থাকে।

পরিবেশগত জরিপ, সমন্বিত প্রতিবেশ জরিপ এবং পানির মান সংক্রান্ত জরিপের ভিত্তিতে **পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা** প্রণয়ন করা হয়। সমন্বিত বাসযোগ্য পরিবেশের মধ্যে রয়েছে পানি সরবরাহ, ভূমি দূষণ, নিষ্কাশন ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাল ও প্রাইমারী নর্দমা খননের কারণে জনসংখ্যার পুনর্বাসন প্রভৃতি। সমন্বিত প্রতিবেশগত জরিপের লক্ষ্য হচ্ছে,

প্রতিবেশগত উপাদান, যেমনঃ প্রাণি ও উদ্ভিদ, কৃষি ও মৎস্য সম্পদ প্রভৃতির কথা বিবেচনায় রেখে নর্দমা বাস্তবায়ন এবং নগরায়নের সাথে সাথে ব্যাপক পরিবেশগত পরিবর্তন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ণ করা। পানির মান সম্পর্কিত জরিপের অর্থ হচ্ছে নদী, প্রাকৃতিক খাল-পুকুর প্রভৃতি এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ। নগর পরিবেশের মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এসকল জরিপ সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

নাগরিক সেবার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়। অতঃপর ভবিষ্যৎ নাগরিক সেবার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। পরিশেষে প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা পদ্ধতির সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে **ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা** প্রণয়ন। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও পটভূমির ধারনালব্ধ করত: কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা সনাক্ত করা। পরবর্তীতে বিস্তারিত ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার আওতায় ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা, অগ্রাধিকারমূলক বিষয় এবং আনুমানিক ব্যয়ের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

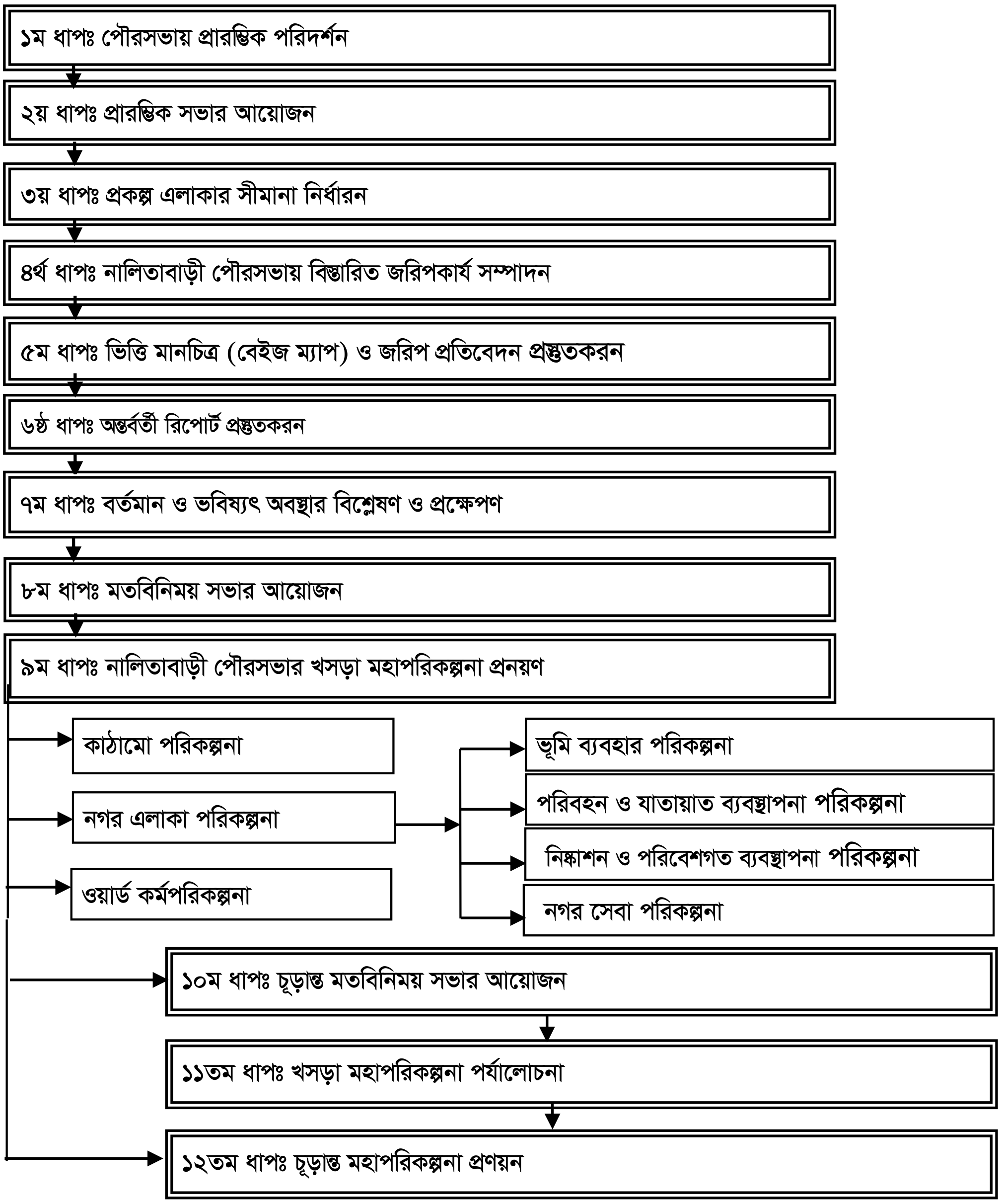

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির প্রবাহচিত্র

কাজের পরিধি

এই পরামর্শ সেবার আওতায় কাজের পরিধি মহাপকিল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত সকল বিবেচ্য বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে পৌরসভার জন্য রয়েছে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনাগুলো তৈরি করতে গৃহীত কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- প্যাকেজের আওতাধীন সম্ভাব্য সকল পৌরসভায় পরিদর্শন এবং মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হবে এমন সকল পৌরসভার তালিকা প্রস্তুত করা। ইতোমধ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এমন সকল পৌরসভাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য পৌরসভার লিখিত মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে প্যাকেজের আওতাধীন পৌরসভার নাম ও সংখ্যা চূড়ান্ত করা।

- দুর্গাপুর পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজের জন্য পৌরসভায় পরিদর্শন করা।

- ইউটিআইডিপি এর প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

- মহাপকিল্পনা প্রণয়নের পরিধি ও চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে পৌরসভাকে জানানোর জন্য পৌরসভা পর্যায়ে একটি প্রারম্ভিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভার জনগণের ধারণা ও মতামত সহযোগে ২০ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন রূপকল্প দাঁড় করাতে পৌরসভায় প্রাপ্ত সম্ভাব্য পরিসর ও সুযোগের উপর ভিত্তি করে একটি আদ্যপান্ত অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

- ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান অবস্থা, পৌরসভার চাহিদা ও সম্ভাব্য সুযোগের উপর ভিত্তি করে কাঠামো পরিকল্পনা এলাকা ও পরিকল্পনা এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুমোদিত ছক অনুযায়ী পৌর এলাকার আর্থ-সামাজিক, জনমিতিক, পরিবহণ ও যাতায়াত, ভৌত উপাদান, ভূমি বন্ধুরতা ও ব্যবহার সম্পর্কিত বর্তমান অবস্থার উপর বিস্তারিত জরিপ পরিচালিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। পৌরসভার ভবিষ্যৎ (১৫-২০ বছরে) জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ করতে, সেই সাথে তাদের জন্য বিভিন্ন সেবা, যেমন-ভৌত অবকাঠামো সুবিধা, কর্মসংস্থান, আবাসন, বর্তমান ও প্রস্তাবিত সড়ক, নর্দমা, খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র এবং অন্যান্য পরিবেশগত ও সামাজিক অবকাঠামোর জন্য আইনের আওতাভুক্ত ও প্রয়োজনীয় ভূমির চাহিদা নিরূপণে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য এ ধরণের উপাত্ত ও তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- বর্তমান নদী ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট নর্দমা, বন্যার মাত্রা ও আধিক্য, পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্র প্রভৃতি চিহ্নিতকরণ ও অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক তৈরি করা সমুন্নতি রেখা (কনট্যুর ম্যাপ) ও ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র অধ্যয়ন এবং পৌরসভার জন্য প্রাপ্ত অতীতে প্রণীত কোন নিষ্কাশন মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।

- ২০ বছরব্যাপী পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনা করতঃ একটি সমন্বিত নিষ্কাশন (বৃষ্টির পানি) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যার মধ্যে নিষ্কাশনের হিসাব, প্রভাব বলয়, প্রধান ও মাধ্যমিক পর্যায়ের নর্দমার নকশা, ধরণ এবং জলধারণ এলাকাসহ প্রস্তাবিত নর্দমা ব্যবস্থার প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- পৌরসভায় ঝড়-বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে যথাযথ নির্গমন পথ নির্মাণে পর্যাপ্ত ভূমির সংস্থান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কৌশল সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- বর্তমান পরিবহণ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা, দুর্ঘটনা পরিসংখ্যান এবং পৌরসভায় নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা ও ধরণ সংক্রান্ত জরুরী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- জটিল তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হয়েছে এবং প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান (রেকনেইসেন্স) ও যাতায়াত জরিপের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যার দ্বারা বর্তমান যাতায়াতের পরিমাণ, ভবিষ্যৎ যাতায়াত বৃদ্ধির পূর্বাভাস, ভ্রমণের ধরণ, যাতায়াতে সঙ্কট সৃষ্টি হয় এমন এলাকা ও তার কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

- যাতায়াত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমাধানের কার্যকারিতার উপর অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং একমুখী চলাচল ব্যবস্থা, বড় যানবাহনের চলাচলে সীমিত প্রবেশাধিকার, উন্নততর সংকেত ব্যবস্থা, যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ দ্বীপ (ট্রাফিক আইল্যাণ্ড), গোলচত্ত্বর, পথচারী পারাপার, যানবাহনের মোড় ঘোরার জন্য মন্থরগতি লেন, যথোপযুক্ত ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ, পার্কিং নীতিমালা এবং পথচারী ও রিকশা চলাচলের সড়ক পৃথকীকরণসহ একটি স্বল্পমেয়াদি যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- পথচারী চলাচল করে না, কিন্তু রিকশা সাইকেলের প্রাধান্য বেশি এমন যাতায়াতের সড়কগুলোর ওপর মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিভাবে অন্যান্য যানবাহন চলাচলে অযথা বিলম্ব না ঘটিয়ে এসব পরিবহণকে সর্বোত্তম কাজে লাগানো যায়, সে ব্যাপারে বিশেষ সুপারিশ প্রস্তাব করা উচিত। প্রস্তাবনাগুলোতে পথচারী পারাপার ও তাদের নিরাপত্তা এবং শিশুদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় রাখা উচিত।

- বর্তমানে সড়ক পরিবহণ, বাস ও ট্রাক স্ট্যাণ্ড, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদির জন্য ভূমি ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সব ভূমির সর্বোচ্চ সুষ্ঠু ব্যবহার করার জন্য কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তার সুপারিশ করতে হবে।

- এই প্রকল্পের অধীনে প্রস্তুতকৃত ভূমি বন্ধুরতা ও ভিত্তি মানচিত্রের (বেইজ ম্যাপ) উপর নির্ভর করে একটি সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) পরিকল্পনার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা মানসমূহের ওপর সুপারিশ পেশ করা হয়েছে, যা সড়কগুলোর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নে নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

- যাবতীয় উপযুক্ত পদক্ষেপসহ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, যার বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য থাকবে যথাযথ নীতি কৌশল, গঠন কাঠামোর রূপরেখা, প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস এবং পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎস।

- বর্তমান উদ্যোগের আওতায় তিন স্তর বিশিষ্ট (কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- প্রথম পর্যায়ে এই প্যাকেজের আওতায় প্রত্যেক পৌরসভার জন্য একটি কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা ও কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা যা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সমন্বয় ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সমন্বয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- প্রত্যেক পৌরসভার জন্য পরিকল্পার মেয়াদ অর্থাৎ পরবর্তী ২০ বছর সময়সীমায় প্রধান ও মাধ্যমিক সড়ক, নর্দমা ও অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামোসমূহের একটি সামগ্রিক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শ্রেণিবিভাগ ক'রে দীর্ঘ, মাঝারি ও স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং নর্দমা, সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়নে সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।

- প্রথম পাঁচ বছর সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সড়ক, নর্দমা, যাতায়াত ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই মহাপরিকল্পনায় অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে অগ্রাধিকার প্রকল্প তালিকাসহ একটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সহায়তায়, সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে অন্তত ২টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনের উপর এবং অন্যটি প্রস্তাবিত খসড়া মহাপরিকল্পনার ওপর আলোচনার জন্য, যেখানে উপকারভোগীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা ও মহাপরিকল্পনায় সংযোজন করা হয়েছে।
- চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অব রেফারেন্স) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা মান অনুসারে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন বিন্যাস

দুর্গাপুর পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন পর্ব ক; কাঠামো পরিকল্পনা, পর্ব খ; নগর এলাকা পরিকল্পনা ও পর্ব গ; ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা নামে তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে।

পর্ব - ক: প্রতিবেদনের পর্ব ক; কাঠামো পরিকল্পনার আগামী ২০ বছরের জন্য একটি নীতি-নির্দেশনা পরিকল্পনার সমন্বয়। এতে পৌরসভার বর্তমান বিকাশ ধারা ও উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে; এছাড়া ২০৩১ সালের মধ্যে দুর্গাপুর পৌরসভার ভূমি ব্যবহার, ভবিষ্যৎ ও সম্ভাব্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্ষেপিত হয়েছে। পরিশেষে একটি ভূমি ব্যবহার বিভাজন মানচিত্র তৈরি এবং নগর সম্পদের কাঙ্খিত ব্যবহার কৌশল গ্রহণ ও উন্নত নগর পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

পর্ব- খ: প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশ পর্ব খ, যাতে মধ্য মেয়াদে নগর এলাকা পরিকল্পনা বিশ্লেষিত। নগর এলাকা পরিকল্পনা হচ্ছে ১০ বছর মেয়াদে ২০২১ সাল পর্যন্ত। এটি চারটি উপ-অংশে বিভক্ত, যেমন ১) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা; ২) পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; ৩) নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; এবং ৪) নগর সেবা পরিকল্পনা অন্তর্গত।

(১) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি, বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহারের বিষয় সনাক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভূমির ভবিষ্যৎ ব্যবহারের চাহিদা নির্ধারণ, ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় বর্তমান পরিবহণ সুবিধা, যানবাহনের পরিমাণ, যানজট ও বিলম্বের মাত্রা, বিদ্যমান ঘাটতি বিশ্লেষণ, আগামী বিশ বছরের জন্য ভ্রমণ চাহিদার পূর্বাভাস, ভবিষ্যৎ যানবাহন সংখ্যা, সেবার মান ও পরিবহণ উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়ও পরিবহণ পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৩) নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দুই অংশকে বিভক্ত: নিষ্কাশন পরিকল্পনা অংশ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অংশ, নিষ্কাশন পরিকল্পনায় বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা, ভূমির বন্ধুরতা এবং ভূ-স্তরের সমুন্নতি রেখার (কনট্যুর লাইন) বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল নিষ্কাশন পরিকল্পা অংশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা, বর্জ্য অপসারণ, পরিবেশ দূষণ, জলাবদ্ধতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও স্থানীয় আপদ-বিপদ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) নগর সেবা পরিকল্পনায় সেবাসমূহের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা, বর্তমান ও প্রস্তাবিত নাগরিক সেবা, নাগরিক সেবার প্রস্তাবনাসমূহ, এবং নাগরিক সেবার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পর্ব- গ: ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় সমগ্র পরিকল্পনা মেয়াদে নির্ধারিত সময়ের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক বিশদ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঁচ বছরের জন্য ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ আবাসন ধরণ, কর্মসংস্থান, পরিবহন, সেবা ও পরিবেশের বৃহৎ চিত্র অঙ্কণ করেছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা অধিক সুনির্দিষ্ট। এগুলো একক কমিউনিটিসহ সম্মিলিত সমস্যা ও সুবিধা দেখভাল করে এবং সঠিক প্রায়োগিক স্থান দেখায়। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার একটি পুর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে এখানে প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনা,অগ্রাধিকার কাজ ও ব্যয় নিরূপণ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় ০১
ভূমিকা

১.১ পৌরসভার পটভূমি

দুর্গাপুর পৌরসভা নেত্রকোনা জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর উপজেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটি নেত্রকোনা জেলা সদরের একেবারে উত্তর অংশ এবং নেত্রকোনা জেলা সদরের ৪৫ কি.মি'র মধ্যে অবস্থিত। পৌরসভার সীমারেখো উত্তরে মেঘালয় (ভারত), দকি ।ণে কাকইড়গারা ও বাকইলজরা ইউনিয়ন, পূর্বে চণ্ডিগড় ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে কুলাগড়া ইউনিয়ন। দুর্গাপুর পৌরসভার ভিতর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে সুমেশ্বরী নদী প্রবাহিত। ২৪.৩৭৫০° উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০.৩৭৭৮° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মাঝে এর ভৌগোলিক অবস্থান। পৌরসভার অবস্থান ১.১ মানচিত্রে দেখার হল (পৌরসভার অবস্থান মানচিত্র)।

বিবিএস-২০১১ অনুযায়ী (নেত্রকোনা জেলা) প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৪,৩০৬ জন। এর মধ্যে ১২,২৯৮ জন (৫২.৬০%) পুরুষ এবং ১২,০০৮ জন (৪৯.৪০%) নারী। দুর্গাপুরে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর লোকজনের বসবাস রয়েছে। দুর্গাপুর আদিবাসী জনগণ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। গারো, হাজং, বুনা/বুনো, বাঙালী ও বনাই মিলে দুর্গাপুরের জাতিগত মিশ্রণ। বর্তমানে পৌর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটাওে ২০০৫জন।

দুর্গাপুর পৌরসভার আয়তন ১৬টি মৌজা নিয়ে ১০.২৫ বর্গ কি.মি.। দুর্গাপুরের আংশিক/পূর্ণাঙ্গ মৌজা হচ্ছে, খারাশ, দশাল, দক্ষিণ ভবানীপুর, উতরাইল, খুজিউড়া, শ্যায়ল দহর ও দুকুমারা কুলাগড়া। পৌরসভাটি ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত।

১৮৭৪ সালে দুর্গাপুর থানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে যা পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। ১৯৯৪ সালের ১৫ই জুন দুর্গাপুর পৌরসভা গঠিত হয়। বর্তমানে এটি 'গ' শ্রেণির পৌরসভা।

বর্তমানে পৌরসভার উন্নয়ন চিত্রে যথেষ্ট খারাপ পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। শহরটি উপজেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। এই শহর গড়ে ওঠার পেছনে অন্য কোন কারণ তেমন দেখা যায় না। উপজেলা সদরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্যই সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। সড়কসমূহের গতিপথ বরাবর আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা গড়ে উঠায় পৌরসভার ভৌত বিকাশ কিছুটা ফিতার আকার (রিবর্ন ডেভেলপমেন্ট) ধারণ করেছে। তবে শহরের অধিকাংশ স্থাপনা, বাড়িঘর পরিকল্পনা মান ও নিয়ম-নীতি না মেনে যত্রতত্রভাবে গড়ে ওঠছে।

পৌরসভার প্রধান ও মাধ্যমিক নর্দমা এবং প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ সমন্বিতভাবে নিষ্কাশন ব্যবস্থায় কার্যকর নয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করছে। জলাধারসমূহ দখলের কারণে অধিক বৃষ্টিপাতের সময় বাড়িঘর ও সড়কসহ পৌরসভার অনেক স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। মূলত শহরের কেন্দ্রস্থলে সড়ক সংলগ্ন কিছু নর্দমা রয়েছে।

দুর্গাপুরে যানজট এবং পরিবহণ সমস্যা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। সড়কের ব্যবহার যে হারে বেড়েছে সে তুলনায় সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়নি। যানজট, দূর্ঘটনা, পথচারী ও পার্কিং সমস্যা, বায়ু ও শব্দদূষণ প্রভৃতি এই শহরের বর্তমান প্রধান প্রধান সমস্যা। যথাযথ মহাপরিকল্পনা ছাড়াই অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর, সড়ক, নর্দমা, বাজারের মত সকল ধরণের অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে যা পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করছে এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

১.২ মহাপরিকল্পনার দর্শন

বর্তমান ও ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য পদ্ধতিগতভাবে স্থানিক বিন্যাস, আর্থ সামাজিক পুনর্গঠন, পরিবেশের মানউন্নয়ন এবং আনন্দময় সামাজিক সেবা সংস্থানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের মহাপরিকল্পনার দর্শন নিহীত।

জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন এবং আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা, বিনোদন, অবকাঠামো ও পরিসেবা সুবিধাদির মত সম্ভাব্য সব ধরণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিই হবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তি।

অন্য যেকোন নগরের মত দুর্গাপুরও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জন করবে এবং এভাবেই জীবন-যাত্রার মান অর্জিত হবে। পরিশেষে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়:

- যেকোন উন্নয়ন হতে হবে ছন্দময়, নান্দনিকভাবে মনোমুগ্ধকর এবং একই সাথে শহরের বৈশিষ্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ভূমির আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পভিত্তিক ব্যবহার হতে হবে পরিবেশগতভাবে নিরাপদ এবং বর্তমান কাঠামো, ক্ষেত্র ও ভূ-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;
- বায়ু, ভূ-গর্ভস্থ পানি, খাল, বিল ও ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের অন্যান্য পানি বিশুদ্ধ ও নিরাপদ রাখতে হবে।

১.৩ কাঠামো পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রূপকল্প (ভিশন)

কাঠামো পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কৌশলের সমন্বয়ের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিত করাই এই পরিকল্পনার অন্যতম রূপকল্প। পৌর শহর কিভাবে গড়ে উঠতে পারে সেসম্পর্কিত পরিবর্তন ও পছন্দের রূপরেখা কাঠামো পরিকল্পনায় দেখান হয়েছে। এছাড়া এই পরিকল্পনায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে নেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্তের প্রতিফলনও রয়েছে:

- অপরিকল্পিত ও যত্রতত্র উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে পৌরসভার উন্নয়ন ও মূল্যবান কৃষি ভূমি রক্ষায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যার উপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমাতে হবে এবং সেই সঙ্গে জনগণের রাজধানী অভিমুখী যাত্রা বন্ধ করা।
- পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নানা ধরণের সেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
- পৌরসভার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ এবং সকল শ্রেণিপেশার মানুষের জন্য বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- পৌরসভার অধিক্ষেত্রের মধ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য উপার্জনমুখী কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
- প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন কাঠামোর দিক নির্দেশনা প্রদান।
- পৌরসভাকে একটি স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্যসমূহ

একটি সেবাদানকারী ও পরিকল্পনাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পৌরসভার প্রেক্ষাপট থেকে উন্নয়নের অগ্রাধিকারমূলক রূপরেখা প্রদান করাই কাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কাঠামো পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ভবিষ্যতের আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা সঠিক ও যথাযথ স্থানে গড়ে তোলা।
- সঠিক পরিকল্পনা ও যথাযথ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিকাশ অব্যাহত রাখা।
- বহুমূল্যবান আবাদি জমি, প্রাকৃতিক উপাদান ও উন্মুক্ত স্থানসমূহের সংরক্ষণ।
- যথাযথ উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে নগর এলাকার ভূ-সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- সন্নিহিত ভূমি ব্যবহারের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।
- অকৃষিজ অর্থনৈতিক কার্যক্রম জোরদার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপায় সন্ধান করা।

- আঞ্চলিক পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি পৌর এলাকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরিবহণ যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।
- দূষণ, ঝুঁকি ও দুর্যোগ মুক্ত বসবাস উপযোগী জীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- অগ্নি নির্বাপণ ও দূর্ঘটনা থেকে নিরাপদ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

১.৪ কাঠামো পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও ধরণ

কাঠামো পরিকল্পনা মূলতঃ দীর্ঘ মেয়াদে নগর উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতির প্রধান প্রধান কৌশল উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক, ভৌত ও পরিবেশগত বিষয়সমূহের সমন্বয় সাধনের উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একইভাবে কাঠামো পরিকল্পনা দুর্গাপুর পৌরসভায় ও এর আশেপাশে দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্নের সার্বিক উন্নয়ন কাঠামো প্রদান করে।

কাঠামো পরিকল্পনার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এলাকা/অঞ্চল ভিত্তিক ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা সংক্রান্ত সমীক্ষা। অতঃপর কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি সংস্থানের জন্য মৌলিক বিকল্প কৌশলসমূহ সনাক্ত করা হয়। মূল্যায়নের পর উপযুক্ত কৌশলগত বিকল্প কৌশল গ্রহণ করা হয়। নির্ধারিত উপযুক্ত কৌশল দুর্গাপুর পৌর শহরের সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ ও অন্যান্য কাঠামোগত বিষয়গুলো চিহ্নিত করে। এই পরিকল্পনা বিভিন্ন নগর কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারনের জন্য এলাকাভিত্তিক কৌশল প্রদান করে। এছাড়াও কাঠামো পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদে কাঙ্খিত উপায়ে উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ খাতওয়ারী নীতি কৌশল প্রবর্তন করে।

দুর্গাপুর পৌরসভার কাঠামো পরিকল্পনা পৌর শহরের ভৌত কাঠামো ও উন্নয়নের ধরণের উপর প্রধানত গুরুত্ব আরোপ করে যা প্রতিবেদন ও মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে দুর্গাপুর পৌরসভা আগামী বিশ বছরে কিভাবে গড়ে উঠবে এবং বিকাশ লাভ করবে তার দিক-নির্দেশনাসহ একটি মৌলিক কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে।

অধ্যায় ০২
পৌরসভার বর্তমান উন্নয়ন ধারা

২.১ সামাজিক উন্নয়ন

দুর্গাপুর পৌরসভা ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরু থেকেই ধীরে ধীরে দুর্গাপুর পৌরসভার সামাজিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবন-যাত্রা থেকে শহুরে জীবনযাত্রায় রূপান্তরিত হয়। আদমশুমারি ১৯৯১ ও ২০০১ এর নেত্রকোনা জেলা কমিউনিটি সিরিজ থেকে দুর্গাপুর পৌরসভার বর্তমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারা পাওয়া যায়। পৌরসভার কতিপয় সামাজিক উপাত্ত নিম্নে দেওয়া হল:

জনসংখ্যা

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, দুর্গাপুর পৌরসভার সম্প্রসারিত এলাকাসহ মহাপরিকল্পনার আওতাধীন এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৪,৩০৬ জন। এর মধ্যে ১২,২৯৮ জন পুরুষ (৫০.৬০%) এবং ১২,০০৮জন (৪৯.৪০%) নারী। লিঙ্গ অনুপাত ১০২ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২০৬৯ (প্রতি একরে ৮ জন)। এখানে গারো, হাজং, আচিক, মান্দি, বনাই, বাঙালী ও বুনা/বুনো সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে।

পরিবার

আদমশুমারি ২০১১ এর উপাত্ত অনুযায়ী দুর্গাপুর পৌরসভার মোট পরিবারের সংখ্যা ৫,৬৮৭ যা ২০০১ তে ছিল ৪,৩২৫ । অপরদিকে ২০০১ এবং ২০১১ সালে পরিবারসমূহের গড় আকার ছিল যথাক্রমে ৪.৮৩ এবং ৪.৮ জন। আদমশুমারি ২০০১ ও ২০১১ অনুযায়ী দুর্গাপুর পৌরসভার পরিবারের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৭৮।

শিক্ষা

আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী, দুর্গাপুর উপজেলায় গত এক দশকে শিক্ষার হার বৃদ্ধির ধারা পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার হার ২০১১ সালে ৬০.১% এবং ২০০১ সালে ৫২.৩%। এতে দেখা যায়, ২০০১ থেকে ২০১১ সালে উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার বেড়েছে মাত্র ৭.৮০%।

প্রকল্প এলাকায় দেখা গেছে, , প্রাথমিক থেকে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা সম্পন্নকারী জনসংখ্যার হার ৭৭.৪৬%। জরিপকৃত মোট জনসংখ্যার ২২.৫৪% মানুষ কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে ৩৫.৬৮%, মাধ্যমিক স্তরে ৩.৭৬%। প্রায় ৬.৫৭% উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রায় ৮.৯২% মানুষ উচ্চ মাধ্যমিকের বেশি স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে।

বর্তমানে পৌরসভায় মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৬টি যার মধ্যে ২টি কলেজ, ৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি মাদ্রাসা ও ৪টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সবধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যালয় (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) প্রায় ৫৩.৮৫%, মাদ্রাসা ২৩.০৮% এবং কলেজ ৭.৬৯%। এ এলাকায় জাতীয় পর্যায়ের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

আয়ের স্তর

আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী ১৬% এর বেশি পরিবারের মাসিক আয় ৩৫০০ টাকা কিংবা তার চেয়ে কম যাদের দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে। ৭৪.২% পরিবারের মাসিক আয় ৩৫০০ থেকে ১২০০০ টাকার মধ্যে। উচ্চ আয়ের পরিবার যাদের মাসিক আয় ১২ হাজার টাকার উপরে তাদের হার মাত্র ৯.৯%। জানা গেছে পৌরবাসির মাসিক গড় আয় ৮০৫৩.৯৯ টাকা।

ধর্ম

সর্বশেষ আদমশুমারি (২০১১) অনুযায়ী পৌরসভার ৭৩.৯৯% জনগণ মুসলিম, ১৯.৯৪% হিন্দু, ৫.৯৬% খ্রিষ্টান, ০.০২% বৌদ্ধ এবং ০.০৯% অন্যান্য সম্প্রদায়ের।

পরিবারিক আয়ের প্রধান উৎস

আদমশুমারি ২০০১ অনুযায়ী, দুর্গাপুর পৌরসভায় পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস নিম্নরূপ: ব্যবসা ৩৫.৮৭%, চাকুরী ১৩.৩১%, পশুপালন, বনায়ন ও মৎস্যজীবী ৯.২০%, কৃষি শ্রমিক ৬.৭৩%, শিল্প ১.০৬%, ফেরিওয়ালা ০.৫৪%, বাড়ি ভাড়া ও প্রবাসী আয় ০.৬১%, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ০.১৪%, অ-কৃষি শ্রমিক ৬.০২%, পরিবহণ ও যাতায়াত ১.৩৯% এবং অন্যান্য খাত ২৩.৮৫%।

ভূমি মালিক

দুর্গাপুর পৌরসভার শতভাগ লোক স্থানীয়। তাদের অধিকৃত ভূমি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং ভূমির মালিকানা পরিবর্তন হয় ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে।

মোট ৪২৫১টি পরিবারের মধ্যে ৩৯১ টির নিজস্ব কৃষি জমি রয়েছে যা মোট পরিবারের ৯.২০%। প্রথম শ্রেণির জমির মূল্য আনুমানিক শতাংশ প্রতি ৬৫,০০০।

মালিকানার ধরণ

বসতবাড়ীর মালিকানার ধরণ সাধারণত নগরবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরে। ২০১১ সালের বিবিএস জরিপ অনুযায়ী পৌরসভার ৮৪.১% বাড়ি ব্যক্তি মালিকানাধীন। হয়তো অল্প কিছু মানুষ ১১.৮% ভাড়া বাসায় বাস করে এবং অন্যান্য আবাসনে বাস করে প্রায় ৪.১%। বাড়ির মালিকানার ধরন থেকে অভিবাসনের চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায় কেননা অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরা পাকা বাড়ি নির্মাণ করে। জরিপ থেকে জানা গেছে, প্রত্যেক আয় শ্রেণির ও প্রত্যেক পেশাজীবী শ্রেণির বেশির ভাগ মানুষ নিজের বাড়িতে বাস করে।

২.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিহীত। এর ব্যাপ্তির মধ্যে রয়েছে প্রক্রিয়া ও নীতিমালা, যার দ্বারা একটি জাতি তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধারণতঃ বিভিন্ন সূচক যেমন প্রবৃদ্ধি, আয়ু এবং দারিদ্র্যের হার বাড়ানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার জনগণের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা অন্যান্য বিষয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এসব বিষয়গুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত যা কখনো কখনো উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সমানভাবে চলে।

দুর্গাপুর পৌরসভায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয়েছে বিগত কয়েক দশক থেকে। পৌরসভাটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পৌরসভার ভৌগোলিক অবস্থান এবং আশেপাশের অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গাপুর পৌরসভার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পৌরসভার অন্যান্য অংশের তুলনায় মধ্য অংশে অধিক অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছে। উপজেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হওয়ায় সংঘটিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন পৌরসভার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কারণ। উপজেলা প্রতিষ্ঠার পর এই এলাকা সমগ্র উপজেলার ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ময়মনসিংহ সড়ক ও বিজয়পুর সড়ক বরাবর অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

বিজয়পুর-বাগমারা স্থল শুল্ক কেন্দ্র দুর্গাপুর শহরের ৬ কিলোমিটার দূরে। তবে বর্তমানে এইট পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বিজয়পুর-বাগমারা স্থল শুল্ক কেন্দ্র দিয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে অল্প পরিমাণ কয়লা আমদানি করা হয়েছে।

বিজয়পুর চীনা মাটির খনির জন্য বিখ্যাত। এই উচ্চ মানের মাটির মৃন্ময় সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে এগুলো গৃহস্থালি কাজে বহুব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সিরামিক শিল্পে এই কাঁচামাল পরিবহনের জন্য দুর্গাপুর একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ও পরিবহন রুটে পরিণত হয়েছে।

দুর্গাপুর পৌরসভায় অবস্থিত সুসং দুর্গাপুররের বিরিশিরি একটি পর্যটন কেন্দ্র। যা বিশ্বের বহু মানুষকে আকর্ষণ করে নৃ-সংস্কৃতি জানতে ও বসবাস করতে। এটা শুধু চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কল্যাণে নয়, নৃ-সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ। কেননা এখানে হাজং, গারো, আচিক ও মান্দির মত অনেক নৃ-গোষ্ঠি বাস করে। বিরিশিরির মুল আকর্ষণ হচ্ছে, দুর্গাপুরের (বিজয়পুর) সিরামিক পাহাড়

এবং সুমেশ্বরী নদীর তীরবর্তী ছবির মত ভূমিরূপ। বর্ষাকাল ছাড়া এ নদীতে পানি পাওয়া মুস্কিল আর সেজন্যই এ নদী মৌসুমভিত্তিক তার রূপ বদলায়। বিরিশিরিতে মুসেউম নামে একটি নৃ-গোষ্ঠি বাস করে।

২.৩ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ভবন, সড়ক, সেতু, কালভার্ট, খাল, নর্দমা, বাঁধ, পয়ঃনিষ্কাশন লাইন, শিল্প কারখানা, অফিস, প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সংরক্ষণাগার/গুদাম প্রভৃতি।

জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২টি খাল যথা সাইলাদহ খাল, আলমপাড়া খাল এবং সুমেশ্বরী নদী প্রাকৃতিক জলাশয় হিসেবে পরিচিত। পৌরসভার মধ্যে প্রবাহিত সুমেশ্বরী নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.২৬ কিলোমিটার।

দুর্গাপুর পৌরসভায় গত কয়েক দশকে প্রায় ১০,৪৪৭টি ভবন নির্মাণ হয়েছে। এর মধ্যে ৯,৩৫০টি আবাসিক ভবন, ৮৩২টি বাণিজ্যিক ভবন, ১৩টি শিল্প ভবন, ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪টি স্বাস্থ্যভবন (হাসপাতাল) এবং ৪৮টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এছাড়া ৮৩ টি সেতু ও কালভার্ট এবং ৮.৪১ কিলোমিটার পাকা নর্দমা ও ৮৭.৮১ কিলোমিটার (৭৭.৭৭ একর) সড়ক নির্মিত হয়েছে।

২.৪ পরিবেশগত উন্নয়ন

পরিবেশগত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বৃষ্টিপাত, ভৌগোলিক অবস্থা, ভূপৃষ্ঠ ও উপরিভাগের পানি দূষণ, জলাধার, খাবার পানির মান, স্যানিটেশন, ভূমি দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, বন্যা, জলাবদ্ধতা, পয়ঃনিষ্কাশন প্রতিবন্ধকতা, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ। পরিবেশগত উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে জ্বালানী ব্যবহার, পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রশমন প্রভৃতির দ্বারা ভূমি, পানি ও বায়ুর মান এবং জীব-বৈচিত্রের উপর পরিবেশের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা।

দুর্গাপুর পৌরসভার নগর পরিবেশের মধ্যে মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক উভয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। মানবসৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে রয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি, বায়ুর মান, জ্বালানির ব্যবহার, পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রশমন। যেখানে মানবসৃষ্ট পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে সেখানে নগরায়ণ কখনও টেকসই হতে পারে না।

সুতরাং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে এই সকল পরিবেশগত বিষয় মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভূমি, পানি ও বায়ুর গুণগত মান, জীব-বৈচিত্র্য, পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রশমন প্রভৃতির উপর পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হ্রাসে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

২.৫ জনসংখ্যা

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ৩৮,৭৭৪ জন। এর মধ্যে ২৪,৩০৬জন, এরমধ্যে ১২,২৯৮ (৫০.৬০%) পুরুষ এবং ১২,০০৮ জন (৪৯.৪০%) নারী। ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা বন্টন সারণি ২.১-এ দেখান হল। এলাকায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে। এখানে গারো, হাজং, আচিক, মান্দি, বনাই, বাঙালী ও বুনা/বুনো সম্প্রদায়ও বাস করে। বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২০৬৯। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, মোট পরিবারের সংখ্যা ৫,৬৮৭ এবং লিঙ্গ (নারী-পুরুষ) অনুপাত ১০২। ২০০১ থেকে ২০১১ সালের ১০ বছরে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি হার ছিল ১.৬৯%।

সারণি ২.১: ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা

ওয়ার্ড নং	জনসংখ্যা- ২০০১					
	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ওয়ার্ড নং.০১	১,২৩৫	৫.০৮	১,২৩১	৫.০৬	২,৪৬৬	১০.১৫
ওয়ার্ড নং.০২	১,৬৬৭	৬.৮৬	১,৫৫২	৬.৩৯	৩,২১৯	১৩.২৪
ওয়ার্ড নং.০৩	১,৫৬২	৬.৪৩	১,৩৯৪	৫.৭৪	২,৯৫৬	১২.১৬

ওয়ার্ড নং	জনসংখ্যা- ২০০১					
	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ওয়ার্ড নং.০৪	৯৭৭	৪.০২	৮০১	৩.৩০	১,৭৭৮	৭.৩২
ওয়ার্ড নং.০৫	২,১৪১	৮.৮১	২,০৭৬	৮.৫৪	৪,২১৭	১৭.৩৫
ওয়ার্ড নং.০৬	১,৪২৮	৫.৮৮	১,৩৬৭	৫.৬২	২,৭৯৫	১১.৫০
ওয়ার্ড নং.০৭	১,৩৭১	৫.৬৪	১,৫৫১	৬.৩৮	২,৯২২	১২.০২
ওয়ার্ড নং.০৮	১,২৩৮	৫.০৯	১,২৫৩	৫.১৬	২,৪৯১	১০.২৫
ওয়ার্ড নং.০৯	৬৭৯	২.৭৯	৭৮৩	৩.২২	১,৪৬২	৬.০১
মোট	১২,২৯৮	৫০.৬০	১২,০০৮	৪৯.৪০	২৪,৩০৬	১০০.০০

সূত্রঃ আদমশুমারি ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ২.২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

লোকগননা বছর	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
জনসংখ্যা	১১,৩৩৭	১৪,১৭৫	২০,৫৫০	২৪,৩০৬

সূত্রঃ আদমশুমারি ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৬ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

সাধারণভাবে সক্ষমতা বলতে বোঝায় কাজ করার সামর্থ্য, সমস্যার সমাধান এবং লক্ষ্য অর্জনের সক্ষমতা। সামর্থ্য হচ্ছে কোন একটি ব্যবস্থা বা পদ্ধতি, সুতরাং কোন কোন দৃষ্টিতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সকল দিকই মনোযোগের দাবীদার। দুর্গাপুর পৌরসভা ৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। পৌরসভায় একজন নির্বাচিত মেয়র এবং ৯ জন নির্বাচিত কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী আসনে ৩ জন নারী কাউন্সিলর রয়েছেন। পৌরসভায় সর্বমোট ১৫ জন কর্মচারি রয়েছে।

সারণি ২.৩: বর্তমান জনবল তালিকা

পদবী	বিদ্যমান জনবল
সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত)	০১ জন
সচিব (সেক্রেটারি)	০১ জন
হিসাবরক্ষক	০১ জন
সহকারি কর নির্ধারক	০১ জন
টাইপিস্ট	০১ জন
টিকাদানকারী	০১ জন
এমএলএসএস	০১ জন
বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি	০১ জন
রোড রোলার চালক	০১ জন
ট্রাক চালক	০১ জন
নৈশ প্রহরী	০১ জন

সূত্রঃ দুর্গাপুর পৌরসভা

দুর্গাপুর পৌরসভার বর্তমান আনুসঙ্গিক সহায়তা/সরঞ্জামাদি (লজিস্টিক সাপোর্ট) সন্তোষজনক নয়। বহুমুখী কার্যক্রমসহ পৌরসভার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান সহায়তা/সরঞ্জামাদির সরবরাহ এমনভাবে বাড়াতে হবে যেন কোন কার্যক্রম ব্যাহত না হয়। দুর্গাপুর পৌরসভার বর্তমান আনুসঙ্গিক সহায়তা/সরঞ্জামাদি নিম্নের **সারণি ২.৪**-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ২.৪: দুর্গাপুর পৌরসভার উপকরণ সহায়তা/সরঞ্জামাদি

ক্রমিক নং	সরঞ্জামের ধরণ	সংখ্যা
১.	ট্রাক (ময়লা ফেলা এবং সংগ্রহের জন্য)	০১
২.	রোড রোলার	০১
৩.	ভ্যান	০১
৪.	মোটর সাইকেল	০২
৫.	বাই সাইকেল	০২

ক্রমিক নং	সরঞ্জামের ধরণ	সংখ্যা
৬.	কম্পিউটার	০১
৭.	প্রিন্টার	০১

সূত্র: দুর্গাপুর পৌরসভা অফিস

দুর্গাপুর পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বর্তমানে খুবই সীমিত। পৌরসভার কাজের পরিমানের তুলনায় কর্মচারি সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে দুর্গাপুর আনুষঙ্গিক সহায়তার দিক থেকে পিছিয়ে আছে। এখানে কম্পিউটার সুবিধা, জিআইএস সফটওয়্যার, স্যাটেলাইট ইমেজ, আধুনিক জরিপ সরঞ্জাম, ইন্টারনেট প্রভৃতির ব্যবহার এখনো সন্তোষজনক নয়। পৌরসভাকে তার নানা ধরণের কার্যক্রমসহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান আনুষাঙ্গিক উপকরণ/ সরঞ্জাম এমনভাবে বাড়াতে হবে যেন কোন কার্যক্রম ব্যাহত না হয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কর্তৃক মন্ত্রণালয় আর্থিক সঙ্গতি/বার্ষিক রাজস্ব আয় অনুযায়ী পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। সকল পৌরসভার বর্তমান শ্রেণি ও তাদের অবস্থান **সারণি ২.৫** এ দেখান হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ২০০০৯-২০১০ অর্থ বছরের দিকে দুর্গাপুর "গ" শ্রেণির পৌরসভার আওতায় ছিল যাদের রাজস্ব আয় ২০ লাখ টাকার বেশি। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৬,৪৪৮.০০ টাকা। পৌরসভার ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে মোট আয় হয়েছে ২২০৮০০.০০ টাকা, এবং ব্যয় হয়েছে ২১৭৮০০০০ টাকা। বিস্তারিত **সারণি-২.৬** এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ২.৫: পৌরসভার শ্রেণিবিন্যাস

পৌরসভার শ্রেণিবিন্যাস	বার্ষিক রাজস্ব আয়
শ্রেণি-ক	৬০ লাখ+
শ্রেণি-খ	২০ লাখ
শ্রেণি-গ	অনধিক ২০ লাখের

সূত্র: স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কান্ট্রি প্রতিবেদন: বাংলাদেশ

সারণি ২.৬: ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট

আয়ের ধরন	মোট বাজেট (টাকা)	ব্যয়ের ধরন	মোট বাজেট (টাকা)
রাজস্ব আয়	৫৪,৫০,০০০	রাজস্ব ব্যয়	৫৪,৫০,০০০
উন্নয়ন আয়	১,৬৩,০০,০০০	উন্নয়ন ব্যয়	১,৬০,০০,০০০
মূলধন	৩,৩০,০০০	মূলধন	৩,৩০,০০০
মোট	২২০৮০০০০	মোট	২১৭৮০০০০

সূত্র: দুর্গাপুর পৌরসভা

দুর্গাপুর পৌরসভায় বর্তমানে কোন নগর পরিকল্পনাবিদ নেই। একজন সহকারি প্রকৌশলীর নেতৃত্বে প্রকৌশল বিভাগ নগর পরিকল্পনার সব কাজ করে থাকে। পরিকল্পনার কাজ করার জন্য এবং পরিকল্পিত উপায়ে পৌরসভার ভৌত উন্নয়নে নির্দেশনা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্ততপক্ষে একজন নগর পরিকল্পনাবিদ দরকার। তবে এ জন্য পৌরসভার বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

২.৭ নগর বিকাশ এলাকা

১৯৮২ সালে দুর্গাপুর থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৪ সালের ১৫ই জুন তারিখে দুর্গাপুর উপজেলা সদরকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমান এটি "গ" শ্রেণির পৌরসভা। পৌরসভা ঘোষণার পর নগরায়ণের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য আশপাশের উপজেলা থেকে লোকজন দুর্গাপুর পৌরসভায় আসতে শুরু করে। সে সময় থেকেই বিভিন্ন সরকারি অফিস প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে।

পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থা যুক্ত হওয়ার পর ভৌত বিকাশ শুরু হয়। এ পর্যন্ত এখানে ১০,৪৪৭টি নতুন কাঠামো গড়ে উঠেছে। ভৌত উপাদান জরিপ থেকে দেখা যায়, ভৌত উন্নয়ন মূলতঃ পৌরসভার উত্তর-দক্ষিণ ও সুমেশ্বরী নদীর পশ্চিম অংশ বরাবর বেশি উন্নয়ন হয়েছে। এছাড়াও প্রধান প্রধান সড়ক বরাবর ভৌত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়া সকল পরিবহন রুট বরাবর দুর্গাপুর পৌরসভা শহরের ক্রমশঃ বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে।

দুর্গাপুর এলাকাকে পৌরসভা ঘোষণার সময় গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার এই পৌরসভার পরিধি এবং সীমানা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। ১৯৯৪ সালের ১৫ই জুন প্রকাশিত এই গণ বিজ্ঞপ্তিতে মৌজা পরিচিতিসহ (পূর্ণাঙ্গ/অংশবিশেষ মৌজার নাম, দাগ নম্বর) ১০.২৫ বর্গকিলোমিটার পরিধির এই পৌরসভা গঠণের ঘোষণা উল্লেখ করা হয়।

২.৮ প্রভাব বলয়

দুইভাবে দুর্গাপুর উপকৃত হয়। দুর্গাপুর সমগ্র উপজেলার জন্য দৈনন্দিন ব্যবসাপাতির জিনিসপত্র কিনতে ব্যবসায়ীগণ শহরে আসে যার ফলে শহরের বাইরে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বা আঞ্চলিক পর্যায়ে পাইকারি ব্যবসায়ে পৌরসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুর্গাপুর উপজেলা সদর পৌরসভা এলাকাসহ গোটা উপজেলার জনগণকে সরকারি সেবা দেয়। দুর্গাপুরে ২টি কলেজ ও ৭টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। চারপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়া করে। পৌরসভার আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়ন থেকে অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও শিক্ষণীয় অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য এখানে নিয়ে আসেন। শিক্ষা ও বিনোদন সেবা প্রদান ছাড়াও এই পৌরসভায় রয়েছে বাজার, পোশাক, উপহার, আসবাবপত্র ও ঔষুধের দোকান এবং সাধারণ পণ্যের বিক্রয়কেন্দ্রসহ বেশকিছু খুচরা দোকান। শহরে বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। এখানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে যেখানে সকল পেশাদারী চিকিৎসা সেবা বর্তমান, ফলে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য দুর্গাপুর পৌরসভার চারপাশের লোকজনকে এখানে আসার জন্য আকর্ষক হিসাবে কাজ করে।

দুর্গাপুর পৌরসভার এই প্রভাব বলয় এলাকা কয়েকটি সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা যেমনঃ ময়মনসিংহ সড়ক, বিজয়পুর সড়ক, নাজিরপুর সড়ক, খরণখোলা সড়ক এবং ধানসিঁড়ি মধ্যপাড়া সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত। দুর্গাপুর পৌরসভা এলাকা এবং দুর্গাপুর পৌরসভা ও উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন পরিষদ নগরের প্রভাব বলয় এলাকার আওতায় পড়েছে। প্রভাব বলয়ের বিবরণ মানচিত্র-**৩.১-এ দেখান হল**।

২.৯ ভূমি ব্যবহার ও নগর সেবা

দুর্গাপুর নগরের কেন্দ্রীয় এলাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী শহরতলী ও প্রান্তিক এলাকা অব্যাহতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যেমন, এই এলাকার ভূমির ব্যবহারের ধরণ নগর প্রকৃতির এবং নগরজীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়।

পরিকল্পনা এলাকার স্থানিক কাঠামো ও ভূমি ব্যবহারের ধরণ মূলত স্বপ্রণোদিতভাবে গড়ে উঠেছে। বিগত দশকে এখানে উন্নয়ন শুরু হলেও পৌরসভার বৈশিষ্ট্য এখনও কৃষি প্রধান রয়ে গেছে। নগরায়ণের প্রভাব প্রধানতঃ চোখে পড়ে দুর্গাপুর পৌরসভার মধ্য অংশে এবং ময়মনসিংহ সড়কের দুইপাশ বরাবর। প্রধান প্রধান সড়কের পাশে এবং প্রান্তিক এলাকায় অনেকটা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ বসতি এলাকা দেখা যায়।

কৃষি ভূমি ব্যবহার

পৌরসভার বেশিরভাগ জমিই কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। কৃষি কাজে ব্যবহারের আওতাধীন মোট ভূমির পরিমাণ ১২৮৮.৯৪ একর যা মোট ভূমির ৪৪.৩৬শতাংশ। কৃষি কাজে ব্যবহারের দিক থেকে শীর্ষস্থানে রয়েছে ওয়ার্ড ৬, ৮ এবং ২। এসব এলাকার বৈশিষ্ট্য মূলত গ্রামীণ প্রকৃতির।

আবাসিক ভূমি ব্যবহার

বর্তমানে প্রায় ৯০৩.৪৪ একর ভূমি আবাসিক ব্যবহারের আওতায় রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই পৌর এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পরিকল্পনা এলাকার অকৃষি ভূমির বেশির ভাগ অংশ (মোট ভূমির ৩১.১০ শতাংশ) আবাসিক ভূমি ব্যবহারের অন্তর্গত।

বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার

পৌরসভার ১৯.৬৩ একর ভূমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যা পৌরসভার মোট আয়তনের মাত্র ০.৬৮ শতাংশ। এর মধ্যে রয়েছে পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার, কাঁচা বাজার, মোড়ের দোকান প্রভৃতি।

জলাশয়

তৃতীয় সর্বোচ্চ ভূমি ব্যবহার হচ্ছে জলাশয়। সর্বমোট ৫৫৬.৪৯ একর (১৯.১৫%) ভূমি জলাশয় হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে, নদী, পুকুর, ডোবা ও খাল-বিল। নদী ছাড়াও অত্র এলাকায় জলাশয়ের মধ্যে অধিকংশই পুকুর। এগুলো পৌরসভায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ১, ৭ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি নিয়ে জলাশয় আছে।

চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা

চলাচল সংযোগ ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে মোট ১.৭৫ শতাংশ ভূমি। চলাচল সংযোগ ব্যবস্থার আওতায় ব্যবহৃত মোট ভূমির পরিমাণ ৫০.৭৪ একর যা দুর্গাপুরর মত শহরের সড়কের চাহিদার তুলনায় খুব কম। এখানকার প্রধান চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সড়ক।

শিক্ষা ও গবেষণায় ভূমি ব্যবহার

মোট ০.৪৬ শতাংশ ভূমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যার পরিমাণ ১৩.৪৭ একর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কিন্ডারগার্টেন, সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রসা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, কোচিং সেন্টার প্রভৃতি।

শিল্প ব্যবহার

উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ প্রায় ০.৩৬ একর যা প্রকল্প এলাকার মোট ভূমির মাত্র ০.০১ শতাংশ। দুর্গাপুর পৌরসভায় প্রধান শিল্প-কারখানার মধ্যে রয়েছে চাল কল যা এই শ্রেণির প্রায় পুরোটার প্রতিনিধিত্ব করে।

পরিবহণ সুবিধা

পরিবহণ সুবিধা ও যোড়গাযোগ শ্রেণির আওতায় আছে মোট ০.১১ একর ভূমি।

নগর সবুজ এলাকা

বর্তমানে নগর সবুজ এলাকার আওতায় রয়েছে ১৯.১২ একর ভূমি যা পৌর এলাকার ০.৬৬ শতাংশ। দুর্গাপুর পৌরসভা যেসব অপরিহার্য পরিসেবা প্রদান করে থাকে তাকে নগর সেবা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসব নগর সেবা হচ্ছে- পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, টেলিযোগাযোগ ও গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি ।

২.১০ জাতীয় ও আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থায় পৌরসভার সম্পৃক্ততা

দুর্গাপুর পৌরসভা বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব অংশে নেত্রকোনা জেলায় অবস্থিত। নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলা সদরের সঙ্গে সড়ক পথে এই পৌরসভার ভাল যোগাযোগ রয়েছে। চলাচল সংযোগ ব্যবস্থার এই সুযোগ দুর্গাপুরকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির শহর থেকে একটি শিল্প প্রধান নগরে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

জেলা সড়ক যথাক্রমে Z-3709 এবং Z-3704 -এর মাধ্যমে নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলা সদরের সঙ্গে সড়ক পথে এই পৌরসভার ভাল যোগাযোগ রয়েছে। জেলা সড়ক Z-3704 আঞ্চলিক সড়ক R-370-এর মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলা সদরের সঙ্গে যুক্ত। নেত্রকোনা জেলার কমলাকান্দা ও পূর্বধলা উপজেলার সঙ্গেও এই পৌরসভার পরিবহন যোগাযোগ ভাল। কাজেই জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে দুর্গাপুর পৌরসভা প্রায়োগিকভাবে যুক্ত।

দুর্গাপুর পৌরসভার সাথে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ভালো সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলেও এখানে কোন রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। নিকটবর্তী রেল স্টেশন (পূর্বধলা স্টেশন) দুর্গাপুর পৌরসভার দক্ষিণে সড়ক পথে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

মেঘালয়ের গারো পাহাড় থেকে উৎপত্তি সুমেশ্বরী নদী এই পৌরসভার উত্তর-দক্ষিণ দিকে এবং বয়ে গেছে। এই নদীর একটি শাখা প্রবাহিত হয়ে কমলাকান্দার দিকে গেছে এবং বালিয়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই নদীর একটি আরেকটি শাখা হাওড় এলাকা দিয়ে সুনামগঞ্জ জেলায় গেছে এবং সুরমা নদীতে মিশেছে। বর্তমানে শাখা দুটি সুমেশ্বরী নদীর ভাটির পুরোনো নালা হিসেবে পরিচিত, এগুলোর মুখ পলি পড়ে উঁচু হওয়ায় নদীর পানি প্রবাহ মাঝারী ও স্বল্প পর্যায়ে ঠেকেছে। শুষ্ক মৌসুমে নদীটিতে নাব্যতা না থাকলেও বর্ষা মৌসুমে নৌপথে জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থায় সুমেশ্বরী নদী ভূমিকা রাখতে পারে। মানচিত্র ২.২ এ দুর্গাপুর পৌরসভার সঙ্গে জাতীয় ও আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থায় পৌরসভার সম্পৃক্ততা দেখান হয়েছে।

২.১১ বিভিন্ন খাতের কর্মকাণ্ডে সংস্থাসমূহের ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) বাংলাদেশে অন্যতম বৃহৎ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যা স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনায় পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করতে স্থানীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এলজিইডি শ্রম-ভিত্তিক প্রযুক্তি বৃদ্ধি এবং কাঙ্খিত মান রক্ষা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্থানীয় সামগ্রী ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছে যেন প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও মার্কেট নির্মাণ থেকে শুরু করে সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ণ ও পরিবেশ উন্নয়নের মত ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের অধীন সেতু নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। বর্তমানে পৌরসভা এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া জেলা সড়ক নির্মাণের কাজ করছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (এফসিডি) কর্মসূচি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (এফসিডিআই) কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বিডব্লিউডিবি)। পানি উন্নয়ন বোর্ড পৌরসভা ও আশপাশের এলাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে বাঁধ, সেচ খাল, নিষ্কাশন চ্যানেল, সেতু, স্লুইস গেট, রেগুলেটর ও অন্যান্য পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ সুবিধার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পৌরসভা এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এককভাবে অথবা পৌরসভার সঙ্গে যৌথভাবে নগরবাসীর জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অবকাঠামো উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে পৌরসভাকে সহায়তা করে যাচ্ছে। ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পানি পরীক্ষার সুবিধা জোরদার, পানি সরবরাহের নিরাপদ উৎস সন্ধানে হাইড্রো-জিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস পরিচালনা এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং পরিচ্ছন্নতা চর্চা জোরদারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) শেরপুর জেলায় অবস্থিত একটি সাব-স্টেশন থেকে দুর্গাপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। দুর্গাপুর উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) উভয়ের। পৌরসভায় যতগুলো বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে তার ৮০ ভাগ দিয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাকিটা দিয়েছে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে পৌরসভা এলাকাসহ উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করে থাকে। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। পৌর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে পাইপের সাহায্যে পানি সরবরাহ, হাট/বাজার, কাঁচা বাজার, অডিটরিয়াম ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, সড়ক বাতি ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা। উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যান্য খাতওয়ারি সংস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে কৃষি

সম্প্রসারণ বিভাগ, মৎস্য বিভাগ ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, এনজিওসমূহও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সেবামূলক কাজে নিয়োজিত।

দুর্গাপুর পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাত ও উপখাতভিত্তিক সংস্থাসমূহের তালিকা সারণি ২.৭-এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি-২.৭ঃ দুর্গাপুর পৌরসভার উন্নয়নে খাতভিত্তিক সংস্থা

সংস্থার নাম	কাজের ধরণ
দুর্গাপুর উপজেলা পরিষদ	-পাকা, আধা-পাকা ও কাঁচা সড়ক নির্মাণ -পুকুর খনন -কাঁচা বাঁধ নির্মাণ
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	- জেলা সড়ক নির্মাণ
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	-স্থানীয় পর্যায়ে সড়ক ও নর্দমা নির্মাণ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)	-কম খরচে ওয়াটার সিল্‌ড ল্যাট্রিন নির্মাণ -পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ -নলকূপ (তারা পাম্প) সরবরাহ -হস্তচালিত নলকূপ সরবরাহ
জেলা পরিষদ	-শিক্ষা ভবন নির্মাণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-আরসিসি ব্লক দ্বারা বাঁধ নির্মাণ, সেতু/সাঁকো এবং পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠমো নির্মাণ
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/পল্লী বিদুতায়ন বোর্ড (আরইবি)	-বিদ্যুৎ সরবরাহ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান
গণপূর্ত বিভাগ (পিডব্লিউডি)	- সরকারি স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

অধ্যায় ০৩
২০৩১ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রক্ষেপণ

৩.১ ভূমিকা

দুর্গাপুর পৌরসভা মূলত একটি আবাসিক নগর, বিগত দশকে যার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল মাঝারী ধরণের। আশা করা যায় আগামী ২০ বছরে এই হারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে। এই পৌরসভার ভবিষ্যৎ উন্নয়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, সমন্বিত মহাপরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রয়োজন। প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় বর্তমান গেজেটে থাকা পৌরসভা সীমানার প্রস্তাবিত ও তার বাইরের সকল স্থানের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩.২ জনসংখ্যার অভিক্ষেপ

কোন কিছুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বধারণা অতীতের গতিধারার উপর ভিত্তি ক'রে নির্ণয় করা হয় যা মূলত সাম্প্রতিক ধারা অব্যাহত থাকলে কি ঘটতে পারে অভিক্ষেপ কেবলমাত্র তার ইঙ্গিত দেয়। অব্যাহত ধারার ওপর ভিত্তি ক'রে অনুমান করাকে যথার্থই বলা যায়। ভিত্তি বছরের উপাত্ত এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ধারা থেকে অনুমান ক'রে জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করা একটি সহজবোধ্য বিষয়। অতীতের ধারা থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ে যে কোন নির্ধারিত বছরের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করতে কম্পাউণ্ড রেট অফ গ্রোথ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

এই পদ্ধতিতে প্রদর্শিত জনসংখ্যা হিসাব করার জন্য নিম্ন লিখিত সূত্র ব্যবহৃত হয়ঃ

$Pn = Po(১+r/১০০)^{n}$, যেখানে

r = বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

Pn = নির্ধারিত বা লক্ষ্য বছরের জনসংখ্যা

Po = ভিত্তি বছরের জনসংখ্যা

n = মধ্যবর্তী বছরের সংখ্যা

২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নেত্রকোনা জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শহরে ২.৯৭ শতাংশ এবং গ্রাম ও শহর এলাকা নির্বিশেষে সমগ্র জেলায় এই হার ছিল ১.১৫ শতাংশ। দুর্গাপুর উপজেলার নগর এলাকায় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৬৯ শতাংশ, একই সময়ে সমগ্র উপজেলায় এই হার ছিল ১.৬৩ শতাংশ। আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক হার সারণি ৩.১ এ দেওয়া হল।

সারণি-৩.১: আঞ্চলিক ও স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

প্রশাসনিক ইউনিট		জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
নেত্রকোনা জেলা	সমগ্র জেলা	১.১৫
	শহর এলাকা	২.৯৭
দুর্গাপুর উপজেলা	সমগ্র উপজেলা	১.৬৩
	শহর এলাকা	১.৬৯

সূত্রঃ বিবিএস ২০১১

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) গণনা অনুযায়ী ২০০১ ও ২০১১ থেকে প্রাপ্ত দুর্গাপুর পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬৯। ৫ বছর অন্তর অন্তর ২০৩১ সালের প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা বের করতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সারণি ৩.২-এ নিরূপণ করা হয়েছে।

সারণি ৩.২: জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার

আদমশুমারি বছর	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
জনসংখ্যা	১১,৩৩৭	১৪,১৭৫	২০,৫৫০	২৪৩০৬

সূত্র: বিবিএস, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১

জনসংখ্যা প্রক্ষেপণের জন্য এই ধারা অনুসরণ ক'রে ১.৬৯ বৃদ্ধি হার প্রক্ষেপিত হয়েছে। ২০৩১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর অন্তর অন্তর প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা বের করতে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। সারণি-৩.৩ এ প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৩.৩: দুর্গাপুর পৌরসভার প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা

বছর	জনসংখ্যা
২০০১	২৪,৩০৬
২০১৬	২৬,৪৩০
২০২১	২৮,৭৪১
২০২৬	৩১,২৫৩
২০৩১	৩৩,৯৮৪

দুর্গাপুর পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬৯ ধারণা করা হয়েছে। সারণি-৩.৪ এ প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৩.৪: দুর্গাপুর পৌরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা

ওয়ার্ড	জনসংখ্যা					
	২০০১	২০১১	২০১৬	২০২১	২০২৬	২০৩১
ওয়ার্ড নং.০১	১,৮৫৯	২,৪৬৬	২,৬৮২	২,৯১৬	৩,১৭১	৩,৪৪৮
ওয়ার্ড নং.০২	২,২৩৭	৩,২১৯	৩,৫০০	৩,৮০৬	৪,১৩৯	৪,৫০১
ওয়ার্ড নং.০৩	২,৪৮৫	২,৯৫৬	৩,২১৪	৩,৪৯৫	৩,৮০১	৪,১৩৩
ওয়ার্ড নং.০৪	১,৫৬৪	১,৭৭৮	১,৯৩৩	২,১০২	২,২৮৬	২,৪৮৬
ওয়ার্ড নং.০৫	৩,০৫০	৪,২১৭	৪,৫৮৬	৪,৯৮৬	৫,৪২২	৫,৮৯৬
ওয়ার্ড নং.০৬	২,৪১৬	২,৭৯৫	৩,০৩৯	৩,৩০৫	৩,৫৯৪	৩,৯০৮
ওয়ার্ড নং.০৭	২,৮০৮	২,৯২২	৩,১৭৭	৩,৪৫৫	৩,৭৫৭	৪,০৮৫
ওয়ার্ড নং.০৮	২,২৬৩	২,৪৯১	২,৭০৯	২,৯৪৫	৩,২০৩	৩,৪৮৩
ওয়ার্ড নং.০৯	১,৮৬৮	১,৪৬২	১,৫৯০	১,৭২৯	১,৮৮০	২,০৪৪
মোট	২০,৫৫০	২৪,৩০৬	২৬,৪৩০	২৮,৭৪১	৩১,২৫৩	৩৩,৯৮৪

৩.৩ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত হল জনবলের পর্যাপ্ততা, শিক্ষার স্তর, আয়ের পরিমাণ, পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থা, বিপনন সুবিধা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও এ সংক্রান্ত সরকারি নীতি ।

দুর্গাপুরে পর্যাপ্ত জনবল রয়েছে। পৌরসভার জনসংখ্যার ৬০.৮৫ শতাংশের বয়স ১৬-৫৭ বছর,**১৯.২৫** শতাংশ জনগণ এসএসসি স্তরের উপরে শিক্ষিত এবং ৩৫.৩ শতাংশ লোকের মাসিক আয় ৮,০০০ টাকা।

দুর্গাপুর পৌরসভার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা সদরের চমৎকার যোগাযোগ রয়েছে। এই শহর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি শিল্প-প্রধান শহরে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক এর মাধ্যমে দুর্গাপুর পৌরসভা ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা সদর সঙ্গে সংযুক্ত। মহাসড়ক ও আঞ্চলিক সড়ক দ্বারা যুক্ত থাকায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ রয়েছে। বিজয়পুর সড়কের মাধ্যমে পৌরসভাটি বিজয়পুর স্থল বন্দরের সঙ্গে যুক্ত। বিজয়পুর দুর্গাপুর পৌরসভা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু

বর্তমানে বিজয়পুর স্থল বন্দর অ-কার্যকর রয়েছে। বিজয়পুর স্থল বন্দর দিয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে অল্প পরিমাণ কয়লা আমদানি করা হয়েছে।

বিজয়পুর চীনা মাটির খনির জন্য বিখ্যাত। এই উচ্চ মানের মাটির মৃন্ময় সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে এগুলো গৃহস্থালি কাজে বহুব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সিরামিক শিল্পে এই কাঁচামাল পরিবহনের জন্য দুর্গাপুর একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ও পরিবহন রুটে পরিণত হয়েছে।

দুর্গাপুর পৌরসভায় অবস্থিত সুসং দুর্গাপুররের বিরিশিরি একটি পর্যটন কেন্দ্র। যা বিশ্বের বহু মানুষকে আকর্ষণ করে নৃ-সংস্কৃতি জানতে ও বসবাস করতে। এটা শুধু চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কল্যাণে নয়, নৃ-সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ। কেননা এখানে হাজং, গারো, আচিক ও মান্দির মত অনেক নৃ-গোষ্ঠি বাস করে। বিরিশিরির মুল আকর্ষণ হচ্ছে, দুর্গাপুরের (বিজয়পুর) সিরামিক পাহাড় এবং সুমেশ্বরী নদীর তীরবর্তী ছবির মত ভূমিরূপ। বর্ষাকাল ছাড়া এ নদীতে পানি পাওয়া মুস্কিল আর সেজন্যই এ নদী মৌসুমভিত্তিক তার রূপ বদলায়। বিরিশিরিতে মুসেউম নামে একটি নৃ-গোষ্ঠি বাস করে।

স্থল বন্দর ও পর্যটন কেন্দ্রের চাহিদা বৃদ্ধি করতে সড়ক প্রশস্ত করা, সংরক্ষণ সুবিধা (গুদাম/ স্টোর/সাইলো) ও আবাসিক হোটেল সুবিধার প্রয়োজন হবে। যা ভবিষ্যতে এই পৌরসভার অর্থনৈতিক সুবিধার পথ উন্মুক্ত করবে।

দুর্গাপুর পৌরসভায় বিজয়পুর ও বিরিশিরির একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

৩.৪ ভূমি ব্যবহারের প্রক্ষেপণ

ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার প্রক্ষেপণের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও পরিকল্পনা মান (এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদিত)। যেহেতু জরিপ সম্পন্ন ও প্রতিবেদন পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার শ্রেণি (১৯ টি ধরণ) এবং পরিকল্পনার মান অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার শ্রেণির (১৩ টি ধরণ) ধরণ ও সংখ্যা একরকম নয়, সুতরাং শুধুমাত্র ভূমি ব্যবহার জরিপ উপাত্তের প্রদত্ত ভূমি ব্যবহার শ্রেণি দ্বারা প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ২০৩১ সালের জন্য প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও প্রদত্ত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি ক'রে ভূমির চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে (সারণি-৩.৫)।

সারণি ৩.৫: দশ বছর পরপর ২০৩১ সাল পর্যন্ত দুর্গাপুর পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপারিশকৃত পরিকল্পনা মান (সংখ্যা/আয়তনের একক)	ভূমি'র বর্তমান পরিমাণ ২০১১ সাল পর্যন্ত (একর)	২০২১ সাল পর্যন্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০২১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০৩১ সাল পর্যন্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০৩১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ভূমির চাহিদা (একর)
আবাসিক						
সাধারন আবাসিক	১.০০ একর/ ১০০ জন	৯০৩.৪৮	২৮৭.৪১	-	৩৩৯.৮৪	-
প্রশাসনিক		৪.১০৫	১৮	১৩.৮৯৫	১৮	১৩.৮৯৫
উপজেলা কর্মকেন্দ্র (কমপ্লেক্স)	১৫ একর/ উপজেলা সদর	৩.৯৮৫	১৫.০০	১১.০২	১৫.০০	১১.০২
পৌরসভা অফিস	৩ একর/ উপজেলা সদর	০.১২	৩.০০	২.৮৮	৩.০০	২.৮৮
বাণিজ্য		১৯.৬৫	৩৭.১২	১৭.৪৭	৪২.৮৮	২৩.২৪
পাইকারি বাজার	১.০০ একর/ ১০০০০ জন	০	২.৮৭	২.৮৭	৩.৪০	৩.৪০
খুচরা বাজার	১.০০ একর/১০০০ জন	১৯.৬৪৫	২৮.৭৪	৯.১০	৩৩.৯৮	১৪.৩৪
মহল্লার বাজার	১.০০ একর/নেইবারগুড মার্কেট	০	৪.০০	৪.০০	৪.০০	৪.০০
বিপনী বিতান/ সুপার মার্কেট	১.৫০ একর/ সুপার মার্কেট	০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০
শিল্প	**১.৫০ একর/ ১০০০ জন**	০.৩৬২	৪৩.১১	৪২.৭৫	৫০.৯৮	৫০.৬১
শিক্ষা		১২.৭৭	৪৫.২৪	৩২.৪৭	৫২.৫৮	৩৯.৮১
প্রাথমিক বিদ্যালয়/কিন্ডার গার্টেন	২.০০ একর/ ৫০০০ জন	১.৯৮৬	১১.৫০	৯.৫১	১৩.৫৯	১১.৬১

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপারিশকৃত পরিকল্পনা মান (সংখ্যা/আয়তনের একক)	ভূমি'র বর্তমান পরিমাণ ২০১১ সাল পর্যন্ত (একর)	২০২১ সাল পর্যন্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০২১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০৩১ সাল পর্যন্ত ভূমির চাহিদা (একর)	২০৩১ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ভূমির চাহিদা (একর)
মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয়	৫.০০ একর/ ২০০০০ জন	৬.২৩৯	৭.১৯	০.৯৫	৮.৫০	২.২৬
কলেজ	১০.০০ একর/ ২০০০০ জন	২.৮	১৪.৩৭	১১.৫৭	১৬.৯৯	১৪.১৯
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫.০০ একর/উপজেলা	০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
অন্যান্য (মাদ্রাসা)	৫.০০ একর/ ২০০০০ জন	১.৭৪৫	৭.১৯	৫.৪৪	৮.৫০	৬.৭৫
স্বাস্থ্য সুবিধা		**১.১০**	**১৫.৭৫**	**১৪.৬৫**	**১৬.৮০**	**১৫.৭০**
উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকেন্দ্র (কমপ্লেক্স) / হাসপাতাল	১০ একর/উপজেলা সদর	০.৭১২	১০.০০	৯.২৯	১০.০০	৯.২৯
স্বাস্থ্য কেন্দ্র/মাতৃসদন ক্লিনিক	১.০০ একর/ ৫০০০ জন	০.৩৮৪	৫.৭৫	৫.৩৬	৬.৮০	৬.৪১
উন্মুক্ত স্থান/বিনোদন		**৫.১২**	**৩৩.০৫**	**৬৪.৯৯**	**৩৯.০৮**	**৭৫.৬১**
খেলার মাঠ	৩.০০ একর/ ২০০০০ জন	৫.১১৮	৪.৩১	-	৫.১০	-
উদ্যান/উন্মুক্ত স্থান	১.০০ একর/ ১০০০ জন	০	২৮.৭৪	২৮.৭৪	৩৩.৯৮	৩৩.৯৮
মহল্লার উদ্যান	১.০০ একর/ ১০০০ জন	০	২৮.৭৪	২৮.৭৪	৩৩.৯৮	৩৩.৯৮
স্টেডিয়াম	৭ একর/ উপজেলা সদর	০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
সিনেমা/ থিয়েটার	০.৫ একর/ ২০০০০ জন	০.২০৮	০.৭২	০.৫১	০.৮৫	০.৬৪
কমিউনিটি সুবিধা		**৬.৮৮১**	**৯.৪৭**	**৬.২৭**	**১০.৬৫**	**৬.৯২**
মসজিদ/মন্দির/গির্জা	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	২.৭৮৬	০.৭২	-	০.৮৫	-
ঈদগাহ্‌	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	১.২৩৬	০.৭২	-	০.৮৫	-
কবরস্থান	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	২.৫৩২	১.৪৪	-	১.৭০	-
কমিউনিটি সেন্টার	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
পুলিশ স্টেশন	৩ একর/উপজেলা সদর	০.২২৯	৩.০০	২.৭৭	৩.০০	২.৭৭
অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
ডাকঘর	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	০.০৯৮	০.৭২	০.৬২	০.৮৫	০.৭৫
পরিসেবা (ইউটিলিটি)		০	**১৫.৭৮**	**১৫.৭৮**	**১৬.৭০**	**১৬.৭০**
টেলিফোন/টেলিগ্রাফ এক্সচেঞ্জ	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	০	০.৭২	০.৭২	০.৮৫	০.৮৫
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
জলাশয়	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
গ্যাস	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র	৫-১০ একর/ পাশে	০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	০.২৫ একর/ স্থানান্তরের স্থান	০	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫
পরিবহণ		০	২.৮৭	২.৮৭	৩.৪০	৩.৪০
বাস টার্মিনাল	১.০০ একর/ ২০০০০ জন	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
ট্রাক টার্মিনাল	০.৫০ একর/ ২০০০০ জন	০	০.৭২	০.৭২	০.৮৫	০.৮৫
টেম্পো স্ট্যাণ্ড	০.২৫ একর/ ২০০০০ জন	০	০.৩৬	০.৩৬	০.৪২	০.৪২
রিক্সা স্ট্যাণ্ড	০.২৫ একর/ ২০০০০ জন	০	০.৩৬	০.৩৬	০.৪২	০.৪২
সড়ক	**নির্মিত ভূমির ১৫%**	৫০.৭৩৯	২৫৪.৭৩	২০৩.৯৯	২৫৪.৭৩	২০৩.৯৯
আরবান ডেফার্ড	**মোট নির্মিত এলাকার ১০%**	০	১০১.৮৯	১০১.৮৯	১০১.৮৯	১০১.৮৯

অধ্যায় ০৪
পৌরসভার উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশের শহর ও নগরগুলো যথাযথ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ও মান অনুসরণ না ক'রেই গড়ে উঠেছে। পৌরসভাগুলো (উপজেলার, জেলার) প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ভূমিকা পালনের কারণে প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্রে পরিগণিত হয়েছে। দুর্গাপুর পৌরসভাও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণে সংশ্লিষ্ট জরিপকাজ ও মাঠ পরিদর্শনের সময় বেশ কিছু উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে।

৪.১ ভৌত অবকাঠামো

দুর্গাপুর পৌর শহরের ভবনগুলো নির্মিত হয়েছে কোন পরিকল্পনা মান অনুসরণ ছাড়াই এলোমেলোভাবে যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যেমন সংকীর্ণ/অপ্রশস্ত সড়ক, যেগুলো ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত করার কোন ব্যবস্থা নেই। কিছু সড়ক এত অপ্রশস্ত যে জরুরী প্রয়োজনে যেমন; অগ্নিকাণ্ড কিংবা মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে অগ্নি নির্বাপণ কাজে ব্যবহৃত গাড়ি/অ্যাম্বুলেন্স সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

পৌর এলাকার ভিতর দিয়ে সাইলাদহ খাল ও আমলাপাড়া খাল নামে দুটি খাল ও ৩৬৪টি পুকুর-ডোবা রয়েছে। এসব খাল কোন কোন সময় সড়ক নির্মাণ, নর্দমা ও পরিসেবার জন্য সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে।

দুর্গাপুর পৌরসভায় সড়কের পাশে নর্দমার পরিমাণ খুব কম। সড়কের পাশে নর্দমা থাকলেও তা অপ্রতুল এবং এদের অপর্যাপ্ত সক্ষমতা, ত্রুটিপূর্ণ ঢাল ও অনুপযুক্ত নির্গমণ স্থলের কারণে অববাহিকা এলাকা থেকে আসা বৃষ্টির পানি নেমে যাওয়ার জন্য এসব নর্দমার ভূমিকা যথোপযুক্ত নয়। নর্দমায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার কারণে অধিকাংশ নর্দমা ভরাট ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

ভৌত উপাদান জরিপ থেকে দেখা যায়, দুর্গাপুর পৌরসভায় ভূমির ব্যবহার অপরিকল্পিত, যত্রতত্র ও অনেকক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ যা পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে।

দুর্গাপুর পৌরসভার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সড়ক ব্যবহারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । দুর্গাপুর পৌরসভার যানবাহন ও পরিবহণ সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে যানজট, দুর্ঘটনা, পথচারী ও পার্কিং সমস্যা, বায়ু ও শব্দ দূষণ। অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকলে দুর্গাপুর পৌরসভার পরিবেশ অসহনীয় ও বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

৪.২ আর্থ-সামাজিক

দুর্গাপুর পৌরসভার উন্নয়ন সমস্যা বিশেষ ক'রে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রধানতঃ শিক্ষার স্তর, অভিবাসন, পেশা/কর্মসংস্থান এবং আয় ও ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল ।

আর্থ-সামাজিক জরিপে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার ১৪.২৯ শতাংশ একাধিক কারণে কখনই স্কুলে যাননি বা লেখাপড়া করেননি। পেশা/কর্মসংস্থানের বিষয়ে লক্ষ্য করা গেছে কর্মক্ষম যুবকরা স্থানীয় পর্যায়ে চাকরি পাচ্ছে না। নারীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও সন্তোষজনক নয়।

পরিশেষে, দুর্গাপুর পৌরসভায় সাধারণ মানুষের আয়ের পরিমাণ কম কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। ফলে নগরবাসীর পক্ষে সঞ্চয় করা কঠিন।

৪.৩ পরিবেশগত

দুর্গাপুর পৌরসভার পরিবেশগত সমস্যাগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিদিন জন প্রতি বর্জ্য উৎপাদনও বাড়ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় তা আশপাশের বাতাস ও পানি দূষিত করছে।

দুর্গাপুরের ভূ-গর্ভস্থ পানি াতি মাত্রায় আয়রন যুক্ত। পরিশোধনের মাধ্যমে এর প্রতিকার না করা হলে তা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বাড়াবে এবং চিকিৎসা ব্যয় হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

যথাযথভাবে ময়লা-আবর্জনা ও বর্জ্য না ফেলা, সেনিটেশনের অভাব, অপরিশোধিত নর্দমার ময়লা পানির মিশে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সমানভাবে দূষিত করতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কম থাকাও অনেক সময় পানি দূষণের কারণ হতে পারে।

দুর্গাপুর পৌরসভার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বায়ু দূষণ। যানবাহন, শিল্প-কারখানা, নির্মাণকাজ এবং উন্মুক্ত স্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে সেখান থেকে উত্থিত ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ বায়ু দূষণের প্রধান কারণ।

দুর্গাপুর পৌরসভায় সড়ক ও অবকাঠামোসহ বিভিন্নভাবে ভূমি ব্যবহারের প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বাড়ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে কৃষি জমি, জলাশয় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।

অধ্যায় ০৫
নীতি, আইন ও প্রবিধানসমূহ পর্যালোচনা

৫.১ বিভিন্ন নগর নীতিমালা, আইন, প্রবিধান ও সুপারিশমালার আলোকে পৌরসভার জন্য নির্দেশক বিধান/নীতিমালা

নগর উন্নয়ন ও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতিমালা, আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনাপূর্বক এর সংক্ষিপ্ত-সার নিচের সারণি ৫.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৫.১: নীতিমালা, আইন ও প্রবিধান পর্যালোচনা

ক্রমকি	নীতি/আইন/প্রবিধান	প্রয়োগের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
১.	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	পৌরসভার বিভিন্ন দায়িত্ব ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে নির্দেশনা প্রদান	পৌর কর্তৃপক্ষ
২.	জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১	ভূমি সম্পদের সমন্বিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	ভূমি মন্ত্রণালয়
৩.	জাতীয় গৃহায়ণ নীতি, ১৯৯৩	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও আবাসন খাত	জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪.	জাতীয় স্থল পরিবহণ নীতি, ২০০৪	নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহণ সেবার সংস্থান এবং আইনগত কাঠামো ও বিধি-বিধানের মানোন্নয়ন	বিআরটিএ, বিআরটিসি, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়
৫.	জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২	সকল খাতে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়
৬.	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭	পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রয়োগ	পরিবেশ অধিদপ্তর
৭.	দূর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দূর্যোগ মোকাবেলা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৮.	জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০	পর্যটন সম্পদের সুরক্ষা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৯.	জাতীয় কৃষি নীতিমালা, ১৯৯৮	কৃষির উন্নয়ন ও কৃষি ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১০.	জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪	বন সম্পদের (প্রাকৃতিক বন, সুরক্ষিত এলাকা ও সৃজিত বন) সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা	বন অধিদপ্তর, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়
১১.	জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪	জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, নগর অভিবাসন এবং পরিকল্পিত নগরায়ন	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১২.	খাল ও নিষ্কাশন আইন, ১৮৭৩	নদী ও মানব সৃষ্ট নর্দমার সংযোগে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার সংরক্ষণ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি
১৩.	মোটর ভেহিকেলস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ বা যান্ত্রিক যানবাহন বিধিমালা, ১৯৮৩	যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ	বিআরটিএ, পৌরসভা
১৪.	যান্ত্রিক যানবাহন বিধিমালা, ১৯৯৭	যান্ত্রিক যানবাহনের দৈর্ঘ্য, উচ্চতা নির্ধারণ ও নকশা এবং ভাঙ্গা যানবাহন মেরামতকরণ	বিআরটিএ, পৌরসভা
১৫.	জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৭	পানি সম্পদের জন্য নীতি দিকনির্দেশনা এবং নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পৌরসভা
১৬.	শিল্প নীতি, ২০০৫	অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পরিকল্পিত শিল্প স্থাপন করা ও অপরিকল্পিত শিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিতকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসসিআইসি ও পৌরসভা

৫.২ সংশ্লিষ্ট আইন, প্রবিধানসমূহ

৫.২.১ নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

দুর্গাপুর পৌরসভার ভৌত বিকাশ ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রিত হবে মূলতঃ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ অনুযায়ী। বর্তমানে পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট দুর্বল যার ফলে

এখানে অপরিকল্পিত ও অকার্যকর ভূমি ব্যবহার ও ভৌত বিকাশ গড়ে উঠছে। পরিকল্পনা বা পরিকল্পিত ও সম্পূর্ণ উন্নয়ন দিক নির্দেশনা ব্যতীত শহর গড়ে উঠার ফলে বিভিন্ন খাতে যেমন, পরিসেবা, আবাসিক, বাণিজ্যিক, নর্দমা, সড়ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে।

৫.২.২ পৌরসভা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানে যাই থাক না কেন, সেসকল নির্দেশনা পৌরসভার পক্ষে সবসময় প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না কারণ দক্ষ ও কারিগরিভাবে যোগ্য জনবলের তীব্র সংকট। সরকার অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী দুর্গাপুর পৌরসভায় প্রকৌশল বিভাগে ২৭ জন, প্রশাসন বিভাগে ২৬ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হল প্রকৌশল বিভাগে ০৪ জন, প্রশাসন বিভাগে ০৭ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ০১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন । উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতা হিসাবে জনবল সংকট ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও রয়েছে।

অধ্যায় ০৬
পরিকল্পনার সঙ্কটপূর্ণ বিষয়াবলী

৬.১ পরিবহণ

দুর্গাপুরয় বর্তমান যানবাহন ও পরিবহণ অবকাঠামো প্রধানত বর্তমান সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার (নেটওয়ার্ক) মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সড়ক ব্যতীত অন্য কোন পরিবহণ মাধ্যম নেই। মহাপরিকল্পনা এলাকায় ৮৭.৮১ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার (নেটওয়ার্ক) আওতাধীন সর্বমোট এলাকা প্রায় ৭৭.৭৭ একর। মোট সড়কের মধ্যে ২৮.৯২ কি.মি.পাকা সড়ক এবং ২৪.৭৬কি.মি. আধা-পাকা ও ৩৪.১৩ কি.মি. কাঁচা সড়ক রয়েছে।

মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে চিহ্নিত দুর্গাপুর পৌরসভার সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ পরিবহণ বিষয় হচ্ছে পৌর এলাকাটি পূর্ব-পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত। পৌরসভার পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যানবাহন চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সুমেশ্বরী নদী। আন্তঃ উপজেলা ও আন্ত;জেলায় চলাচলকারী ভারী যানবাহন শহরের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে, যা শহরের আন্তঃচলাচল বিঘ্ন ঘটায় ও নগরবাসীর চলাচল নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। সকল যানবাহন পৌরসভার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাজার এলাকা দিয়ে চলাচল করতে দেখা যায়।

বাণিজ্যিক উন্নয়ন হয়েছে কেবলমাত্র পৌরসভার মধ্যাঞ্চলের। ফলে পৌরবাসীকে তাদের দৈনন্দিন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী কেনার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। দুর্গাপুর পৌরসভার এই বাজার এলাকা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। ময়মনসিংহ মহাসড়ক সংলগ্ন দুর্গাপুর বাজারের সমগ্র এলাকায় বিশেষ করে ব্যস্ত ঘন্টায় (পিক আওয়ার) ও হাটের দিনে সবচেয়ে বেশি যানজট থাকে।

এখানে মালামাল উঠানো-নামানোর সুবিধা ও যাত্রী ছাউনিসহ কোন বাস/ট্রাক/টেম্পো স্ট্যাণ্ড অথবা টার্মিনাল নেই। সকল বাস সড়কের পাশে থামে যা যাত্রী ও পথচারী উভয়ের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করে।

দুর্গাপুর পৌরসভায় চলাচল উৎপন্নকারী কেন্দ্র কম। পৌর এলাকার মধ্যে উপজেলা কমপ্লেক্স অন্যতম প্রধান যাতায়াত/চলাচল উৎপন্নকারী কেন্দ্র। এছাড়াও, বাস টার্মিনাল, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, বাজার, সিনেমা হল, বিপণি বিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কাঁচা বাজার, হাসপাতাল, ভূমি দপ্তর, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর প্রভৃতি চলাচল উৎপন্নকারী কেন্দ্র।

শহরের মধ্যে বাজার এলাকা সবথেকে বেশি জনাকীর্ণ ও যানবাহনপূর্ণ এলাকা। ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক, শহীদ নিজাম উদ্দিন সড়ক, বাজার সড়ককেও জনাকীর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা হিসাবে গণ্য করা যায়। পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে অল্প কয়েক ধরণের যানবাহন রয়েছে যার মধ্যে বাস, যান্ত্রিক রিকশা ও ভ্যান, রিকশা, বাই-সাইকেল, ভ্যান, গরুর গাড়ী যাত্রী পরিবহনে এবং ট্রাক, ভ্যান এবং টানা গড়ী পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।

দুর্গাপুর পৌরসভায় সবধরণের যানবাহনের জন্য একটিমাত্র পরিবহন সড়ক। দুর্গাপুর পৌরসভায় পরিবহন সেবাও অত্যন্ত সীমিত। যাত্রী ও পণ্যসেবা রয়েছে। জনগণের জন্য বাস, অটোরিক্সা, টেম্পো/ভটভটি, রিক্সা, রিক্সা ভ্যান, ঠেলাগাড়ি ও বাই-সাইকেল ও বিভিন্ন পণ্যের জন্য ট্রাক, রিক্সা ভ্যান ও ঠেলাগাড়ির ব্যবস্থা রয়েছে।

দুর্গাপুর পৌরসভায় যানবাহন পাকিংয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান নেই। এছাড়াও কোন সড়কের পাশে এখানে কোন ফুটপাত নেই।

দুর্গাপুর পৌরসভায় পরিবহণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অসংঙ্গতিপূর্ণ, গতানুগতিক ও দূর্বল। মহাসড়ক ব্যতীত যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ট্রাফিক পুলিশ কিংবা স্বয়ংক্রীয় সংকেত পদ্ধতি (কম্পিউটারাউজড সিগনাল সিস্টেম) নেই। সড়কসমূহে যথাযথ লেনমার্ক ও ফুটপাত নেই। যেকোন জরুরী অবস্থায় বা দূর্ঘটনার সময় স্থানীয় থানা উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করে।

৬.২ পরিবেশ

দুর্গাপুর পৌরসভার নগর পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এই দুই ধরণের পরিবেশ অন্তর্ভূক্ত। মানব সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে রয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি, বায়ু, জ্বালানি ব্যবহার, পরিবহণ ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন ও দুর্যোগ মোকাবেলা। যেখানে মানবসৃষ্ট

পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করে সেখানে নগরায়ণ টিকে থাকতে পারে না, যদিও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নগরায়ণ অপরিহার্য।

দুর্গাপুর পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বর্ষাকালে সর্বনিম্ন ১০ ফুট শুষ্ক মৌসুমে সর্বোচ্চ ৩০ ফুট পর্যন্ত নেমে যায়। শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ নলকূপ থেকে পানি উত্তোলন করা সম্ভব হয় না এবং মানুষ নিরাপদ পানি সংকটে ভোগে। অধিকন্তু দুর্গাপুর পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে ৬০ থেকে ২০০ ফুটের মধ্যে অতিমাত্রায় আয়রন দূষণ রয়েছে বলে জানা গেছে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় আয়রন দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

দীর্ঘ সময় ধরে রাসায়নিক সার ও কৃত্রিম কিটনাশকের ব্যবহারকে দুর্গাপুর পৌরসভার পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় আরেকটি মারাত্মক পরিবেশ সংকট হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটা ভূমির উর্বরতার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ, যা পরবর্তীতে বৃষ্টিতে ধুয়ে পানির সঙ্গে মিশে পানিকে দূষিত করে। এই রাসায়নিক সার ও কৃত্রিম কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে সমস্ত জীব-জন্তুর জীবনের প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হবে, যার ফলশ্রুতিতে এট বাস্তুসংস্থানে ভারসাম্যহীনতা ও জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

৬.৩ ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

দুর্গাপুর পৌরসভার ভৌত বিকাশ ও কাঠামো এবং ভূমি ব্যবহার ধরণ মূলতঃ গতানুগতিক ধারায় গড়ে উঠেছে। নগরায়ণ কার্যক্রম দেখা যায় প্রধানতঃ পৌর এলাকার উত্তর-পূর্ব অংশের মধ্যাঞ্চলে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশের মধ্যভাগে (সুমেশ্বরী নদী বরাবর)। আবাসিক ভূমি ব্যবহার হচ্ছে মুল এলাকার (৩১.১০%) বেশির ভাগ অংশে।

প্রকল্প এলাকার ভিতরের সড়কগুলো বেশ সংকীর্ণ। দোকানপাট ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্থাপনা এসব সড়ক ঘিওে গড়ে উঠেছে।

বিদ্যমান সড়কগুলোর আশেপাশে সারিবদ্ধভাবে আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। দুর্গাপুর উপজেলা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পৌরসভা এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি গড়ে উঠেতে শুরু করে। ফলে বিস্তির্ণ কৃষি জমিতে স্বল্প ঘনত্বের বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠেছে এবং এই প্রবণতা এখনো চলমান। ফলে এখানকার কৃষি জমিতে কোন সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা কঠিন এবং তা করা হলেও একক কৃষি অঞ্চলের তুলনায় সেচ প্রভাব এলাকা কম হবে, ফলে ব্যয় সাশ্রয়ী হবেনা। এই দৃষ্টিকোন থেকে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ একটি জটিল বিষয়, সুতরাং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৬.৪ দূর্যোগ

বন্যা ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, কালবৈশাখী ঝড় ও টর্ণেডো, ভূমিধ্বস, নদী ভাঙ্গন, খরা প্রভৃতি বড় ধরণের দুর্যোগের কবল থেকে মোটামুটি মুক্ত। বন্যা, টর্ণেডো, খরার মত কোন কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রায় প্রতি বছর জান-মাল, সম্পদ, গবাদী পশু ও কৃষি উৎপাদনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এবং তা মানব জীবনযাত্রার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

দুর্গাপুর বাংলাদেশের উত্তর-মধ্যভাগের প্রায় টর্ণেডো মুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত। তাই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এটি তেমন সংকটপূর্ণ বিষয় নয়।

খরার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানি নেমে যাওয়া ও মাটির আর্দ্রতা শস্যহানি ঘটে, যা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দৃশ্যমান। মুলতঃ কয়েক বছর ধরে কৃষি মৌসুমে খরা দেখা গেছে, যা প্রধান শস্যের ঘাটতি এনছে, ফলে খাদ্য সংকট হয়েছে।

দুর্গাপুর পৌরসভা বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর মধ্যাঞ্চল মিলে গঠিত সর্বোচ্চ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় অবস্থিত। অতীতে এখানে মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা রয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় বিশেষ ক'রে ঘরবাড়ি, ইমারত, অন্যান্য কাঠামো ও অবকাঠামো নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আবশ্যিকভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রাকৃতিক দূর্যোগের মধ্যে সবচেয়ে নিয়মিত বিষয় হচ্ছে বন্যা। দুর্গাপুর পৌরসভা প্রতিবছর বন্যায় আক্রান্ত না হলেও এর অধিকাংশ এলাকা ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যার সময় প্লাবিত হয়। এতে জানমাল, সম্পদ, ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং প্রাকৃতিক খাল-বিল ও কৃষি জমিতে ব্যাপক পলিমাটি জমা হয়। পৌরসভার মধ্য দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণের দিকে সুমেশ্বরী

নদীতে পলি জমা হয়ে পানি প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে নিষ্কাশন ক্ষমতায় ভাটা পড়ার কারণে আশপাশের এলাকা প্লাবিত হয়।

৬.৫ আইন ও প্রবিধানসমূহ

নগরায়নের জন্য বা বিভিন্ন নাগরিক প্রয়োজনে কী পরিমান ভূমি প্রয়োজন হবে এবং কৃষি ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা না করেই এই অঞ্চলের কৃষিভূমির একটি বড় অংশকে পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে পৌরসভা ঘোষণা করা হয। কৃষি নীতি ১৯৯৯ এ অকৃষি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষি ভূমি অধিগ্রহণ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য প্রণীত কাঠামো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও প্রবিধানসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা (কর্তৃপক্ষ) কর্তৃক বাস্তবায়িত, প্রয়োগ করতে হবে। আন্তঃসম্পকীয় নীতি, আইন, প্রবিধান বাস্তবায়নে এসকল সরকারি সংস্থা/কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়নে এটি অন্যতম সঙ্কটপূর্ন বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ০৭
ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল

৭.১ পরিকল্পনার সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি

দুর্গাপুর পৌরসভা প্রধানতঃ উপজেলার সদর এলাকার বাসিন্দাদের সামাজিক চাহিদা মেটানোর জন্য সীমিত সহায়ক সেবা কার্যক্রম ও কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র বাণিজ্য কেন্দ্রসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্তে একটি উপজেলা সদরভিত্তিক শহর। এছাড়া পৌরসভা এলাকার মধ্যে বিরিশিরি নামক জায়গার অবস্থান ও শহরের কাছকাছি চুনা মাটির খনির অস্তিত্ব শহরটিকে একটি ছোট পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত দিয়েছে। তাই পৌরসভায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত এবং পরিকল্পিত ও আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নয়ন করা উচিৎ।

কাঠামো পরিকল্পনায় নগরের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, যা পৌর এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নকে নির্দেশনা প্রদানসহ উৎসাহিত করবে এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করবে। ভূমি ব্যবহার উন্নয়নের কৌশল এমন ভাবে প্রনয়ণ করা হয়েছে, যাতে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, উন্নত যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা এবং বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার সংশ্লিষ্ট প্রবিধান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। পরিকল্পনায় পৌরবাসীদের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সকল বাসিন্দার জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি নীতিমালার আভাস দেওয়া হয়েছে।

৭.২ নগর ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কৌশল

কাঠামো পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে দীর্ঘ সময়ের জন্য নগর ভূ-সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। পৌর এলাকার বাইরে থেকে অভিবাসিত হওয়া ব্যতিরেকে পৌর এলাকাধীন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার আবাসন চাহিদা বিদ্যমান মূল এলাকার (কোর এরিয়া) বর্তমান কম ঘনত্বপূর্ণ আবাসিক ভূমিকে যৌক্তিক পর্যায়ের ঘনবসতিপূর্ণ করা হবে। বাইরে থেকে অভিবাসিত হওয়া জনসংখ্যাকে অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহ করে প্রান্তিক এলাকার (পেরিফেরাল এরিয়া) মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। নগর ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কৌশলগুলোকে দুটি বৃহৎ উপ-কৌশলের আওতায় সংক্ষেপ করা যেতে পারেঃ

ক. জনঘনত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল এলাকার (কোর এরিয়া) পুনর্বিন্যাস

১৯৮২ সালে উপজেলা সদর ও ১৯৯৪ সালে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পর মূল এলাকায় জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে অন্যতমঃ উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামো, পরিবহণ, যোগাযোগ সুবিধা ও পরিসেবার (ইউটিলিটি সার্ভিস) উন্নয়ন। উপজেলা সদরের আশেপাশে নাগরিক সেবার পর্যাপ্ততা ও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ভবন নির্মাণযোগ্য জমি প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবিধার কারণে ১৯৯৪ সালে পৌরসভা ঘোষণার পর উক্ত এলাকায় আরেক দফা দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে।

এই উপ-কৌশলের মাধ্যমে বর্তমান মূল এলাকায় স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদে নগর ভূ-সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আরও সুসংহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, উন্মুক্ত স্থান ও কম ব্যবহৃত ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই উপ-কৌশল সংক্রান্ত নীতিমালা নগর এলাকা পরিকল্পনায় (ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

খ. প্রান্তিক এলাকায় (পেরিফেরাল এরিয়া) উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ

কেন্দ্রীয় এলাকার বাইরে যেখানে নগরায়ণের কার্যক্রম ধীর গতিতে এবং অপরিকল্পিতভাবে চলছে, সেই সব এলাকা এই উপ-কৌশলের আওতায় পড়ে। উপজেলা সদর অভিমূখী পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থা বরাবর বিকেন্দ্রীকভাবে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠেছে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে এ ধরণের বসতিকে রৈখিক উন্নয়ন (রিবন ডেভেলপমেন্ট) বলা যেতে পারে।

পরিকল্পিত উপায়ে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা গ্রহণের সঙ্গে এই উপ-কৌশল সম্পর্কিত। এই উপ-কৌশলের আওতাধীন এলাকায় দুর্গাপুর উপজেলার গ্রামীণ এলাকা

এবং দুর্গাপুর পৌরসভার বাইরের অন্যান্য এলাকা থেকে আসা জনসংখ্যার অধিকাংশের আবাসন সংস্থান করা হবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে পৌরসভা উত্তর অঞ্চলে ওয়ার্ড ১, একেবারে দক্ষিণে ওয়ার্ড ২, দক্ষি অংশে ওয়ার্ড ৩ ও ৪, পশ্চিম অংশে ওয়ার্ড ৫ (দুর্গাপুর মৌজা), উত্তর অংশে ওয়ার্ড ৭ (ঘারাইট, উতরাইল ও দক্ষিণ ভবানীপুর মৌজা) এবং মধ্য অংশে জয়পাড়া সড়কের উভয় পাশ (খুজিউড়া মৌজা) প্রধান্য পাবে, যেখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনাময় জায়গা রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা সাশ্রয়ী হবে। এই কৌশলের আওতাধীন এলাকা মানচিত্র ৭-১ (কাঠামো পরিকল্পনা মানচিত্র)-এ দেখান হয়েছে।

সু-প্রতিষ্ঠিত এলাকার উন্নয়ন সুসংহত করা ও পরিবেশ উন্নয়নে এবং মূল এলাকার (কোর এরিয়া) কর্মস্থল, আবাসিক এলাকা ও ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে এই কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমান উন্নয়নের ধারা এবং নগর ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কৌশলের উপর ভিত্তি করে ভূমি ব্যবহার বিভাজন নীতি (জোনিং পলিসি) এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যা নিচে মানচিত্র-৭.১ ও সারণি ৭.১-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৭.১ঃ কাঠামো পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার কৌশল অঞ্চল

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	বিস্তারিত বিবরণ	আয়তন (একর)	শতকরা হার
কৃষি (এগ্রিকালচার)	কৃষিভূমি (কৃষি অঞ্চল ও বলা হয়) বলতে বোঝানো হয় কৃষি উৎপাদনের জন্য শস্য ও প্রাণিসম্পদ উভয়ই, উপযুক্ত ভূমি। এ হচ্ছে কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ।	৯৪০.০৮	৩২.৩৫
প্রধান চলাচল (মেজর সার্কুলেশন)	প্রধান চলাচলের অন্তর্ভুক্ত মহাপরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়ক, রেলপথসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার প্রধান সংযোগ ব্যবস্থা তথা সকল প্রধান ও মাধ্যমিক সড়ক।	২৫৭.৯১	৮.৮৮
মূল এলাকা (কোর এরিয়া)	এটি ঘনবসতি এলাকা হিসেবেও পরিচিত। এটি এমন এলাকা যেখানে জনসংখ্যা ও সেবার ঘনত্ব ঐ শহরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১১-২০৩১) এখানে বর্ধিত জনসংখ্যার অধিকাংশই সংস্থান করা যাবে।	৩৪৪.৮৪	১১.৮৭
নতুন শহর এলাকা (নিউ আরবান এরিয়া)	জনসংখ্যার প্রক্ষেপন অনুসারে ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে যে বর্ধিত এলাকার প্রয়োজন হবে তা পূরণের জন্য নির্ধারিত এলাকা নতুন শহর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। নতুন শহর এলাকার পরিকল্পিত বিকাশ তরান্বিত করতে অবকাঠামো ও পরিসেবা যেমন; সড়ক, নর্দমা, ফুটপাত, বর্জ্য অপসারণ, পানি সরবরাহসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান করা হবে।	২০৩.৯৯	৭.০২
প্রান্তিক এলাকা (পেরিফেরাল এরিয়া)	মুল এলাকা বা তার প্রভাবের বাইরের এলাকাসমূহ বিশেষত যেখানে নগরায়ন বা মানব বসতি স্থাপন গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের এবং ধীর গতিতে চলমান। কাঠামো পরিকল্পনায় এলাকাটিকে মুল এলাকা ও সম্ভাব্য নতুন নগর উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত এলাকার বাইরের এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আদর্শিকভাবে এখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ের যোগাযোগ ও সেবা সুবিধার প্রবর্তন করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।	৬২৮.৩৮	২১.৬৩
জলাশয় (ওয়াটারবডি)	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৫৩০.৪৪	১৮.২৬
সর্বমোট		২৯০৫.৬৫	১০০.০০

৭.৩ নতুন এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

দূরবর্তী যেসব এলাকা স্বতঃস্ফুর্ত কিংবা পরিকল্পিত উপায়ে নগরায়ণের আওতায় আসছে, সেগুলোর বর্তমান উন্নয়ন ঘটছে খুবই ধীরগতিতে। ফলে অবকাঠামো সুবিধা ও সেবা, যেগুলো স্থাপনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, সেসকল অবকাঠামো/সেবা দীর্ঘসময়

ধরে স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয় নতুবা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। তদুপরি উন্নয়ন কাজ অনেকটাই বিক্ষিপ্তভাবে হচ্ছে, যার ফলে যথাযথ সেবা প্রদানের বিষয়টি অনেক কঠিন হয়ে পড়ছে।

কৌশল

শহরের বিভিন্ন এলাকার জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন কৌশল হল এমন নীতিমালা প্রণয়ন করা, যেন বর্তমান ভৌত উন্নয়নের ধারা অনুসরণ করে সম্ভাবনাময় এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়। এর ফলে মূল এলাকায় জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পাবে, ২০৩১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ-মেয়াদের জন্য বর্ধিত জনসংখ্যার সংস্থান হবে এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এই নীতির লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাপক ও বিক্ষিপ্ত এবং কম ব্যবহৃত ভূমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে পরিকল্পিত নগর বিকাশ ঘটানো। এই কৌশলের আওতাধীন নির্বাচিত এলাকাগুলো হচ্ছে, খুজিউড়া, ঘোরাইট, দূর্গাপুর, দুকুমারা ও কুল্লাগারা মৌজা। **মানচিত্র-৭.১** এ বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে।

- **নীতি নএউপ (এনএডি)/০১-নতুন এলাকা উন্নয়ন**

নির্বাচিত এলাকার ভূমির বিভাজন এগিয়ে নিতে পরিকল্পিত উপায়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সেবাসমূহ প্রদান।

বাস্তবায়নকারি সংস্থাঃ দুর্গাপুর পৌরসভা, এলজিইডি, পিডিপি, আরইবি, ডিপিএইচই, এনজিওসমূহ।

যৌক্তিকতা

ধীর উন্নয়নের আওতাধীন প্রান্তিক এলাকাগুলোকে ভূমির বিভাজন ও অঞ্চলীকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের চমৎকার সুযোগ রয়েছে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ভূমি অধিগ্রহণের কাজ হবে পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং বিধি অনুযায়ী জেলা প্রসাশনের কর্তৃত্বে। পরবর্তীতে ভূমি প্রস্তুত করা, ভূমির বিভাজন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা ও সেবাসমূহ, যেমন সড়ক, নর্দমা, ফুটপাত, আবর্জনা ও বর্জ্য ফেলার স্থান এবং অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নিয়োজিত ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা। এ সকল খাতে অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত এবং এনজিওসমূহ কিংবা সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের অন্তর্ভূক্তি একটি নতুন ধারণা হতে পারে।

৭.৪ সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত এলাকাসমূহ

ঐতিহাসিক সংরক্ষণ হচ্ছে এমন একটি উদ্দ্যোগ যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে এমন কোন ভবন, বস্তু, ভূ-দৃশ্য কিংবা শিল্পকর্মকে অবিকল সংরক্ষণ, কিছুটা পরিবর্তন/উন্নয়ন করে সংরক্ষণ এবং সুরক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। দুর্গাপুরে সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করার মত বিষয় যথেষ্ট কম। তবে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেকোন ঐতিহাসিক নিদর্শনকে যথাযথ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় আওতায় সংরক্ষন ও সুরক্ষা করা হবে। নদী খাল, হ্রদ, বিশাল জলাভূমিসহ প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যকে অবৈধ দখল, অপব্যবহার কিংবা অন্য যেকোন ধরণের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে হবে। উৎপাদনশীল কৃষি ভূমিকে অনুৎপাদনশীল নগর এলাকায় রূপান্তর রোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে এসব ভূমি সুরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

- **নীতি সসু (সিপি)/০১- অতীত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষা**

যে কোন ধরণের পরিবর্তন ছাড়াই এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবর্ধন এবং পরিবর্তনসহ পৌরসভা এলাকার ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পৌরসভা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন।

- **নীতি সসু (সিপি)/০২ প্রাকৃতিক ভূখণ্ড সুরক্ষা**

০.১৫ একরের বেশি আয়তনের পুকুর, ডোবাসহ সকল ধরণের প্রাকৃতিক জলাধার যেমন নদী, খাল, বিল প্রভৃতিকে জলাভূমি হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং অবৈধ দখল ও অন্যান্য ব্যবহারে রূপান্তর থেকে রক্ষা করতে হবে। বিশেষ কোন পরিস্থিতি ছাড়া এসব পুকুর ও জলাশয়কে ভরাট করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এসব জলাভূমিকে জলাধার পুকুর ও নিষ্কাশন নর্দমা হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারি সংস্থানগুলোঃ পৌরসভা, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড।

- **নীতি সসু (সিপি)/০৩: উৎপাদনশীল কৃষি জমি সুরক্ষা**

অতি মূল্যবান কৃষি জমিকে অনুৎপাদনশীল নগর ভূমিতে পরিনত করা থেকে রক্ষা করতে হবে। নগরের নিকটবর্তী এলাকায় নগর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং পৌর অর্থনীতির কৃষি খাতের মধ্যে আয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এই এলাকাকে অধিক খাদ্য উৎপাদনকারী এলাকা হিসেবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নকারি সংস্থাঃ পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

অধ্যায় ০৮
পৌরসভার খাতওয়ারী উন্নয়ন নীতি কৌশল

৮.১ আর্থ-সামাজিক খাত

৮.১.১ জনসংখ্যা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা অবাধ জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং সম্পদের উপর চাপ বাড়ছে। এই জনসংখ্যা দারিদ্র বিমোচনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং সার্বিক উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রচারণা জোরদার করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে তৃণমুল পর্যায়ের কর্মীরা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও উন্নত বেতনভুক্ত তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী বাহিনী সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যপকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর পাশাপাশি শিক্ষার প্রসার পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর হতে পারে।

দুর্গাপুর পৌরসভার জনসংখ্যা ভিত্তি বছর (২০১১) এবং প্রক্ষেপণ বছরে (২০৩১) যথাক্রমে ২৪,৩০৬ এবং ৩৩,৯৮৪ জন। কর্মক্ষম জনবল বিবেচনা করা হয় ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত। বর্তমানে কাজ করতে সক্ষম জনবল সংখ্যা ১৪,৪৪৫ জন। এই সংখ্যা ২০৩১ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়াবে ২০,১৯৭ জনে। বর্তমান কর্মক্ষম জনবলের ৯২.৯৫% বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে কর্মরত আছে। বর্তমানের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩১ সাল নাগাদ প্রক্ষেপিত সর্বমোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৩৩.৫২% অর্থাৎ আরো ৬,৭৭০ জনকে চাকুরী দিতে পারলে পৌরসভার বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১.৬৯ এবং কর্মী বাহিনী প্রক্ষেপণ জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ পদ্ধতির মতই হবে।নিম্নের সারণি ৮.১ এ বিস্তারিত দেখান হয়েছে।

সারণি- ৮.১ প্রক্ষেপিত কর্মক্ষম জনসংখ্যা

তালিকা	ভিত্তি বছর (২০১১)	প্রক্ষেপণ বছর (২০৩১)	কর্মজীবী জনসংখ্যা		বেকার জনসংখ্যা	
			সংখ্যা	জনবলর %	সংখ্যা	প্রাক্কলিত জনবলর %
মোট জনসংখ্যা	২৪,৩০৬	৩৩,৯৮৪	১৩,৪২৭	৯২.৯৫	৬৭৭০	৩৩.৫২
কর্মক্ষম জনবল (৭+)	১৪,৪৪৫	২০,১৯৭				

দুর্গাপুর পৌরসভার বর্তমানে জনংখ্যার ঘনত্ব (বিবিএস, ২০১১) একর প্রতি ৮ জন। আশা করা যায় যথাযথভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পের মেয়াদকাল অর্থাৎ ২০৩১ সালের শেষে জনসংখ্যা বেড়ে প্রতি একরে ১২ জনে দাঁড়াবে।

কৌশল-১ঃ

- সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার স্তর বাড়ানো এবং তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর জন্য নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিতরণসহ পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর সেবার উপর আরও গুরুত্ব প্রদান।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-জনসংখ্যা/১ঃ</u> জনসংখ্যাকে জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে ঘোষণা করা।	✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
যৌক্তিকতাঃ ক্রমাগত বর্ধিত জনসংখ্যা দ্বারা মাথাপিছু জাতীয় প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে লব্ধ জাতীয় সুবিধা কোন কল্যাণকর খাতে বন্টন করা যায়, যেমনঃ জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।	
<u>নীতি-জনসংখ্যা/২ঃ</u> শিক্ষার স্তর বাড়ানোর জন্য আরও উদ্যোগ গ্রহণ ও সম্পদ ব্যয় করা।	✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ স্বাস্থ্য ও পরিবার

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
যৌক্তিকতাঃ শিক্ষা ছোট পরিবারের সুফল সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে শুধু সচেতনতাই সৃষ্টি করে না বরং উন্নত কর্ম-সংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করতে সহায়তা করে, যার ফলে দারিদ্র হ্রাস পায়, যা বড় পরিবারের নিত্যসঙ্গী ।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
<u>নীতি-জনসংখ্যা/৩ঃ</u> অনুপ্রেরণাদায়ক কাজের জন্য ভাল পারিশ্রমিকসহ সুপ্রশিক্ষিত মাঠ পর্যায়ের কর্মী তৈরি করা ।	✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
যৌক্তিকতাঃ মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা উন্নত পদ্ধতিতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে অনুপ্রেরণামূলক সেবা প্রদান এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ করতে পারে। উন্নত সেবা পেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ভাল পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে এবং কর্মদক্ষ হতে হবে।	

কৌশল-২ঃ

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত করতে পরিকল্পনা এলাকার সর্বত্র জনসংখ্যার যৌক্তিক বন্টন নিশ্চিতকরণ।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-জনসংখ্যা/৪ঃ</u> সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি আয়েজনের মাধ্যমে জনগণকে, বিশেষ করে স্থানান্তরিত জনগণকে পার্শ্ববর্তী ও প্রান্তিক এলাকায় বসতি স্থাপন করার জন্য উৎসাহিত করা।	✓ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ✓ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
<u>নীতি-জনসংখ্যা/৫ঃ</u> পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন বৃদ্ধি করার জন্য নাগরিক সেবা প্রদান করা।	✓ দুর্গাপুর পৌরসভা

৮.১.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

যেকোন স্থানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেখানকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টি নির্ভর করে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের পরিমাণের উপর। যেকোন নগরের নগর অর্থনীতি শুরু হয় মৌলিক খাতে (বেসিক সেক্টর অর্থাৎ যে খাতের উৎপাদন বা সেবা মূলত বাইরের অঞ্চলের জন্য) বিনিয়োগ গড়ে তোলার মাধ্যমে যা পরবর্তীতে নন-বেসিক খাত বা স্থানীয় খাত গড়ে উঠতে সহায়তা করে। দুর্গাপুর একটি ছোট শহর এবং জনসংখ্যা খুবই কম হওয়ায় এখানে মৌলিক খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল নয়। এছাড়া পাশ্ববর্তী শহর কমলাকান্দা, হালুয়াঘাট, পূর্বধলা, ফুলপুর, শ্যামগঞ্জ এবং নেত্রকোনা, ময়মনসিংহের মত বৃহত্তম নগরগুলোর সঙ্গে এই শহরকে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এসব নগর কেন্দ্র বিনিয়োগের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্থান হিসাবে রয়েছে।

কৌশলঃ

- ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে এখানে মৌলিক খাতে (বেসিক সেক্টর) বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে সামনের দিকে চালিত করা।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-অর্থ/১ঃ</u> ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোগ (এসএমই) খাতে সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।	✓ শিল্প মন্ত্রণালয় ✓ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
যৌক্তিকতাঃ ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করবে।	
<u>নীতি-অর্থ/২ঃ</u> বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	✓ শিল্প মন্ত্রণালয় ✓ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
যৌক্তিকতা ঃ বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের একটি বৃহৎ অংশ জমি ক্রয়ের খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত। আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এই বিপুল অর্থ উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত করা যেতে পারে।	

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-অর্থ/৩ঃ সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের জন্য উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা। যৌক্তিকতাঃ অনেক সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারী রয়েছে যারা বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও মাধ্যম এবং একটি শিল্পোদ্যোগ পরিচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তাদেরকে এ বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে পারে।	✓ শিল্প মন্ত্রণালয় ✓ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৮.১.৩ আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন

নগরের জনসংখ্যা অনেক কম হওয়ায় এখানে গৃহায়নের সমস্যা এখনও অতোটা প্রকট নয়। গৃহায়ন নীতি ও কর্মসূচি এখানে জাতীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে গৃহায়ন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য এখানে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কোন স্থানীয় দপ্তর নেই। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভা নির্বাচিত আবাসন এলাকাগুলোতে সড়ক অবকাঠামো, নিষ্কাশন, পানি সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বসবাসের এলাকার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে জনগণ গৃহ নির্মাণে উৎসাহিত হবে। পরামর্শকবৃন্দ বর্তমান জাতীয় গৃহায়ন নীতি সমর্থন করে সকল পর্যায়ে তা কার্যকর করার পরামর্শ দিয়েছেন। নীচের সারণিতে (সারণি-৮.২) আবাসন চাহিদা ও প্রক্ষেপণ দেখান হয়েছে।

সারনি ৮.২: আবাসন চাহিদার প্রক্ষেপণ

তালিকা	ভিত্তি বছর (২০১১)	প্রক্ষেপণ বছর (২০৩১)
জনসংখ্যা	২৪,৩০৬	৩৩,৯৮৪
পরিবারের সংখ্যা	৫,৬৮৭	৭,৯৫২
আবাসনের চাহিদা	২,২৬৫	

লক্ষ্য করা যায়, কাঙ্খিত বর্ধিত জনসংখ্যার সংস্থানের জন ২,২৬৫টি একক আবাসন (হাউজিং ইউনিট) প্রয়োজন হবে।

এই ছোট শহরে কোন বস্তি পরিলক্ষিত হয়নি, এটা সাধারণতঃ বড় শহরে দেখা যায়। কাজেই শহরে বস্তি ও ঝুপড়ি সংক্রান্ত কোন সমস্যা নেই।

কৌশল:

- পৌরসভার ভূমিকা সমুন্নত রেখে একজন সহায়তাকারী সংস্থা হিসেবে সর্ব সাধারণের জন্য গৃহায়ন/আবাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো ও সেবা প্রদান। স্বল্প ব্যয়ের প্রস্তাবনা হিসেবে আবাসিক এলাকার উন্নয়নে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভূমি মালিকদের অন্তর্ভূক্তিকে উৎসাহিত করা হবে।

নীতি:

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-গৃহায়ণ/১: বেসরকারি খাতে গৃহায়নের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান যৌক্তিকতাঃ সরকারি উদ্যোগে গৃহায়নের সংস্থান করা বেশি দুরূহ, কারণ এর জন্য প্রয়োজন অধিক অর্থায়ন, ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন যা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। অবকাঠামো ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে সাধারন জনগণকে তাদের নিজেদের বাড়ী নির্মাণে উৎসাহিত করতে সহায়তা করা যেতে পারে।	✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
নীতি-গৃহায়ণ/২ঃ আবাসিক এলাকার ভূমি মালিকদেরকে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে যেখানে পৌরসভা অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করবে এবং ভূমি মালিকদের মধ্যে ব্যয় ভাগাভাগি করা হবে।	✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা

৮.১.৪ সামাজিক বিনোদনমূলক সেবা এবং কমিউনিটি সুবিধা

সামাজিক ও সম্প্রদায়গত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধাদি, উন্মুক্তস্থান, বিনোদন সুবিধা, যেমনঃ উদ্যান, খেলার মাঠ, বিনোদন উদ্যান, কমিউনিটি সেন্টার প্রভৃতি। সুষ্ঠু ও আরামদায়ক নাগরিক জীবনের জন্য এগুলো অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এগুলো সামাজিক সেবা হওয়ায়, সরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ সরকারি সম্পদ হিসেবে এগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের জন্য জাতীয় সরকারের নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও তাদের বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয় রয়েছে। উদ্যান, খেলার মাঠ ও কমিউনিটি সেন্টারের মত সুযোগ সুবিধা প্রদানের দ্বায়িত্ব হচ্ছে পৌরসভার।

উদ্যান ও খেলার মাঠের জন্য পৌরসভা জেলা প্রশাসনের সহায়তায় স্থানীয় খাস জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। জনসংখ্যা ও ভূমির মূল্য ক্রমশ বাড়তে থাকায় বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত স্থান খুঁজে পাওয়া কঠিন। সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যার চাপ ও আর্থিক লাভ বিবেচনায় উন্মুক্ত স্থানও শেষ হয়ে যায়। ভূমির মূল্য বাড়তে থাকায় এবং উন্মুক্ত স্থান না থাকায়, উন্মুক্ত স্থান বিনোদনের ব্যবস্থা করা এখন খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। কাজেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া এবং জমি দুষ্প্রাপ্য হওয়ার পূর্বে কোন এলাকার উন্মুক্ত স্থান সুনির্ধারিত উন্মুক্ত স্থানের জন্য সংরক্ষিত রাখাই শ্রেয়। কমিউনিটি সেন্টারের জন্য একই পারিমাণ ভূমির একমাত্রিক ব্যবহারের পরিবর্তে বহুমাত্রিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বহুতলা বিশিষ্ট ইমারতে কমিউনিটি সেন্টার, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, ক্লিনিক কিংবা অন্য কোন কাজেও ব্যবহার করা যায়।

কৌশলঃ

- পৌর এলাকার মধ্যে খাস/সরকারি জমি খুঁজে বের করা এবং অব্যহৃত/উন্মুক্ত স্থানে জনবসতি গড়ে উঠার ও শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই সেবামূলক কাজের জন্য বরাদ্দ করা।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি -সামাজিক সুবিধা/১ঃ</u> উদ্যান, খেলার মাঠ ও কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি ও অন্যান্য সরকারি জমি অধিগ্রহণ। যৌক্তিকতাঃ যেহেতু উপর্যুক্ত সুবিধাদি রাজস্ব আয়মূলক নয়, তাই এগুলো সর্বনিম্ন খরচে অধিগ্রহণ করা উচিৎ।	✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ জেলা প্রশাসন ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
<u>নীতি -সামাজিক সুবিধা/২ঃ</u> উন্মুক্ত স্থানের জন্য যত দ্রুত সম্ভব জমি অধিগ্রহণ করা উচিৎ, কারণ ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের খরচও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে উন্মুক্ত স্থানও ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাবে, ফলে উপযুক্ত স্থানে উন্মুক্ত জায়গার সুবিধাদি প্রদান করার জন্য কোন জমি পাওয়া যাবে না।	✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ জেলা প্রশাসন ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা

৮.১.৫ পর্যটন ও বিনোদন সুবিধা

দুর্গাপুর পৌরসভার ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধ কিংবা বিনোদনমূলক কোন নিদর্শন নাই যা উপজেলার বিভিন্ন স্থান কিংবা আশপাশের এলাকার পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে। তবে শেরপুর এবং ময়মনসিংহ জেলা সদরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকায় প্রতিবেশি এলাকার পর্যটকদের কাছে এই পৌরসভার কৌশলগত গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এছাড়া পৌরসভার ৩৮ কিলোমিটারের মধ্যে নাকুগাঁও স্থল বন্দর থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে এর গুরুত্ব বাড়িয়েছে। দুর্গাপুর পৌরসভায় পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কৌশল ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা যেতে পারে।

কৌশলঃ

হোটেল/মোটেল সুবিধা প্রদান, পরিবহণ ও যোগাযোগ সুবিধার উন্নয়ন, জননিরাপত্তা নিশ্চতকরণ, প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী দিয়ে পরিচালিত পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, নতুন পর্যটন ও পিকনিক কেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে পর্যটন ও বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-পর্যটন/১ঃ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আরামদায়ক ও সুবিধাজনক বাস সার্ভিসের চালু করা। **যৌক্তিকতাঃ** এর ফলে পর্যটকগণ পৌরসভায় আসতে উৎসাহিত ও আগ্রহী হবে এবং পৌরসভার আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করবে।	✓ সওজ, এলজিইডি, বিআরটিসি ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
নীতি-পর্যটন/২ঃ যথাযথ ভূ-দৃশ্য এবং বিনোদনমূলক সুবিধাদি, অবকাশ কেন্দ্র, হোটেল ও মোটেলসহ পর্যটন রিসোর্ট গড়ে তোলা। **যৌক্তিকতাঃ** এর ফলে পর্যটনের প্রতি জনগণের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।	✓ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
নীতি-পর্যটন/৩ঃ পর্যটকদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। **যৌক্তিকতাঃ** পৌর এলাকায় পরিদর্শন করতে আসা পর্যটকদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	✓ দুর্গাপুর থানা ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা

৮.১.৬ নিরাপত্তা

নিরাপত্তা হল সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব। সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে পৌরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাঠামো পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কৌশল ও নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

কৌশলঃ

- প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ড, দূর্ঘটনা, ছিনতাই ও অন্যান্য হুমকি থেকে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি - সুরক্ষা ও নিরাপত্তা /১ঃ বর্তমান অগ্নি-নির্বাপন কেন্দ্রের সম্প্রসারণ অথবা বর্তমান কেন্দ্রের জায়গায় নতুন ও বৃহৎ আকারের অগ্নি-নির্বাপন কেন্দ্র নির্মাণ। যদি বর্তমান অগ্নি-নির্বাপন কেন্দ্রটি সম্প্রসারণ করা সম্ভব না হয় তাহলে মূল এলাকায় নতুন অগ্নি-নির্বাপন কেন্দ্রের জন্য জায়গা খুঁজে বের করা যৌক্তিক হবে, যেন কোন দূর্ঘটনা হলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যায়। **যৌক্তিকতাঃ** পৌর নগরবাসীর জীবন ও সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাবে।	✓ ফায়ার সার্ভিস এণ্ড সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ✓ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
নীতি - সুরক্ষা ও নিরাপত্তা /২ঃ যে কোন সময় অগ্নি নির্বাপনের জন্য সজ্জিত ও প্রস্তুত অধিকতর দক্ষ জনবল ও অগ্নি নির্বাপনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যানবাহনসহ অগ্নি-নির্বাপন কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। **যৌক্তিকতাঃ** পৌরবাসিদের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হ্রাস পাবে।	✓ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগ ✓ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
নীতি - সুরক্ষা ও নিরাপত্তা /৩ঃ স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল সিস্টেম, যথাযথ ট্রাফিক সংকেত চিহ্ন ও প্রতীক, সড়ক মার্কিং ও অন্যান্য ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলনের মাধ্যমে দুর্ঘটনা ও যানবাহনের সংঘর্ষের ঝুঁকি ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়াও এক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজন একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।	✓ দুর্গাপুর থানা ✓ পুলিশ বিভাগ (ট্রাফিক) ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ দুর্ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতা ও জীবন নাশের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।	
নীতি - সুরক্ষা ও নিরাপত্তা/৪ঃ কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অপহরণ, সন্ত্রাসী আক্রমণ, ছিনতাই প্রভৃতি নির্মূল করতে হবে। এক্ষেত্রে পুলিশ বিভাগ অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে। **যৌক্তিকতাঃ** উন্নত জননিরাপত্তা কোন গোষ্ঠী/এলাকার স্বকীয়তা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।	✓ দুর্গাপুর থানা ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা

৮.২ ভৌত অবকাঠামো খাতসমূহ

৮.২.১ পরিবহণ

একটি নগর কেন্দ্রকে পুনরুজ্জীবিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপরিবহণ সুবিধাদি সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের জন্য সুফল বয়ে আনে এবং নগরবাসির যাতায়াত সহজ ও আরামদায়ক করে। কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের সহজ ও সাশ্রয়ী পরিবহণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিনিয়োগের অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে যা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে চালিত করে। যার ফলে নগর কেন্দ্রের বিকাশ ঘটে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় (নন-বেসিক) খাত প্রসারিত হয়। পরিবহণ সুবিধা সৃষ্টির জন্য মানসম্মত আন্তঃজেলা সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থাকে দ্রুত ও সহজতর করবে। ভবিষ্যতে সড়ক হবে সুষ্ঠু পরিবহণ অবকাঠামো সম্পন্ন। এছাড়াও পৌর শহরে বসবাসরত জনগণকে উৎসাহিত করতে স্থানীয় সড়কগুলোর মান উন্নত করা হবে। এক সময় এখানে জনবসতি বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নতুন নতুন বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবে।

কৌশলঃ

- যাত্রী ও পণ্য সামগ্রীর পরিবহণ সহজতর করার জন্য একটি সুদক্ষ আন্তঃনগর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি - পরিবহণ /১ঃ মানসম্মত সড়কসহ কার্যকর আন্তঃনগর সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন।	✓ সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ)
যৌক্তিকতাঃ অধিকতর আন্তঃনগর চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধি পাবে এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	
নীতি - পরিবহণ/২ঃ নগর কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কার্যকর সড়ক পরিবহণ সুবিধা বৃদ্ধি করা।	✓ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ✓ জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ
যৌক্তিকতাঃ নগরকেন্দ্রগুলোর মধ্যে শুধু যোগাযোগের প্রয়োজনে নয়, বরং পরিবহণ যাতায়াতকে আকৃষ্ট করার জন্য সড়কের গুণগত মানের উপর জোর দেওয়া উচিৎ।	
নীতি - পরিবহণ /৩ঃ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন।	✓ দুর্গাপুর পৌরসভা ✓ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
যৌক্তিকতাঃ সড়কের উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যয় ভাগাভাগি করা যাবে যা সড়ক নির্মাণ ব্যয় কিছুটা হ্রাস করবে।	

৮.২.২ পরিসেবা

নগর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নগর সেবা। কোন একটি নগর কেন্দ্রকে বাসযোগ্য করার জন্য অবশ্যই অত্যাবশ্যকীয় নগর সেবা যেমন; পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্যানিটেশন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য নগর সেবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া অন্য সকল নগর সেবা প্রদানের দায়িত্ব পৌরসভার।

কৌশলঃ

- জনগণের জন্য উন্নত সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে রাজস্ব আদায়ে স্বনির্ভরতা অর্জন ও অংশগ্রহণমূলক সেবা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি -পরিসেবা/১ঃ</u> পানির টেকসই সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিকল্প উৎসের অনুসন্ধান করা। **যৌক্তিকতাঃ** ক্রমবর্ধমান নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পানির বিকল্প উৎসের সন্ধান করা প্রয়োজন, যেমন বৃষ্টির পানি ধরে রাখা এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার প্রভৃতি।	✓ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ✓ এলজিইডি ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
<u>নীতি -পরিসেবা/২ঃ</u> বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ। **যৌক্তিকতাঃ** বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালন কাজ ফলপ্রসূ হবে এবং পৌরসভার আর্থিক ব্যয় হ্রাস পাবে।	✓ দুর্গাপুর পৌরসভা ✓ এনজিও এবং সিবিও
<u>নীতি -পরিসেবা/৩ঃ</u> সম্পদ আহরণের জন্য বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করা। **যৌক্তিকতাঃ** বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার ও প্রক্রিয়াকরণের ফলে সম্পদের উৎপাদন হবে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খরচ কমে যাবে।	✓ দুর্গাপুর পৌরসভা ✓ এনজিও এবং সিবিও
<u>নীতি -উপযোগ সেবা/৪ঃ</u> স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের সুফল সম্পর্কে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে এবং স্যানিটেশন উপকরণ সহজলভ্য করার জন্য জনগণকে সহায়তা করতে প্রচারাভিযান করা। **যৌক্তিকতাঃ** প্রণোদনার মাধ্যমে জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবহার ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে উৎসাহিত হবে।	✓ এল জি ই ডি ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা ✓ এন জি ও এবং সি বি ও
<u>নীতি -পরিসেবা/৫ঃ</u> প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুরক্ষা ও উচ্চক্রমভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রণয়ন। **যৌক্তিকতাঃ** প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা ক্রমশঃ বিনাশ ঘটছে এবং ভরাট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বাড়ছে। সুপরিকল্পিত উচ্চক্রমভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা বৃষ্টির পানির নির্বিঘ্ন নিষ্কাশনে সহায়তা করবে।	✓ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ✓ এল জি ই ডি ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা

৮.২.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন

দুর্গাপুর পৌরসভা জলাবদ্ধতা মুক্ত এলাকা। সুমেশ্বরী নদীর প্লাবনের কারণে এবং পর্যাপ্ত নিষ্কাশন সুবিধা না থাকার কারণে প্রায়শঃ জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।

দুর্গাপুর পৌরসভার অধিকাংশ নর্দমাই যাথাযথ নির্গমনস্থল, আকার ও ঢাল বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। নর্দমাগুলো ভাটির দিকে আরো খনন করতে হবে এবং খালগুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যাতে উপর থেকে আসা প্রবাহ অবাধে নেমে যেতে পারে। ২টি খালের বিভিন্ন স্থানে খনন ও সংস্কার করতে হবে যাতে সেগুলো পৌরসভার সম্পূর্ণ পানির প্রবাহ বহন করার জন্য প্রধান নর্দমা হিসেবে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে। মানবসৃষ্ট প্রধান নর্দমা, মাধ্যমিক নর্দমা এবং তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমার জন্য এই খালগুলো হবে নির্গমনস্থল। এছাড়া এখানে বেশ কয়েকটি বিল ও জলাভূমি রয়েছে যেগুলো প্রবল বৃষ্টির সময়ে পানি ধারণ করার জন্য জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ বন্যার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

কৌশলঃ

- এই শহরকে বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করা।।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-বন্যা নিয়ন্ত্রণ/১ঃ</u> প্রয়োজন অনুযায়ী বাঁধ নির্মাণ। **যৌক্তিকতাঃ** পৌরসভার বাইরে থেকে আসা বন্যার সময় জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করা।	✓ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ✓ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
<u>নীতি-বন্যা নিয়ন্ত্রণ/২ঃ</u> প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুরক্ষা ও উচ্চক্রমভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রণয়ন। **যৌক্তিকতাঃ** প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা ক্রমশ: বিনষ্ট হচ্ছে ও ভরাট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বাড়ছে। সুপরিকল্পিত উচ্চক্রমভিত্তিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা বৃষ্টির পানির নির্বিঘ্ন নিষ্কাশনে সহায়তা করবে।	✓ এলজিইডি ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা

৮.৩ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়

৮.৩.১ প্রাকৃতিক সম্পদ

দুর্গাপুর পৌরসভা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয় যা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে খিরু ৩৬৪টি পুকুর ও ডোবা (৭৪.০১ একর), ২টি প্রাকৃতিক খাল। এসব প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সকল খালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও জনস্বার্থের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৌরসভার উপর ন্যস্ত করা উচিৎ। এর ফলে নদী এবং প্রাকৃতিক খালের অবৈধ দখল ও ভরাট রোধ করা সহজ হবে।

কৌশলঃ

- এলাকাবাসীর স্বার্থে ব্যবহারের জন্য নদী ও খালের সংশ্লিষ্ট অংশের কর্তৃত্ব পৌরসভার উপর ন্যস্ত করা।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-প্রাকৃতিক সম্পদ/১ঃ পৌর এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত নদী, খাল ও সকল খাস জমি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং এলাকাবাসীর স্বার্থে পৌরসভার নিকট কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে হবে।	✓ ভূমি মন্ত্রণালয় ✓ জেলা প্রশাসন ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে নদীর পাড় ও খাস জমির অপব্যবহার রোধ করা যাবে।	
নীতি-প্রাকৃতিক সম্পদ/২ঃ পৌরসভার অভ্যান্তরীন নদীর পাড় ও সকল খাস জমি পরিচর্যা ও নিষ্কাশন নর্দমা হিসেবে যথাযথ ব্যবহারের জন্য পৌরসভার নিকট অর্পন করতে হবে।	✓ ভূমি মন্ত্রণালয় ✓ জেলা প্রশাসন ✓ এনজিও এবং সিবিও
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে প্রকৃতিক নিষ্কাশন নর্দমাকে অবৈধ দখল ও ভরাট করা থেকে রক্ষা করা যাবে।	

৮.৩.২ স্যানিটেশন

দুর্গাপুর পৌরসভায় কোন পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ শৌচাগার সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিট সমৃদ্ধ। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এখানকার মোট পরিবার সংখ্যা ৫৬৮৭। এই পৌরসভা তার জনসংখ্যার শতভাগকে স্যানিটেশনের আওতায় এনেছে ব'লে দাবী করা হয়। মোট জনসংখ্যার ১৭% সেপটিক ট্যাংকসহ পাকা শৌচাগার (ল্যাট্রিন) ও সোকপিট ব্যবহার করছে। এরা হচ্ছে সরকারি বা আধা-সরকারি দপ্তর, স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পৌরসভার গন্যমান্য বাসিন্দা। ৮% বাসিন্দা সোকপিটসহ পাকা শৌচাগার ব্যবহার করে, এরা পৌরসভার মাঝারী ও নিম্ন আয়ের মানুষ। পৌরসভার অবশিষ্ট ৮৩% বাসিন্দা আধা-পাকা ও কাঁচা শৌচাগার ব্যবহার করে।

কৌশলঃ

- দুর্গাপুর পৌরসভার সকল বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করতে হবে।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-স্যানিটেশন/১ঃ সেপটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল ও স্বল্প ব্যয়ের স্যানিটেশন প্রদান করতে হবে।	✓ জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে দুর্গাপুর পৌরসভায় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত হবে।	
নীতি-স্যানিটেশন/২ঃ সকল পরিবারকে স্যানিটেশন সুবিধা আওতায় আনতে সহায়তা করা হবে।	✓ ডিপিএইচই ✓ এন জিও ও ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ব্র্যাক, প্রশিকা ইত্যাদি
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে সুবিধাবঞ্চিত পরিবার সহায়তা পাবে।	

৮.৩.৩ প্রাকৃতিক দূর্যোগ

দুর্গাপুর পৌরসভায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ঝড়, সাইক্লোন, কালবৈশাখী, টর্ণেডো, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি। কালবৈশাখীর প্রার্দুভাব সাধারণতঃ এপ্রিল মাসে বেশি হয়, তবে মার্চ ও মে ম্যাসেও কালবৈশাখীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কালবৈশাখী ও টর্ণেডোর কারণে গাছপালা, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন উৎপাটন, মানবজীবন ও জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন, জীবনহানি, সম্পদের ক্ষতি ও বিনাস, অর্থকরি ফসলের ক্ষতি, জীবনযাত্রার বিপর্যয়, অত্যাবশ্যকীয় পরিসেবার ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতি হয়।

১৯৮৮ থেকে ২০০৭ সালে দুর্গাপুর পৌরসভার বৃষ্টিপাতের উপাত্ত অনুযায়ী, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩০৮ মিলিমিটার। প্রতি বছর দুর্গাপুর পৌরসভার কিছু এলাকা এবং কোন কোন বছর সমগ্র এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। সুমেশ্বরী নদীর মাধ্যমে উজান থেকে পানি এসে এই বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার পানির সঙ্গে প্রতিবছর বর্ষায় সুমেশ্বরী নদীতে প্রচুর পলিমাটি বয়ে আনে।

কৌশলঃ

- দূর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি ও সর্বধরণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, দুর্যোগের সময় উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার কাজ এবং দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের ব্যবস্থা করা।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
<u>নীতি-দূর্যোগ/১ঃ</u> প্রাকৃতিক খাল-বিল ও নদী-নালাকে পানি নিষ্কাশনের নির্গমন স্থান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।	✓ পাউবো, এল জি ই ডি ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে বন্যার পানি হ্রাস পাবে এবং নির্গমন প্রক্রিয়া সহজতর হবে।	
<u>নীতি-দূর্যোগ/২ঃ</u> সকল ইমারত/ ভৌত কাঠামো এমনভাবে নকশা করা উচিৎ যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করতে পারে।	✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ উঁচু প্লিন্থ লেভেল ও ভূমিকম্প রোধক নকশা অনুসারে নির্মিত ইমারত মানুষের জীবননাশ, সম্পদের ক্ষতি ও ধ্বংস হ্রাস করবে।	
<u>নীতি-দূর্যোগ/৩ঃ</u> নতুন নতুন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভয়াবহ বন্যার সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।	✓ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ✓ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে বন্যার সময় জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কম হবে।	
<u>নীতি-দূর্যোগ/৪ঃ</u> প্রবল বন্যার সময় উদ্ধার অভিযানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	✓ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ✓ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ✓ পুলিশ বিভাগ ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে বন্যার সময় জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কম হবে।	
<u>নীতি-দূর্যোগ/৫ঃ</u> বন্যা পরবর্তী ত্রাণ ও পূনবার্সন কর্মসূচির ব্যবস্থা রাখতে হবে।	✓ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ✓ খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ বন্যাদুর্গত লোকজন স্বল্প সময়ের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবেলা জয় করতে সক্ষম হবে।	

৮.৩.৪ পরিবেশগত বিষয় (বায়ু, পানি, মাটি প্রভৃতির মান)

বাংলাদেশের পরিবেশগত ধারা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বাতাসে অতিক্ষুদ্র দূষণ কণা বাংলাদেশের সকল বড় বড় নগরের পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। এসকল ক্ষুদ্র দূষণ কণার আধিক্যজনিত সমস্যা প্রকট রূপ নিয়েছে জনবহুল এলাকা ও শিল্পাঞ্চলসমূহে। দূষণ কণার প্রধান উৎস হচ্ছে বার বার উত্থিত ধুলাবালি (বেশিরভাগই নির্মাণ কাজের উচ্ছিষ্ট বস্তুকনা),

যানবাহনের নিঃসৃত বর্জ্য এবং ইটভাটা ও সিমেন্ট কারখানার মত শিল্প প্রতিষ্ঠান। সৌভাগ্যবসত দুর্গাপুর পৌরসভায় এগুলোর উপস্থিতি খুবই নগণ্য।

টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রয়োজন। দেশের পরিবেশ বিষয়ক সম্পদের অধিকাংশই পানি সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে দেশের পানি সম্পদের অব্যাহত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য জাতীয় বনাঞ্চল, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি ও পানির মান রক্ষাসহ পরিবেশ ও এর জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, পুনঃস্থাপন ও সুরক্ষার বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত থাকতে হবে। অনুরূপভাবে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর দিকগুলো এড়িয়ে চলা অথবা কমিয়ে আনার বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

এখানকার মাটি গঠনের উপাদানগুলো হচ্ছে সক্রিয় প্লাবনভূমি, বেলে মাটি, পলি যা গঠিত হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে নিম্ন মাঝারি ধরণের বালুময় পলিমাটি, বেলে মাটি, জৈব মাটি ও নরম বেলে মাটি নিয়ে।

কৌশলঃ

- বায়ু, পানি ও মাটি নিয়ে গঠিত পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা হবে ।

নীতিঃ

উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নীতি-বাতাস/১ঃ টু-স্ট্রোক থ্রি হুইলার নিষিদ্ধ ও শিল্প-কারখানায় উচ্চ চিমনি প্রবর্তনের মাধ্যমে বায়ু দূষণ হ্রাস করেত হবে।	✓ বিআরটিএ, ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে শরীরের জন্য ক্ষতিকর CO, CO_2, SPM, সীসা, অন্যান্য ভারী ধাতু ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের পরিমাণ হ্রাস পাবে।	
নীতি-পানি/২ঃ পানি সম্পদের সুরক্ষা, সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং দূষণ হ্রাস করতে হবে।	✓ পরিবেশ অধিদপ্তর, ডিপিএইচই, পাউবো ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে পৌরসভার প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বাস্তুসংস্থান, জীব-বৈচিত্র রক্ষা করা সম্ভব হবে এবংপরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত হবে।	
নীতি-মাটি/৩ঃ রাসায়নিক সার ও কৃত্রিম কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে এবং জৈব সারের ব্যবহারসহ পর্যায়ক্রমিক কৃষি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।	✓ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ✓ উপজেলা পরিষদ ✓ দুর্গাপুর পৌরসভা
যৌক্তিকতাঃ এর ফলে ভূমির উর্বতা বৃদ্ধি পাবে, ফলন বৃদ্ধি পাবে এবং পানি দূষণ কমে যাবে।	

অধ্যায় ০৯

বাস্তবায়নের বিষয়াবলী

৯.১ পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

দুর্গাপুর পৌরসভার কাঠামো পরিকল্পনা তথা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৌর কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যেন পৌর কর্তৃপক্ষ কাঠামো পরিকল্পনায় গ্রন্থিত নীতি কৌশল ও প্রস্তাবনা অনুযায়ী পৌরসভার পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। পৌরসভার বর্তমান সক্ষমতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মত দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট নয়। আইনগত, আর্থিক, জনবল এবং যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত সক্ষমতা বিষয়ে পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হল:

আইনগত: পৌর এলাকার ভৌত বিকাশ ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ হল প্রধান আইনগত ভিত্তি। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ গ্রন্থিত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানসহ আরও বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতি পৌর কর্তৃপক্ষের প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হবে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২, ২০০৪
- বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত বিধিমালা, ১৯৯৩
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা (বিএনবিসি), ২০০৬
- পৌরসভা অধ্যাদেশ, ২০০৮
- পরিবেশগত নীতি, ১৯৯২
- বাংলাদেশ জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা, ১৯৯৩
- জাতীয় সড়ক পরিবহণ নীতিমালা, ২০০৪ প্রভৃতি।

কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশল ও নির্দেশাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের স্থানীয় সরকার পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও উদ্দেশ্য প্রয়োগ ও চর্চা করা প্রয়োজন। পৌর কর্তৃপক্ষকে আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একজন নির্বাহী মেজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সদস্য নিয়োগের প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা প্রদান করা দরকার। এই ক্ষমতা পৌর কর্তৃপক্ষের জন্য কাঠামো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রয়োগ সম্ভব ক'রে তুলবে। এই আইনগত ও আইন প্রয়োগকারী দল একজন নগর পরিকল্পনাবিদের নেতৃত্বে নগর পরিকল্পনা ইউনিটের তত্বাবধানে কাজ করবে। পৌরনভা নিয়োগকৃত মেজিস্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে উপজেলা প্রশাসনে থাকা সহকারি কমিশনারকে (ভূমি) দিয়ে প্রয়োজনবোধে দায়িত্ব পালন করানো যাবে।

আর্থিক: মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন করতে হলে পৌরসভার নিজস্ব একটি শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি থাকতে হবে। দুর্গাপুর পৌরসভা আর্থিকভাবে যথেষ্ট সক্ষম নয়। পৌরসভা অন্যান্য উৎস; বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পৌরসভার নিজস্ব আয় বাড়াতে হবে যেন আর্থিক বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দক্ষভাবে কাজ করতে হলে পৌরসভাকে তার রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হল:

- পৌরসভার শতভাগ রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশল ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রস্তাবনা অনুযায়ী আধুনিক বাজার, কমিউনিটি সেন্টার, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে কমিউনিটি সেবা প্রদান যেগুলো পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব আদায়ের উৎস হিসাবে কাজ করবে,
- বর্তমান নিবন্ধন (লাইসেন্স) ফি এর পরিমাণ যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করা এবং নতুন নতুন নিবন্ধন প্রদান,

- পৌর এলাকায় বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য জরিমানা, মাশুল আরোপ ও আদায় করা,
- বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা তৈরি এবং বর্জ্য সংগ্রহের জন্য মাশুল আরোপ ও আদায় করা।

জনবল: দুর্গাপুর "গ" শ্রেণির একটি পৌরসভা। গ শ্রেণির পৌরসভার জন্য জনবল-কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) এবং জনবল সংখ্যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রয়েছে। পৌরসভার বর্তমান জনবল ও অনুমোদিত জনবলের মধ্যে তুলনা ক'রে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায় অর্থাৎ বর্তমান জনবল অনেক কম রয়েছে। পৌরসভা গঠনের শুরু থেকেই বহু পদ খালি রয়েছে। বরাদ্ধকৃত ৭৫ টি পদের মধ্যে মাত্র ২০টি পদ পূরণ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন, তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য নগর পরিকল্পনা বিভাগ আবশ্যিক পূর্ব শর্ত হলেও বর্তমানে তা অনুপস্থিত। পৌরসভার জনবল কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য নিম্নে নগর পরিকল্পনা বিভাগের জনবল কাঠামোর প্রস্তাব দেওয়া হল:

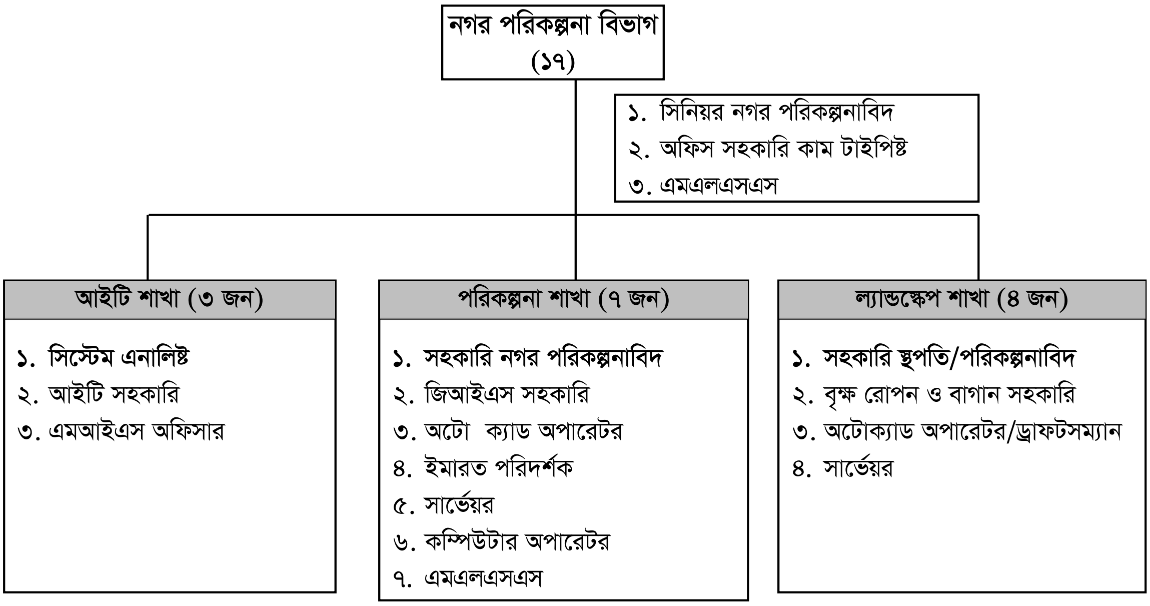

চিত্র ৯.১: নগর পরিকল্পনা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো

সরঞ্জাম সংক্রান্ত সক্ষমতা: দুর্গাপুর পৌরসভার যন্ত্রপাতি ও আনুষাঙ্গিক সক্ষমতা অত্যন্ত কম। হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি যন্ত্রপাতি, বাহন রয়েছে। পৌরসভার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা, জনসাধারণকে সেবা প্রদানসহ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রাপাতির সংযোহন প্রয়োজন। নিচের সারণিতে যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা উল্লেখ করা হল:

সারণি ৯.১: দুর্গাপুর পৌরসভার প্রস্তাবিত সরঞ্জামাদি

ক্রমিক	সরঞ্জামাদির ধরণ	বর্তমান পরিমাণ (নম্বর)	ভবষ্যিৎ চাহিদা
০১.	জীপ গাড়ী	-	০১
০২.	রোড রোলার (১০ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট)	১	-
০৩.	ক্রংক্রিট মিক্সার মেশিন	-	০১
০৪.	বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য ট্রাক (৩ টন)	০১	০১
০৫.	লেভেলিং মেশিন	-	০১
০৬.	রিকশা ভ্যান (বর্জ্য সংগ্রহের জন্য)	০১	০৪
০৭.	হ্যাণ্ড ট্রলি	০১	০৫
০৮.	মোটর সাইকেল	০১	০৪
০৯.	বাই সাইকেল	-	০৪
১০.	ফটোকপিয়ার	-	০৩
১১.	ফ্যাক্স মেশিন	-	০১
১২.	কম্পিউটার	০১	০৫
১৩.	প্রিন্টার	০১	০১
১৪.	প্লটার	-	০১

পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং হালনাগাদকরণ: কাঠামো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে এর নীতি কৌশল ও পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য এটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা উচিত যে কমিটি স্বল্প মেয়াদী (ওয়ার্ড কর্ম পরিকল্পনা) ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা (নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা) প্রস্তাবসমূহরে কাঠামো পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই কাজ করবে এবং পরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য বছরে ন্যূনতম দুই বার সভায় মিলিত হবে। কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা পরিকল্পনা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কমিটির সভাপতি বিশেষ সভা আহবান করতে পারেন। পৌরসভার মেয়র পদাধিকার বলে কমিটির সভাপতি হবেন। কমিটির নমুনা কাঠামো নিচে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৯.২: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির নমুনা কাঠামো

ক্রমকি	বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি	পদবী
০১.	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র	সভাপতি
০২.	সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য	নির্বাহী সদস্য
০৩.	সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান	নির্বাহী সদস্য
০৪.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	নির্বাহী সদস্য
০৫.	সহকারি প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা	সদস্য
০৬.	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
০৭.	সহকারি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা	সদস্য
০৮.	সহকারি প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা	সদস্য
০৯.	সকল কাউন্সিলর, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	সদস্য

কাঠামো পরিকল্পনা তথা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব দুর্গাপুর পৌরসভার। একারণে প্রস্তাবিত নগর পরিকল্পনা বিভাগ ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়া, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, কাঠামো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগামী প্রকল্পসহ তাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে স্বচ্ছ হবে এবং উক্ত কমিটির নিকট জবাবদিহি করবে।

কাঠামো পরিকল্পনায়ন ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দিক নির্দেশনা ও প্রস্তাবনা থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযুক্ততা বিবেচনায় এটি যথেষ্ট নমনীয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয়ের মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সংযোজনের জন্য প্রতি ০৫ বছর অন্তর কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশল ও দিক নির্দেশনা মূল্যায়ন ও হালনাগাদকরণের সুযোগ রাখা হয়েছে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, ভৌত উন্নয়নের গতি প্রকৃতিসহ বিকাশ প্রভৃতি মূল্যায়ন এবং সরকারি বেসরকারি সকল ভৌত উন্নয়ন এর কাঠামো পরিকল্পনার নির্দেশনার আঙ্গিকে মূল্যায়ন। তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কাঠামো পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংযোজন, সংশোধন করা উচিত হবে। এছাড়াও, সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে পরিকল্পার কোন নির্দষ্ট অংশ হালনাগাদকরণ বা পরিবর্ধনেরও সুযোগ রাখা হয়েছে।

৯.২ সম্পদ সমাবেশ

স্থানীয় সরকার সংস্থা হিসেবে দুর্গাপুর পৌরসভা ঘাটতি বাজেট সংকটে ভুগছে। ফলে পৌরসভার প্রয়োজন এর বাৎসরিক ব্যয়ের থেকে অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান করা। অতিরিক্ত রাজস্ব তখন পৌরসভায় দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারী কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

দুর্গাপুর পৌরসভার অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য তিনটি উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে পৌরসভা দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন ব্যয় পরিশোধে সক্ষম হবে:

- নিজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা,

- ব্যয় কমানো
- রাজস্ব আদায়ে নতুন নতুন খাত চিহ্নিত করা

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রথম বিকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এর থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন দ্বিতীয় বিকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা এবং তৃতীয় বিকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সবথেকে দূরূহ।

দুর্গাপুর পৌরসভা তাদের আয় সংগ্রহ করে মূলত প্রধান দুটি উৎস থেকে; ক) সরকারি অুনদান এবং খ) স্থানীয় বিভিন্ন উৎস থেকে রাজস্ব আদায়। সরকারি অনুদানকে ট্রান্সফার পেমেন্ট হিসাবে অভিহিত করা হয়। অনুদানের পরিমাণ বছর বছর ভিন্ন হতে পারে। সরকারি অনুদান নিজস্ব উৎসের আয় নয় কারণ এর উপর দুর্গাপুর পৌর কর্তৃপক্ষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেই।

দেখা গেছে, দুর্গাপুর পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যথেষ্ট কম এবং এটি পৌরসভার মোট আয়ের ক্ষুদ্র অংশ।

এর পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে যার মধ্যে কর/ফি/টোল প্রভৃতি নির্ধারণ ও আদায়ে সরকার আরোপিত নিয়ম ও বিধি-নিষেধ উল্লেখযোগ্য।

দুর্গাপুর পৌরসভা সরকারি অনুদানের উপর বেশি নির্ভরশীল এবং উন্নয়নের জন্য নেতৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষমতা নেই।

দুর্গাপুর পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের উৎস প্রধানতঃ তিন প্রকার: ১) কর বা খাজনা, ২) ফি বা মশুল এবং ৩) ব্যবহার মাশুল বা ফি।

সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যয় উদ্বৃত্ত তহবিল সৃষ্টির জন্য পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা জোরদার করতে হবে।

৯.৩ সমাপনী মন্তব্য

কাঠামো পরিকল্পনার দর্শন ও উদ্দেশ্যসহ বিস্তারিত পটভূমি তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে। বর্তমান উন্নয়ন গতিধারা, সমস্যা, ও পরিকল্পনার সঙ্কটপূর্ণ বিষয়াবলী আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। পরিকল্পনার মেয়াদ তথা ২০৩১ সাল পর্যন্ত সময়ের জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ সম্পন্ন করা হয়েছে। উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, বিধি-বিধান এবং খাতভিত্তিক নীতি আলোচিত হয়েছে। একই সময়ে নগর এলাকা পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এবং পরবর্তীতে কাঠামো পরিকল্পনয় গৃহীত দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, নীতি কৌশল ও প্রস্তাবনা সকল পক্ষ কর্তৃক অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পর্ব - খ

নগর এলাকা পরিকল্পনা

নগর এলাকা পরিকল্পনা

ভূমিকা

উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইউটিআইডিপি) এর মহাপরিকল্পনা প্যাকেজের দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে নগর এলাকা পরিকল্পনা যা কাঠামো পরিকল্পনার পরবর্তী স্তর। নগর এলাকা পরিকল্পনার (ইউএপি) মধ্যে রয়েছে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর পরিসেবা পরিকল্পনা। মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদনের খ পর্বে নগর এলাকা পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভূমিকা বর্ণনা করা হয় এবং কাঠামো পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার মানদণ্ডের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশলের আলোকে মধ্য মেয়াদী (২০১১-২০২১) নগর এলাকা পরিকল্পনায় উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও অঞ্চলভিত্তিক ভূমি ব্যবহারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনার বিষয় ও কাঠামো

নগর এলাকা পরিকল্পনায় সমগ্র দুর্গাপুর পৌরসভা এলাকা অন্তর্ভূক্ত এবং এর মেয়াদকাল ১০ বছর বা ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত। এই পর্বও ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন ও প্রয়োজনীয় মানচিত্রের সমন্বয়ে গঠিত।

নগর এলাকা পরিকল্পনা মধ্য মেয়াদে (১০ বছর) যেখানে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হতে পারে শুধু সেই এলাকায় কাজ করবে। এই এলাকার জন্য এখানে কাঠামো পরিকল্পনার নীতিমালা কিভাবে কাজ করবে এবং এসকল নীতি কৌশলের ভৌত বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনা শহরের ভবিষ্যৎ ভৌত বিকাশ তরান্বিতকরণ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে পৌরসভার ভূমিকা নির্ধারণে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। নগর এলাকা পরিকল্পনা চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত। চারটি পৃথক অধ্যায়ে চারটি পরিকল্পনা যথাঃ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নগর সেবা পরিকল্পনা এবং কাঠামো পরিকল্পনার সাথে স্ব স্ব পরিকল্পনার সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে মহাপরিকল্পনার দ্বিতীয় বা খ-পর্ব শুরু হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পরিকল্পনার কৌশল, বিদ্যমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার, প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার প্রভৃতি চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে এখানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভূমির প্রয়োজন, ভূমি-ব্যবহার বিভাজন ও অঞ্চল গঠন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বর্তমান পরিবহণ সুবিধাদি, যানবাহনের সংখ্যাধিক্য, যানজট ও বিলম্বের মাত্রা, বর্তমান ঘাটতি বিশ্লেষণ, আগামী ২০ বছরের ভ্রমণ-চাহিদার পূর্বাভাস, যানবাহনের ভবিষ্যৎ পরিমাণ ও সেবার স্তর এবং পরিবহণ উন্নয়ন পরিকল্পনা। এছাড়া পরিবহণ পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলও এই পরিকল্পনায় উপস্থাপিত হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনার তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। এই অধ্যায়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ নিষ্কাশন পরিকল্পনা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা, ভূমির উচ্চতা ও বন্ধুরতা, নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল প্রভৃতি নিষ্কাশন পরিকল্পনার অংশ। অপরদিকে বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা, বর্জ্য ও বর্জ্য অপসারণ স্থান, পরিবেশ দূষণ, জলাবদ্ধতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, স্থানীয় আপদ-বিপদ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল প্রভৃতি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রতিবেদনের চতুর্থ অংশ হচ্ছে নগরসেবা পরিকল্পনা। নগর পরিসেবাসমূহের বিদ্যমান অবস্থা ও চাহিদা, প্রস্তাবিত পরিসেবার প্রক্ষেপণ, প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবং নগর পরিসেবা পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি এই অংশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নগর এলাকা পরিকল্পনার আয়তন

গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দুর্গাপুর পৌরসভার প্রশাসনিক এলাকাকে নগর এলাকা পরিকল্পনার জন্য নির্ধারণ করা হয় যা কাঠামো পরিকল্পনা এলাকার অনুরূপ। দুর্গাপুর পৌরসভা তথা নগর এলাকা পরিকল্পনার আয়তন ২৯০৫ একর বা ১১.৭৬ বর্গকিলোমিটার। যেহেতু সমগ্র পৌর এলাকায় মৌলিক নগর সেবা প্রদানে পৌর কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার ও দায়িত্ব রয়েছে, সেহেতু সমগ্র এলাকাকেই নগর এলাকা পরিকল্পনা এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনার কার্যক্রম

দীর্ঘ-মেয়াদী কাঠামো পরিকল্পনায় নির্ধারিত দিক নির্দেশনা অনুসারে মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা জোরদারের লক্ষ্যে নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মধ্য মেয়াদে বিভিন্ন নগর উপ-কাঠামোর স্থানিক বিন্যাস উপস্থাপন করা হয়েছে এবং খাতভিত্তিক বড় ধরণের বাস্তবায়ন কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন; অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়, আর্থিক কৌশল প্রভৃতি। মধ্য-মেয়াদে উন্নয়ন পরিচালিত করার জন্য এই পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন নীতিমালার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল মধ্য-মেয়াদে যেসব এলাকা উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুসংহতকরণ। নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়নের আরও একটি উদ্দেশ্য হল উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডকে সহজতর করা। কাঠামো পরিকল্পনার আলোকে প্রণীত ভূমি ব্যবহার অঞ্চল বিস্তারিতভাবে মানচিত্রে দেখান হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনার মেয়াদ ও সংশোধন

দুর্গাপুর পৌরসভার নগর এলাকা পরিকল্পনার (ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর পরিসেবা পরিকল্পনা) মেয়াদ হবে দশ বছর, যা ২০২১ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ২০২১ সালে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই পরিকল্পনার স্থলে একটি নতুন নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণীত হবে। পরবর্তী পরিকল্পনা কাঠামো পরিকল্পনার অবশিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পরিকল্পনার মেয়াদ কালের চতুর্থ বছরে (২০১৫) মধ্যমেয়াদী পর্যালোচনা করা হবে। উপরন্তু, জনস্বার্থে যে কোন সময় পরিকল্পনায় যে কোন যৌক্তিক ও সংগতিপূর্ণ সংশোধনী আনা যেতে পারে।

অধ্যায় ০১
ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

১.১ ভূমিকা

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা দ্বিতীয় পর্ব বা খ পর্বের প্রথম অধ্যায়। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে পৌর এলাকার বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার এলাকা, ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, দিকনির্দেশনা এবং ভূমি ব্যবহার অঞ্চল পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত প্রস্তাবসমূহ। শহর পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলও এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা যা প্রতিবেদন ও মানচিত্রের সমন্বয়ে গঠিত। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা শহরের ভৌত বিকাশ ও উন্নয়নে নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ নীতি কৌশল প্রণয়ন করে। বর্তমান ভূমি ব্যবহার এবং ভূমির ভবিষ্যৎ চাহিদা ও জনসংখ্যার বিষয় বিবেচনা ক'রে পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নকে সামনে রেখে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরামর্শবৃন্দ কর্তৃক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার অঞ্চল ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য জনগণের জন্য ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি কৌশল ও বিধি নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে বসবাসের জন্য একটি নগর এলাকা এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক সহাবস্থানের জন্য একটি বাসযোগ্য নগর পরিবেশ গড়ে তোলা, ঘনবসতি এলাকা এবং চারপাশে উন্নয়নের সম্ভাবনাময় এলাকায় জন্য সর্বোচ্চ ও সঙ্গতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা। নগর এলাকা পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে কাঠামো পরিকল্পনার দীর্ঘ-মেয়াদী নীতিমালা ও দিক নির্দেশনাকে মধ্য-মেয়াদে (১০ বছর) পরিকল্পনায় রূপদান করা, যা পরিপূরক খাতওয়ারী পরিকল্পনার সমন্বয়ে গঠিতঃ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহণ এবং যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর পরিসেবা পরিকল্পনা। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হচ্ছে নগর এলাকা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা দুর্গাপুর পৌরসভার ভৌত বিকাশের জন্য ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, কৌশল ও প্রস্তাবনার সমন্বয়। দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য প্রণীত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহক নিম্নরূপঃ

- আগামী দশ বছরের (২০১১-২০২১) মধ্যে নগর বিকাশের অধিকাংশ চাপ মোকাবেলার জন্য মূল এলাকাকে সুসংহত করা।
- ঘনবসতি এলাকায় সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে মিশ্র ব্যবহার উন্নয়নকে (প্রধানতঃ আবাসিক/বাণিজ্যিক) উৎসাহিত করা।
- মূল এলাকাকে উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।
- কেবল স্থানীয় চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত এলাকার জন্য বেশকিছু অনুবিকাশ কেন্দ্র (গ্রোথ-সেন্টার) গড়ে তোলা।
- উন্নত জীবন যাপনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থাসহ আবাসিক এলাকা থেকে দূরে শিল্প এলাকা স্থাপন করা।
- প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে রক্ষার জন্য নতুন ও উদ্ভাবনী উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।
- যেখানে সম্ভব সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূমি রক্ষার প্রয়াস উৎসাহিত করা ।
- কৃষি কাজের জন্য সর্বোত্তম ভূমিকে কৃষিজমি হিসেবে সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করা।
- বিদ্যমান বসতি এলাকায় ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

১.১.২ পরিকল্পনার পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া

ভূমি ব্যবহার পরিল্পনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে প্রতিটি ভূমিখণ্ডের (প্লটের), যেমনঃ আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতির বর্তমান ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিচালিত ভূমি ব্যবহার জরিপের মাধ্যমে । ভূমি ব্যবহার জরিপের জন্য টোটাল স্টেশন ও ডিজিপিএস প্রযুক্তি ও জরিপ কৌশল ব্যবহার করা হয়।

ভূমি ব্যবহার জরিপ থেকে প্রাপ্ত বর্তমান ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত সকল স্থানিক তথ্য উপাত্ত একটি সমন্বিত জিআইএস ডেটাবেইজর আওতায় প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত প্রক্রিয়া ও বিশ্লেষণে জিআইএস প্রযুক্তি পিসি আর্কভিউ ও পিসি আর্ক-ইন্‌ফো ব্যবহার করা হয়েছে। উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ করা হয়েছে ডব্লিইজিএস-১৯৮৪ ফরম্যাটে (মিটারে অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও উপবৃত্তাকার উচ্চতা দেখিয়ে) এবং পরবর্তীতে সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে ল্যাম্বার্ট কনফরম্যাল কোনিক (এলসিসি) পদ্ধতিতে।

জরিপ দল ভৌত উপাদান জরিপ এবং ভুমির বন্ধুরতা জরিপের সাথে ভূমি ব্যবহার জরিপ সম্পন্ন করেছে। ভূমি ব্যবহারের অধিকাংশ তথ্য ভৌত উপাদান জরিপের সময় ইমারত/উন্মুক্ত স্থান ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী, যেমনঃ আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রভৃতি ব্যাবহারের উপর সম্পাদিত জরিপ থেকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের যৌথ বিবেচনায় ভূমির বিভিন্ন ব্যবহার শ্রেণি এবং তা প্রকাশের প্রতীক নির্ধারণ করা হয়। প্রতীকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় ইতোমধ্যে চিহ্নিত প্রতিটি উপাদানের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে ভূমির প্রতিটি ব্যবহারের পৃথক স্তর তৈরি ও পরবর্তীতে শ্রেণিভিত্তিক ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। টোটাল স্টেশন (টিএস) ও ডিফারেন্সিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (ডিজিপিএস) উভয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। আর.এস. মৌজা মানচিত্রের উপর ১´´=১৬৫ স্কেল ব্যবহার ক'রে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে (আরএফ ১:১৯৮০)।

বর্তমান ভূমি ব্যবহার মানচিত্রের উপর ভিত্তি ক'রে চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অফ রেফারেন্স) অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর গুণগত মানসম্পন্ন বিষয়াদি (যেমন; বিভিন্ন ব্যবহারের/কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্ধারণে আর্দশ মান নির্ধারণ, স্থান নির্ধারণ, চাহিদা সঙ্কুলান, বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক, নান্দনিক মান প্রভৃতি)। বর্তমান নগর এলাকা ও নতুন নগর এলাকা উভয়কে বিবেচনা ক'রে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রণীত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নিম্নের পদ্ধতিগত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছেঃ

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে পূর্ববর্তী পরিকল্পনাসমূহ পর্যালোচনা এবং দুর্গাপুর পৌর এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাসমূহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। তবে পৌরসভার জন্য ইতোপূর্বে প্রণীত কোন পরিকল্পনা পাওয়া যায়নি।

প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যাবহার, অবকাঠামো ও নগর সেবার বিষয়ে পরিকল্পনার মূলনীতি ও পরিকল্পনা মান প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনার প্রায়োগিক মান, এর কার্যকারিতা এবং সাশ্রয়ের জন্য পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। পরিকল্পনার নীতি কৌশল ও মান পরিকল্পনা এলাকার দুটি পার্থক্যপূর্ণ অবস্থাকে বিবেচনা করেছে, এগুলো হচ্ছেঃ বর্তমান নগর এলাকা ও নতুন নগর এলাকা।

পূর্ববর্তী আদমশুমারি (১৯৮১-২০০১) অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি ক'রে পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়ে মোট জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ করতে পূর্ববর্তী আদমশুমারি থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পাওয়ার জন্য 'কম্পাউণ্ড রেট অব গ্রোথ' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে, ২০৩১ সাল পর্যন্ত দশবছর মেয়াদী ধাপের জন্য প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং এলজিইডি'র প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা মানের উপর ভিত্তি ক'রে প্রতিটি সুনির্দ্দিষ্ট কার্যক্রমে ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির চাহিদা নির্ধারণ করা হয়। ভূমির চাহিদা নিরূপণের পর ভূমির উপযুক্ততা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সুনিদ্দিষ্ট ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনার খসড়া প্রণয়ন ও ভিত্তি মানচিত্রে (বেইজম্যাপ) প্রদর্শন করা হয়।

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার পঞ্চম পর্যায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের (স্টেকহোল্ডার) সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রস্তাবনা নির্ধারণ করা হয়। ১৯-০২-২০১২ ইং তারিখে পৌরবাসী/স্থানীয় বাসিন্দা, অন্যান্য সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত

মতামত ও পরামর্শ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনামূলক প্রতিবেদন হিসেবে এবং সেই সাথে ভিত্তি মানচিত্রে (বেইজ ম্যাপ) চতুর্থ স্তরের সংযোজন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পরবর্তী এই পর্যায়ে, কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য ভূমির উপযুক্ততা নিরূপণ করতে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, পরামর্শ সভা, ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র, ভূমি উপাদান জরিপের মানচিত্র ও মাটির অবস্থার বিশ্লেষনের মাধ্যমে গুনগত মানের ভিত্তিতে ভূমির যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভূমি বরাদ্দের বিষয়টি এমন একটি প্রক্রিয়া যা ভূমির চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। একদিকে ভূমির পর্যাপ্ততা থেকে সরবরাহের তথ্য পাওয়া যায়, আবার ভূমির প্রয়োজনীয়তা থেকে উন্নয়নের জন্য প্রাপ্য ভূমির চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। চূড়ান্ত ভূমি বরাদ্দ অথবা ব্যবহারের জন্য ভূমি নির্ধারণের সুপারিশ প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্রে দেখান হয়েছে এবং ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

ষষ্ঠ পর্যায়ে পরামর্শকবৃন্দ সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। নগরবাসী ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ/আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ), স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মতামত সুসংহত করে সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই সমন্বিত পরিকল্পনা এবং আর্থিক সক্ষমতার উপর ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব কি হতে পারে তাও নিরূপন করা হয়েছে।

পরিশেষে, পরিকল্পনার উন্নয়ন প্রস্তাবগুলোকে অগ্রাধিকার ও বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে।

১.১.৩ পরিকল্পনা এলাকা নির্ধারণ

চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অফ রেফারেন্স) অনুযায়ী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে জরিপকাজ চলাকালে পরিকল্পনা এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। **১৯৯৪** সালের **১৫** ই জুন দুর্গাপুর পৌরসভার গঠন সম্পর্কিত গণবিজ্ঞপ্তি (গেজেট) অনুযায়ী পৌরসভা এলাকাকে পরিকল্পনা এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দুর্গাপুর পৌরসভার আয়তন **১০.২৫** বর্গ কি.মি. (এই এলাকার জিআইএস অনুসারে **১১.৭৬** বর্গ কিলোমিটার)। এতে ৯টি সম্পূর্ণ ও একটি আংশিক মৌজা রয়েছে।

গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পৌরসভা এলাকা নির্ধারণের পর এই এলাকাকে পরিকল্পনা এলাকা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সর্বশেষ ৩০ বছরে পৌরসভা এলাকার উন্নয়নের ধারা এবং সেইসাথে পার্শ্ববর্তী এলাকার সম্ভাবনা নিরূপণ করা হয়েছে। বর্তমান পৌর এলাকায় ব্যাপক জরিপ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পৌরসভার বর্তমান আয়তনের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হয়। পৌরসভার মাসিক সভায় (০৮-০৫-২০০৮) সম্ভাব্য পরিকল্পনা এলাকা সম্পর্কে অলোচনা করা হয়। **১১.৭৬** বর্গ কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট দুর্গাপুর পৌরসভা এখনো কৃষিভিত্তিক এবং গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যে অর্থাৎ বহু এলাকা রয়েছে যা ভবিষ্যৎ নগরায়ণের জন্য পর্যাপ্ত। ফলে মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে উক্ত আলোচনা সভায় মহাপরিকল্পনার সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী ২০ বছরে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তাদের নগরায়ণ সংকুলানের জন্য এই এলাকা যথেষ্ট ফলে বিবেচিত হয় এবং বর্তমান পরিকল্পনায় এই এলাকা বর্ধিত করার কোন প্রয়োজন নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তাই দুর্গাপুরের বর্তমান পৌরসভা এলাকাকে কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। একইভাবে কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে **১১.৭৬** বর্গ কি.মি. এলাকাকে পরিকল্পনা এলাকা হিসেবে চুড়ান্ত করা হয়েছে। পৌরসভার মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে পরিকল্পনা এলাকার অনুমোদন রয়েছে এবং মানচিত্র **১.১**-এ পরিকল্পনা এলাকা উপস্থাপন করা হয়েছে ।

১.১.৪ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও ধরণ

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় দুর্গাপুর পৌরসভা এলাকা রয়েছে যার মেয়াদকাল হবে দশ বছর (**২০১১** থেকে **২০২১** সাল পর্যন্ত)। পরিকল্পনা মানচিত্রে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার, ভূমি অঞ্চলীকরণ (জোনিং), অবকাঠামো উন্নয়ন, অন্যান্য উন্নয়ন প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়নের নীতি কৌশল রয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিধিবিধান ও সুপারিশমালাসহ পরিকল্পনায় যে সকল প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে তার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্ব বা পর্ব-খ শুরু হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি, বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমির ব্যবহার এবং প্রস্তাবিত ভূমির ব্যবহার চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ভূমির চাহিদা, ভূমি ব্যবহার অঞ্চল এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১.২ বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার

১.২.১ ভূমিকা

পরিকল্পনা এলাকার ভৌত কাঠামো ও ভূমি ব্যবহারের ধরণ থেকে এর স্বপ্রণোদিত ভৌত বিকাশের ধারণা পাওয়া যায়। বিগত দশকে উন্নয়ন কার্যক্রম চালু হলেও পরিকল্পনা এলাকায় এখনও কৃষির প্রাধান্য রয়ে গেছে। নগর বিকাশ মূলতঃ পৌর এলাকার উত্তর অংশে, বিশেষ ক'রে দুর্গাপুর পৌরসভার ময়মনসিংহ সড়কের উভয় পাশ বরাবর পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎ সড়ক বরাবর এবং চারপাশের এলাকায় অনেকটা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছে। পৌর এলাকার মুল এলাকার বেশির ভাগ অংশ (৩০.১০%) ভূমি বসবাসের কার্যক্রমে (আবাসিক) ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ ভূমি (৪৪.৩৬ শতাংশ) কৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার ভেতরের সড়কগুলো অনেকটাই সংকীর্ণ। অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোর উভয় পাশ বরাবর বিভিন্ন দোকানপাট ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্থাপনা গড়ে উঠেছে। মহাপরিকল্পনা এলাকার সাধারণ ভূমি ব্যবহার শ্রেণি সারণি-১.১ এবং মানচিত্র-১.২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১.১: দুর্গাপুর পৌরসভার বর্তমান ভূমি ব্যবহার

ক্রমিক নং.	ভূমির ব্যবহার শ্রেণি	আয়তন (একর)	শতকরা হার
১	কৃষি	১২৮৮.৯৪	৪৪.৩৬
২	চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা	৫০.৭৪	১.৭৫
৩	বাণিজ্যিক	১৯.৬৩	০.৬৮
৪	কমিউনিটি সুবিধা	২.৭৯	০.১০
৫	শিক্ষা ও গবেষণা	১৩.৪৭	০.৪৬
৬	সরকারি সেবা	৩.৯৭	০.১৪
৭	শিল্প/উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ	০.৩৬	০.০১
৮	বেসরকারি সেবা	০.৬৬	০.০২
৯	বিনোদন সুবিধা	০.২১	০.০১
১০	আবাসিক	৯০৩.৪৪	৩১.১০
১১	সেবা কার্যক্রম	৪.৪৪	০.১৫
১২	পরিবহন ও যাতায়াত	০.১১	০.০০
১৩	নগর সবুজ এলাকা	১৯.১২	০.৬৬
১৪	উন্মুক্ত স্থান	৪০.৯৫	১.৪১
১৫	মিশ্র ব্যবহার	০.০০	০.০০
১৬	বিবিধ/অন্যান্য	০.০০	০.০০
১৭	জলাশয়	৫৫৬.৪৯	১৯.১৫
১৮	সংরক্ষিত এলাকা	০.০০	০.০০
মোট		২৯০৫.৩২	১০০.০০

সূত্র: বেটস কর্তৃক ভূমি ব্যবহার জরিপ ২০০৮-২০০৯

ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনার প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি, সরকারের নীতি, শিল্প-কারখানা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত নতুন স্থাপনা, সড়ক ও বাঁধ নির্মাণ এবং সেবামূলক কাজের পর্যাপ্ততা। দুর্গাপুর পৌরসভা প্রাথমিক পর্যায়ে একটি অনুবিকাশ কেন্দ্র (গ্রোথ সেন্টার) যা পরবর্তীতে পুলিশ ষ্টেশন এবং ১৯৯৪ সালে গণবিজ্ঞপ্তির প্রকাশের মাধ্যমে পৌরসভা হিসেবে গঠিত হয়। বিগত দশকে পৌরসভার ভূমি ব্যবহারে তেমন আমুল পরিবর্তন দেখা যায় না। পৌরসভা হিসেবে পরিচিতির পূর্বে কৃষি প্রধান ভূমি ব্যবহার ছিল। গত দশ বছরে ভূমির ব্যবহার প্রায় একই রকম রয়েছে।

১.২.২ বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ ও প্রক্ষেপণ

দুর্গাপুর পৌরসভা একটি আদর্শ শহর হিসেবে গড়ে উঠেনি। শুধুমাত্র উপজেলার সদর এলাকা কেন্দ্র ক'রে চারপাশের বিস্তীর্ণ কৃষি এলাকা নিয়ে পৌরসভা ঘোষণা করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের একটি স্বপ্রণোদিত ধারা, একই সঙ্গে কৃষি জমিতে অকৃষি ভূমি ব্যবহারের প্রসারও মানুষের স্বপ্রণোদিত প্রবণতা। ঘনবসতিপূর্ণ শহর গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং যথাযথ পরিকল্পনা প্রস্তাবনা প্রণয়নের মাধ্যমে এই অপরিকল্পিত, বিচ্ছিন্ন ও আনুভূমিক উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুল্যবান কৃষি ভূমির অপব্যবহার হ্রাস ও নগর ভূ-সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের লক্ষ্যে উল্লম্ব উন্নয়ন প্রবর্তন ও উৎসাহিত করা যেতে পারে।

দুর্গাপুর পৌরসভায় গ্রামীণ ও নগর এই দুই ধরণের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। অপরদিকে নগর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও সেবামূলক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। এছাড়াও বৈচিত্র বৃদ্ধির প্রতিফলন হিসেবে ঘনবসতি ও পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থা নির্ভর জীবন-যাত্রাকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বর্তমান কৃষি ভূমির একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষি কাজে সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। পৌরবাসীর জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে পৌরসভার অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে অকৃষিজ কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অকৃষিজ কর্মকাণ্ডকে জোরদারের লক্ষ্যে সাধারণ শিল্প অঞ্চল, ভারি শিল্প অঞ্চল ও বাণিজ্যিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা এবং পরামর্শকবৃন্দের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠকের মাধ্যমে ইউটিআইডিপি প্রকল্প থেকে পরিকল্পনা মান চুড়ান্ত করার পর উক্ত মান অনুযায়ী দুর্গাপুর পৌরসভার ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহারের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০৩১ বছর পর্যন্ত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। যেহেতু নগর এলাকা পরিকল্পনার সময়সীমা দশ বছর, সুতরাং ২০২১ সালকে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্য বছর ধরা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে নির্ধারিত পরিকল্পনা মান অনুযায়ী দুর্গাপুর পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার প্রস্তুত করা হয়েছে যা সারণি-১.২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১.২: দুর্গাপুর পৌরসভার প্রক্ষেপিত ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপরিশকৃত পরিকল্পনা মান (উপযুক্ত একক)	ভূমির বর্তমান পরিমান (একর) ২০১১	২০২১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০২১ সাল পর্যন্ত)	২০৩১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০৩১ সাল পর্যন্ত)
আবাসিক						
সাধারণ আবাসিক	১.০০ একর/ ১০০ জনসংখ্যা	৯০৩.৪৮	২৮৭.৪১	-	৩৩৯.৮৪	-
প্রশাসনিক		৪.১০৫	১৮	১৩.৮৯৫	১৮	১৩.৮৯৫
উপজেলা কমপ্লেক্স	১৫ একর/ উপজেলা সদর	৩.৯৮৫	১৫.০০	১১.০২	১৫.০০	১১.০২
পৌরসভা কার্যালয়	৩ একর/ উপজেলা সদর	০.১২	৩.০০	২.৮৮	৩.০০	২.৮৮
বাণিজ্য ও কেনাকাটা		১৯.৬৫	৩৭.১২	১৭.৪৭	৪২.৮৮	২৩.২৪
পাইকারী বাজার	১.০০ একর/ ১০০০০ জনসংখ্যা	০	২.৮৭	২.৮৭	৩.৪০	৩.৪০
খুচরা বিক্রয় বাজার	১.০০ একর/১০০০ জনসংখ্যা	১৯.৬৪৫	২৮.৭৪	৯.১০	৩৩.৯৮	১৪.৩৪
মহল্লার বাজার	১.০০ একর/ নেইবারহুড মার্কেট	০	৪.০০	৪.০০	৪.০০	৪.০০
সুপার মার্কেট/ বিপনী বিতান	১.৫০ একর/ সুপার মার্কেট	০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০
শিল্প	১.৫০ একর/ ১০০০ জনসংখ্যা	০.৩৬২	৪৩.১১	৪২.৭৫	৫০.৯৮	৫০.৬১
শিক্ষা		১২.৭৭	৪৫.২৪	৩২.৪৭	৫২.৫৮	৩৯.৮১
প্রাথমিক বিদ্যালয়/ কিন্ডার গার্টেন	২.০০ একর/ ৫০০০ জনসংখ্যা	১.৯৮৬	১১.৫০	৯.৫১	১৩.৫৯	১১.৬১

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপরিশকৃত পরিকল্পনা মান (উপযুক্ত একক)	ভূমির বর্তমান পরিমান (একর) ২০১১	২০২১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০২১ সাল পর্যন্ত)	২০৩১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০৩১ সাল পর্যন্ত)
মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয়	৫.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	৬.২৩৯	৭.১৯	০.৯৫	৮.৫০	২.২৬
মহাবিদ্যালয়/ কলেজ	১০.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	২.৮	১৪.৩৭	১১.৫৭	১৬.৯৯	১৪.১৯
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫.০০ একর/উপজেলা	০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
অন্যান্য (মাদ্রাসা)	৫.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	১.৭৪৫	৭.১৯	৫.৪৪	৮.৫০	৬.৭৫
স্বাস্থ্য		১.১০	১৫.৭৫	১৪.৬৫	১৬.৮০	১৫.৭০
উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকেন্দ্র (কমপ্লেক্স)/হাসপাতাল	১০ একর/উপজেলা সদর	০.৭১২	১০.০০	৯.২৯	১০.০০	৯.২৯
স্বাস্থ্য কেন্দ্র/মাতৃসদন	১.০০ একর/ ৫০০০ জনসংখ্যা	০.৩৮৪	৫.৭৫	৫.৩৬	৬.৮০	৬.৪১
উন্মুক্ত স্থান		৫.১২	৩৩.০৫	৬৪.৯৯	৩৯.০৮	৭৫.৬১
খেলার মাঠ	৩.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	৫.১১৮	৪.৩১	-	৫.১০	-
উদ্যান	১.০০ একর/ ১০০০ জনসংখ্যা	০	২৮.৭৪	২৮.৭৪	৩৩.৯৮	৩৩.৯৮
মহল্লার উদ্যান	১.০০ একর/ ১০০০ জনসংখ্যা	০	২৮.৭৪	২৮.৭৪	৩৩.৯৮	৩৩.৯৮
স্টেডিয়াম/স্পোর্টস কমপ্লেক্স	৭ একরং/ উপজেলা সদর	০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
সিনেমা/ থিয়েটার	০.৫ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০.২০৮	০.৭২	০.৫১	০.৮৫	০.৬৪
কমিউনিটি সুবিধা		৬.৮৮১	৯.৪৭	৬.২৭	১০.৬৫	৬.৯২
মসজিদ/গীর্জা/ মন্দির	০.৫০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	২.৭৮৬	০.৭২	-	০.৮৫	-
ঈদগাহ	০.৫০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	১.২৩৬	০.৭২	-	০.৮৫	-
গোরস্থান/কবরস্থান	১.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	২.৫৩২	১.৪৪	-	১.৭০	-
কমিউনিটি সেন্টার	১.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
পুলিশ স্টেশন	৩ একর/ উপজেলা সদর	০.২২৯	৩.০০	২.৭৭	৩.০০	২.৭৭
অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র	১.০০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
ডাকঘর	০.৫০ একর/ ২০০০০ জনসংখ্যা	০.০৯৮	০.৭২	০.৬২	০.৮৫	০.৭৫
অন্যান্য সেবা		০	১৫.৭৮	১৫.৭৮	১৬.৭০	১৬.৭০
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০.৫০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	০.৭২	০.৭২	০.৮৫	০.৮৫
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র	১.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
জলাশয়	১.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
গ্যাস	১.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র	৫-১০ একর/পৌরসভা	০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	০.২৫ একর/ স্থানান্তরের স্থান	০	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫
পরিবহন		০	২.৮৭	২.৮৭	৩.৪০	৩.৪০

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	সুপরিশকৃত পরিকল্পনা মান (উপযুক্ত একক)	ভূমির বর্তমান পরিমান (একর) ২০১১	২০২১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০২১ সাল পর্যন্ত)	২০৩১ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান (২০৩১ সাল পর্যন্ত)
বাস টার্মিনাল	১.০০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	১.৪৪	১.৪৪	১.৭০	১.৭০
ট্রাক টার্মিনাল	০.৫০ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	০.৭২	০.৭২	০.৮৫	০.৮৫
বেবি টাক্সি/টেম্পু স্ট্যান্ড	০.২৫ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	০.৩৬	০.৩৬	০.৪২	০.৪২
রিক্সা/ভ্যান স্ট্যান্ড	০.২৫ একর/২০০০০ জনসংখ্যা	০	০.৩৬	০.৩৬	০.৪২	০.৪২
সড়ক	মোট বসতিপূর্ণ ভূমির ১৫%	৫০.৭৩৯	২৫৪.৭৩	২০৩.৯৯	২৫৪.৭৩	২০৩.৯৯
আরবান ডেফার্ড	মোট বসতিপূর্ণ ভূমির ১০%	০	১০১.৮৯	১০১.৮৯	১০১.৮৯	১০১.৮৯

১.২.৩ বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের সার-সংক্ষেপ

আবাসিক ভূমি ব্যবহার

বর্তমানে আবাসনের কাজে ব্যবহৃত ভূমির মোট পরিমাণ ৯০৩.৪৮ একর। পৌরসভার কেন্দ্রীয় এলাকা বা মূল শহর এলাকার অধিকাংশই আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে । ২০২১ সালে পৌরসভার প্রাক্কলিত জনসংখ্যা হবে ২৮৭৪১ জন এবং ২০৩১ সালে হবে ৩৩,৯৮৪ জন। বর্তমানে (২০১১) জনসংখ্যর ঘনত্ব প্রতি একরে ২৭ জন। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী যা যথেষ্ট কম। জনসংখ্যার বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালে তা প্রতি একরে হবে ৩৬ জন এবং ২০৩১ সালে ৪৩ জন। পরিকল্পনার মান অনুযায়ী যা ভবিষ্যৎ আবাসন চাহিদা পুরণের জন্য যথেষ্ট। ফলে ভবিষ্যৎ আবাসিক উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ভূমির প্রয়োজন হবে না। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে উল্লম্ব উন্নয়ন ও ঘনবসতিপূর্ণ নগরের (কম্প্যাক্ট টাউনশীপ) ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান এলাকার ঘনত্ব বৃদ্ধি করে আবাসিক ভূমির বাড়তি চাহিদা পূরণ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সমন্বিতভাবে প্রণীত পরিকল্পনা মান অনুযায়ী জনসংখ্যার প্রকৃত ঘনত্ব (নেট ডেনসিটি) সাধারণ আবাসিক অঞ্চলের জন্য প্রতি একরে ৫০-১০০ জন সুপারিশ করা হয়েছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সালের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার জন্য আবাসন চাহিদা পূরণে ভূমির প্রয়োজন হবে ২৮৭.৪১ একর এবং ২০৩১ সালের জন্য হবে ৩৩৯.৮৪ একর যা বর্তমান আবাসিক ভূমির চেয়ে কম ।

ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার চাহিদা নিরূপণ করতে বর্তমানে ব্যবহৃত আবাসিক ভূমিকে নগর আবাসিক অঞ্চল (৫১৯.৪৭ একর) এবং গ্রামীণ বসতি (২৮৭.৩৭ একর) এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। খুব অল্প পরিমাণ আবাসিক ভূমি মিশ্র ভূমি ব্যবহার অঞ্চল হিসেবে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে একের অধিক ভূমি ব্যবহার রয়েছে।

বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার

মহাপরিকল্পনা এলাকায় বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য ১৯.৬৩ একর ভূমি রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং যা মোট ভূমির মাত্র ০.৬৮ শতাংশ। পরিকল্পনা মান ও ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বিবেচনায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য প্রয়োজন হবে যথাক্রমে ৩৭.১২ যা মেটি প্রকল্প এলাকার ১.২৭%। পৌরসভার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার, মোড়ের দোকান এবং মহল্লার বাজার ইত্যাদি।

মূল শহর এলাকায় ভূমির সংকটের কারণে পরিকল্পনা মান যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়নি। বর্তমান বাণিজ্যিক এলাকার সাথে অতিরিক্ত ৯.৪৭ একর ভূমি নতুন ক'রে প্রস্তাব করা হয়েছে। ৪টি মহল্লার বাজারের জন্য ২.২৬ একর ভূমির প্রস্তাব করা

হয়েছে। উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যবহারের সহাবস্থানের জন্য কিছু মিশ্র ব্যবহার প্রস্তু করা হয়েছে।

জলাশয়

তৃতীয় বৃহত্তম ভূমি ব্যবহার শ্রেণিতে রয়েছে জলাশয়। দুর্গাপুর পৌরসভায় মোট জলাশয়ের পরিমাণ ৫৫৬.৪৯ একর যা পরিকল্পনা এলাকার প্রায় ১৯.১৫ শতাংশ ভূমি দখল করে আছে। জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে নদী, পুকুর, ডোবা, খাল, বিল প্রভৃতি। পৌর এলাকায় প্রধান জলাশয় হচ্ছে পুকুর ও বিল যেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। বৃষ্টির পানি ও বন্যার পানির ধারক এবং একই সাথে বৃষ্টিজনিত বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে জলাশয়ের কার্যকারিতা বহাল রাখার জন্য০.১৫ একর আয়তনের এসকল জলাশয় সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছে। পুকুর/ডোবা হিসেবে পরিচিত ০.১৫ একরের কম আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়কে সন্নিহিত ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

কৃষি

মহাপরিকল্পনা এলাকার বেশির ভাগ অংশ কৃষি ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষি কাজে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ ১২৮৮.৯৪ একর যা মোট ভূমির ৪৪.৩৬ শতাংশ। কৃষি ভূমি ব্যবহারের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে ৬নং ওয়ার্ড, ৮নং ওয়ার্ড ও ৯ নং ওয়ার্ড। এসব এলাকা মূলতঃ পল্লী/গ্রামীণ এলাকা হিসেবে পরিগণিত। বর্তমানে মোট ভূমির ৯০২.৬৪ একর কৃষির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যা মোট ভূমির ৩১.০৬ শতাংশ এবং অবশিষ্ট কৃষি ভূমি শিল্প, উৎপাদনশীল, বাণিজ্যিক, সেবা (সার্ভিস) কিংবা অকৃষি বিভিন্ন নাগরিক কাজে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আরবান ডেফার্ড

পৌরসভায় এমন কোন ভূমি নেই যা আরবান ডেফার্ড হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। কৃষি ভূমিতে উন্নয়নের সম্ভাবনা বিদ্যমান। পরিকল্পনার মান অনুযায়ী ১০২.৯৩ একর ভূমিকে আরবান ডেফার্ড হিসেবে সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বসতিপূর্ণ ভূমির ১০%। ভবিষ্যতে নগর উন্নয়ন বিকল্পের জন্য আরবান ডেফার্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে।

চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা

পৌর এলাকার ১.৭৫ শতাংশ যাতায়াত ব্যবস্থার আওতাধীন রয়েছে যার পরিমাণ ৫০.৭৫ একর। এখানকার প্রধান যাতায়াত ব্যবস্থা হল সড়ক যোগাযোগ। মোট বসতিপূর্ণ ভূমির ২৫% হিসাবে যাতায়াত ব্যবস্থায় ২৫৪.৭৩ একর ভূমির চাহিদা রয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনা এলাকায় যথাযথ সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা (রোড নেটওয়ার্ক) স্থাপন ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থানীয়/প্রবেশ সড়কের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্তির কারণে মান অনুযায়ী চাহিদা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। যাতায়াত সংযোগ ব্যবস্থার জন্য মোট ২৫৭.৫২ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষা ও গবেষণা

মহাপরিকল্পনা এলাকার ০.৪৬% ভূমি শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যার পরিমাণ ১৩.৪৭ একর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়/ কিণ্ডারগার্টেন, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়/কলেজ, মাদ্রাসা, কম্পিউটার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, টিউটোরিয়াল কোচিং সেন্টার প্রভৃতি। ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা ও পরিকল্পনা মান অনুযায়ী শিক্ষা ও গবেষণায় ভূমির চাহিদা রয়েছে ৪৫.২৫ একর অর্থাৎ মোট প্রকল্প এলাকার ১.৫৬%। বর্তমান বাস্তবতায় এবং স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় শিক্ষা কার্যক্রমে ভূমির চাহিদা নিরূপণে পরিকল্পনা মানের ব্যত্যয় করা হয়েছে। বর্তমান ভূমিসহ শিক্ষা কার্যক্রমে মোট ৩৮.৬৫ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিল্প এলাকা

শিল্প ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকাণ্ডে বর্তমানে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ ৯.৮৬ একর যা পৌর এলাকার মোট ভূমির মাত্র ০.৩৪ শতাংশ। চালকল হচ্ছে দুর্গাপুর পৌরসভার প্রধান শিল্প যা এই শ্রেণির প্রায় পুরোটাই জুড়ে আছে। পরিকল্পনা মান অনুযাায়ী শিল্প

কর্মকাণ্ডে (১.০০ একর/১০০০ জনসংখ্যার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প এবং ১.০০ একর/১০০০ জনসংখ্যার জন্য কুটির/কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য) ৫৭.১২ একর ভূমি প্রয়োজন হবে। প্রাথমিক অবস্থায় শিল্প কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে এবং পৌরসভাবাসীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সাধারণ শিল্পের জন্য অতিরিক্ত ৪৪.৭৬ একর এবং ভারী শিল্পের জন্য ৪৩.৭৪ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে। বিজয়পুর স্থল শুল্ক স্টেশন, বিজয়পুর চুনা মাটি খনি ও বিরিশিরি এলাকার অস্তিত্ব সম্ভাবনার কারণে দুর্গাপুর শিল্প বিকাশ অগ্রগতির বিবেচনায় এই বিপুল পরিমাণ ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পরিবহণ সুবিধা

পরিবহণ সুবিধায় ব্যবহৃত হচ্ছে মোট ০.১১ একর ভূমি। পরিবহণ সুবিধার মধ্যে রয়েছে বাস টার্মিনাল, বাস স্ট্যাণ্ড, রিকশা/ভ্যান/টেম্পো স্ট্যাণ্ড/যাত্রী ছাউনি, ঘাট, হ্যালিপ্যাড, ফিলিং স্টেশন, সিএনজি স্টেশন, মোবাইল টাওয়ার ও ট্রান্সমিশন সেন্টার। মহাপরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে এধরণের স্থাপনার জন্য ৪.৫৭ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে।

উন্মুক্ত স্থান (উন্মুক্ত বিনোদন)

নগর সবুজ এলাকা নামে পরিচিত বর্তমানে উন্মুক্ত স্থান হিসেবে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ ৯.৬২ একর যা মোট ভূমির ০.৩৩ শতাংশ। ২০২১ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনা ক'রে বর্তমানে ব্যবহৃত ভূমিসহ মোট ৩৬.৯৬ একর উন্মুক্ত স্থান রাখা হয়েছে যা পরিকল্পনা দলের বিবেচনায় যথাযথ। এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় উদ্যান, শিশু পার্ক, খেলার মাঠ ও অন্যান্য উন্মুক্ত বিনোদন সুবিধা।

বিনোদন সুবিধা (ভবনস্থ বিনোদন)

পৌরসভা এলাকায় বর্তমানে মাত্র একটি সিনেমা হল রয়েছে যা ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত বলে ধরে নেওয়া যায়। ফলে ভবনস্থ বিনোদনের জন্য ২০২১ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ভূমি রাখা হয়নি।

স্বাস্থ্য সুবিধা

বর্তমানে পৌরসভায় ১.০৯ একর ভূমি স্বাস্থ্য সেবার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত পৌরসভায় স্বাস্থ্য সেবায় বর্তমান ভূমিসহ মোট ১৫.৭৫ একর ভূমি নির্ধারণ করা হয়েছে। পিএমও প্রদত্ত ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবায় ভূমি ব্যবহারে ডাক্তারদের আবাসিক এলাকা গণনা করা হয়নি। ফলে উপজেলা সদর দপ্তরে এ পর্যাপ্ত ভূমি রয়েছে। এছাড়াও পৌরসভায় ভিন্ন অবস্থানে ৩টি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য মোট ৬.১৯ একর ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিসেবা (ইউটিলিটি)

বর্তমানে পরিসেবার (ইউটিলিটি) আওতায় কোন ভূমি নেই। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৫.৭৮ একর ভূমি প্রয়োজন হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ১১.৩৪ একর ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গণশৌচাগার, বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র ও বর্জ্য স্থানান্তর স্থান ।

কমিউনিটি সুবিধা

কমিউনিটি সুবিধা হিসেবে বর্তমানে ৬.৮৮ একর ভূমি ব্যবহার হচ্ছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনায় মোট ৯.৪৭ একর ভূমি প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি সেন্টার, ঈদগাহ ও কবরস্থান।

মিশ্র ব্যবহার

প্রস্তাবিত গণপরিসর (পাবলিক প্লেস) যেমনঃ স্টেডিয়াম, কেন্দ্রীয় উদ্যান, মহলার উদ্যান ও অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ এলাকার আশপাশে একাধিক সঙ্গতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহারের সহাবস্থান হতে পারে ব'লে পরিকল্পনাকারী দল কর্তৃক বিবেচনা করা হয়েছে সেসব এলাকায় কিছু মিশ্র ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহারের এই সহাবস্থান একটি প্রাণবন্ত নগর পরিবেশ এবং

সেই সঙ্গে পৌরবাসীর জন্য উপার্জনমূখী কার্যক্রমের উপায় নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। পরিকল্পনা এলাকার বিভিন্ন স্থানে মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল হিসেবে মোট ৩৯.৭৭ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে। মিশ্র ব্যবহার এলাকায় মূলতঃ আবাসিক ব্যবহারের সঙ্গে বাণিজ্যিক কিংবা এলাকার বসবাসের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য যেকোন কার্যক্রমের সংস্থান করা যেতে পারে।

সরকারি কার্যালয়

দুর্গাপুর পৌরসভায় উপজেলা সদরের অবস্থান হওয়ায় একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে উপজেলা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র উপজেলার বাসিন্দাদের জন্য সরকারি সেবা ও সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমস্ত সরকারি কার্যালয়ের অবস্থান পৌর এলাকায় অবস্থিত। পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এর নিজস্ব কার্যালয় রয়েছে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এই কার্যালয় থেকে প্রশাসনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং অব্যাহত রাখতে তা যথেষ্ট। কাজেই পৌরসভা দপ্তর কমপ্লেক্সের জন্য অতিরক্ত ভূমি প্রস্তাব করা হয়নি।

বিবিধ

ভূমি ব্যবহারের ২৩টি অঞ্চলীকরণ/শ্রেণির আওতার বাইরে অন্যান্য ধরণের ভূমি ব্যবহার বিবিধ ব্যবহারের আওতায় পড়ে। এনজিও অফিস, খালি জমি এই শ্রেণিতে পড়ে। এ ধরণের বিবিধ ব্যবহারের জন্য মোট ৩৬.৮৮ একর ভূমির প্রস্তাব করা হয়েছে যা মোট ভূমির ১.২৭%।

১.২.৪ ভূমি ব্যবহারের চাহিদা নিরূপণ

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পরিকল্পনা মান ও ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার উপর ভিত্তি ক'রে ভূমি ব্যবহারের চাহিদা নিরূপণে প্রয়োজনীয় ভূমির চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। স্প্রেডশীট অ্যানালাইসিস (মাইক্রোসফট এক্সেল ২০০৭) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রতিটি ভূমি ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়েছে। ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ২০২১ ও ২০৩১ সালের বিভিন্ন শ্রেণি অনুযায়ী সারণি **১.১** এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৩ ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনা

১.৩.১ ভূমিকা

ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবসমূহ হচ্ছে কাঠামো পরিকল্পনার আলোকে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ, ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ ও নীতিমালার ফলাফলস্বরূপ। কোন এলাকা কি ধরণের উন্নয়নের জন্য অধিকতর উপযুক্ত তা ভূমির উপযুক্ততা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। নগর বিকাশ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত এলাকাসমূহকেই ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সুপারিশ সাধারণতঃ নগর বিকাশ এলাকার মধ্যেই করা হয়ে থাকে। অন্যান্য সম্ভাবনাময় আবাসিক, বাণিজ্যিক কিংবা শিল্প উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোকে নির্ধারণ করা হয়।

মিশ্র ব্যবহার যেমন, বাণিজ্যিক ও আবাসিক উভয়ই একই ভবনে অথবা নিকটবর্তী এলাকায় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। উন্নয়ন বিন্যাসের বেশিরভাগই নির্ধারিত হয় বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে। পৌরসভায় বহু খালি ও অনুন্নত জমি রয়েছে এবং উন্নয়নযোগ্য এসব ভূমির সরবরাহের উপর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ভর করবে। ভূমি সরবরাহ অনেকটাই নির্ধারিত হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিসেবা প্রদানের সামর্থ্যের ভিত্তিতে ।

১.৩.২ ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাবনা

ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার নগর এলাকা পরিকল্পনার মেয়াদকাল ২০২১ সাল বা আগামী ১০ বছরের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও ভূমির উপযুক্ততা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহারের বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে। দুটি কৌশলের সমন্বয়ে পরিকল্পনা এলাকা ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন:-১) বসবাসযোগ্য নগর নিশ্চিত করতে উন্নয়ন প্রস্তাবনার বিভিন্ন সেবা ও প্রয়োজনীয় সুবিধা বরাদ্দকরণ, ২) কাঠামো পরিকল্পনা নীতি, কৌশল ও নির্দেশনা অনুসারে অবশিষ্ট ভূমি ব্যবহার পুনঃসংজ্ঞায়ন। যা **সারণি-১.৩** (উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা) ও মানচিত্র **১.৩**-এ দেখান

হয়েছে। এরপর এলজিইডি'র পিএমও ভূমি ব্যবহার শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ক) প্রস্তাবিত সাধারণ ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। যা নীচে **সারণি-১.৪** (প্রস্তাবিত সাধারণ ভূমি ব্যবহার) ও **মানচিত্র-১.৩** (ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্র) এ দেখান হয়েছে। বিস্তারিত মৌজা তফসিলসহ উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা **সংযুক্তি-খ** (প্লট সিডিউলসহ উন্নয়ন প্রস্তাবনা) এ দেখান হয়েছে।

সারণি ১.৩: উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
BT-1	বাস টার্মিনাল	সোমেশ্বরী নদীর উত্তরে, ময়মনসিংহ সড়কের পশ্চিম পাশে	ওয়ার্ড ০৩	১.০৭	দুর্গাপুর	৫৭, ৫৮৬৬, ৫৮৬৭
BT-2	বাস টার্মিনাল	সোমেশ্বরী নদীর পশ্চিমে, বিজয়পুর সড়কের পশ্চিম পাশে	ওয়ার্ড ০৮	০.৫২	খুজিরা	১৪৬, ১৫২, ১৫৩, ৪৯৮
C-1	কলেজ	ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক সড়ক-৩ এর পাশে	ওয়ার্ড ০৫	৫.০৩	দুর্গাপুর	৫৮৯৭-৫৮৯৯, ৬৩৩০
C-2	কলেজ	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে	ওয়ার্ড ০৬	৫.১৮	দেশাল	৯০০-৯০৭
C-3	কলেজ	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, খুজিরা পশ্চিম পাড়া সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৮	৫.১৪	খুজিরা	১৬৯-১৭১, ১৭৩, ১৯৮-২০৩, ২০৮, ২০৯
CC-1	কমিউনিটি সেন্টার	ওয়ার্ডের দক্ষিণ সীমান্তে নাজিরপুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০২	০.১১	দুর্গাপুর	৪০৫৪, ৪০৫৭
CC-2	কমিউনিটি সেন্টার	ওয়ার্ডের পশ্চিম সীমান্তে ময়মনসিংশ সড়কের (উত্তর অংশ) পাশে	ওয়ার্ড ০৫	০.১০	দুর্গাপুর	৫৩৫৫, ৫৩৬৫
CC-3	কমিউনিটি সেন্টার	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	০.১১ ০.১০	ভবানীপুর	২৬৪, ২৬৬
					ঘাড়াইল	৩৪, ৩৫
CC-4	কমিউনিটি সেন্টার	ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশে জয়পাড়া সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৮	০.১০	খুজিরা	৬৬৭
CP	কেন্দ্রীয় উদ্যান	পৌর ভবনের পূর্ব ও উত্তর পাশে	ওয়ার্ড ০৫	১০.৩৭	দুর্গাপুর	৫৫৩৪, ৫৫৩৫, ৫৫৩৮-৫৫৪৩, ৫৫৪৫-৫৫৫১, ৫৫৯৫-৫৫৯৯, ৫৬০৪, ৫৬০৫, ৫৯৭৯, ৫৯৮১-৫৯৮৩, ৫৯৮৫-৫৯৮৮, ৬০০৩, ৬০০৪, ৯৯৯৯৯
ED-1	ঈদগাহ	ওয়ার্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়	ওয়ার্ড ০৫	০.৫৮	দুর্গাপুর	৪২৩৪, ৪২৩৫, ৪২৩৯
ED-2	ঈদগাহ	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	২.০১	ঘাড়াইল	৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৯-১০২, ১০৪
ED-3	ঈদগাহ	ওয়ার্ডের উত্তর সীমান্তে জয়পাড়া সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৮	১.৬৬	দাকুমারা কুল্লাগারা	১০৫৬, ১০৫৭
					খুজিরা	১২৭-১৩০, ৫৩৮
Hos-1	হাসপাতাল	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	২.০৬	দুর্গাপুর	৬২৯৯-৬৩০১
Hos-2	হাসপাতাল	ওয়ার্ডের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নেত্রকোনা জোরনাইল সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	২.০৯	ঘাড়াইল	১৫৬-১৫৮, ১৬১, ১৬৫-১৬৭
Hos-3	হাসপাতাল	ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশে বিজয়পুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৯	২.০৪	দাকুমারা কুল্লাগারা	১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৮
					খুজিরা	১০৮, ১১৭, ১১৮
HS-1	উচ্চ বিদ্যালয়	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	৩.০৭	দেশাল	৮৮৬, ৮৮৮, ৮৮৯

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
HS-2	উচ্চ বিদ্যালয়	ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশে বিজয়পুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৯	৩.০৯	দাকুমারা কুল্লাগারা	১০৬০, ১০৬৩-১০৭৮
IZ-1	সাধারণ শিল্প এলাকা	ওয়ার্ডের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে	ওয়ার্ড ০২	৪৪.৭৭	দুর্গাপুর	২০১৮-২০২৮, ২০৯৭, ২১৭২, ২১৭৪-২১৮৫, ২১৯৩, ২১৯৪, ২১৯৮, ২২০১-২২০৩, ২২০৫-২২৫০, ২২৫৩-২২৬৫, ২৬১৯
IZ-2	ভারী শিল্প এলাকা	বিজয়পুর সড়কের পশ্চিম পাশে	ওয়ার্ড ০৯	৪৩.৭৫	শায়লাদহর	৮৯-৯৬, ৯৮-১০৮, ১১১-১১৯, ১২৩-১৩১, ১৪১-১৪৩, ৩৬৩, ৩৬৬-৩৬৮, ৩৭২, ৩৮০-৪১৫, ৪২৬, ৪২৮-৪৩০, ৪৩৬-৪৫৬, ৪৯১, ৪৯৩-৪৯৫, ৫০৩-৫০৪, ৫০৬-৫১১, ৫১৮
LPP	নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন	ওয়ার্ড -২ এর কেন্দ্রীয় অংশে, নাজিপুর সড়কের উত্তর পাশে	ওয়ার্ড ০২	৭.৯৮	দুর্গাপুর	২৩১৫-২৩১৭, ২৩২০-২৩২২, ২৩২৫-২৩২৯, ২৩৩১-২৩৩৫, ২৩৪০, ২৩৪১, ২৩৪৩-২৩৪৯, ২৩৫৮, ২৩৫৯
NM-1	মহল্লার বাজার	নাজিপুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০২	১.০৪	দুর্গাপুর	২৩১৫-২৩১৭
NM-2	মহল্লার বাজার	ওয়ার্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে	ওয়ার্ড ০৬	১.০৭	দুর্গাপুর	৬৩২৩, ৬৩২৫, ৬৩২৬
NM-3	মহল্লার বাজার	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	১.০৬	ঘাড়াইল	১০১, ১০৩-১০৫, ১০৭, ২১৩
NM-4	মহল্লার বাজার	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বিজয়পুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৯	১.০৬	দাকুমারা কুল্লাগারা	১০৩১, ১০৪৪, ১০৪৬
					শায়লাদহর	৪৬৯
NP-1	মহল্লার উদ্যান	ওয়ার্ডের উত্তর-পশ্চিম অংশে	ওয়ার্ড ০২	৩.১০	দুর্গাপুর	১৯৮০, ১৯৮৬, ১৯৮৭, ৩৮০১, ৩৮০৩-৩৮০৫, ৩৮০৭, ৩৮৪০-৩৮৪২, ৩৮৪৪
NP-2	মহল্লার উদ্যান	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	৩.০২	দুর্গাপুর	৬৩১৭-৬৩২০
NP-3	মহল্লার উদ্যান	ওয়ার্ডের উত্তর-পূর্ব কোনায়, নেত্রকোনা জোরনাইল সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	৩.০১	ঘাড়াইল	৪৮-৫০, ৫৮-৫৯
NP-4	মহল্লার উদ্যান	ওয়ার্ডের দক্ষিণ সীমান্তে সোমেশ্বরী নদীর পাশে	ওয়ার্ড ০৯	৩.০৭	খুজিরা	১০০-১০৩, ১০৫-১০৬, ১১৩, ১১৪, ১২০
OH	বৃদ্ধাশ্রম	ওয়ার্ডের উত্তর-পূর্ব কোনায়, সোমেশ্বরী নদীর উত্তর পাড়ে	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	খারাশ	১০
PA	পার্কিং এলাকা	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, অনামিকা সিনেমা হলের উত্তরে	ওয়ার্ড ০৪	১.০০	দুর্গাপুর	৪৮৬৩-৪৮৬৭, ৪৮৬৯-৪৮৭১, ৪৮৭৩-৪৮৮১, ৪৮৮৩, ৪৮৮৪, ৪৯৬২
PS-1	প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বুরঙ্গী সড়কের দক্ষিণে	ওয়ার্ড ০২	২.০৯	দুর্গাপুর	২০৬৩, ২০৭৬-২০৮১, ২০৯৭, ২১৮৫
PT-01	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৪ এর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, আমলাপাড়া খালের দক্ষিণে	ওয়ার্ড ০৪	০.০১	দুর্গাপুর	৪৮২৬, ৪৮২৭

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
PT-02	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৪ এর কেন্দ্রীয় অংশে, প্রস্তাবিত পার্কি এলাকার উত্তরপাশ সংলগ্ন	ওয়ার্ড ০৪	০.০১	দুর্গাপুর	৪৮৮৪
PT-03	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৬ এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সড়ক সংযোগস্থলের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	০.০১	খারাশ	৫৮
PT-04	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৬ এর উত্তর সীমান্তে	ওয়ার্ড ০৬	০.০১	দুর্গাপুর	২৪৩০
PT-5	গণশৌচাগার	ময়মনসিংহ ও ভবানীপুর সড়ক সংযোগস্থলের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	০.০১	ভবানীপুর	৩০০
PT-6	গণশৌচাগার	শিবগঞ্জ বাজারের উত্তর অংশে	ওয়ার্ড ০৮	০.০১	খুজিরা	৫০১, ৫০৭
PT-7	গণশৌচাগার	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে মহল্লার বাজার-৪ এ	ওয়ার্ড ০৯	০.০১	দাকুমারা কুল্লাগারা	১১৫৯
RC	বিনোদন কেন্দ্র	উপজেলা ভূমি অফিসের বিপরীতে	ওয়ার্ড ০৪	৪.০৩	দুর্গাপুর	৪৭৮৮, ৪৭৯০-৪৭৯৩, ৪৭৯৫, ৪৭৯৭-৪৮০০, ৪৮০৮-৪৮১৪, ৪৯৫৮, ৪৯৫৯
RZ	পুর্ণবাসন এলাকা	ওয়ার্ড ০৫ ও ০৬ এর সংযোগে, প্রস্তাবিত মাধ্যমিক সড়ক-৩ এর পাশে	ওয়ার্ড ০৫-০৬	৮.৪৮	দুর্গাপুর	৬০৪৮-৬০৫০, ৬০৫৩-৬০৬৩, ৬০৬৫, ৬০৬৯, ৬০৭০, ৬১৩৩, ৬১৩৭-৬১৪০, ৬১৫৬
SG	শশ্মান ঘাট	ওয়ার্ডের উত্তর-পশ্চিম কোনায় নদীর পাড়ে	ওয়ার্ড ০১	০.৪১	দুর্গাপুর	১৯-২১
SM	বিপনী বিতান	ওয়ার্ডের একদম উত্তর-পশ্চিম কোনায় নাজিরপুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	২.২৭	দুর্গাপুর	৪০৭০-৪০৭৬, ৪০৮১-৪০৮৩
ST	স্টেডিয়াম	ওয়ার্ডের উত্তর-পশ্চিম কোনায় নাজিরপুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	৫.২৩	দুর্গাপুর	২৪৭১-২৪৭৩, ২৪৮৮, ২৪৯১, ২৪৯২, ৪০৬০, ৪০৬১, ৪০৬৬-৪০৬৮
TS-1	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ডের পশ্চিম অংশে নজিপুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০২	০.২৭	দুর্গাপুর	২৩১৫, ২৩১৬
TS-2	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ড-৬ এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সড়ক সংযোগস্থলের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	০.২৮	দুর্গাপুর	৬৩২৫, ৬৩২৬
TS-3	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	০.২৪	ভবানীপুর	২৬৬, ২৭৭
					ঘাড়াইল	৩৪, ৩৫
TS-4	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে জয়পাড়া সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৮	০.২৭	খুজিরা	৫১৪, ৫১৫
TT-1	ট্রাক টার্মিনাল	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	০.৪৮	দুর্গাপুর	৬১১৬, ৬১১৭, ৬১২০
TT-2	ট্রাক টার্মিনাল	ওয়ার্ডের উত্তর অংশে জয়পাড়া সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৮	০.২৭	খুজিরা	১৫১-১৫৩, ৪৯৮
WDG	বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র	ওয়ার্ডের একদম পূর্ব সীমান্তে	ওয়ার্ড ০৬	১০.১৮	দেশাল	১০১০-১০১৩, ১০১৫, ১০১৮,১০১৯, ১০২৪, ১০২৬-১০৭১, ৯৯৯৯৯
WM	পাইকারি বাজার	পৌরসভা সড়কের উত্তরে ডাকবাংলোর পাশে	ওয়ার্ড ০৫	২.৯৮	দুর্গাপুর	৫৩৬৩, ৫৩৬৬-৫৩৭২
WTS-1	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের পূর্ব পাশে	ওয়ার্ড ০২	০.২৭	দুর্গাপুর	৪০১৮-৪০২১
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	জহুর জালাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দুরতম পাশে	ওয়ার্ড ০৪	০.২৯	দুর্গাপুর	৫২৯৫-৫২৯৮, ৫৩০০-৫৩০৩
WTS-3	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	ওয়ার্ড-৭ এর একদম উত্তরে ভবানীপুর বেড়ীবাঁধ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	০.২৫	ভবানীপুর	২১৪, ২৩০

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
WTS-4	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	ওয়ার্ড-৮ এর দক্ষিণে এবং জয়পাড়া সড়কের পশ্চিম পাশে ও প্রস্তাবিত স্থানীয় সড়ক-৫৮ এর পাশে	ওয়ার্ড ০৮	০.২৭	খুজিরা	৬৭৮-৬৮১
YDC	যুব উন্নয়ন কেন্দ্র	ওয়ার্ডের দক্ষিণ সীমান্তে নাজিরপুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০২	০.৫২	দুর্গাপুর	৪০৪১-৪০৪৫ , ৪০৫৩

সারণি ১.৪: প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার অঞ্চল (ল্যাণ্ড ইউজ জোন)

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
১	কৃষি অঞ্চল	কৃষি জমি বলতে শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস সম্পদ উৎপাদনের উপযোগী ভূমিকে। এটা কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ। এর মধ্যে পড়ে উৎপাদনশীল জমি (একফসলী, দোফসলী ও তিন ফসলী), বীজতলা, মৎস্য, গবাদি খামার, দুগ্ধ খামার, নার্সারি, উদ্যান ইত্যাদি।	৯০২.৬৪	৩১.০৬
২	চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা	সকল ধরণের সড়ক ও রেল পথ।	২৫৭.৫২	৮.৮৬
৩	বাণিজ্যিক অঞ্চল	বাণিজ্যিক কাজের জন্য ব্যবহৃত জমি বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার হিসেবে পরিগণিত হয়। এর মধ্যে পড়ে পণ্য ও সেবার খুচরা মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়, পাইকারি ক্রয়-বিক্রয়, আর্থিক স্থাপনা এবং অনেক সংখ্যক সেবা যাকে মোটা দাগে 'ব্যবসা' হিসাবে শ্রেণিকরণ করা হয়ে থাকে। যদিও এসকল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সামান্য পরিমাণ ভূমি ব্যবহার করে, তথাপি এগুলো লোকালয়ের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক জমির মধ্যে পড়ে প্রতিষ্ঠিত বাজার ও বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থান।	২৩.৭৮	০.৮২
৪	কমিউনিটি সুবিধা	সকল ধরণের ধর্মীয়, সামাজিক বিশেষতঃ মহল্লাভিত্তিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন; মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কবরস্থান, শ্মশান, ক্লাব প্রভৃতি।	১২.৭৮	০.৪৪
৫	শিক্ষা এবং গবেষণা অঞ্চল	শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; প্রাথমিক/মাধ্যমিক/অন্যান্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি।	৩৮.৬৫	১.৩৩
৬	সাধারন শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুসারে সবুজ এবং কমলা-ক শ্রেণীতে বর্ণিত সকল শিল্প এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৪৫.০২	১.৫৫
৭	সরকারি কার্যালয়	সরকারি বিশেষ সেবাসমূহ যা অন্য কোন বিশেষ ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্গত যেমন, হাসপাতাল, অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র প্রভৃতি; এধরণের সেবা ব্যতীত সকল সরকারি সেবা বিশেষত: যাদের কার্যালয় স্থাপনে নিজস্ব ভূমি রয়েছে এরকম সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন: সিভিল সার্জনের দপ্তর, জেলা প্রশাসকের দপ্তর, পুলিশ ফাঁড়ি, পুলিশ স্টেশন, এলজিইডি দপ্তর, পৌরসভা কার্যালয়, পূর্ত দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়, বিএডিসি কার্যালয়, মৎস্য দপ্তর, আনসার/ ভিডিপি দপ্তর, কৃষি দপ্তর, জেলা পরিষদ কার্যালয়, পোস্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কার্যালয় প্রভৃতি।	৪.১৯	০.১৪
৮	স্বাস্থ্য সুবিধা	স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহৃত ভূমি যেমন; হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন প্রভৃতি এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।	৭.২১	০.২৫
৯	ভারি শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুসারে কমলা-খ এবং লাল শ্রেণিতে বর্ণিত সকল শিল্প (বিষাক্ত ও দূষণকারী শিল্পসহ) এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৫২.৯৩	১.৮২

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
১০	বিবিধ	অন্য যে কোন ভূমি ব্যবহার শ্রেণি যা উপরোক্ত ২৩টি শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।	৩৬.৮৮	১.২৭
১১	মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল	মিশ্র ভূমিব্যবহার বলতে বোঝায় সেই স্থানকে যেখানে ভূমির কোন বিশেষ ব্যবহার (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ইত্যাদি) প্রাধান্য পায় না, একাধিক ভূমি ব্যবহার যুগপৎভাবে অবস্থান করে।	৩৯.৭৭	১.৩৭
১২	উন্মুক্ত স্থান	মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিনোদনমূলক সুবিধা প্রদান এবং একইসাথে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভূমির বিভিন্ন ধরণের উন্মুক্ত ব্যবহারকে উন্মুক্ত স্থান শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শেষ ব্যবহার করবে। খেলার মাঠ, পুস্পোদ্যান, স্টেডিয়াম, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি (ন্যূনতম স্থাপনা সুবিধা সহকারে বা ব্যতিরেকে)।	৩৬.৯৬	১.২৭
১৩	বিনোদন সুবিধা	উন্মুক্ত স্থান শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয়নি এমন সুবিধা এবং নির্ধারিত ভবন কাঠামো সহকারে ভবনস্থিত সুবিধা যেমন- সিনেমা হল, থিয়েটার হল ইত্যাদি।	০.২১	০.০১
১৪	সংরক্ষিত অঞ্চল	সংরক্ষিত অঞ্চল হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কারোর প্রবেশাধিকার নেই। নিরাপত্তা ও বিশেষ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে এমন স্থান বা এলাকা এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন; সেনানিবাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র, পুলিশ লাইন প্রভৃতি।	-	০
১৫	গ্রামীণ বসতি	গ্রামীণ বসতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের ছড়ানো-ছিটানো ও কম ঘনত্বের বাড়ীঘর। এখানে স্বল্প ঘনত্বের ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। এমন এলাকার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে স্বল্প পরিমাণ সেবা ও সুবিধাদি প্রদান করা হবে।	২৭৮.৩৭	৯.৫৮
১৬	পরিবহণ সুবিধা	পরিবহণ সেবায় চলাচলের পথ ব্যতীত এ সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির অন্তর্গত হবে। যেমন; বিমান বন্দর, বাস টার্মিনাল/ স্ট্যাণ্ড, রেল স্টেশন, ফেরি ঘাট, ফিলিং স্টেশন, গ্যারেজ, লঞ্চ টার্মিনাল, পোস্ট অফিস, যাত্রী ছাউনি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টিকেট কাউন্টার, পরিবহণ অফিস ইত্যাদি।	৪.৫৭	০.১৬
১৭	আরবান ডেফার্ড	ভবিষ্যৎ নাগরিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে নির্ধারিত এলাকা যেখানে বর্তমানে বিশদ উন্নয়ন করা হবে না। এ ধরণের এলাকা নির্ধারণ আবশ্যিক নয়, এটা পৌরসভা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন পরামর্শকদলে বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।	১০২.৯৩	৩.৫৪
১৮	নগর আবাসিক অঞ্চল	নগর আবাসিক অঞ্চল হ'ল এমন ভূমি ব্যবহার এলাকা যেখানে বসবাসের তথা আবাসিক স্থাপনা প্রাধান্য পায়। এর মধ্যে রয়েছে একক পরিবারের বাসগৃহ, বহুপরিবারের বাসগৃহ, মেস প্রভৃতি। আবাসিক ভূমি ব্যবহার অঞ্চলে প্রয়োজনার্থে কিছু সেবা বা কর্মসংস্থান এর অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে অথবা বাণিজ্য ও শিল্পকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যেতে পারে। এখানে উচ্চ ঘনত্বের ভূমি ব্যবহার অনুমোদন করা যেতে পারে।	৫১৯.৪৭	১৭.৮৮
১৯	পরিষেবা (ইউটিলিটি)	পরিসেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এর অন্তর্গত। যেমন; ওভারহেড ট্যাংক, বিদ্যুৎ অফিস/নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, গণশৌচাগার, পয়ঃনিষ্কাষণ কার্যালয়, বর্জ্য অপসারণ, অগ্নি নির্বাপন, ওয়াটার পাম্প হাউস, জল সংরক্ষণাধার, জল শোধনাগার ইত্যাদি।	১১.৩৫	০.৩৯
২০	সৈকত	সমুদ্র সৈকত	-	০
২১	বন	নির্দিষ্ট বনাঞ্চল	-	০
২২	ওভারলে জোন	ওভারলে অঞ্চল এমন ভূমি ব্যবহার নির্দেশ করে যে সকল তার আশেপাশের ভূমি ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং অনেকাংশে সাংঘষিক, তথাপি সেসকল ভূমি ব্যবহার বা স্থাপনাসকল স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় গুরুত্বের কারণে নিকট ভবিষ্যতে অপসারিত করা সম্ভব নয়।	-	০

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
২৩	ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান	উল্লেখযোগ্য ও নির্ধারিত সকল ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থান।	-	০
২৪	জলাশয়	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৫৩০.৪৪	১৮.২৬
মোট			২৯০৫.৩২	১০০.০০

১.৩.৩ ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ (ল্যাণ্ড ইউজ জোনিং)

ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ পদ্ধতি অধিকাংশ উন্নত দেশের স্থানীয় সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। মানচিত্রে প্রদর্শিত অঞ্চলের ভিত্তিতে অনুমতি সাপেক্ষে ভূমি ব্যবহারের চর্চা থেকে এই অঞ্চলীকরণ বা জোনিং শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে যেখানে মানচিত্রে প্রতি ধরণের ভূমি ব্যবহার আলাদা করে দেখান হয়। ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ (জোনিং) হতে পারে ব্যবহারভিত্তিক (কোন জমি কোন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে তার নিয়ন্ত্রণ) অথবা এটা ভবনের উচ্চতা, বিস্তৃতি এবং সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ কিংবা অনেক ক্ষেত্রে এসবের সমন্বয় হতে পারে। একই এলাকার ক্ষেত্রে একাধিক অঞ্চলীকরণ পদ্ধতিও প্রযোজ্য হতে পারে।

অঞ্চলীকরণ এমন একটি আইনানুগ কার্যক্রম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা কোন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/পৌরসভা কর্তৃক ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ করা হয় প্রধানতঃ তিনভাবে ক) ইমারতের উচ্চতা, যে পর্যন্ত ইমারত উঁচু করা যাবে; খ) ঘনত্ব (নির্দিষ্ট এলাকায় ইমারতের সর্বোচ্চ সংখ্যা) এবং গ) ভূমি ব্যবহারঃ ভূমির প্রতিটি খণ্ডের ব্যবহার নির্ধারণ। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত তিন ধরণের অঞ্চলীকরণ (জোনিং) পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ক) উচ্চতাভিত্তিক অঞ্চলীকরণ (হাইট জোনিং)

এই অঞ্চলীকরণ ইমারত/কাঠামোর উচ্চতার সীমা নির্ধারণ ক'রে এবং কোন এলাকার গতানুগতিক বিকাশ, ব্যবহার ও মান নিয়ন্ত্রণ ক'রে যেন ঐ এলাকায় পরিকল্পিত ও মানসম্মত উন্নয়ন উৎসাহিত করা যায়। এটি বিমানবন্দরের চারদিকে উড্ডয়ন নিরাপত্তার জন্য উচ্চতার বিধিনিষেধ বা অনুরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যের বেলায় প্রয়োজ্য।

ভূমি খণ্ডের (প্লট) পরিসর ও ইমারত অধিকৃত স্থানের মধ্যে সম্পর্ক, ভূমি খণ্ডের সীমানা থেকে ইমারতের ন্যুনতম দূরত্ব, মেঝের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল (ফ্লোর এরিয়া) যা ভূমি খণ্ডের আয়তন ও সন্নিহিত সড়কের প্রশস্ততার অনুপাতে নির্মিত হবে প্রভৃতির উপর ভিত্তি ক'রে ভবনসমূহের সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ধারিত হয়।

পৌরসভার আশেপাশে কোন বিমানবন্দর/হেলিপ্যাড নেই এবং ঘনবসতিপূর্ণ শহর ও নগরীর তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম বিধায় দুর্গাপুর পৌরসভায় ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উচ্চতার উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা উচিৎ নয়। তবে বসবাসযোগ্য নাগরিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে নিকটবর্তী সড়ক ও প্লট থেকে ভবনের দূরত্ব (setback), ভবনের পরিধি (building bulk), ভূমিখণ্ড ও ইমারতের সকল মেঝের আয়তনের অনুপাত (Floor Area Ratio) এবং সংলগ্ন সড়কের প্রস্থের উপর ভিত্তি ক'রে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ধারণ করতে হবে।

খ) ঘনত্বভিত্তিক অঞ্চলীকরণ (ডেনসিটি জোনিং)

ঘনত্বভিত্তিক অঞ্চলীকরণের লক্ষ্য হল বিশেষতঃ আবাসিক এলাকায় একটি গ্রহণযোগ্য জনঘনত্ব প্রদান করা যেন তা ঐ এলাকার জন্য নির্ধারিত পরিসেবা ও অন্যান্য সেবার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এই কৌশল কোন এলাকার বসবাস সুষ্ঠ্য ও মানসম্মত করাসহ ঐ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন উপভোগ্য করে তুলবে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কত সংখ্যক ভবনের অনুমতি দেওয়া ও নির্মাণ করা হবে, সে সিদ্ধান্ত ঘনত্বভিত্তিক অঞ্চলীকরণের আওতায় গৃহীত হয়।

ঘনত্বভিত্তিক অঞ্চলীকরণ বিধি ইমারত নির্মাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন; ভূমিখণ্ড ও ইমারতের সকল মেঝের আয়তনের অনুপাত (Floor Area Ratio), নিকটবর্তী সড়ক ও প্লট থেকে ভবনের দূরত্ব বা ইমারতের উন্মুক্ত সীমানা বিধান (সেটব্যাক রুল) প্রভৃতি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি এলাকার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যবস্থা ব্যবহার ভিত্তিক অঞ্চলীকরণ (জোনিং) বিধান থেকে আলাদা, যেখানে কোন নির্দিষ্ট এলাকার আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক প্রভৃতি অনুমোদিত ব্যবহারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।

দুর্গাপুর পৌরসভা একটি উপজেলা পর্যায়ের কৃষি-ভিত্তিক শহর যেখানে সচরাচর সর্বত্র গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের বাড়ীঘর দেখা যায় এবং অধিকাংশই কাঁচা ও আধা-পাকা। ঘনত্ব জোনিং/বাল্ক জোনিং বিধান এই ধরণের নিম্ন জনবসতিপূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন উন্নয়নের এই নগরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

গ) ব্যবহারভিত্তিক অঞ্চলীকরণ (ইউজ জোনিং)

ব্যবহারভিত্তিক অঞ্চলীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলের জন্য কোন ধরণের ভূমি ব্যবহার উপযুক্ত হবে, তা নির্দিষ্ট করা। বাস্তব ক্ষেত্রে এই অঞ্চলীকরণ বর্তমান আবাসন ও বাণিজ্য স্থাপনার সঙ্গে সংঘাত থেকে নতুন উন্নয়ন প্রতিরোধ এবং কমিউনিটি বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা। প্রতিটি ভূমি ব্যবহার অঞ্চলে অনুমোদিত ও শর্ত-সাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহারের তালিকা সংযোজনী-গ (অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার) এ দেওয়া হয়েছে।

১.৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

১.৪.১ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা

পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করার জন্য এই অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

কাঠামো পরিকল্পনায় নির্ধারিত কৌশলসমূহের সফল অনুসরণের উপর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নীর্ভরশীল। কাঠামো পরিকল্পনার ঐসকল নীতিকৌশল এটাই নির্দেশ করে যে, পৌর এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। বর্তমানে পৌরসভায় ভৌত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ নেই এবং ভৌত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ ব্যতীত কোন বিধি নেই। এটি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং প্রকৃত পক্ষে অন্য যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের পরিচিতি প্রদানের পূর্বে এখানে আইনগত সংশ্লিষ্টতার সুপারিশ করা হয়েছে।

১. ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ (প্রজ্ঞাপন নং এসআরও নং ১১২-আইন/৯৬) এর সীমানা পরিসর বিধি (সেটব্যাক রুল) অনুযায়ী পৌরসভার সকল ধরণের ইমারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। পরিকল্পনায় প্রণীত ভূমি ব্যবহার কৌশল অনুযায়ী সম্প্রসারিত এলাকার সকল ইমারতের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইমারত নির্মাণের যে কোন অনুমোদনের ক্ষেত্রে সম্মুখ সড়কের প্রস্থ ১৬ ফুটের কম হতে পারবে না এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ অনুসারে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

২. বায়ু,পানি, মাটি ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশে সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (আইন নং-১, ১৯৯৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনে বর্ণিত বিভিন্ন বিধিবিধান প্রয়োগ করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভায় কোন কর্তৃপক্ষ নেই। এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার উপাদান বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৩. বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠা পৌরসভার জন্য একটা সাধারণ ঘটনা। দোকান ও স্থাপনা আইন ১৯৬৫ (আইন নং-৭, ১৯৬৫) অনুসারে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৪. মানব সৃষ্ট খালের জন্য খাল ও নিষ্কাশন আইন, ১৮৭৩ (আইন নং- ৭, ১৮৭৩) হল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিবেচনায় খালগুলোকে অন্যান্য খাল ও নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য এই আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৫. প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিস্তম্ভ, স্থাপনা অথবা ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ আইন ১৯০৪ (আইন নম্বর-৭, ১৯০৪) বলবৎ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং পৌর কর্তৃপক্ষের যৌথ অংশীদারীত্বের মাধ্যমে এই ধরণের বিষয় সংরক্ষণ করতে পারে।

৬. ইটের ভাটার বিভিন্ন স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে ইট-পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং-৮, ১৯৮৯) হচ্ছে যথাযথ আইন। সরকারের দেওয়া ক্ষমতাবলে পৌর কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশ প্রয়োগ করতে পারে।

৭. চিকিৎসক, বেসরকারি ক্লিনিক ও প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপন ও সেবা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত আইন 'মেডিক্যাল প্রাকটিস, প্রাইভেট ক্লিনিকস এবং ল্যাবরেটরিজ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৭, ১৯৮২) জারি করা হয়েছিল। এই অধ্যাদেশের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের অনুমোদন নিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশ প্রয়োগ করতে পারে।

৮. পৌর এলাকার বেশ কিছু উন্মুক্ত ও পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল স্থান যেমন; নদী তীরবর্তী এলাকা, জলাশয়, নিষ্কাশন প্রবাহ, নিচু এলাকা, নির্ধারিত উন্মুক্ত স্থান ও খেলার মাঠ প্রভৃতি সংরক্ষণে পৌরসভা কর্তৃক 'মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (আইন নং-৩৬, ২০০০) কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। সংরক্ষিত স্থাপনা তথা নিরাপত্তামূলক ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের (কী পয়েন্ট ইনস্টলেশন) চতুর্দিকের ভৌত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিকল্পনার ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে যা এর ভূমি ব্যবহার কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবসমূহকে অধিক সুরক্ষা দেবে।

৯. হাট ও বাজার স্থাপনা ও অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (নং-১৯,১৯৫৯) অনুযায়ী সরকার এই ধরণের স্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বেসরকারি হাট ও বাজার নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাট ও বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ ১৯৭৩ (পিও ৭৩/৭২) অনুযায়ী কোন একটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুসারে পৌর এলাকার মধ্যে হাট ও বাজার স্থাপনের কর্তৃত্ব পৌরসভার। পৌর এলাকার মধ্যে হাট বাজার স্থাপন, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ব্যক্তি মালিকদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

১০. বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন, শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং কারখানা পরিদর্শক যথাক্রমে বাংলাদেশ কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন ১৯৭৩ (আইন নং-২৭,১৯৭৩), পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বিধিমালা ১৯৯৫ (নং ইপি আইডিসি/২ এ-২/৬৩/৩৫ এ) এবং কারখানা আইন ১৯৬৫ (আইন নং-৪, ১৯৬৫) এর মাধ্যমে পৌর এলাকার মধ্যে শিল্প উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করে। পৌর কর্তৃপক্ষ স্থাপনার অবস্থানগত বিষয় ও ব্যবসার অনুমতিপত্র (ট্রেড লাইসেন্স) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উল্লেখিত চারটি কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে গঠিত শাখার মাধ্যমে পৌরসভায় শিল্প কারখানার স্থাপনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

১১. পৌরসভায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি বিশেষ পুকুর/ ডোবা সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। ডোবা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মজা ডোবার উন্নয়ন করা যেতে পারে এবং তা সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে পুকুর উন্নয়ন আইন ১৯৩৯ (আইন নং-১৫, ১৯৩৯) এর সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২. খাস জমি ছাড়াও পৌরসভায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি জলাভূমি অথবা পতিত জমি হিসেবে পাওয়া যেতে পারে। আইনের ভাষায় এসকল ভূমিকে চাষযোগ্য পতিত জমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব পতিত ভূমি 'চাষযোগ্য পতিত ভূমি (ব্যবহার) অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (অধ্যাদেশ নং ই.পি ১৩, ১৯৫৯) এর নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহৃত হতে পারে।

১.৪.২ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

কাঠামো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্ব-ক এর অধ্যায়-৯ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাও একই কৌশলে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে এবং একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (এমইসি) গঠন করা হবে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা দশবছর মেয়াদী (২০১১-২০২১) একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হওয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেট খুব সীমিত হওয়ায় জনগণের অতি জরুরী প্রয়োজনের বিষয়কে প্রস্তাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পৌর কর্তৃপক্ষ নিজে এই বিশাল ব্যয়ের অর্থ সংকুলান করতে সক্ষম নয়।

ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবে অগ্রাধিকার দেওয়া বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। শহর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়-১ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে একীভূত করা হবে যা মহাপরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে (২০১১-২০১৬) বাস্তবায়িত হবে। পরামর্শকবৃন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনার ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হবে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে, পূর্ববর্তী ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মেয়াদের পর। পর্যায়ক্রমিক কাজের বিস্তারিত বিবরণ সারণি ১.৫ -এ দেখান হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর পর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হবে। হালনাগাদ ও নতুন ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রণয়ন করা হবে।

সারণি ১.৫: উন্নয়ন প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যায়

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)				বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় (২০১৬-২০২১)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	ওয়ার্ড নম্বর		সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	ওয়ার্ড নম্বর
BT-1	বাস টার্মিনাল	সোমেশ্বরী নদীর উত্তরে, ময়মনসিংহ সড়কের পশ্চিম পাশে		BT-2	বাস টার্মিনাল	সোমেশ্বরী নদীর পশ্চিমে, বিজয়পুর সড়কের পশ্চিম পাশে
C-3	কলেজ	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, খুজিরা পশ্চিম পাড়া সড়কের পাশে		C-1	কলেজ	ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক সড়ক-৩ এর পাশে
CC-2	কমিউনিটি সেন্টার	ওয়ার্ডের পশ্চিম সীমান্তে ময়মনসিংশ সড়কের (উত্তর অংশ) পাশে		C-2	কলেজ	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে
ED-1	ঈদগাহ	ওয়ার্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়		CC-1	কমিউনিটি সেন্টার	ওয়ার্ডের দক্ষিণ সীমান্তে নাজিরপুর সড়কের পাশে
HS-2	উচ্চ বিদ্যালয়	ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশে বিজয়পুর সড়কের পাশে		CC-3	কমিউনিটি সেন্টার	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, ময়মনসিংহ সড়কের পাশে
NM-1	মহল্লার বাজার	নাজিপুর সড়কের পাশে				
NM-3	মহল্লার বাজার	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, ময়মনসিংহ সড়কের পাশে		CC-4	কমিউনিটি সেন্টার	ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশে জয়পাড়া সড়কের পাশে
NP-2	মহল্লার উদ্যান	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে		CP	কেন্দ্রীয় উদ্যান	পৌর ভবনের পূর্ব ও উত্তর পাশে
NP-4	মহল্লার উদ্যান	ওয়ার্ডের দক্ষিণ সীমান্তে সোমেশ্বরী নদীর পাশে		ED-2	ঈদগাহ	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, ময়মনসিংহ সড়কের পাশে
PA	পার্কিং এলাকা	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, অনামিকা সিনেমা হলের উত্তরে		ED-3	ঈদগাহ	ওয়ার্ডের উত্তর সীমান্তে জয়পাড়া সড়কের পাশে
PS-1	প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বুরঙ্গী সড়কের দক্ষিণে				
PT-01	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৪ এর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, আমলাপাড়া খালের দক্ষিণে		Hos-1	হাসপাতাল	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)			বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় (২০১৬-২০২১)		
সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	ওয়ার্ড নম্বর	সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	ওয়ার্ড নম্বর
PT-02	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৪ এর কেন্দ্রীয় অংশে, প্রস্তাবিত পার্কি এলাকার উত্তরপাশ সংলগ্ন	Hos-2	হাসপাতাল	ওয়ার্ডের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নেত্রকোনা জোরনাইল সড়কের পাশে
PT-03	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৬ এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সড়ক সংযোগস্থলের পাশে	Hos-3	হাসপাতাল	ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশে বিজয়পুর সড়কের পাশে
PT-04	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৬ এর উত্তর সীমান্তে			
PT-5	গণশৌচাগার	ময়মনসিংহ ও ভবানীপুর সড়ক সংযোগস্থলের পাশে	HS-1	উচ্চ বিদ্যালয়	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে
PT-6	গণশৌচাগার	শিবগঞ্জ বাজারের উত্তর অংশে	IZ-1	সাধারণ শিল্প এলাকা	ওয়ার্ডের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে
PT-7	গণশৌচাগার	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে মহল্লার বাজার-৪ এ	IZ-2	ভারী শিল্প এলাকা	বিজয়পুর সড়কের পশ্চিম পাশে
SG	শশ্মান ঘাট	ওয়ার্ডের উত্তর-পশ্চিম কোনায় নদীর পাড়ে	LPP	নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন	ওয়ার্ড -২ এর কেন্দ্রীয় অংশে, নাজিপুর সড়কের উত্তর পাশে
SM	বিপনী বিতান	ওয়ার্ডের একদম উত্তর-পশ্চিম কোনায় নাজিরপুর সড়কের পাশে	NM-2	মহল্লার বাজার	ওয়ার্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে
TS-1	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ডের পশ্চিম অংশে নজিপুর সড়কের পাশে	NM-4	মহল্লার বাজার	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বিজয়পুর সড়কের পাশে
TS-4	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে জয়পাড়া সড়কের পাশে			
WTS-1	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের পূর্ব পাশে	NP-1	মহল্লার উদ্যান	ওয়ার্ডের উত্তর-পশ্চিম অংশে
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	জহুর জালাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দুরতম পাশে	NP-3	মহল্লার উদ্যান	ওয়ার্ডের উত্তর-পূর্ব কোনায়, নেত্রকোনা জোরনাইল সড়কের পাশে
WDG	বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র	ওয়ার্ডের একদম পূর্ব সীমান্তে	OH	বৃদ্ধাশ্রম	ওয়ার্ডের উত্তর-পূর্ব কোনায়, সোমেশ্বরী নদীর উত্তর পাড়ে
YDC	যুব উন্নয়ন কেন্দ্র	ওয়ার্ডের দক্ষিণ সীমান্তে নাজিরপুর সড়কের পাশে	RC	বিনোদন কেন্দ্র	উপজেলা ভূমি অফিসের বিপরীতে
			RZ	পুর্ণবাসন এলাকা	ওয়ার্ড ০৫ ও ০৬ এর সংযোগে, প্রস্তাবিত মাধ্যমিক সড়ক-৩ এর পাশে
			ST	স্টেডিয়াম	ওয়ার্ডের উত্তর-পশ্চিম কোনায় নাজিরপুর সড়কের পাশে
			TS-2	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ড-৬ এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সড়ক সংযোগস্থলের পাশে
			TS-3	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে ময়মনসিংহ সড়কের পাশে
			TT-1	ট্রাক টার্মিনাল	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে
			WM	পাইকারি বাজার	পৌরসভা সড়কের উত্তরে ডাকবাংলোর পাশে
			WTS-3	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	ওয়ার্ড-৭ এর একদম উত্তরে ভবানীপুর বেড়ীবাঁধ সড়কের পাশে
			WTS-4	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	ওয়ার্ড-৮ এর দক্ষিণে এবং জয়পাড়া সড়কের পশ্চিম পাশে ও প্রস্তাবিত স্থানীয় সড়ক-৫৮ এর পাশে

পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (এমইসি) এর মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করতে হবে। এমইসি বছরে অন্তত দুবার নিয়মিতভাবে সভা আহবান করতে পারে। এছাড়াও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে যেকোন পরিস্থিতিতে সভা আহবান যেতে পারে। যেকোন পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, ভুল-ভ্রান্তি প্রভৃতি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এ ধরণের মূল্যায়ন পরবর্তী পরিকল্পনায় সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হবে।

অধ্যায় ০২
পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

২.১ ভূমিকা

২.১.১ ভূমিকা

পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একটি অগ্রসর দলিল যা নির্দিষ্ট কোন এলাকার যাতায়াতের দীর্ঘমেয়াদী গতিপথ ও আকার নির্ধারণ করে দেয়। এই পরিকল্পনা শহরের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকে নির্দেশনা প্রদান করে। এটি পর্যাপ্ততা ও প্রয়োজন অনুসারে চলাচলের বিভিন্ন মাধ্যম অন্তর্ভূক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ এলাকার উন্নয়নে সড়ক, রেলপথ, বিমান পথ ও জলপথ এর মাধ্যমে গণপরিবহণ, মোটরগাড়ী, সাইকেল, রেলগাড়ী, বিমান, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহনের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করা।

এটি একটি বিশেষ এলাকার যানবাহন সংক্রান্ত বিষয়ে দিক নির্দেশনা নির্ণয়ে সহায়ক। এটি শহরের আকার, ভূমি ব্যবহার ও চলাচলের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক শনাক্ত করে এবং এসকল সম্পর্ক অনুযায়ী লক্ষ্য ও নীতি কৌশল নির্ধারণ করে।

দুর্গাপুর পৌরসভা নেত্রকোনা জেলা সদর এবং ময়মনসিংহ জেলা সদরকে সংযুক্ত করেছে। সুমেশ্বরী নদী দুর্গাপুর পৌরসভাকে উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিমে বিভক্ত করেছে। প্রায় সবগুলো সরকারি কার্যালয় পৌরসভার উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। বাজার ও বিপণি কেন্দ্রগুলো পৌরসভার বিভিন্ন সড়কের পাশে বিশেষ ক'রে উত্তর-পূর্ব এবং সুমেশ্বরী নদীর পশ্চিম অংশ জুড়ে অবস্থিত।

পৌরসভায় ৮৭.৮১ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে যার আয়তন প্রায় ৭৭.৭৭ একর। মোট সড়কের ২৮.৯২ কিলোমিটার পাকা, ২৪.৭৬ কিলোমিটার আধা-পাকা এবং ৩৪.১৩ কিলোমিটার কাঁচা।

পৌরসভার প্রধান সড়ক সংযোগস্থল হচ্ছে দুর্গাপুর বাজার মোড় ও জয়পাড়া মোড়। পৌরসভার অভ্যন্তরের ০৬টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এই দুই মোড়ের সাথে সংযুক্ত। এখনো রেললাইন স্থাপিত হয়নি। তাই চালের মত খাদ্যশস্য নিয়তিভাবে ট্রাকে ক'রে ঢাকায় পরিবহন করা হয়ে থাকে।

পৌর এলাকার প্রধান যাতায়াত বাহন হচ্ছে রিক্সা ও ভ্যান। স্থানীয়ভাবে তৈরি যান্ত্রিক যান ভটভটি (ভ্যান) হচ্ছে আরেকটি প্রধান পরিবহণ মাধ্যম। এসকল যানবাহন সাধারণত দূরের যাত্রীদের পৌরসভায় আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়।

২.১.২ কৌশল ও পদ্ধতি

পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা সম্পন্নে গৃহীত কৌশল ও পদ্ধতিকে পাঁচ ধাপে বর্ণনা করা যায় যা প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

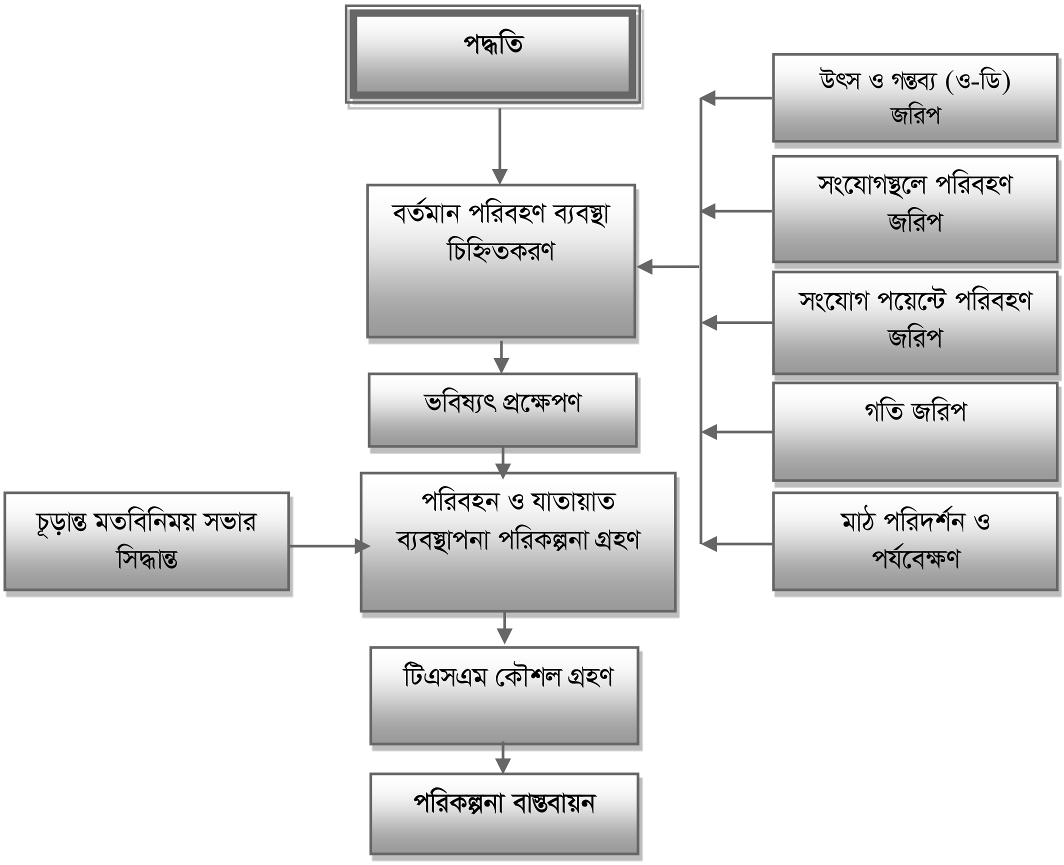

রেখাচিত্র ২.১: পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রবাহ রেখাচিত্র

পরিবহণ ও যাতায়াত পরিকল্পনার পদ্ধতিগত প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বর্তমান পরিবহণ পরিস্থিতি চিহ্নিতকরণ যা যাতায়াতের পরিমাণ জরিপ (ট্রাফিক ভলিউম সার্ভে), উৎপত্তি ও গন্তব্য (ও-ডি) জরিপ, গতি ও বিলম্ব জরিপ, যানজটের স্থান, সড়ক ব্যবস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ প্রভৃতির ভিত্তিতে সম্পাদন করা হয়, জরিপ প্রতিবেদনে ইতোমধ্যেই যার বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপে পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ ও যানবাহনের চাহিদার বিষয় সনাক্ত করা হয় যা অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সমীক্ষার তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে নতুন পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, যা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। অতঃপর পরিবহণ পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা (টিএসএম) সংক্রান্ত কিছু কৌশল হাতে নেয়া হয়। পরিশেষে, পরিবহণ পদ্ধতি ব্যবস্থাপনাসহ পরিবহণ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি ক'রে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল গ্রহণ করা হয়।

২.২ পরিবহণ সুবিধার বর্তমান অবস্থা

২.২.১ সড়কের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারিক শ্রেণিকরণ

দুর্গাপুর পৌরসভার সড়ক উচ্চক্রম (হায়ারার্কি) এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাতীয় মহাসড়ক, খ শ্রেণির ফিডার সড়ক এবং গ্রামীণ সড়ক (আর-১, আর-২ ও আর-৩ ধরণের)। বাংলদেশ পরিকল্পনা কমিশন ও বিশ্বব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন গ্রামীণ অবকাঠামো কৌশল সমীক্ষা' ৯৬ এ বাংলাদেশের সড়ক উচ্চক্রম নির্ধারণ কর হয়েছিল যা সারণি ১৩.১ এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ২.১: বাংলাদেশের সড়ক উচ্চক্রম (রোড হায়ারার্কি)

ক্রমিক	সড়ক শ্রেণি/ধরণ	সংজ্ঞা
০১.	জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ)	রাজধানী শহরের সাথে বিভাগীয় শহর, পুরাতন জেলা শহর, বন্দর শহর এবং আন্তর্জাতিক মহাসড়কে সংযুক্তকারী সড়ক
০২.	আঞ্চলিক মহাসড়ক (আরএইচ)	জাতীয় মহাসড়ক সংযুক্ত করেনি এমন বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আন্তঃসংযোগ সড়ক

ক্রমিক	সড়ক শ্রেণি/ধরণ	সংজ্ঞা
০৩.	ক শ্রেণির ফিডার সড়ক (এফআরএ)	মুখ্য সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার সাথে উপজেলা সদরের সংযোগকারী সড়ক
০৪.	খ শ্রেণির ফিডার সড়ক (এফআরবি)	সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার (মুখ্য অথবা এফআরএ) সাথে অনুবিকাশ কেন্দ্রসমূহের সংযোগকারী সড়ক
০৫.	১ম শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক (আর-১)	উপজেলা সদরের সাথে ইউনিয়ন ও স্থানীয় হাট/বাজারের সংযোগকারী সড়ক
০৬.	২য় শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক (আর-২)	ইউনিয়ন ও স্থানীয় হাট/বাজারের সাথে গ্রাম ও খামারের সংযোগকারী সড়ক
০৭.	৩য় শ্রেণির গ্রামীণ সড়ক (আর-৩)	গ্রামের ভিতরের সংযোগকারী সড়ক

দুর্গাপুর পৌরসভায় তিন ধরণের সড়ক রয়েছে, এগুলো হচ্ছে, পাকা, আধা-পাকা ও কাঁচা। পাকা সড়কগুলো সাধারণত বিটুমিন ব্যবহার করে নির্মিত। আধা-পাকা সড়কগুলো অধিকাংশই এইচবিবি ধরণের এবং কাঁচা সড়কগুলো সাধারণত মাটির সড়ক। দুর্গাপুর পৌরসভায় আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সড়কের বিবরণ সারণি ২.২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ২.২: দুর্গাপুর পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ

ক্রমিক	সড়কের নাম	সড়ক উচ্চক্রম	প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (কিমি)	সড়কের ধরণ		
					পাকা	আধা পাকা	কাঁচা
০১.	ময়মনসিংহ সড়ক	ক শ্রেণির ফিডার সড়ক	১১.৩০	৬.৩৬	√		
০২.	বিজয়পুর সড়ক	ক শ্রেণির ফিডার সড়ক	৫.১৩	১.৭৪	√		
০৩.	নাজিরপুর সড়ক	ক শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	৪.০	১.৯৮৪	√		

২.২.২ যাতায়াত মাধ্যম

বাংলাদেশের অনেক শহরের মত দুর্গাপুর পৌরসভায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম সড়ক ব্যবস্থা। শহরের সর্বত্রই যানবাহন ও পথচারী চলাচল পরিলক্ষিত হয়। এই শহরে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক উভয় ধরণের বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে। সাধারণভাবে যে সব ধরণের যানবাহন পাওয়া গেছে সেগুলো হল;

যান্ত্রিক যানবাহনের মধ্যে রয়েছে কার/জীপ, মাইক্রোবাস, বাস, মিনি বাস, ট্রাক, ইঞ্জিনচালিত ভ্যান (ভডভডি), অটোরিকশা, মোটর সাইকেল প্রভৃতি। অযান্ত্রিক যানবাহনের মধ্যে রয়েছে রিকশা, ভ্যান, গরুর গাড়ী, বাই-সাইকেল প্রভৃতি।

যাতায়াতের পরিমাণ জরিপ থেকে দেখা যায় এখানে মোট যাতায়াতের মধ্যে ২৩.৪৯% যান্ত্রিক যানবাহন এবং ৭৬.৫১% অযান্ত্রিক যানবাহন দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়। ফলে দেখা যায়, পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অযান্ত্রিক যানবাহনের যাতায়াতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

২.২.৩ যান চলাচলের তীব্রতা

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি সংযোগস্থলে যাতায়াত সংক্রান্ত জরিপ করা হয়। সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ পর্যন্ত অফিস সময় বিবেচনায়, এসকল সংযোগস্থলের যাতায়াত প্রবাহ নির্ণয় করা হয় যার মধ্যে দেখা যায় সকালের ব্যস্ত ঘন্টা (পিক আওয়ার) সকাল ৯:০০ টা থেকে ১০:০০ টা পর্যন্ত এবং বিকালের ব্যস্ত ঘন্টা (পিক আওয়ার) বিকাল ৪:০০ টা থেকে ৫:০০ পর্যন্ত। এছাড়াও যাতায়াতের স্বল্প পরিমাণ থেকে অব্যস্ত সময় বিবেচনা করা হয়েছে সকালে ৬:০০ থেকে ৭:০০ টা এবং রাত ১১:০০ টা থেকে ১২:০০ টা পর্যন্ত। গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলদুটি হ'ল বাস স্ট্যাণ্ড মোড় এবং বাজার মোড়। এই সংযোগ স্থলদুটি পৌরসভার চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দ্বারা সংযুক্ত।

বাজার মোড় দুর্গাপুর পৌরসভার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত সংযোগস্থল। এখনে সব ধরণের যানবাহন চলাচল করে। বাস স্ট্যাণ্ড মোড় পৌরসভার মধ্যে অপর গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত মোড় যেখানে সকল ধরণের যানবাহন চলাচল করে। এই দুই সংযোগস্থলের রেখাচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

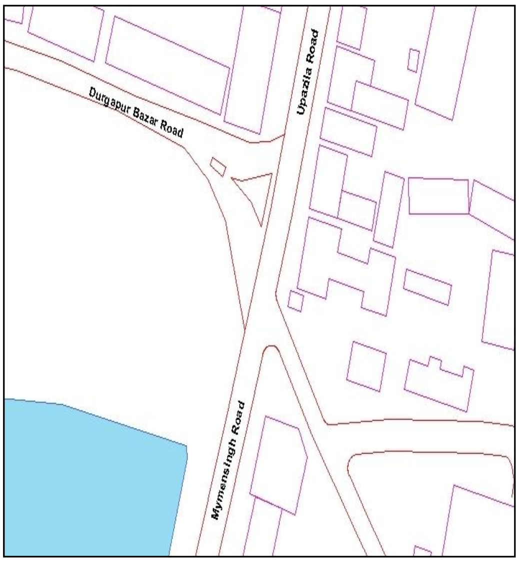

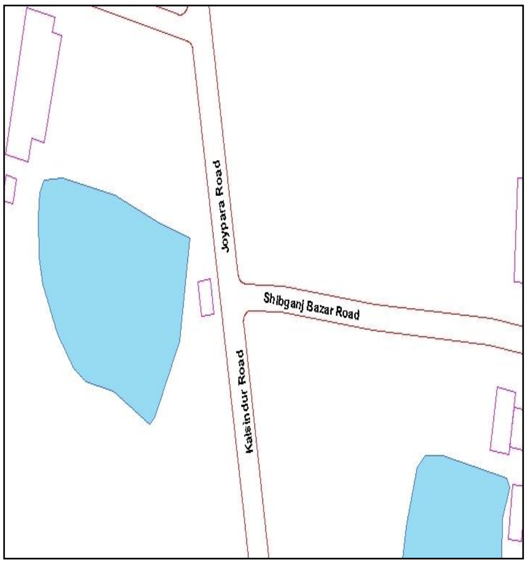

দূর্গাপুর বাজার মোড়

জয়পাড়া মোড়

রেখাচিত্র ২.২: দুর্গাপুর পৌরসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের রেখাচিত্র

ব্যস্ত ঘন্টা ও অব্যস্ত ঘন্টায় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচলের পরিমাণ নিচের ২.৩ সারণিতে উপস্থাপন করা হ'ল।

সারণি ২.৩: গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে ব্যস্ত ও অব্যস্ত সময়ে যানবাহন চলাচলের পরিমাণ

ব্যস্ত / অব্যস্ত সময়	জরিপের সময়	সময়কাল	যানবাহন সংখ্যা			
			সিনেমা হল মোড় সংযোগস্থল		বাজার মোড় সংযোগস্থল	
			যান্ত্রিক যান	অযান্ত্রিক যান	যান্ত্রিক যান	অযান্ত্রিক যান
ব্যস্ততম সময়	সকাল	৯:০০ -১০:০০	৫৭	১৮০	৩৯	১০৩
	বিকাল	৪:০০ -৫:০০	৪০	১৩৯	৩০	৯২
অব্যস্ত সময়	সকাল	৬:০০ -৭:০০	৩৬	১২১	৩৬	১২১
	বিকাল	১১:০০ -১২:০০	২৮	৯৩	২৮	৯৩

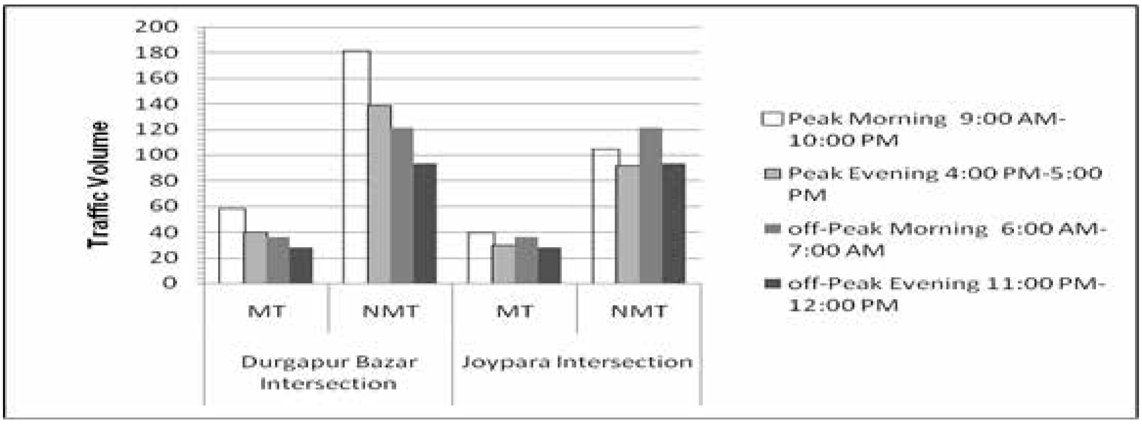

রেখাচিত্র ২.৩: দুর্গাপুর পৌরসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলের চলাচলের পরিমাণ

২.২.৪ সেবার মান: যানজট এবং বিলম্বের মাত্রা

সেবার পর্যায় (যেটাকে সেবার মানও বলা হয়) বলতে বুঝায় যানবাহনের গতি, সুবিধা, আরাম, পরিবহণ সুযোগ-সুবিধা ও সেবার নিরাপত্তা যা ব্যবহারকারীরা ব্যবহার ও উপলব্ধি করেন। সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান নির্ধারণে পরিবহণ পরিকল্পনায় সেবার পর্যায়ের (এলওএস) হার নির্ধারণ পদ্ধতি ('এ' অর্থাৎ সর্বোচ্চ ভালো থেকে ক্রমান্বয়ে 'এফ' অর্থাৎ খুবই খারাপ পর্যন্ত নির্ধারিত) ব্যবহার করা হয়। এটা বুঝার জন্য সহজ। সেবার পর্যায়ের হার নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রায়শ:ই তা পরিবহণ পরিকল্পনার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এই হার নির্ণয়ের পদ্ধতি যাতায়াত সংক্রান্ত সমস্যা, সম্ভাব্য সমাধানের উপায়, অবস্থানের তুলনা এবং চলাচলের ধরণ সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেবার পর্যায় এক ধরণের পরিমাপ যা পরিবহণ অবকাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতা নির্ণয়ের জন্য পরিবহণ প্রকৌশলীগণ ব্যবহার করে থাকেন। সেবার পর্যায় সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় মহাসড়কে নিরাপদ চলাচলের উদ্দেশ্যে যাতায়াত প্রবাহের শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের জন্য।

দুর্গাপুর পৌরসভায় চলাচল সৃষ্টিকারী স্থানগুলো হল বাস স্ট্যাণ্ড, উপজেলা কর্মকেন্দ্র (কমপ্লেক্স), থানা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বাজার. কাঁচা বাজার, হাসপাতাল, ভূমি অফিস এবং বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়। দুর্গাপুর পৌরসভায় বিরিশিরি বাস স্ট্যাণ্ড হচ্ছে সবথেকে যানজট এলাকা। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে সেতু দুর্গাপুর বাজার থেকে কালিবাড়ি মোড় গোটা এলাকাকে যানজটপূর্ণ এলাকা ধরে নেওয়া যায়।

বিভিন্ন সড়ক ও সড়ক সংযোগস্থলে সেবার পর্যায় নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (সংযোগ স্থলের জন্য), গতি নির্ভর পদ্ধতি, যানবাহনের সক্ষমতার অনুপাত পদ্ধতি প্রভৃতি। সড়কের সেবার পর্যায় নির্ধারণ সাধারণত বাংলাদেশের মত ইউরোপ ও এশীয় দেশগুলোর চেয়ে আমেরিকার সড়কগুলোর জন্য প্রযোজ্য। উপরন্ত, এর জন্য গতি, বিলম্ব, যানবাহনের পরিমাণ, সড়কের সক্ষমতা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর নির্ভুল উপাত্ত দরকার হয়। দুর্গাপুরের মত ছোট একটি শহর যেখানে প্রায় অর্ধেক যাতায়াত অযান্ত্রিক যানবাহনে সম্পন্ন হয়, সেখানে পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য সেবার পর্যায় নির্ধারণ অপরিহার্য নয়।

২.২.৫ পথচারীদের জন্য সুবিধা

ফুটপাথ ছাড়াও পথচারীদের জন্য আরও অনেক ধরণের সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিন্তু সুবিধাগুলো সম্পর্কে সাধারণ জনগণ ওয়াকিবহাল নয়। পথচারীদের সুবিধার মধ্যে রয়েছে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাংশ (ডিভাইস), যানবাহনের গতি মন্থর করার ব্যবস্থা যা কেবল পথচারীদের ভ্রমণে উৎসাহিত করতে যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রবিশেষ, সড়কের পাশের ঢালু জায়গা, সড়কের ঢালপথ আলাদাকরণ (ওভারপাস এবং আণ্ডারপাস), পথচারী পারাপার (সড়কের মাঝখানে স্ফীত করে গতি নিয়ন্ত্রণ, পথচারীদের জন্য সড়কদ্বীপসহ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাবলীও এর মধ্যে রয়েছে)। সাধারণত, এই সুযোগ-সুবিধা মূল সড়ক ব্যবস্থার সমান্তরালে সড়ক সীমানা (রাইট অব ওয়ে) মধ্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সড়ক সীমানার মধ্যে প্রবর্তিত 'হাটাপথ' বা "পথচারী রাস্তা" জনগণকে সড়কে যানবাহন থেকে নিরাপদে চলাচল করার সুবিধা প্রদান করে। এটা পথচারীদের চলাচলে গতিশীলতা প্রদান করে এবং বাড়ি, কাজ, উদ্যান, বিদ্যালয়, কেনাকাটা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতে সহজ ও বিকল্প মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটা শিশুদের হাটা, দৌড়ানো, স্কেট, বাইক চালানো, এবং খেলাধুলার স্থান হিসেবেও কাজে লাগানো যায় এমনকি যেখানে কোন হাঁটার সড়ক থাকে না অথবা হাটাচলার সড়ক খুবই দুর্বলভাবে মেরামত করা হয়েছে অথবা হাঁটার জন্য কোন অংশ রাখা হয়নি। দুর্গাপুর পৌরসভায় এ ধরণের কোন পথচারী সুবিধা নেই।

২.২.৬ বর্তমান ঘাটতি বিশ্লেষণ

অন্যান্য শহরের মত দুর্গাপুরেও পরিবহণ সংক্রান্ত ঘাটতি রয়েছে যা দুটি উৎস থেকে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, শহরের উপর প্রাথমিক জরিপ ও পর্যবেক্ষণ, যাত্রী ও চালকদের সাক্ষাৎকার এবং দ্বিতীয়তঃ খানা জরিপের মাধ্যমে।

২.২.৬.১ সড়ক সক্ষমতার ঘাটতি

অপ্রশস্ত সড়ক

শহরের প্রধান সমস্যা হিসেবে সড়কের অপ্রশস্ততা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরফলে অধিক সংখ্যায় যানবাহন সড়কের সক্ষমতা ছাড়িয়ে যায় এবং অপ্রশস্ত সড়কে (সরু) ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষের পক্ষে উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় সড়কের প্রস্থ বাড়ানো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হবে, বিশেষত মূল বাজার এলাকার সংযোগ স্থলে, কেননা এজন্য অত্যধিক ব্যয় হবে এবং স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলার যে কোন উদ্যোগের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিরোধ ও চাপ বেশি থাকবে।

সড়কসমূহের অপ্রশস্ততার কারণে সৃষ্ট যানজটকে পরিবহণ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সড়কের প্রস্থ সংক্রান্ত ন্যুনতম মান অনুসরণ না করেই এখানকার অধিকাংশ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অপ্রশস্ত সড়কের তালিকা দেওয়া হল।

সারণি - ২.৪: গুরুত্বপূর্ণ অপ্রশস্ত সড়কের তালিকা

ক্রমিক নং	সড়কের নাম	সড়কের উচ্চক্রম	গড় প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	ধরন
১	ভুলিগাও সড়ক	খ শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	২.৫০	৫৭০.২৭	আধাপাকা
২	গারো মধ্যপাড়া সড়ক	গ শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	২.৫০	৪৯৩.০৫	আধাপাকা
৩	কালি মন্দির সড়ক	ক শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	৪.৫০	৬০০.৪৩	পাকা
৪	নাজিরপুর সড়ক	ক শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	৪.০০	৪৩৬৫.৯৬	কাঁচা
৫	জয়পাড়া সড়ক	ক শ্রেণির ফিডার সড়ক	৪.০০	১১০০.২৭	পাকা
৬	কালসিন্দুর সড়ক	ক শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	২.৫০	৫৮৪.১৮	কাঁচা
৭	শিবগঞ্জ বাজার সড়ক	ক শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	৩.৫০	২৬২.৪৫	পাকা
৮	বিজয়পুর সড়ক	ক শ্রেণির ফিডার সড়ক	৪.০৩	৫৮৮.৪৯	পাকা
৯	সিএনবি সড়ক	খ শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	৪.০৩	১৪৫.৩৭	পাকা
১০	বুরঙ্গি সড়ক	গ শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	৩.০০	৮৩১.৫১	পাকা
১১	জরনাইল সড়ক	খ শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	৪.০০	৮২৭.৩৮	পাকা
১২	মুক্তারপাড়া সড়ক	গ শ্রেণির গ্রামিণ সড়ক	২.৫০	৬৪৯.২৭	আধাপাকা

সূত্রঃ ভৌত উপাদান জরিপ, ২০০৮-২০০৯

চলাচল দ্বন্দ্ব (ট্রাফিক কনফ্লিক্ট)

সড়কে ধীর ও দ্রুত গতির যানবাহন একসাথে চলাচল করায় শহরে প্রায়শঃ চলাচল দ্বন্দ্ব হয় যা এখন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যেখানে যান চলাচলের ঘনত্ব অনেক বেশি মূলত সেখানেই চলাচল দ্বন্দ্ব ঘটে থাকে। পরামর্শক দল শহরের সমগ্র এলাকায় যান চলাচলের ওপর জরিপ চালিয়ে ০২টি জায়গায় সবচেয়ে বেশি চলাচল দ্বন্দ্ব হয় বলে সনাক্ত করেছেন তা হল দুর্গাপুর বাজার সংযোগস্থল ও জয়পাড়া সংযোগস্থল। এই এলাকায় ধীর গতির অযান্ত্রিক যানবাহন যেমন; রিক্সা এবং ভ্যানের সাথে যান্ত্রিক মোটরযানের গতির পার্থক্য ও চলাচলের বিশৃঙ্খল বৈশিষ্ট্যের কারণে দ্বন্দ্ব ঘটে। যেহেতু ধীর গতির যানবাহনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ফলে প্রায় দ্বন্দ্ব ঘটছে।

চলাচল দ্বন্দ্বের প্রধান কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে, সড়ক সংযোগস্থল বা মোড়ের অনুপযুক্ত নকশা, সড়কের চলাচল অংশের উপর গাড়ি পার্কিং, সম্ভাব্য যাত্রীর খোঁজে সড়কে অপেক্ষা করা, ট্রাফিক সিগনাল না থাকা এবং ট্রাফিক আইন অমান্য করা।

২.২.৬.২ প্রায়োগিক, নিরাপত্তা, সংকেত ও অন্যান্য ঘাটতি

অন্যান্য উপজেলা শহর যেখানে সরাসরি আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়কে যাতায়াত নেই এধরণের শহরের মত দুর্গাপুর পৌরসভা এলাকায় কোন যানবাহন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নেই। সড়ক বিভাজন, সংকেত (সিগন্যাল) ব্যবস্থাসহ কোন ট্রাফিক পয়েন্ট বা ট্রাফিক দ্বীপও নেই, সেকারণে সড়কে যাতায়াত কার্যকারিতা এবং সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত।

২.২.৭ অন্যান্য যাতায়াত মাধ্যমের অবস্থা (রেল/ নৌ/ আকাশ)

দুর্গাপুর পৌরসভায় কোন রেলপথ নেই।

পৌরসভার অভ্যন্তরে সুমেশ্বরী নদী থাকলেও নদীতে সারা বছর নাব্যতা না থাকায় নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ নেই। এছাড়া ০২টি খাল রয়েছে যাদের পানির পরিমাণ খুব কম। তাই পৌরসভায় কোন নৌপথ নেই।

পৌরসভায় আকাশপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই ফলে নগরবাসী বিমানে ভ্রমণের জন্য রাজধানী ঢাকার উপর নির্ভরশীল।

২.৩ ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ

২.৩.১ আগামী ১০ বছরের জন্য ভ্রমণ চাহিদার পূর্বাভাস

ভ্রমণ চাহিদার ফলাফল হল বিভিন্ন শ্রেণির ভ্রমণকারীর বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত তারা, কিভাবে, কোথায় ও কখন ভ্রমণ করবে। এই সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় অনেকগুলো বিষয় দ্বারা যেমন- পারিবারিক অবস্থা, ভ্রমণকারীর বৈশিষ্ট্য এবং ভ্রমণের জন্য পছন্দের গন্তব্য, পথ এবং যানবাহনের সহজপ্রাপ্যতা।

ভ্রমণ চাহিদা সম্পর্কিত পূর্বাভাস প্রণয়নের আগে, এটা স্থির করা জরুরী যে বর্তমান সমাজ ভবিষ্যতকে কিভাবে দেখতে চায়। পরিবহণ ব্যবস্থা সরাসরি ভূমি ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত। ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার ধরণ অনুসরণ ক'রেই ভ্রমণ পূর্বাভাস প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তিত হ'লে ভ্রমণের চাহিদায়ও পরিবর্তন আসবে।

ভ্রমণ চাহিদার পূর্বাভাস নির্ধারণ প্রক্রিয়া নগর পরিবহণ পরিকল্পনার মুল বিষয়। এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় ভবিষ্যৎ ভ্রমণ সংখ্যা নিরূপনের জন্য যা ভবিষ্যতে বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থার সংস্থান করবে। অনেক পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে মানুষ কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের বিবেচ্য বিষয় এবং কিভাবে তারা বিকল্প পরিবহণের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখায় তা অনুমান করা প্রয়োজন।

নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রী বা যানবাহন সংখ্যা হিসেবে ভ্রমণ চাহিদা নিরূপণ করা যায় যা প্রদত্ত ভূমি ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পরিবহণ ব্যবস্থার অধীনে ভ্রমণ সংঘটনের আশা করা যেতে পারে।

নগর ভ্রমণে যে তিনটি বিষয় প্রভাব ফেলে-

- ভূমি ব্যবহারের স্থান ও ঘনত্ব
- এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং
- প্রাপ্ত পরিবহণ সেবার ধরণ, ব্যয় ও মান

ভূমি ব্যবহার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভ্রমণ চাহিদার প্রধান নির্ধারক। কোন এলাকায় যাতায়াত সংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভর করে কিভাবে উক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর যেমন; বিপণি বিতান, আবাসিক কমপ্লেক্স এবং অফিস ভবন ভিন্ন ভিন্ন ধরণের যাতায়াত সংখ্যা সৃষ্টি করে। মানুষের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যও পরিবহণ চাহিদায় প্রভাব ফেলে। জীবন ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ প্রভাব ফেলে মানুষ তাদের সম্পদ কিভাবে পরিবহণ খাতে ব্যয় করবে। যেমন-সাধারণত স্বল্প আয়ের আবাসিক এলাকার প্রতি ব্যক্তির যান্ত্রিক বাহন ব্যবহারের তুলনায় উচ্চ আয়ের আবাসিক এলাকায় ব্যক্তি প্রতি যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহারের সংখ্যা বেশি হয়।

পরিবহণ সুযোগ সুবিধার সহজলভ্যতা ভ্রমণ চাহিদায় প্রভাব বিস্তার করে। ভ্রমণকারীরা বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থার দেওয়া সেবার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। যখন তারা ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ভ্রমণকালীন ব্যয়, সুবিধা, আরাম এবং নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে। পরিবহণ চাহিদা নিরূপণের জন্য কর্মসংস্থান, গাড়ির মালিকানা, ভ্রমণ বন্টন ইত্যাদি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা জরুরী। আর্থ-সামাজিক জরিপ কর্তৃক সংগৃহীত কিছু তথ্য উপরে উল্লেখ করা হলেও ভবিষ্যৎ ভ্রমণ চাহিদার পূর্বাভাসে এসব তথ্য যাচাই করতে হবে।

তাছাড়া পরিকল্পনা এলাকার যাতায়াত ধরণের সার্বিক চিত্র পেতে যাতায়াত জরিপ করা হয়েছে এবং এই জরিপ যাতায়াত পূর্বাভাসের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য ভবিষ্যৎ যাতায়াত চাহিদা পূর্বাভাসে কোন মডেল আত্মীকরণে পরামর্শকদের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাধারণ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দেখা যায় পরিকল্পনা এলাকায় চলাচল জটিলতা এখনো সঙ্কটপূর্ণ নয়। অবশ্য যথাযথ পরিকল্পনা মান বজায় রাখার সময় পৌরসভাকে যাতায়াত ব্যবস্থা পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে। এজন্য সড়কের সুপারিশকৃত পরিকল্পনা মান নিম্নে দেওয়া হলঃ

সারণি ২.৫: সুপারিশকৃত সড়ক পরিকল্পনা মান

সড়ক শ্রেণি	সুপারিশকৃত প্রস্থ
প্রধান সড়ক	৩০.৪৯ ৩৬.৫৯ মিটার (১০০-১২০ ফুট)
মাধ্যমিক সড়ক	১৮.২৯ - ২৪.৩৯ মিটার (৬০-৮০ ফুট)
স্থানীয় সড়ক	৬.১০ - ১২.২০ মিটার (২০-৪০ ফুট)

সূত্র: ইউটিআইডিপি, এলজিইডি

অবশ্য পৌরসভার কয়েকটি প্রধান সড়কে ছোট খাট যানজট লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণত ব্যস্ত সময়ে ৯টা থেকে ১০.০০ টা এবং ৪.০০ থেকে ৫.০০টা পর্যন্ত যানবাহনের চাপ বেশি থাকে। এছাড়া দেখা যায়, দুর্গাপুরয় বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ৬.১০ মিটারের কম প্রশস্ত, যা ধারণা করা হয় ভবিষ্যতের চলাচলের জন্য একটি হুমকির কারণ হবে। ফলে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এলজিইডি'র ইউটিআইডিপি প্রকল্প থেকে পরামর্শকসহ সম্মিলিতিভাবে নির্ধারিত পরিকল্পনা মান অনুযায়ী সড়কের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

২.৩.২ পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থা বিবেচনা

পরিবহণ ব্যবস্থার ক্রমাগত বৃদ্ধি আবশ্যিক ভাবেই একটি অঞ্চল সহায়তা দিতে পারে এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন একচেটিয়াভাবে কর্তৃপক্ষ প্রবর্তিত পদ্ধতিতে করা হয়। বাজার পরিস্থিতি এবং নীতিগত উদ্যোগ এর উপর ভিত্তি করে সম্পত্তির মালিক, প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, শহর, নগর প্রভৃতি অনবরত ছোট ছোট সিদ্ধান্ত (কিছু বড় সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত) গ্রহণ করে যার ফলে পরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বাজার এবং নীতি কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কিভাবে সুবিধায় পরিবর্তিত হয় তা বোঝা জরুরী যার মাধ্যমে পূর্বাভাস, পরিকল্পনা, নীতিনির্ধারণ এবং মূল্যায়নের উন্নয়ন করা সম্ভব।

২.৩.৩ ভবিষ্যৎ যানবাহনের পরিমাণ এবং সেবার মান

সড়ক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্থানের যান চলাচলের গণনা বলে দেয় সেখানে যান চলাচলের পরিমাণ কত এবং যা বর্তমান চলাচলের ধরণ ও চাহিদার কতটুকু পুরণ হচ্ছে তার ওপরও প্রভাব ফেলে ।

পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে যখন পরিকল্পনা এগিয়ে যায়, তখন পরিকল্পনার মেয়াদ ও তারও পরবর্তী সময়ের জন্য যান চলাচলের পর্যায় নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবহণ সংযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন নির্ধারণে জনসংখ্যার বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত, জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে পরিবহণ সুবিধার ব্যবহার বৃদ্ধি ঘটে, যার অর্থ সড়ক পথে আরও বেশি সংখ্যক যানবাহন চলাচল করবে।

পৌরসভায় দুর্গাপুর বাজার সংযোগস্থল ও জয়পাড়া সংযোগস্থল হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগস্থল। হলপট্টি ও বাস স্ট্যাণ্ড সংযোগস্থলে যানবাহন চলাচলের তীব্রতা লক্ষ্য করা গেছে এবং এসব স্থানে চলাচল দ্বন্দ্ব রয়েছে।

সেবার পর্যায় কোন একটি নির্দিষ্ট সড়কের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য কর্মক্ষমতার মান প্রদর্শন করে। পৌরসভার উচিত এর সড়ক ব্যবস্থায় সেবা পর্যায় সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা। সেবার পর্যায় (এলওএস) সংক্রান্ত নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হল:

- কোন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং চাহিদা।
- সুযোগ-সুবিধা সরবরাহের সক্ষমতা, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যান চলাচলের পরিমানের জন্য সেবার পর্যায় (এলওএস) নীতি সুরক্ষার প্রয়োজন নির্ধারণ করে।
- সুযোগ সুবিধার তহবিলের সক্ষমতা, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যান চলাচলের পরিমাণের জন্য সেবার পর্যায় (এলওএস) নীতি সুরক্ষার প্রয়োজন নির্ধারণ করে।

২.৪ পরিবহণ উন্নয়ন পরিকল্পনা

২.৪.১ সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা

এই শহরের সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা পৌরসভার আভ্যন্তরীণ ও বাইরের সংযোগ বিবেচনা করে গড়ে উঠেনি। ফলে একটি সমন্বিত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু সড়ক পরিবহণ পৌরসভার একমাত্র যাতায়াত মাধ্যম ফলে পরিবহণ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। নতুন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং বর্তমান সড়কের মানোন্নয়নের সুযোগ রেখে সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

২.৪.১.১ সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা

পরিবহণ পরিকল্পনাসহ যে কোন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিকল্পা মান (প্ল্যানিং স্ট্যাণ্ডার্ড) হল একটি মৌলিক উপকরণ। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সড়কের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনা মান সারণি ২.৫ এ তুলে ধরা হয়েছে। এই পরিকল্পনা মান পৌরসভাসহ অন্যান্য পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন সংস্থা ব্যবহার করবে এটিই প্রত্যাশিত। বর্তমান মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে পরামর্শক দল উক্ত মান অনুসরণ করেছেন। যানবাহন ও পথচারীদের সুবিধাজনক চলাচলের জন্য পরিকল্পনা মান অনুসরণে সমন্বিত সড়ক সংযোগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তিন ধরণের সড়ক, যেমন; পৌরসভার প্রধান সড়ক, মাধ্যমিক সড়ক এবং স্থানীয় সড়ক প্রস্তাব করা হয়েছে। মানচিত্রে সহজে খুঁজে পাওয়া ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সকল সড়কের জন্য পৃথক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি নম্বর) প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ সড়ক সংযোগ পরিকল্পনা মানচিত্র ২.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের তালিকা সারণি ২.৬ দেওয়া হয়েছে।

ডব্লিউআর-৪৭

ময়মনসিংহ মহাসড়কের পৌরসভা সীমানা থেকে পৌরসভার একেবারে দক্ষিণে ভবানীপুর বেড়িবাঁধ সড়কে সুমেশ্বরী নদীর উপর নির্মিতব্য প্রস্তাবিত সেতু (এই সেতুর বিল ইতোমধ্যে একনেকে পাস হয়েছে) পর্যন্ত প্রধান সড়ক হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। মূলত মহাসড়কের কিছু কিছু অংশ প্রশস্তকরণ ও পুনরায় নির্মাণ এবং অবশিষ্ট অংশের নতুন ক'রে নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনাসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বিজয়পুরের সংযোগের লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক মহাসড়কের অংশ হিসেবে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর আরো লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে বিজয়পুর স্থল শুল্ক স্টেশনের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। মহাসড়কের প্রস্তাবিত সড়ক সীমানা প্রস্থ (রাইট অব ওয়ে) ৩৬.৫৭ মিটার বা ১২০ ফুট।

পিআর-১:

এর প্রস্তাব করা হয়েছে ডব্লিউআর-৪৭ অনুসরনে একই বিকল্প সড়কের অংশ হিসেবে। এটি হচ্ছে মুলতঃ বর্তমানের বিজয়পুর সড়কের প্রশস্তকরণ ও পুনঃনির্মাণ। এটি ডব্লিউআর-৪৭ ও সুমেশ্বরী নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতু এবং পৌরসভা সীমানার একেবারে উত্তরে বিজয়পুর যাওয়ার সড়ককে যুক্ত করবে। প্রস্তাবিত প্রশস্ততা ৩৬.৫৭ মিটার বা ১২০ ফুট।

ডব্লিউআর-৪৫

মাধ্যমিক সড়ক হিসাবে একটি নতুন বিকল্প সড়ক (বাইপাস রোড) নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে যেটি মূলতঃ একেসিএম-মোড়ের মাধ্যমে মহিলা কলেজের দিকে যওয়া বিরিশিরি সেতুর সঙ্গে প্রস্তাবিক প্রধান সড়ককে সংযুক্ত করবে। এজন্য বর্তমান সড়ক প্রশস্ত ও পুনঃনির্মাণ করতে হবে। এই বাইপাস সড়ক বাজার এলাকার নিরবচ্ছিন্ন চলাচলসহ মুল এলাকার দিকে (দুর্গাপুর বাজার) পৌরসভার দক্ষিণ অংশের মধ্যে চলাচল সহজতর করবে। মান অনুযায়ী মাধ্যমিক সড়কের সীমানা প্রস্থ হবে ২৪.৫ মিটার বা ৮০ ফুট।

এসআর-০১

ডব্লিউআর-৪৭-এর পর এটি হচ্ছে উপরে উল্লেখিত বাইপাস সড়কের দ্বিতীয় অংশ। এই সড়ক আংশিক প্রশস্তকরণ ও বর্তমান সড়ক পুনঃনির্মাণ এবং অবশিষ্টাংশ নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে। এটি পৌরসভার উত্তর অংশে সুমেশ্বরী নদীর উপর বিরিশিরি সেতু ও মহিলা কলেজকে যুক্ত করবে। মান অনুযায়ী মাধ্যমিক সড়কের সীমানা প্রস্থ হবে ২৪.৫ মিটার বা ৮০ ফুট।

এসআর-০২

এটি সাধারণ শিল্পাঞ্চল ও বিরিশিরি সেতু সংযুক্তকারী আরেকটি বাইপাস সড়ক। এই সড়কের একটি বড় অংশ নতুন নির্মাণ করতে হবে এবং একেবারে উত্তর অংশের অল্প দূরত্ব প্রশস্ত ও পুনঃনির্মাণ করতে হবে। এই সড়ক মালবাহী যানবাহনের একচ্ছত্র চলাচল থাকবে। মান অনুযায়ী মাধ্যমিক সড়কের সীমানা প্রস্থ হবে ২৪.৫ মিটার বা ৮০ ফুট।

ডব্লিউআর-১০

পৌরসভার সঙ্গে নজিরপুরকে যুক্ত করার জন্য মহাসড়কের অংশ হিসেবে এই মাধ্যমিক সড়কের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বর্তমান নজিরপুর সড়ক প্রশস্ত ও পুনঃনির্মাণ করতে হবে। এই সড়ক শুরু হবে একেসিএম মোড় থেকে এবং শেষ হবে পৌরসভা সীমানায় নজিরপুরের দিকে যাওয়া পর্যন্ত। মান অনুযায়ী মাধ্যমিক সড়কের সীমানা প্রস্থ হবে ২৪.৫ মিটার বা ৮০ ফুট।

এছাড়া, ডব্লিউআর-৪, ডব্লিউআর-৩৬ ও ডব্লিউআর-৩৮সহ বর্তমানের তিনটি সড়ক ৬০ ফুট প্রশস্তের মাধ্যমিক সড়কে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রশস্ত ও উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব সড়ক পৌরসভার উত্তর-পূর্ব অংশে সমন্বিত সড়ক সংযোগের সুবিধা দেবে।

সারণি ২.৬: প্রস্তাবিত প্রধান ও মাধ্যমিক সড়কের তালিকা

সড়ক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	ওয়ার্ড	প্রস্তাবনার ধরন	সড়ক শ্রেণি	দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট) (রাইট অফ ওয়ে)
WR-47	৭	প্রশস্তকরন	প্রধান সড়ক	০.৮৭৫	১২০
PR-01	৮	নতুন নির্মান	প্রধান সড়ক	৩.০৭৩	১২০
WR-04	১	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	১.২২৬	৬০
WR-10	২	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	১.৯৯৮	৮০
WR-36	৬	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	২.৭৯৫	৬০
WR-38	৬	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	১.৮৩৩	৬০
WR-45	৭	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	০.৭৫৯	৮০
SR-01	৫	নতুন নির্মান	মাধ্যমিক সড়ক	১.২৫৭	৮০
SR-02	৬	নতুন নির্মান	মাধ্যমিক সড়ক	২.৭৮৫	৮০

২.৪.১.২ বর্তমান সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রস্তাবনা

চলাচল সক্ষমতা ও নিরাপত্তা বাড়াতে যাতায়াত ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে যেসকল প্রধান সড়ক সংযোগ আছে তাদের বর্তমান ঘাটতি দূর করার মাধ্যমে সড়কের উন্নয়ন করা যেতে পারে। এজন্য সড়ক প্রশস্ত করা এবং/অথবা নির্বাচিত বাঁক, মোড় প্রভৃতি স্থানে জ্যামিতিক নকশা পুনর্গঠনের মাধ্যমে সড়কের চলাচল ও নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্তমান বিভিন্ন সড়কের মানোন্নয়ন প্রস্তাব সারণি ২.৭-এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ২.৭: সড়ক মানোন্নয়ন প্রস্তাব

সড়ক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	অবস্থান	প্রস্তাবনার ধরন	সড়ক শ্রেণি	দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
WR-01	ওয়ার্ড০১	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৪৪৯	৪০
WR-02	ওয়ার্ড০১	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.১৮৬	৩০
WR-03	ওয়ার্ড০১	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৪৩৫	৪০
WR-04	ওয়ার্ড০১	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	১.২২৬	৬০
WR-05	ওয়ার্ড০১	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৪২৭	৩০
WR-06	ওয়ার্ড০১	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৪৮০	৪০
WR-07	ওয়ার্ড০১	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.১৯৭	৪০
WR-08	ওয়ার্ড০২	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৫৩৯	৩০
WR-09	ওয়ার্ড০২	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	১.৩৩২	৪০

সড়ক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	অবস্থান	প্রস্তাবনার ধরন	সড়ক শ্রেণি	দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
WR-10	ওয়ার্ড০২	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	১.৯৯৮	৮০
WR-11	ওয়ার্ড০২	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২৯৪	৩০
WR-12	ওয়ার্ড০২	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২০৫	৩০
WR-13	ওয়ার্ড০২	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৩৪১	৩০
WR-14	ওয়ার্ড০৩	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.১৬৯	৩০
WR-15	ওয়ার্ড০৩	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২০৫	৩০
WR-16	ওয়ার্ড০৩	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.১৫১	২০
WR-17	ওয়ার্ড০৩	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৭০৯	৩০
WR-18	ওয়ার্ড০৩	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.১৩৬	৩০
WR-19	ওয়ার্ড০৪	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.১৬৮	৩০
WR-20	ওয়ার্ড০৪	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	১.১০৫	৪০
WR-21	ওয়ার্ড০৪	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৭৯২	৪০
WR-22	ওয়ার্ড০৪	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৮৮১	৩০
WR-23	ওয়ার্ড০৪	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২৫৯	৩০
WR-24	ওয়ার্ড০৪	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.১৯৬	৩০
WR-25	ওয়ার্ড০৪	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৩১২	৪০
WR-26	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৪২৮	৪০
WR-27	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২৬৫	২০
WR-28	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২১০	৩০
WR-29	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৯৫৮	৪০
WR-30	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	১.০৩৩	৪০
WR-31	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২৮৩	৪০
WR-32	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৩৭৩	৪০
WR-33	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৪৩৮	৪০
WR-34	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৩৬১	৩০
WR-61	ওয়ার্ড০৫	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৩৩০	৩০
WR-35	ওয়ার্ড০৬	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৪৬০	৩০
WR-36	ওয়ার্ড০৬	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	২.৭৯৫	৬০
WR-37	ওয়ার্ড০৬	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	১.৫৮০	৪০
WR-38	ওয়ার্ড০৬	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	১.৮৩৩	৬০
WR-39	ওয়ার্ড০৬	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৩০০	৪০
WR-40	ওয়ার্ড০৬	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২৪৮	৪০
WR-41	ওয়ার্ড০৬	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২৫৯	৪০
WR-42	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২২৫	৩০
WR-43	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২২৩	৪০
WR-44	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.১৬৯	৩০
WR-45	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	মাধ্যমিক সড়ক	০.৭৫৯	৮০
WR-46	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৪৬৬	৪০
WR-47	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	চৎরসধৎু জড়ধফ	০.৮৭৫	১২০
WR-48	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	১.৯৪২	৪০
WR-49	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৫৯৫	৪০
WR-50	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৫৫৯	৪০
WR-51	ওয়ার্ড০৭	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.০৫৮	৪০
WR-52	ওয়ার্ড০৮	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২৫১	৪০

সড়ক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	অবস্থান	প্রস্তাবনার ধরন	সড়ক শ্রেণি	দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
WR-53	ওয়ার্ড০৮	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২৫১	৩০
WR-54	ওয়ার্ড০৮	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	১.১৩০	৪০
WR-55	ওয়ার্ড০৮	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৮৩০	৪০
WR-56	ওয়ার্ড০৮	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৪৭৫	৪০
WR-57	ওয়ার্ড০৯	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৯৫৩	৩০
WR-58	ওয়ার্ড০৯	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৫২৮	৪০
WR-59	ওয়ার্ড০৯	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.৬৯২	৩০
WR-60	ওয়ার্ড০৯	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.২০৪	৪০
WR-62	ওয়ার্ড০৯	প্রশস্তকরন	স্থানীয় সড়ক	০.১০৬	৪০

২.৪.১.৩ প্রস্তাবিত নতুন সড়কের তালিকা

পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় যে কোন পরিবহণ উন্নয়ন প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে। কাঠামো পরিকল্পনায় নির্দেশিত গঠন অনুযায়ী পরিবহণ পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। জনগণের বিবেচনার জন্য পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট পরিবহণ প্রস্তাব যেমন নতুন সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন, চলাচল ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ, গণপরিবহণ সেবার সমন্বয়, যানবাহন পার্কিং নিয়ন্ত্রণ এবং সাইকেল ও পথচারী নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পৌরসভার জনসাধারণের আলোচনার জন্য এসকল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় সড়ক যেগুলো কৌশলগতভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও গতিপথ নির্ধারণ স্থানীয় চাহিদার উপর নির্ভরশীল, সে ধরণের সড়ক এই স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বর্তমান সড়ক, ভ্রমণ চাহিদার ধরণ, ভবিষ্যৎ নগর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এবং পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় জনগণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করার পর নতুন সড়কের তালিকা প্রণয়ন করা করা হয়েছে। সারণি ২.৮ এ বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ২.৮: নতুন সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	অবস্থান	প্রস্তাবনার ধরন	সড়ক শ্রেণি	দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
LR-01	ওয়ার্ড০১	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২৬৬	৪০
LR-02	ওয়ার্ড০১	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১৫৮	২০
LR-03	ওয়ার্ড০১	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১৭৩	২০
LR-04	ওয়ার্ড০২	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৬৭৯	৪০
LR-05	ওয়ার্ড০২	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৩৭৭	৪০
LR-06	ওয়ার্ড০২	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২০৩	৩০
LR-07	ওয়ার্ড০২	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৭০২	৩০
LR-08	ওয়ার্ড০২	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২২০	৩০
LR-09	ওয়ার্ড০২	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৭৯২	৪০
LR-10	ওয়ার্ড০৩	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২৯৩	৪০
LR-11	ওয়ার্ড০৩	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	২.৪৫৭	৪০
LR-12	ওয়ার্ড০৫	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১৩৭	২০
LR-13	ওয়ার্ড০৫	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	১.০৯৯	৪০
SR-01	ওয়ার্ড০৫	নতুন নির্মান	মাধ্যমিক সড়ক	১.২৫৭	৮০
LR-14	ওয়ার্ড০৬	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৪২৮	৪০
LR-15	ওয়ার্ড০৬	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৭৮৫	৪০
LR-16	ওয়ার্ড০৬	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৩৩৬	৪০
LR-17	ওয়ার্ড০৬	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	১.৬৬২	৪০
LR-18	ওয়ার্ড০৬	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২১৬	৪০
LR-19	ওয়ার্ড০৬	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২২৫	৪০
LR-20	ওয়ার্ড০৬	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	১.৩৭৩	৪০
LR-21	ওয়ার্ড০৬	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২৫৩	৪০

সড়ক সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	অবস্থান	প্রস্তাবনার ধরন	সড়ক শ্রেণি	দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
SR-02	ওয়ার্ড০৬	নতুন নির্মান	মাধ্যমিক সড়ক	২.৭৮৫	৮০
LR-22	ওয়ার্ড০৭	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১৯৪	৩০
LR-23	ওয়ার্ড০৭	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৫৭৬	৪০
LR-24	ওয়ার্ড০৭	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১৩০	৩০
LR-25	ওয়ার্ড০৭	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৫৬৬	৪০
LR-26	ওয়ার্ড০৭	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২০৮	৩০
LR-27	ওয়ার্ড০৭	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২৩১	৩০
LR-28	ওয়ার্ড০৭	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৭৫৬	৪০
LR-29	ওয়ার্ড০৮	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১৪৯	৪০
LR-30	ওয়ার্ড০৮	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.০৬৪	৪০
LR-31	ওয়ার্ড০৮	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১৬৬	৪০
LR-32	ওয়ার্ড০৮	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২০৪	৪০
LR-33	ওয়ার্ড০৮	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৫২৩	৪০
LR-34	ওয়ার্ড০৮	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৫২৯	৪০
PR-01	ওয়ার্ড০৮	নতুন নির্মান	চৎরসধৎু জড়ধফ	৩.০৭৩	১২০
LR-35	ওয়ার্ড০৮	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২৬৪	৪০
LR-36	ওয়ার্ড০৯	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১৪৮	৪০
LR-37	ওয়ার্ড০৯	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১৯৮	৪০
LR-38	ওয়ার্ড০৯	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৬৮৯	৪০
LR-39	ওয়ার্ড০৯	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.২৮৬	৪০
LR-40	ওয়ার্ড০৯	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১০৮	৩০
LR-41	ওয়ার্ড০৯	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.১১৮	৩০
LR-42	ওয়ার্ড০৯	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	৩.১৪২	৪০
LR-43	ওয়ার্ড০৯	নতুন নির্মান	স্থানীয় সড়ক	০.৩০৪	৪০

২.৪.২ পরিবহণ সুবিধার জন্য পরিকল্পনা

২.৪.২.১ পরিবহণ সুবিধা পরিকল্পনা

বাস টার্মিনাল

পৌরসভায় সুনির্দিষ্ট কোন বাস টার্মিনাল নেই। পৌর নগরবাসীর নিরাপদ চলাচল ও নাগরিক জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি ব্যতীত উচ্চ গতির আন্তঃনগর যান চলাচল বিবেচনায় পরিকল্পনায় একটি আন্তঃনগর বাস টার্মিনাল স্থাপনের প্রস্তাবনা রয়েছে যার অবস্থান হবে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ময়মনসিংহ সড়কের পাশে বিরিশিরি সেতুর উত্তরে (পুরাতন সুমেশ্বরী নদীর উপর)।

বিজয়পুর, পূর্বধলা, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার মধ্যে যাতীবাহী ও মালবাহী গাড়ি চলাচলের জন্য আন্তঃনগর টার্মিনাল প্রয়োজনের বিবেচনায় বিজয়পুর সড়কের পাশে সুমেশ্বরী নদীর পশ্চিম অংশে ৮নং ওয়ার্ডে আরেকটি বাস টার্মিনালের প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিজয়পুর সড়ক সরাসরি বিজয়পুর স্থল বন্দরের সঙ্গে যুক্ত।

পরিকল্পনা মান অনুযায়ী পৌরসভায় ২০২১ সাল নাগাদ মোট জনগণের (২৮৭৪১) বাস টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ ১.৪৪ একর। মানচিত্র ২.১ এ প্রস্তাবিত বাস টার্মিনালের অবস্থান দেখান হয়েছে এবং বিস্তারিত তথ্য সারণি ২.৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ট্রাক টার্মিনাল

পৌরসভায় সুনির্দিষ্ট কোন ট্রাক টার্মিনাল নেই। টার্মিনাল সুবিধা প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় মালবাহী যানবাহনের জন্য দুটি ট্রাক টার্মিনালের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর একটি প্রস্তাব করা হয় ৬ নং ওয়ার্ডে প্রস্তাবিত সাধারণ শিল্প এলাকা সংযোগকারী মাধ্যমিক সড়কের (এসআর-০৩ বাইপাস) পাশে। বিজয়পুর স্থলবন্দর ও বিজয়পুর চীনা মাটি খনির সঙ্গে মালবাহী গাড়ি চলাচল বিবেচনায় ৮ নং ওয়ার্ডে বিজয়পুর সড়কে দুই নং বাস টার্মিনালের পাশে আরেকটি ট্রাক টার্মিনালের প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী পৌরসভায় ২০২১ সাল নাগাদ মোট জনগণের (২৮৭৪১) ট্রাক টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ ০.৭২

একর। ট্রাক টার্মিনালের জন্য প্রস্তাবিত এলাকা হচ্ছে ০.৭৭৪ একার। ১ নং টার্মিনাল হবে দুর্গাপুর মৌজার ৬১১৬, ৬১১৭ ও ৬১২০ নম্বর দাগে এবং ২ নং টার্মিনাল হবে খুজিউড়া মৌজার ১৫১-১৫৩ ও ৪৯৮ নম্বর দাগে। মানচিত্র ২.১ এ প্রস্তাবিত বাস টার্মিনালের অবস্থান দেখান হয়েছে এবং বিস্তারিত তথ্য সারণি ২.৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেম্পো স্ট্যাণ্ড

ছোট শহরে দৈনন্দিন চলাচলের জন্য রিকশা এবং টেম্পো বর্তমানে প্রধান ও সাশ্রয়ী পরিবহণ। যাত্রী পরিবহণের এই দুটি যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই পৌরসভায় কোন আনুষ্ঠানিক টেম্পো বা রিকশা স্ট্যাণ্ড নেই। যাহোক, চারটি টেম্পো কাম রিক্সা/ভ্যান স্ট্যাণ্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে; এগুলো ২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নজিরপুর সড়কের পাশে একটি, ৬ নং ওয়ার্ডের দক্ষি অংশে বালিয়াকান্দা সড়কের পাশে একটি, ৭ নং ওয়ার্ডের কেন্দ্রস্থলে ময়মনসিংহ সড়কের পাশে একটি এবং ৮ নং ওয়ার্ডের উত্তর অংশে জয়পাড়া সড়কের পাশে একটি।

মানচিত্র ২.১ এ প্রস্তাবিত টেম্পো স্ট্যাণ্ডের অবস্থান দেখান হয়েছে। পরিকল্পনা মান অনুযায়ী পৌরসভায় একেকটি টেম্পো স্ট্যাণ্ডের জন্য জায়গা লাগবে ০.২৫ একর। বিস্তারিত সারণি ২.৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি- ২.৯: প্রস্তাবিত পরিবহণ সুবিধা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
BT-1	বাস টার্মিনাল	সোমেশ্বরী নদীর উত্তরে, ময়মনসিংহ সড়কের পশ্চিম পাশে	ওয়ার্ড ০৩	১.০৭	দুর্গাপুর	৫৭, ৫৮৬৬, ৫৮৬৭
BT-2	বাস টার্মিনাল	সোমেশ্বরী নদীর পশ্চিমে, বিজয়পুর সড়কের পশ্চিম পাশে	ওয়ার্ড ০৮	০.৫২	খুজিরা	১৪৬, ১৫২, ১৫৩, ৪৯৮
TS-1	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ডের পশ্চিম অংশে নজিপুর সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০২	০.২৭	দুর্গাপুর	২৩১৫, ২৩১৬
TS-2	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ড-৬ এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সড়ক সংযোগস্থলের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	০.২৮	দুর্গাপুর	৬৩২৫, ৬৩২৬
TS-3	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	০.২৪	ভবানীপুর	২৬৬, ২৭৭
					ঘাড়াইল	৩৪, ৩৫
TS-4	টেম্পো স্ট্যান্ড	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে জয়পাড়া সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৮	০.২৭	খুজিরা	৫১৪, ৫১৫
TT-1	ট্রাক টার্মিনাল	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে, বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	০.৪৮	দুর্গাপুর	৬১১৬, ৬১১৭, ৬১২০
TT-2	ট্রাক টার্মিনাল	ওয়ার্ডের উত্তর অংশে জয়পাড়া সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৮	০.২৭	খুজিরা	১৫১-১৫৩, ৪৯৮

বাস থামার স্থান (বাস স্টপ)

বাস থামার স্থান একটি নির্ধারিত স্থান যেখানে যাত্রী ওঠানামার জন্য বাস থামে। এগুলোর অবস্থান সাধারণত: মহাসড়কের পাশে থাকে। বাস থামার স্থান নির্মাণ ব্যবহারের মাত্রা নির্দেশ করে। দূর্গাপুর পৌরসভায় ০১টি বাস থামার স্থান বা বাস স্টপ রয়েছে, ময়মনসিংহ সড়কের উপর বিরিশিরি নামক স্থানের নিকটে। বর্তমান বাস স্টপের পাশাপাশি আরও ০২টি বাস স্টপের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এই শহরে শুধুমাত্র আন্ত:উপজেলা চলাচলকারী বাস দেখা যায়, কোন নগর বাস সার্ভিস এই পৌরসভায় নেই। পৌরসভার মূল বা কেন্দ্রীয় এলাকার ভিতর দিয়ে আন্ত:উপজেলা চলাচল নিরুৎসাহিত করা দরকার। পৌরসভার উত্তর পশ্চিমাংশে নাজিরপুর সড়কে একটি বাস স্টপ প্রস্ড়াব করা হয়েছে যার মাধ্যমে নাজিরপুর নগরকেন্দ্র ও ইউনিয়ন পরিষদের মানুষ উপকৃত হবে। আন্ত:উপজেলা চলাচলকারী যানবাহনসমূহের জন্য একটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, যেখানে তিনটি মাধ্যমিক সড়ক মিলে বিকল্প সড়কের ভূমিকা পালন করবে এবং এর মাধ্যমে এসকল যানবাহন বাজার এলাকা এড়িয়ে যাতায়াত করতে সক্ষম হবে। পৌরসভার পশ্চিম অংশে বাস টার্মিনালের প্রস্তাবনা থাকায় এখানে কোন বাস স্টপের প্রস্তাব রাখা হয়নি।সকল বাস প্রস্তাবিত বাস থামার স্থানে যাত্রী ওঠানামার জন্য থামবে।

২.৪.২.২ পার্কিং ও টার্মিনাল সুবিধা

দুর্গাপুর পৌরসভায় কোন পার্কিং সুবিধা নেই। জনসাধারণ সড়কের পাশে যানবাহন পার্কিং করায় অভ্যস্ত। সড়কের উপর এ ধরণের পার্কিং এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জায়গা দখল হয়ে যায় এবং সড়কের প্রশস্ততা কমিয়ে দেয়। বিশেষ ক'রে বাজার এলাকায়, যেখানে বেশ কয়েকটি বিপণি বিতান/দোকান রয়েছে সেখানে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সাপ্তাহিক হাটের দিন পার্কিং সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। টেম্পো, রিকশা ও ভ্যানের জন্য বাজারের কাছে সমন্বিত পার্কিং এলাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে যানজট সমস্যার বহুলাংশে সমাধান সম্ভব হবে। বাজার এলাকায় যানজট এবং চলাচল দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনতে দুর্গাপুর পৌরসভাস্থ বাজার এলাকায় সুনির্দিষ্ট পার্কিং এলাকা বাদে সকল সড়কের উপর পার্কিং নিষিদ্ধ করা উচিত। দুর্গাপুর বাজার এলাকার পাশে ৪৮৬৩-৪৮৬৭, ৪৮৬৯-৪৮৭১, ৪৮৭৩-৪৮৮১, ৪৮৮৩, ৪৮৮৪, ৪৯৬২ প্লটসমূহ সমন্বয়ে ১.০০১ একর এলাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। এরফলে বিশেষভাবে অনুমোদিত পার্কিং এলাকা ছাড়া বাজার এলাকার সড়কগুলোতে রাস্তার উপর পার্কিং নিষিদ্ধ করা যাবে।

যাত্রীদের সহজ ও আরামদায়ক যাত্রার জন্য পর্যাপ্ত টার্মিনাল সুবিধাসহ বাস ও ট্রাক টার্মিনালের ব্যবস্থা করা হবে। বাস টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনায় নিম্নলিখিত সেবাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

- টিকেট কাউন্টার
- যাত্রী ছাউনি
- মেরামত কেন্দ্র
- ধোয়া-মোছা ও পরিচ্ছন্নতার সুবিধা
- পণ্য বোঝাই ও নামানোর সুবিধা
- বাস পার্কিংয়ের স্থান
- শৌচাগার সুবিধা
- বিশ্রামাগার

ট্রাক টার্মিনালে যেসব সুবিধার প্রস্তাব করা হয়েছে:

- মেরামত কেন্দ্র (ওয়ার্কশপ)
- ধোয়া-মোছা ও পরিচ্ছন্নতার সুবিধা
- পণ্য বোঝাই ও নামানোর জায়গা
- ট্রাক পার্কিংয়ের স্থান
- শৌচাগার সুবিধা

২.৪.২.৩ বাইসাইকেল, রিক্সা ও পথচারীদের জন্যে সুবিধার উন্নয়ন

ফুটপাথ বলতে সাধারণত সড়কের চলাচল অংশের পাশে পৃথক হাটার পথ বোঝায় যা সড়কের চলাচল গতিপথ বরাবর নির্মিত। পথচারীদের চলাচলের উদ্দেশ্যে পৃথক লেন হিসেবে ফুটপাথের নকশ প্রণয়ন করা হয়। ফুটপাথ নিরাপদ এবং কোন দুর্ঘটনা থেকে পথচারীকে রক্ষা করে। দুর্গাপুর পৌরসভার কোন সড়কেই কোন ফুটপাথ সুবিধা নেই।

আবাসিক এলাকার পরিবহণ ব্যবস্থা পথচারী চলাচলের অনুকূলে থাকা উচিৎ এবং বর্তমান ও নতুন উভয় আবাসিক এলাকা/পাড়া/মহল্লার ভিতর দিয়ে দ্রুত গতির ও অন্য গন্তব্যের যান চলাচল নিরুৎসাহিত করা উচিৎ। আবাসিক এলাকার সড়ক পথ ব্যবহার করে বাণিজ্যিক এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আবাসিক এলাকার সংযোগ সৃষ্টিকারী পথচারী চলাচল ব্যবস্থা

গড়ে তোলা প্রয়োজন যা পায়ে চলাচল উৎসাহিত করবে। পথচারীদের নিরাপদে চলাচলের স্বার্থে মোট ২.৫৩২ কি.মি ফুটপাথের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত সারণি ২.১০-এ ও বিন্যাস রেখাচিত্র ২.৪-এ দেওয়া হয়েছে।

কম পরিমাণ যান চলাচল ব্যবস্থায় বিশেষত যান্ত্রিক যানবাহনের আধিক্য কম থাকায় বাংলাদেশের অধিকাংশ উপজেলা পর্যায়ের পৌর শহরের মত দুর্গাপুরে পৃথক বাইসাইকেল/রিকশা তথা অযান্ত্রিক যানচলাচল লেন নির্মাণ আবশ্যকীয় নয়।

সারণি ২.১০: প্রস্তাবিত ফুটপাতের তালিকা

ক্রমিক নং	অবস্থান	দৈর্ঘ্য (কিমি)
১.	কালীবাড়ি মোড় থেকে ডাকবাংলো মোড়	০.৬৬৯
২.	সোমেশ্বরী নদী ঘাট থেকে প্রেস ক্লাব মোড়	০.৪৭৬
৩.	প্রেস ক্লাব মোড় - এমকেসিএম মোড়	০.৬৩৪
৪.	প্রেস ক্লাব মোড় - ডাকবাংলো মোড়	০.৫৬০
৫.	বাজার এলাকায় অনামিকা সিনেমা হল	০.১৯২
মোট		২.৫৩২

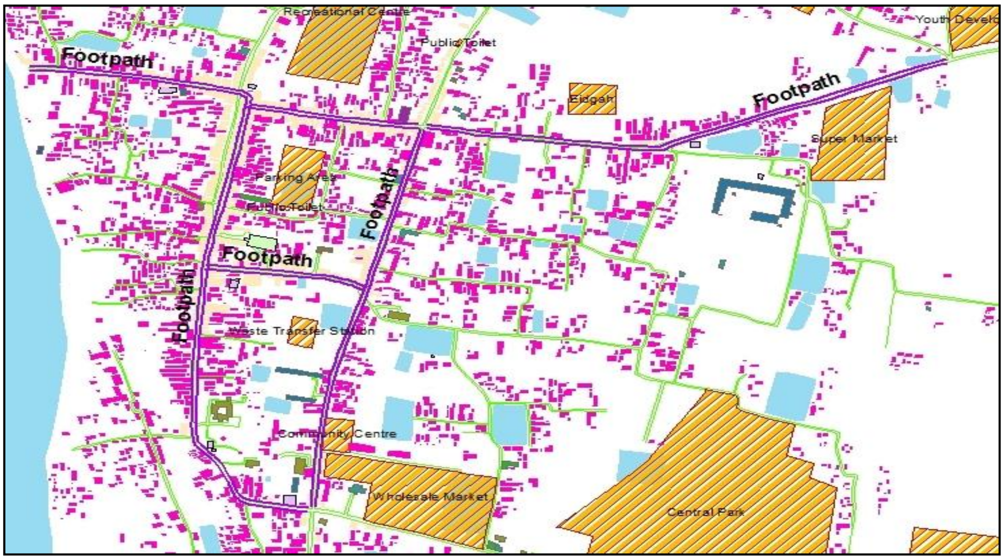

চিত্র ২.৪: প্রস্তাবিত ফুটপাথের গতিপথ

২.৪.২.৪ অন্যান্য পরিবহণ সুবিধা

গোল চত্বর (রাউণ্ড এবাউট)

গোল চত্বর বা রাউণ্ড এবাউট হচ্ছে কোন সড়কের গোলাকার সংযোগস্থল বা মোড় সাধারণতঃ যার কেন্দ্রে সড়ক দ্বীপ থাকে। এটি কোন মোড়ে অধিক পরিমাণ ঘূর্ণায়মান/চলন্ত যানবাহনকে পরিচালনা করতে পারে। গোল চত্বর বা রাউণ্ড এবাউটের নিরাপত্তা সুবিধা বিশেষতঃ গতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার কারণে বিভিন্ন সড়ক সংযোগ স্থল বা শহর-গ্রাম প্রবেশস্থলের জন্য এটা আদর্শ। দ্বিমুখী ও একমুখী চলাচলের মধ্যে বিভাজক হিসাবে সবথেকে নিরাপদ ব্যবস্থা হিসাবে এর ব্যবহার সমাদৃত।

অযান্ত্রিক যানবাহন ও পথচারীসহ মিশ্র যাতায়াত ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিকভাবে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই গোল চত্বরের প্রবর্তন করা উচিত। বিস্তারিত তথ্য নিচের সারণি ২.১১ এবং অবস্থান চিত্র ২.৫ ও ২.৬ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ২.১১: দুর্গাপুর পৌরসভায় প্রস্তাবিত গোল চত্বরের তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর	ওয়ার্ড নং	অবস্থান
RA-1	4	ডাকবাংলো মোড়
RA-2	4	প্রেস ক্লাব মোড়

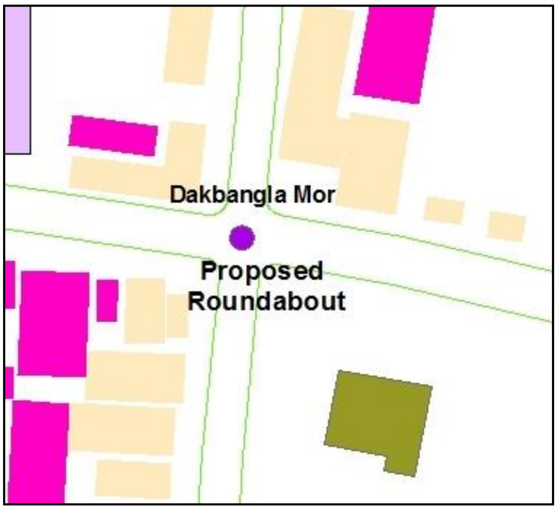

চিত্র ১৩.৫ ডাকবাংলো মোড় এলাকায় প্রস্তাবিত

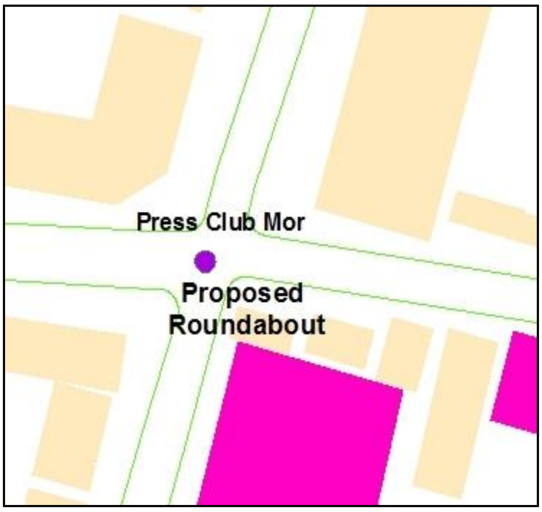

চিত্র ১৩.৬ প্রেস ক্লাব মোড় প্রস্তাবিত গোলচত্বর

সড়ক বিভাজক (সেন্ট্রাল ডিভাইডার)

সড়কে উভমুখী যানবাহনের সংঘাত এড়ানোর জন্য দুর্গাপুর পৌরসভার সবথেকে ব্যস্ত দুইটি সড়কে সড়ক বিভাজক নির্মাণের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত সারণি ২.১২-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ২.১২: সড়ক বিভাজক প্রস্তাবনা

ক্রমিক নং	অবস্থান	দৈর্ঘ্য (কিমি)
১.	কালীবাড়ি মোড় থেকে ডাকবাংলো মোড়	০.৬৭২
২.	সোমেশ্বরী নদী ঘাট থেকে প্রেস ক্লাব মোড়	০.৪৭৯
৩.	প্রেস ক্লাব মোড় - এমকেসিএম মোড়	০.৬৩৬
৪.	প্রেস ক্লাব মোড় - ডাকবাংলো মোড়	০.৫৬৫
	মোট	২.৩৫

চলাচল নির্দেশক ও সংকেত (ট্রাফিক সাইন এণ্ড সিগনাল)

পথচারী এবং যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল ও নিরাপত্তার জন্য চলাচল নির্দেশক ও সংকেত প্রয়োজন হয়। এগুলো গতিপথ, গন্তব্য ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এছাড়া নির্দেশক ও সংকেত বিভিন্ন নিয়মাবলী, প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট স্থান ও সময় এবং দৃশ্যমান নয় এমন ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। যখন একটি চলাচল নির্দেশক সঠিকভাবে ব্যবহার করা হবে, তখন অধিকাংশ যান্ত্রিক যানবাহন বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত নিয়মাবলী ও ঝুঁকি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। চলাচল দ্বন্দ্ব ও দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনতে নিম্নলিখিত চলাচল নির্দেশক ও সংকেত বর্তমান যানবাহন চলাচলের পরিস্থিতি এবং যানবাহন ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক বিবেচনা ক'রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে প্রদর্শিত থাকবে।

- সতকর্তামূলক নির্দেশক
- নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশক
- গতি নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশক
- বাস ও সাইকেল চলাচলের নির্দেশক ও সড়ক চিহ্ন
- সড়কের উপর পার্কিং নিয়ন্ত্রণ নির্দেশক
- সড়ক চিহ্ন

- যানবাহন চলাচল পথ নির্দেশক ও সংকেত
- সকলের জন্য উন্মুক্ত সড়কের নির্দেশনামূলক সংকেত
- তথ্য সংকেত
- চলাচল সংকেত
- পথচারি পারাপার নির্দেশনা
- সড়ক মেরামত ও সাময়িক পরিস্থিতির জন্য সংকেত

২.৪.৩ জলপথ উন্নয়ন/মানোন্নয়নের সুযোগ

পৌরসভার অভ্যন্তরে সুমেশ্বরী নদী থাকলেও নদীতে সারা বছর নাব্যতা না থাকায় নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ নেই। এছাড়া কয়েকটি খাল রয়েছে যেখানে পানির পরিমাণ খুব কম। এজন্য দুর্গাপুর পৌরসভায় কোন নৌপথ উন্নয়নের প্রকল্প প্রযোজ্য নয়।

২.৪.৪ রেলপথ উন্নয়নের সুযোগ

দুর্গাপুর পৌর এলাকার মধ্যে কোন রেলপথ নেই এবং নিকট ভবিষ্যতে রেলপথ স্থাপনের কোন প্রস্তবনাও সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে না থাকায় দুর্গাপুর পৌরসভায় কোন রেলপথ উন্নয়নের প্রকল্প প্রযোজ্য নয়।

২.৫ পরিবহণ ব্যবস্থা পরিচালনা কৌশল (টিএসএম)

সড়কের গতিপথ নকশা প্রণয়নে কৌশল আরম্ভ হবে যানবাহন চলাচলের পূর্বে পথচারী চলাচলকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। এই পদক্ষেপ পথচারী, সাইকেল আরোহীসহ গণপরিবহণে চলাচলকারী সমাজের বৃহত্তর অংশের বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা নিশ্চিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই কৌশলের কারণে সকল ব্যবহারকারী স্বাচ্ছন্দের সাথে একই সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে।

২.৫.১ সুবিধা পরিচালনা কৌশল (ফ্যাসিলিটি অপারেশন)

- স্থানীয় সেবা কেন্দ্রসমূহে যেমনঃ বিপণি বিতান, স্কুল, গণপরিবহণ স্থান, উন্মুক্ত স্থান প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতে সড়ক ও ভূদৃশ্যাবলী সৃজনসহ সরাসরি ফুটপাথ ও সাইকেল চলার পথের সংস্থান করা।
- সড়কে উপযুক্ত বৃক্ষ রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ,
- পরিবেশ সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ন্যুনমত মাত্রায় কার্বন নিঃসরণ করবে এবং কম সম্পদ ও শক্তি ব্যবহার করবে এধরণের কার্যকর ও টেকসই বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থাসহ গণপরিবহণ এর সংস্থান ও এখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
- সড়ক ও বাঁধ রক্ষার্থে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেন কেই বাঁধ বা সড়ক থেকে মাটি কেটে নিয়ে যেতে বা অন্য কোনভাবে ক্ষতি করতে না পারে।
- জনগণকে তাদের ট্রাক্টর ও প্রাণিবাহী গাড়ীতে যথাক্রমে লোহার রিম ও কাঠের কাঠামো ব্যবহারের পরিবর্তে রাবারের যন্ত্রাংশ ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা,
- জণগনকে বাসে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ ও ট্রাকে অতিরিক্ত পণ্য পরিবহণের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং এগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করা,
- সড়কের বর্ধিত অংশ শোলডার) বা ঢালে সেচ খাল খনন করা থেকে জনগণকে বিরত রাখার বিষয়ে আরও মনোযোগী হতে হবে।

২.৫.২ যাতায়াত প্রবাহ (ট্রাফিক ফ্লো) ও নিরাপত্তা কৌশল

- সড়ক সংযোগের চাহিদা বিশ্লেষণপূর্বক চাহিদা অনুযায়ী শহরের সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার মধ্যে সার্বিকভাবে সংযোগ স্থাপন করা।
- পথচারী ও সাইকেল আরোহীদের সর্বাধিক প্রবেশাধিকারে প্রাধান্য দেওয়া
- শহরের মধ্যে পণপরিবহণের জন্য চক্রাকার গতিপথ স্থাপন (সার্কুলার রুট)
- সড়ক ব্যবস্থাপনায় সীমিত গতিতে চলাচলের সংস্থান বিবেচনা এবং পথচারি ও সাইকেল আরোহীদের সুবিধা প্রদান,
- সড়ক নিরাপত্তা ও যাতায়াত প্রবাহের গতি বাড়াতে স্বয়ংক্রিং সংকেত ব্যবস্থা গ্রহণ
- নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারীদেরকে অস্থায়ী সংকেত ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান,
- আবাসিক এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভারী যানবাহন চলাচল সংরক্ষিত করা,
- সড়কের দুপাশে সুপারিশকৃত সড়ক বর্ধিতাংশ শোল্ডার) নির্মাণ,
- সকল ধরণের অনোনুমোদিত বাধা থেকে সড়ককে মুক্ত রাখা। এবিষয়ে সকল বাজার, দোকান, বিজ্ঞাপন বোর্ড, পরিসেবা লাইন যেমন; টেলিফোন, সড়ক বাতি, বৈদ্যুতিক খুঁটি, গাস সংযোগ লাইন প্রভৃতি স্থান্তান্তর করতে হবে।
- সড়কের উপর যদি কোন অনাকাঙ্খিত গতিরোধক থাকে তবে তা সরিয়ে ফেলা। গতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হলে ছোট ও নিচু একসারি গতিরোধক স্থাপন করা যেতে পারে।
- সড়কের উপরিভাগে যেন কখনো পানি জমে থাকতে না পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ,
- অনুমোদিত নকশা, তথ্য ও অঙ্কন অনুযায়ী সকল সড়কে দূরত্ব নির্ধারক সংকেত (কিলোমিটার পোষ্ট) স্থাপন করা।

২.৫.৩ যাতায়াত ব্যবস্থাপনা কৌশল

- বিদ্যমান সকল ভৌত অবকাঠামোর কার্যকরী ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বাড়ানো। সক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; ভাল সড়ক চিহ্ন, সংকেত, যাতায়াত সংকেত, সংযোগস্থলসমূহে লেন পৃথককরণ, উল্টো ঘোরা ও পৃথককরণ বাঁধা নিয়ন্ত্রণ, বাস দাঁড়াবার স্থান, পার্কিং এবং গণপরিবহণের জন্য অপেক্ষার স্থান।
- সড়ক ব্যবহারকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ যার মাধ্যমে তাদের আচরণের ধরণ অধিক কার্যকরী ও নিরাপদ পরিবহণ সেবা প্রদানে সহায়ক হিসাবে পরিবতর্তিত হবে। সাধারণত এর মধ্যে এমন সব কর্মসূচি থাকবে যার মাধ্যমে সমাজের বর্তমান আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসবে, শৃঙ্খলা ও নিয়ম নীতি মেনে চলার বিষয়ে সকল ব্যবহারকারীর আগ্রহ সৃষ্টি ও আচরণ পরিবর্তন যার মাধ্যমে উন্নত পরিবহণ সেবা নিশ্চিত করা যাবে।
- সকল চালকের গাড়ী চালনা সংক্রান্ত পরীক্ষা ও নিবন্ধন প্রধান পদ্ধতির মনোন্নয়ন এবং নিয়মভঙ্গকারী চালকদের জন্য পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সড়ক ব্যবহারকারীদের প্রতি সামাজিকভাবে যে আচরণ প্রত্যাশিত তা নিশ্চিতকল্পে ট্রাফিক আইন প্রয়োগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করা। প্রয়োগ কার্যক্রমর মধ্যে প্রথাগত পুলিশি কর্মকাণ্ড থাকলেও সাথে সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে যাতায়াতের বিধি-বিধান, মান আচরণ প্রভৃতি পালনে চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং একাজে সামাজিক/স্থানীয় নেতা বা সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

২.৬ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

২.৬.১ পরিবহণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান

দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য প্রণীত পরিবহণ পরিকল্পনা পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তবায়িত হবে যেখানে সহযোগী হিসাবে সাথে থাকবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনপথ অধিদপ্তর। পরিবহণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এসকল কর্তৃপক্ষের নিম্নলিখিত নীতি, আইন ও প্রবিধান চর্চা/ব্যবহার করতে হবে।

দুর্গাপুর পৌরসভায় মোটর যান চলাচলের ধরণ পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মোটর যান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ব্যবহার/প্রয়োগ করতে পারে। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মোটরগাড়ী, যাত্রী পরিবহণে নিয়োজিত যানবাহন প্রভৃতির নিবন্ধন, যানবাহন চলাচলের নিয়ন্ত্রণ, মোটরগাড়ী নির্মাণ, মেরামত, যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ, যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি মোকবাবেলায় মোটরযানের বীমা, বিধি লঙ্ঘন ও শাস্তির বিধান প্রভৃতি।

মোটর যান বিধি, ১৯৯৭ করা হয়েছে সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত হতে পারে। এই আইনে মোটর যানের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য প্রভৃতি বিষয়ে নকশার মান ও পরিমাপ সম্পর্কে বিধান রয়েছে।

পরিবহণ সম্পর্কিত বাংলাদেশ সরকারের আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ দলিল হল জাতীয় স্থল পরিবহণ নীতিমালা যা ২০০৪ সালে অনুমোদিত হয়। নীতিমালার লক্ষ্যসমূহরে মধ্যে রয়েছে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহণ সেবার সংস্থান এবং এই সম্পর্কিত আইনী কাঠামোর মানোন্নয়ন। নীতিমালা এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যেন এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পণ্য বাইরে রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যয় হ্রাস ও বৈশ্বিক বাজারে পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয় সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নীতিমালা সড়ক, রেল ও নৌ পরিবহণ সহযোগে বহুমাত্রিক মাধ্যম সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থার (মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম) সূচনা করছে।

অন্যদিকে নগরবাসীর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহণ সেবা নিশ্চিতে পৌর কর্তৃপক্ষের 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০১০ এর যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে উল্লিখিত নীতি, আইন, প্রবিধান প্রয়োগ ও চর্চা করতে হবে।

২.৬.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়

কাঠামো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্ব-ক এর অধ্যায়-৯ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাও একই কৌশলে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে এবং একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (এমইসি) গঠন করা হবে।

পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দশবছর মেয়াদী (২০১১-২০২১) একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হওয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেট খুব সীমিত হওয়ায় জনগণের অতি জরুরী প্রয়োজনের বিষয়কে প্রস্তাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পৌর কর্তৃপক্ষ নিজে এই বিশাল ব্যয়ের অর্থ সংকুলান করতে সক্ষম নয়।

পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রস্তাবসমূহ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সড়ক, সড়ক বিভাজক, গোল চত্বর প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। শহর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়-১ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে একীভূত করা হবে যা মহাপরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে (২০১১-২০১৬) বাস্তবায়িত হবে। পরামর্শকবৃন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনার ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হবে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে, পূর্ববর্তী ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মেয়াদের পর। পর্যায়ক্রমিক কাজের বিস্তারিত বিবরণ

সারণি ২.১৩-এ দেখান হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর পর পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হবে। হালনাগাদ ও নতুন ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রণয়ন করা হবে।

সারণি ২.১৩: প্রস্তাবিত সড়কের বাস্তবায়ন পর্যায়

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)		
সনাক্তকারী নম্বর	সড়ক শ্রেণি	ওয়ার্ড নম্বর
LR-01	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০১
LR-02	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০১
LR-03	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০১
LR-04	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
LR-05	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
LR-06	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
LR-07	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
LR-08	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
LR-09	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
LR-10	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৩
LR-11	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৩
LR-12	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
LR-13	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
LR-14	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
LR-15	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
LR-16	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
LR-17	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
LR-18	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
LR-19	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
LR-20	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
LR-21	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
LR-22	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
LR-23	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
LR-24	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
LR-25	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
LR-26	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
LR-27	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
LR-28	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
LR-29	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
LR-30	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
LR-31	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
LR-32	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
LR-33	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
LR-34	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
LR-35	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
LR-36	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
LR-37	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
LR-38	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
LR-39	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
LR-40	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
LR-41	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
LR-42	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
LR-43	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯

বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় (২০১৬-২০২১)		
সনাক্তকারী	সড়ক শ্রেণি	ওয়ার্ড নম্বর
SR-01	মাধ্যমিক সড়ক	ওয়ার্ড০৫
SR-02	মাধ্যমিক সড়ক	ওয়ার্ড০৬
PR-01	চৎরসধৎু জড়ধফ	ওয়ার্ড০৮
WR-04	মাধ্যমিক সড়ক	ওয়ার্ড০১
WR-01	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০১
WR-02	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০১
WR-03	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০১
WR-05	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০১
WR-06	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০১
WR-07	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০১
WR-10	মাধ্যমিক সড়ক	ওয়ার্ড০২
WR-08	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
WR-09	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
WR-11	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
WR-12	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
WR-13	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০২
WR-14	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৩
WR-15	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৩
WR-16	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৩
WR-17	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৩
WR-18	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৩
WR-19	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৪
WR-20	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৪
WR-21	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৪
WR-22	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৪
WR-23	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৪
WR-24	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৪
WR-25	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৪
WR-61	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-26	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-27	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-28	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-29	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-30	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-31	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-32	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-33	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-34	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৫
WR-36	মাধ্যমিক সড়ক	ওয়ার্ড০৬
WR-38	মাধ্যমিক সড়ক	ওয়ার্ড০৬
WR-35	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
WR-37	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
WR-39	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
WR-40	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
WR-41	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৬
WR-45	মাধ্যমিক সড়ক	ওয়ার্ড০৭
WR-47	চৎরসধৎু জড়ধফ	ওয়ার্ড০৭
WR-42	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
WR-43	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
WR-44	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
WR-46	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
WR-48	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
WR-49	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
WR-50	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)		
সনাক্তকারী নম্বর	সড়ক শ্রেণি	ওয়ার্ড নম্বর

বাস্তবায়নের ২য় পর্যায় (২০১৬-২০২১)		
সনাক্তকারী	সড়ক শ্রেণি	ওয়ার্ড নম্বর
WR-51	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৭
WR-52	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
WR-53	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
WR-54	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
WR-55	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
WR-56	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৮
WR-62	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
WR-57	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
WR-58	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
WR-59	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯
WR-60	স্থানীয় সড়ক	ওয়ার্ড০৯

কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কৌশল এর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মেয়াদ সম্পন্নের পর এর সফলতা, ব্যর্থতা, ভুলত্রুটি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা জরুরী। এধরণের মূল্যায়ন সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। এধরণের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পৌরসভা কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানে দুর্গাপুর পৌরসভা এধরণের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার মত দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ নয়। একটি পরিকল্পনার তদারকি ও মূল্যায়নের দায়িত্ব মূলত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদগণের। দুর্গাপুর পৌরসভায় যদি কোন পরিকল্পনাবিদ না থাকে তবে পরিবহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয় করা মারাত্মকভাবে ব্যহত হবে। পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে পৌরসভার নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যায় ০৩
নিষ্কাশন এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দুর্গাপুর পৌরসভার মহাপরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্ব বা খ পর্বের তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায় দুটি অংশে বিভক্ত, প্রথম অংশের শিরোনাম অংশ-১: নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং অংশ-২: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যা নগরবাসীর জন্য টেকসই বাসযোগ্য ও কর্মক্ষম পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। এই অংশে জলাশয়, প্রবিশে, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের এবং কাঠামো পরিকল্পনায় নির্ধারিত নীতি-নির্দেশনার আলোকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অংশ-ক

নিষ্কাশন পরিকল্পনা

৩.১ ভূমিকা

এই নিষ্কাশন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল বর্তমান নিষ্কাশন সুবিধা এবং পৌর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থায় ১০.২৫ বর্গ কি. মি ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা। নিষ্কাশন সংক্রান্ত জরিপের উদ্দেশ্য হল প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা ব্যবহার করা যা ভবিষ্যতে পরিকল্পনা অনুযায়ী নর্দমার নকশা তৈরিতে নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। নিষ্কাশন পরিকল্পনা দুর্গাপুর পৌরসভার একটি উন্নয়ন হাতিয়ার এবং ভবিষ্যতে নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে এবং নর্দমা উন্নয়ন অনুমোদনের জন্য ব্যবহৃত হবে। অতীতে, নিষ্কাশন শব্দটি ঝড়-বৃষ্টির পানি নিঃসরণে জলবিদ্যা ও জলশক্তি বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল জল সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সমন্বয় যার মধ্যে রয়েছে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা, বন্যা ঝুঁকি, কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, বিনোদন, আবাসনে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা, দূষণ প্রশমন প্রভৃতি। নিষ্কাশন পরিকল্পনা বৃষ্টিপাত ও বন্যার পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে। এই পরিকল্পনা প্রক্রিয়া বৃষ্টিপাতের পানির প্রভাব হ্রাস করার জন্য কাঠামোগত এবং কাঠামো বহির্ভূত উভয় কৌশল বিবেচনা করবে, নিম্নে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল-

১) প্রধান নিষ্কাশন নির্গমস্থলের উন্নয়ন

২) নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

৩) পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা

৪) বর্তমান প্রাকৃতিক প্রবাহসমূহের সংরক্ষণ

৩.১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দুর্গাপুর পৌরসভার নিষ্কাশন পরিকল্পনার সার্বিক উদ্দেশ্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হল:-

ক. বৃষ্টিপাত ও শহরের বর্জ্য পানি স্বচ্ছন্দে নিষ্কাশণের ব্যবস্থাকরণ

খ. সমগ্র এলাকা বিস্তৃত ও সক্ষম একটি সমন্বিত নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

গ. প্রাকৃতিক প্রবাহপথের অবৈধ দখল প্রতিরোধ

ঘ. নর্দমাসমূহে বর্জ্য না ফেলার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা

৩.১.২ পরিকল্পনা পদ্ধতি ও কৌশল

নিষ্কাশন পরিকল্পনায় যুক্ত (১) নিষ্কাশন সুবিধা এবং বন্যা ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ (২) নিষ্কাশনের প্রধান প্রধান নির্গম স্থল সনাক্তকরণ এবং নির্গম স্থলের ওপর ভিত্তি ক'রে পুরো নিষ্কাশন এলাকা কয়েকটি নিষ্কাশন অঞ্চলে বিভক্ত করা এবং (৩) সকল প্রাসঙ্গিক নকশা মান নিধারণ করা এবং (৪) নিষ্কাশন সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও আকার নিরূপণ করা।

নর্দমার নকশা করা হয় অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য যা উপরে অবস্থিত অঞ্চল থেকে ভূ-পৃষ্টের প্রবাহের মাধ্যমে আসে, একই সাথে শহরের বিভিন্ন কার্যক্রমে উৎপন্ন ব্যবহৃত পানি চূড়ান্তভাবে নির্গম স্থলে নিষ্কাশিত হয়। নর্দমার নকশা প্রস্তুতের জন্য যেসকল বিষয় গণনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন তার মধ্যে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, বৃষ্টিপাত হওয়ার হার, স্থায়িত্ব প্রভৃতি এবং একটি নির্দিষ্ট বৃষ্টিপাত অঞ্চলে (প্রভাব বলয়ের) বৃষ্টিপাতের মোট প্রবাহ পথ অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ প্রভাব বলয়ের জন্য সংশোধিত যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতির (মোডিফায়েড র‍্যাশনাল মেথোড) বিকল্প হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বিত মাটি সংরক্ষণ সেবা (এসসিএস) পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

সংশোধিত যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে সমগ্র জলধারণ এলাকাকে এমনভাবে কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় যার প্রতিটি অঞ্চল পৃথকভাবে নিজ এলাকার জলসঞ্চালনে সক্ষম বা প্রতিটি এক একটি ক্ষুদ্র জল সঞ্চালন প্রভাব বলয়। এ জাতীয় অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করা হয় উপযুক্ত প্রকৌশল অনুশীলন সাপেক্ষে স্থানীয় বন্ধুরতাভিত্তিক সীমানা রেখা অনুযায়ী, যেমনঃ সড়ক, বর্তমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি।

৩.২ বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা

৩.২.১ ভূমিকা

নিষ্কাশন পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে জরিপ শুরু এবং মহাপরিকল্পনা এলাকার উপর প্রাপ্ত প্রতিবেদন, তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। বন্যার উৎস, বর্তমান নিষ্কাশন ধরণ, বন্যা প্রবাহের ধরণ এবং মহাপরিকল্পনা এলাকায় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান চিহ্নিতকরণে দুর্গাপুর পৌরসভা ও তৎসংলগ্ন এলাকা কয়েকবার পরিদর্শন করা হয়। মানচিত্র তৈরির প্রয়োজনে অবকাঠামো, নদী, খাল–বিল এবং পুকুর প্রভৃতি চিহ্নিতকরণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক সেখানে নিষ্কাশন পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা তাও অনুসন্ধান করা হয়েছে। দুর্গাপুর পৌরসভার মেয়র অবহিত করেন যে দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য এধরণের কোন নিষ্কাশন পরিকল্পনা ইতোপূর্বে প্রণয়ন করা হয়নি।

৩.২.২ বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা

দুর্গাপুর পৌরসভার নিষ্কাশন ব্যবস্থা জরিপের পর তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথাঃ ১. প্রধান নর্দমা হিসেবে কাজ করে এমন সকল নদী, রেখাহীন প্রাকৃতিক নালা, খাল। ২. জলাধার হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এমন বিল এবং ৩. ইট দিয়ে তৈরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা এবং মাটির তৈরি অগভীর মাধ্যমিক নর্দমা। দুর্গাপুর পৌরসভার প্রাকৃতিক প্রবাহসমূহ ভূমির ঢাল অনুসরণ করে প্রাকৃতিক ভাবে গড়ে উঠেছে ও মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করছে। জরিপ অনুযায়ী সুমেশ্বরী নদী এবং ০৩টি খাল দুর্গাপুর পৌরসভার প্রধান নর্দমা হিসেবে ব্যবহৃত হয় (মানচিত্র ৩.৩)। পৌরসভা মধ্যে থাকা নদী ও খালের দৈর্ঘ্য মাপা হয়েছে। নদীর দৈর্ঘ্য ৪.৬০৫ কি.মি এবং খালের দৈর্ঘ্য ২.০৩০ কি.মি। এসকল খাল ও নদী নিম্নে সারণি ৩.১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৩.১: মহাপরিকল্পনা এলাকার নদী ও খালের তালিকা

ক্রমিক নং	খাল	নাম	দৈর্ঘ্য (মি)
১		শইলাদহ খাল	১.০৯০
১		আমলাপাড়া খাল	০.৪৮০
২		নামহীন খাল	০.৪৬০
মোট			২.০৩০

ক্রমিক নং	খাল	নাম	দৈর্ঘ্য (মি)
নদী			
১		সোমেশ্বরী নদী (মূল অংশ)	৪১৯.০৮
২		পুরাতন সোমেশ্বরী (পশ্চিম শাখা)	৬২.৩৪
৩		পুরাতন সোমেশ্বরী (পূর্ব শাখা)	৬২.১৩
মোট			**৫৪৮.৫৬**

সূত্র: ভৌত উপাদান জরিপ, ২০০৮-২০০৯

দুর্গাপুর পৌরসভায় এপর্যন্ত নির্মিত নর্দমার তালিকা সারণি ৩.২-এ দেওয়া হয়েছে। এসকল নর্দমা পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর তৈরি করেছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নর্দমা নির্মাণের পর তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৌরসভার কাছে হস্তান্তর করেছে। পৌরসভায় মোট ৩.৮০ কি.মি. পাকা নর্দমা নির্মিত হয়েছে।

সারণি ৩.২: দুর্গাপুর পৌরসভার বর্তমান নর্দমার তালিকা

নর্দমা সনাক্তকারী নম্বর	শ্রেণি	দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রস্থ (মিলিমিটার)
নর্দমা-১	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	১৪৪	৩০০
নর্দমা-২	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	১৪৯	৪০০
নর্দমা-৩	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	২০৪	৩০০
নর্দমা-৪	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৪৯৬	৬০০
নর্দমা-৫	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	১৩৯	৫০০
নর্দমা-৬	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	১০৩	৬০০
নর্দমা-৭	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	১৭১	৩০০
নর্দমা-৮	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	১২২	৩০০
নর্দমা-৯	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	১৩৩	৪০০
নর্দমা-১০	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	২২৬	৫০০
নর্দমা-১১	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	১১৪	৩০০
নর্দমা-১২	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	১৫৭	৪০০

সূত্র: ভৌত উপাদান জরিপ,২০০৮-২০০৯

৩.২.৩ ভূমির বন্ধুরতা (টপোগ্রাফি) বিশ্লেষণ

ভূমি স্তর/ ভূতল বিন্দু

পরিকল্পনা এলাকার ভূমি স্তর/ ভূতল বিন্দু (স্পট লেভেল) পরিমাপের (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা বা আরএল) জন্য টোটাল স্টেশন পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করে জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরে এসব ভূতল বিন্দু মহাপরিকল্পনা এলাকার ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত আনুমানিক ১০ মিটার বিরতিতে ভূতল বিন্দুর পরিমাপ নেয়া হয়।

এবং ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্রে ০.৩ মিটার পর পার সমন্বিত রেখা সৃজন করা হয়। সড়ক, বাঁধ, পরিখা বা ডাইক, নর্দমা বিভাজক, নদী, খাল, প্রভৃতির গতিপথ (এলাইনমেন্ট) এবং চূড়ার উচ্চতা নির্ণয়ে ৫০ মিটার বিরতিতে ভূতল বিন্দুর পরিমাপ গ্রহণ করা হয় এবং ভৌগোলিক অবস্থানের বিরতি ৫ মিটারের বেশি অতিক্রম করেনি।

পৌরসভায় সংগৃহীত ভূতল বিন্দুর সংখ্যা ২৮৩। এখানকার সর্বনিম্ন উচ্চতা ৭.৮৭ মিটার যার অবস্থান ৭ নম্বর ওয়ার্ডে এবং ঘোরাইট মৌজার ১০০ নম্বর দাগে আর সর্বোচ্চ উচ্চতা ১৮.৮২০ মিটার যার অবস্থান ৭ নম্বর ওয়ার্ডে এবং ঘোরাইট মৌজার ৪৬ নম্বর দাগে। প্রায় ৯৬.১১% ভূতল বিন্দুর উচ্চতা ১০ থেকে ১৪ মিটারের মধ্যে। দুর্গাপুর পৌর এলাকায় গড় উচ্চতা ১১.৮৭৯ মিটার। ভূতল বিন্দুর বিস্তারিত পরিসংখ্যান সারণি ৩.৩ ও ৩.৪-এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ৩.৩: ভূতল বিন্দু সংক্রান্ত উপাত্তের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	ভূতল বিন্দুর একক (ইউনিট)	মান
১.	মোট ভূতল বিন্দুর সংখ্যা	২৮৩
২.	গড় উচ্চতা (মিটার)	১১.৮৭৯
৩.	সবোর্চ্চ উচ্চতা (মিটার)	১৮.৮২০
৪.	নূন্যতম উচ্চতা (মিটার)	৭.৮৭০
৫.	বিস্তার (রেঞ্জ)	১০.৯৫০
৬.	উচ্চতার পার্থক্য	১.৫০৯
৭.	আদর্শ বিচ্যুতি	১.২২৮

সূত্রঃ ভূমি বন্ধুরতা জরিপ, ২০০৮-২০১০

সারণি ৩.৪: ভূতল বিন্দুসমূহের (স্পট) উচ্চতার পার্থক্য, সংখ্যা ও অনুপাত (ইন্টারভাল, ফ্রিকোয়েন্সি ও পার্সেন্টেজ)

ক্রমিক নং	ভূতল বিন্দুসমূহের উচ্চতার পার্থক্য	ভূতল বিন্দুসমূহের সংখ্যা	%
১	৭.৮৭-৯.৮৬৯	১০	৩.৫৩
২	৯.৮৭-১১.৮৬৯	২৫	৮.৮৩
৩	১১.৮৭-১৩.৮৬৯	১৮৮	৬৬.৪৩
৪	১৩.৮৭-১৫.৮৬৯	৫৯	২০.৮৫
৫	১৫.৮৭-১৭.৮৬৯	০	০.০০
৬	১৭.৮৭-১৯.৮৬৯	১	০.৩৫
মোট		২৮৩	১০০.০০

সূত্রঃ ভূমি বন্ধুরতা জরিপ, ২০০৮-২০০৯

ভূমি বন্ধুরতার সাধারণ চিত্র

দুর্গাপুর পৌরসভার ভূমি বন্ধুরতার দিক থেকে মিশ্র প্রকৃতির। পরিকল্পনা এলাকার ভূমি স্তর/ ভূতল বিন্দু পরিমাপের (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা বা আরএল) পর তা বিশ্লেষণ করে ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (মানচিত্র ৩.১ দ্রষ্টব্য)। পৌরসভার কেন্দ্রস্থল বরাবর ময়মনসিংহ সড়ক অবস্থিত। এখানে প্রায় গোটা পৌরসভায় বিক্ষিপ্ত নগরায়ণ হয়েছে। বর্তমান ভৌত বিকাশের ধারা মূলত পৌরসভার পূর্ব অংশে সুমেশ্বরী নদীর পূর্ব তীর বরাবর পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান নগরায়িত এলাকা অপেক্ষাকৃত উচু যার ন্যুনতম উচ্চতা ৮.২৩ মিটার, সর্বোচ্চ উচ্চতা ১৩.৮২ মিটার এবং গড় উচ্চতা ১১.৯৯ মিটার (পিডব্লিউডি এর মান অনুযায়ী)। ময়মনসিংহ সড়ক বরাবর ভূমি উচ্চতার পার্থক্য দেখা যায় ৭.৮৭ মিটার থেকে ১২.২০ মিটারের মধ্যে। ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র তৈরিতে উচ্চতার পার্থক্য ০.৩ মিটার বিরতিতে সমুন্নতি রেখা সৃজন করা হয়। বিস্তৃত সমতল ভূমি সাথে নদী, খাল-বিল, সড়ক, আবাসস্থল মিলিয়ে দুর্গাপুর পৌরসভার ভূপ্রকৃতি। ওয়ার্ড অনুযায়ী ভূমি উচ্চতার পার্থক্য সারণি ৩.৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৩.৫: ওয়ার্ড ভিত্তিক ভূতল বিন্দুসমূহের (স্পট) উচ্চতার পার্থক্য

ওয়ার্ড	ভূতল বিন্দুসমূহের উচ্চতা (মিটার)		
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	গড়
১	১৩.৮৮৩	৮.৭১০	১১.৮২৯
২	১৩.৩১২	১০.০৩১	১১.৬৯৬
৩	১২.৮৮৫	১০.২৩০	১২.২৮১
৪	১৩.২০১	৮.২৩০	১২.১৩২
৫	১৪.১৮৭	১০.২৩৮	১২.০২৬
৬	১৩.৩৬৩	৯.০২১	১১.৪১৫
৭	১৮.৮২০	৭.৮৭০	১১.৭৫৩
৮	১৩.৯৯০	১১.০০২	১২.১৭১
৯	১৪.৮৫০	১১.৩০৯	১৩.০৯২

সূত্রঃ ভূমি বন্ধুরতা জরিপ, ২০০৮-২০০৯

৩.২.৪ ব্যস্ততম সময়ে (পিক আওয়ার) প্রবাহের হার এবং নির্গমস্থল চিহ্নিতকরণ

প্রত্যেক নর্দমার নির্গমস্থলের আকার ও গঠন ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র ও মাঠ জরিপে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত। কোন একটি জল প্রবাহ প্রভাব বলয়ের সামগ্রিক প্রবাহ নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে:

১) যে কোন স্থানে সর্বোচ্চ প্রবাহের হার ঐ স্থানে সঞ্চালন সময়ের জন্য গড় বৃষ্টিপাতের তীব্রতার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত

২) সর্বোচ্চ নির্গমনের পৌনঃপুণিক বিরতি গড় বৃষ্টিপাতের তীব্রতার পৌনঃপুনিক বিরতির গড়ের সমপরিমাণ।

৩) পানি দূরতম স্থান থেকে সঞ্চালিত/বাহিত হয়ে নির্গমদ্বার অতিক্রম করতে বা কোন নির্গমস্থানে পতিত হতে যে সময় প্রয়োজন হয়, ঐ সময়কালকে সঞ্চালন সময় বা টাইম অব কনসেনট্রেশন বলা হয় ।

প্রবাহপথ নির্গমন বিবেচনায় দেখা যায় দুর্গাপুর পৌরসভার মধ্যে দিয়ে ২টি খাল এবং ০১টি নদী অতিক্রম করছে। শাইলাদহর খাল দুর্গাপুর পৌরসভার বাইরে একটি খালে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং আমলাপাড়া খালে অন্য কোন জলাশয়ের সাথে সংযোগ নেই। সুমেশ্বরী নদী পৌরসভার মাঝ বরাবর উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহমান। এগুলো পৌরসভার প্রাকৃতিক নিষ্কাশন প্রবাহ পথ যেখানে শহরের আংশিক এলাকার প্রবাহ নিষ্কাশিত হয়।

ভূমি বন্ধুরতা, ঢাল, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সঞ্চালণ অংশ এবং প্রবাহপথ/জলাধার প্রভৃতি বিবেচনায় দুর্গাপুর পৌর এলাকার নিষ্কাশনের জন্য ৭টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এসকল নিষ্কাশন অঞ্চলের প্রভাব বলয়ের তথ্য সারণি ৩.৬ এ এবং অবয়ব মানচিত্র ৩.২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৩.৬: নির্গমস্থলসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার নিষ্কাশন অঞ্চল

অঞ্চল সনাক্তকারী নম্বর	নির্গমনস্থল	প্রভাব এলাকা (একর)
অঞ্চল -১	আত্রাইখালি নদী	৪৭২.৩৩
অঞ্চল -২	পুরাতন সোমেশ্বরী (পূর্ব শাখা)	১৯৩.৬০
অঞ্চল -৩	নামহীন খাল	২৮২.৬৭
অঞ্চল -৪	পুরাতন সোমেশ্বরী (পূর্ব শাখা)	৫৮২.৭৩
অঞ্চল -৫	পুরাতন সোমেশ্বরী (পশ্চিম শাখা)	১৬৬.১৭
অঞ্চল -৬	সোমেশ্বরী নদী	২৩১.৬৯
অঞ্চল -৭	শইলদহার খাল	৫৫০.১৬
অঞ্চল -৮	সোমেশ্বরী নদী	৪২৫.৯৫
মোট		২৯০৫.৩২

৩.৩ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

৩.৩.১ নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহরের ব্যবহৃত পানি যথাযথ নিষ্কাশনের লক্ষ্যে প্রথাগত নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার অনুসরণে টেকসই নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। বর্তমান খাল বিলের প্রাকৃতিক ধরণ অবিকৃত রেখে একটি সমন্বিত নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ভূমি বন্ধুরতা, ঢাল, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সঞ্চালণ অংশ এবং প্রবাহপথ/জলাধার প্রভৃতি বিবেচনায় দুর্গাপুর পৌর এলাকার নিষ্কাশনের জন্য কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এই অঞ্চলের ঢাল বিবেচনায় সুমেশ্বরী ও বুড়ি সুমেশ্বরী নদী সমগ্র পৌর এলাকার পানি নিষ্কাশনে প্রধান নিষ্কাশন প্রবাহ পথ হিসাবে গণ্য হবে। দুর্গাপুর পৌরসভা সীমানার উত্তর দিয়ে প্রবাহিত আত্রাইখালি নদীকে নজিরপুর সড়কের উত্তর অংশ জুড়ে উতবতর-পূর্ব অংশ থেকে নির্গমন গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া সাইলাজোড়া খালও পৌরসভার উতবতর পশ্চিম অংশের নির্গমন নেওয়ার উল্লেখযোগ্য নিষ্কাশন খাল। পৌরসভার দক্ষিণ পূর্ব অংশে একটি নামহীন খাল ঐ এলাকা থেকে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশণের জন্য একটি নালা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পৌর এলাকার অন্যান্য প্রধান, মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা থেকে পানি এসকল মুখ্য নর্দমায় নিষ্কাশিত হবে।

৩.৩.১.১ নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) পরিকল্পনা

সাধারণতঃ নর্দমা সংযোগ পরিকল্পনা নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা ও ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এটা নতুন প্রস্তাবিত নর্দমাসহ বর্তমান নিষ্কাশন স্থাপনা, বাঁধ এবং পার্শ্বদেয়াল নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক বর্তমান ও প্রস্তাবিত নর্দমার নির্গমস্থল বর্তমান প্রাকৃতিক প্রবাহের সংযোগ ব্যবস্থা ও ও ভূমির ঢাল নির্ণয় করার পরে নির্ধারণ করতে হবে।

৩.৩.১.২ বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ উন্নয়ন প্রস্তাবনা

শহরের ভবিষ্যৎ বিকাশের ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের ফলে পানি শোষণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে ভবিষ্যতে বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে এবং বর্ষা জনিত বন্যার ঝুঁকি মোকাবেলায় কিছু মাধ্যমিক নর্দমা উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত বর্তমান নর্দমার উন্নয়ন সারণি ৩.৭ এ বিস্তারিত দেখান হয়েছে।

সারণি ৩.৭: মানোন্নয়ন প্রস্তাব সম্বলিত নর্দমার তালিকা

নর্দমা সনাক্তকারী নম্বর	শ্রেণি	প্রস্তাবিত শ্রেণি	দৈর্ঘ্য (মিটার)	বর্তমান প্রস্থ (মিলিমিটার)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (মিলিমিটার)
নর্দমা-১	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	১৪৪	৩০০	৮০০
নর্দমা-২	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	১৪৯	৪০০	৮০০
নর্দমা-৩	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	২০৪	৩০০	৮০০
নর্দমা-৪	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	মাধ্যমিক নর্দমা	৪৯৬	৬০০	১৫২০
নর্দমা-৫	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	১৩৯	৫০০	৮০০
নর্দমা-৬	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	১০৩	৬০০	৮০০
নর্দমা-৭	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	১৭১	৩০০	৮০০
নর্দমা-৮	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	১২২	৩০০	৮০০
নর্দমা-৯	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	মাধ্যমিক নর্দমা	১৩৩	৪০০	১৫২০
নর্দমা-১০	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	মাধ্যমিক নর্দমা	২২৬	৫০০	১৫২০
নর্দমা-১১	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	১১৪	৩০০	৮০০
নর্দমা-১২	৩য় পর্যায়ের নর্দমা (ইটের নর্দমা)	৩য় পর্যায়ের নর্দমা	১৫৭	৪০০	৮০০

৩.৩.১.৩- প্রস্তাবিত নতুন নর্দমার তালিকা

বর্তমান জলাবদ্ধতা নিরসনসহ বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে গড়ে তুলতে কয়েকটি নতুন নর্দমার প্রস্তাব করা হয়েছে যা সারণি ৩.৮ এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র বিশ্লেষণ, বর্তমান নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থার মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন, পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণপূর্বক পর্যায়ক্রমে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। সুতরাং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিষ্কাশন মহাপরিকল্পনাকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বর্তমান নর্দমাসহ প্রস্তাবিত নতুন নর্দমা ও অন্যান্য নিষ্কাশন অবকাঠামো মানচিত্র ৩.৩ এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৩.৮: নতুন নর্দমার প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মিটার)	নির্গমনস্থল	দৈর্ঘ্য (কিমি)
প্রধান নর্দমা	PD-01	ওয়ার্ড ০৩	১.৫২	আত্রাইখালি নদী	০.৮০০
	PD-02	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২	আত্রাইখালি নদী	১.০১৭
	PD-03	ওয়ার্ড ০২	১.৫২	আত্রাইখালি নদী	০.৭০০
	PD-04	ওয়ার্ড ০৩	১.৫২	সোমেশ্বরী নদী	০.২৭৯
	PD-05	ওয়ার্ড ০৩	১.৫২	PD-04	০.৪৯১
	PD-06	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২	পুরাতন সোমেশ্বরী নদী	১.১০২
	PD-07	ওয়ার্ড ০৭	১.৫২	পুরাতন সোমেশ্বরী নদী	০.৫১৫
	PD-08	ওয়ার্ড ০৭	১.৫২	সোমেশ্বরী নদী	০.৫৩৭
	PD-09	ওয়ার্ড ০৭	১.৫২	সোমেশ্বরী নদী	০.৫৩৪

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মিটার)	নির্গমনস্থল	দৈর্ঘ্য (কিমি)
	PD-10	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২	সোমেশ্বরী নদী	০.২৩১
	PD-11	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২	সইলোঝরা খাল	০.৯৬১
	PD-12	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২	সইলোঝরা খাল	০.৭১৩
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-01	ওয়ার্ড ০২	০.৮০	PD-03	০.৫৬৮
	SD-02	ওয়ার্ড ০২	০.৮০	PD-03	১.৪৫০
	SD-03	ওয়ার্ড ০৩	০.৮০	সোমেশ্বরী নদী	০.১৩৯
	SD-04	ওয়ার্ড ০৪	০.৮০	PD-05	০.১৭৬
	SD-05	ওয়ার্ড ০৪	০.৮০	PD-05	০.১৭৯
	SD-06	ওয়ার্ড ০৪	০.৮০	PD-04	০.৪৭০
	SD-07	ওয়ার্ড ০৫	০.৮০	PD-06	০.৭০১
	SD-08	ওয়ার্ড ০৫	০.৮০	পুরাতন সোমেশ্বরী নদী	১.০৯৬
	SD-09	ওয়ার্ড ০৫	০.৮০	পুরাতন সোমেশ্বরী নদী	০.৩০১
	SD-10	ওয়ার্ড ০৫	০.৮০	পুরাতন সোমেশ্বরী নদী	০.১৬৫
	SD-11	ওয়ার্ড ০৬	০.৮০	নামহীন খাল	০.৭৩২
	SD-12	ওয়ার্ড ০৬	০.৮০	SD-06	০.৯৫৪
	SD-13	ওয়ার্ড ০৬	০.৮০	SD-11	১.২৮১
	SD-14	ওয়ার্ড ০৬	০.৮০	SD-15	১.৫৭৫
	SD-15	ওয়ার্ড ০৬	০.৮০	নামহীন খাল	০.৪৬৯
	SD-16	ওয়ার্ড ০৭	০.৮০	PD-07	০.৫৮৩
	SD-17	ওয়ার্ড ০৭	০.৮০	SD-16	০.১৭৩
	SD-18	ওয়ার্ড ০৭	০.৮০	PD-09	০.২৫৭
	SD-19	ওয়ার্ড ০৭	০.৮০	PD-08	০.৩৩০
	SD-20	ওয়ার্ড ০৭	০.৮০	PD-08	০.৫০১
	SD-21	ওয়ার্ড ০৭	০.৮০	সোমেশ্বরী নদী	০.৬২১
	SD-22	ওয়ার্ড ০৮	০.৮০	সোমেশ্বরী নদী	০.৪৫৪
	SD-23	ওয়ার্ড ০৮	০.৮০	PD-10	০.২৬৪
	SD-24	ওয়ার্ড ০৮	০.৮০	PD-10	০.২৭৬
	SD-25	ওয়ার্ড ০৮	০.৮০	PD-11	০.৩২৬
	SD-26	ওয়ার্ড ০৮	০.৮০	PD-10	০.৩৩২
	SD-27	ওয়ার্ড ০৯	০.৮০	সোমেশ্বরী নদী	০.৫২১
	SD-28	ওয়ার্ড ০৯	০.৮০	SD-29	০.১৫০
	SD-29	ওয়ার্ড ০৯	০.৮০	সোমেশ্বরী নদী	০.২২১
	SD-30	ওয়ার্ড ০৯	০.৮০	SD-29	০.৩৪৯
	SD-31	ওয়ার্ড ০৯	০.৮০	সোমেশ্বরী নদী	০.২৪৫
	SD-32	ওয়ার্ড ০৯	০.৮০	SD-31	০.৪১৬
	SD-33	ওয়ার্ড ০৯	০.৮০	সোমেশ্বরী নদী	০.২১৩
	SD-34	ওয়ার্ড ০৯	০.৮০	সইলোঝরা খাল	০.৯০১
৩য় পর্যায়ের নর্দমা	TD-01	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	বর্তমান নর্দমা	০.১২৮
	TD-02	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	বর্তমান নর্দমা	০.৩১৫
	TD-03	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	আমলাপাড়া খাল	০.৪৮৯
	TD-04	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	TD-05	০.২২৩
	TD-05	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	আমলাপাড়া খাল	০.১৭৯
	TD-06	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	আমলাপাড়া খাল	০.০৪৭
	TD-07	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	PD-02	০.২১২

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মিটার)	নির্গমনস্থল	দৈর্ঘ্য (কিমি)
	TD-08	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	PD-02	০.৪৫৫
	TD-09	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	PD-02	০.৩৫৬
	TD-10	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	TD-09	০.১৭৮
	TD-11	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	PD-03	০.৩৭১
	TD-12	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	SD-02	০.৩৫১
	TD-13	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	PD-02	১.০৩৪
	TD-14	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	PD-04	০.০৭৪
	TD-15	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	PD-05	০.১৫৭
	TD-16	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	SD-03	০.২০৩
	TD-17	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	পুরাতন সোমেশ্বরী নদী	০.১৬৯
	TD-18	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	PD-06	০.৬১৫
	TD-19	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	পুরাতন সোমেশ্বরী নদী	০.৩৮৪
	TD-20	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	SD-09	০.১৯০
	TD-21	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	SD-09	০.১০৬
	TD-22	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	SD-09	০.১৩১
	TD-23	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	SD-10	০.১৯৬
	TD-25	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	TD-24	০.২৬২
	TD-24	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	SD-08	০.৩৫৯
	TD-26	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	TD-28	০.৩১৩
	TD-27	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	PD-06	০.২১৩
	TD-28	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	TD-29	০.০৯৬
	TD-29	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	PD-06	০.২৩৪
	TD-30	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	SD-08	০.৬০৯
	TD-31	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	PD-06	০.৬৩৪
	TD-32	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	TD-31	০.০৮৪
	TD-33	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	TD-34	০.১৯২
	TD-34	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	SD-07	০.২৬২
	TD-35	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	TD-31	০.০৬১
	TD-36	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	PD-06	০.২৫৯
	TD-37	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	TD-38	০.১৩২
	TD-38	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	PD-06	০.৪৫৮
	TD-39	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	PD-06	০.২১১
	TD-40	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	বর্তমান নর্দমা	০.১৫৮
	TD-41	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	SD-12	০.১৫৯
	TD-42	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	SD-12	০.১৮০
	TD-43	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	TD-31	০.২০২
	TD-44	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	SD-20	০.২৪৭
	TD-45	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	SD-20	০.৪৬০
	TD-46	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	TD-50	০.২২৬
	TD-47	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	TD-45	০.০৬২
	TD-48	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	TD-50	০.১০৭
	TD-49	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	SD-16	০.২৭৭
	TD-50	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	TD-49	০.২৪৮
	TD-51	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	SD-16	০.০৬৫

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মিটার)	নির্গমনস্থল	দৈর্ঘ্য (কিমি)
	TD-52	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	PD-07	০.১৩৪
	TD-53	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	SD-16	০.২০১
	TD-54	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	TD-53	০.১১২
	TD-55	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	SD-17	০.২১৮
	TD-56	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	TD-55	০.১৭২
	TD-57	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	PD-07	০.০৭৮
	TD-58	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	PD-08	০.২৬৮
	TD-59	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	TD-58	০.৩৪৬
	TD-60	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	PD-08	০.১১৯
	TD-61	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	PD-08	০.৪৬২
	TD-62	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	SD-21	০.২৫৪
	TD-63	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	SD-21	০.২৩৬
	TD-64	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	SD-22	০.৯১০
	TD-65	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	PD-11	০.২৯৫
	TD-66	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	SD-22	০.১২৯
	TD-67	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	SD-25	০.২০৩
	TD-68	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	সইলোঝরা খাল	০.৪৪২
	TD-69	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	SD-34	০.৩৩৫
	TD-70	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	SD-34	০.৫০৪
	TD-71	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	SD-32	০.১১০
	TD-72	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	SD-32	০.১৫৩
	TD-73	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	SD-27	০.১৭৯
মোট					৪৪.৪৬৩

৩.৩.১.৪ নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্যান্য অবকাঠামোর তালিকা

দুর্গাপুর পৌরসভায় বাধাহীন বৃষ্টির পানির প্রবাহ এবং যানবাহন চলাচলের জন্য পরামর্শকদল কিছু নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তাবনা দিয়েছেন যা সারণি ৩.৯ এ দেওয়া হল:

সারণি ৩.৯: প্রস্তাবিত নিষ্কাশন অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক	ধরন	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান
১	সেতু	BR-1	ওয়ার্ড ০৭
২	বক্স কালভার্ট	BC-1	ওয়ার্ড ০৯
৩	বক্স কালভার্ট	BC-2	ওয়ার্ড ০৯
৪	পাইপ কালভার্ট	CD-1	ওয়ার্ড ০১
৫	পাইপ কালভার্ট	CD-2	ওয়ার্ড ০১
৬	পাইপ কালভার্ট	CD-3	ওয়ার্ড ০১
৭	পাইপ কালভার্ট	CD-4	ওয়ার্ড ০১
৮	পাইপ কালভার্ট	CD-5	ওয়ার্ড ০১
৯	পাইপ কালভার্ট	CD-6	ওয়ার্ড ০১
১০	পাইপ কালভার্ট	CD-7	ওয়ার্ড ০১
১১	পাইপ কালভার্ট	CD-8	ওয়ার্ড ০১
১২	পাইপ কালভার্ট	CD-9	ওয়ার্ড ০১
১৩	পাইপ কালভার্ট	CD-10	ওয়ার্ড ০১

ক্রমিক	ধরন	সনাক্তকারী	অবস্থান
৫৭	পাইপ কালভার্ট	CD-54	ওয়ার্ড ০৬
৫৮	পাইপ কালভার্ট	CD-55	ওয়ার্ড ০৬
৫৯	পাইপ কালভার্ট	CD-56	ওয়ার্ড ০৬
৬০	পাইপ কালভার্ট	CD-57	ওয়ার্ড ০৬
৬১	পাইপ কালভার্ট	CD-58	ওয়ার্ড ০৬
৬২	পাইপ কালভার্ট	CD-59	ওয়ার্ড ০৬
৬৩	পাইপ কালভার্ট	CD-60	ওয়ার্ড ০৬
৬৪	পাইপ কালভার্ট	CD-61	ওয়ার্ড ০৬
৬৫	পাইপ কালভার্ট	CD-62	ওয়ার্ড ০৭
৬৬	পাইপ কালভার্ট	CD-63	ওয়ার্ড ০৭
৬৭	পাইপ কালভার্ট	CD-64	ওয়ার্ড ০৭
৬৮	পাইপ কালভার্ট	CD-65	ওয়ার্ড ০৭
৬৯	পাইপ কালভার্ট	CD-66	ওয়ার্ড ০৭

ক্রমিক	ধরন	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান
১৪	পাইপ কালভার্ট	CD-11	ওয়ার্ড ০১
১৫	পাইপ কালভার্ট	CD-12	ওয়ার্ড ০১
১৬	পাইপ কালভার্ট	CD-13	ওয়ার্ড ০১
১৭	পাইপ কালভার্ট	CD-14	ওয়ার্ড ০১
১৮	পাইপ কালভার্ট	CD-15	ওয়ার্ড ০১
১৯	পাইপ কালভার্ট	CD-16	ওয়ার্ড ০১
২০	পাইপ কালভার্ট	CD-17	ওয়ার্ড ০১
২১	পাইপ কালভার্ট	CD-18	ওয়ার্ড ০২
২২	পাইপ কালভার্ট	CD-19	ওয়ার্ড ০২
২৩	পাইপ কালভার্ট	CD-20	ওয়ার্ড ০২
২৪	পাইপ কালভার্ট	CD-21	ওয়ার্ড ০২
২৫	পাইপ কালভার্ট	CD-22	ওয়ার্ড ০২
২৬	পাইপ কালভার্ট	CD-23	ওয়ার্ড ০২
২৭	পাইপ কালভার্ট	CD-24	ওয়ার্ড ০২
২৮	পাইপ কালভার্ট	CD-25	ওয়ার্ড ০২
২৯	পাইপ কালভার্ট	CD-26	ওয়ার্ড ০২
৩০	পাইপ কালভার্ট	CD-27	ওয়ার্ড ০২
৩১	পাইপ কালভার্ট	CD-28	ওয়ার্ড ০২
৩২	পাইপ কালভার্ট	CD-29	ওয়ার্ড ০২
৩৩	পাইপ কালভার্ট	CD-30	ওয়ার্ড ০২
৩৪	পাইপ কালভার্ট	CD-31	ওয়ার্ড ০২
৩৫	পাইপ কালভার্ট	CD-32	ওয়ার্ড ০২
৩৬	পাইপ কালভার্ট	CD-33	ওয়ার্ড ০৩
৩৭	পাইপ কালভার্ট	CD-34	ওয়ার্ড ০৩
৩৮	পাইপ কালভার্ট	CD-35	ওয়ার্ড ০৩
৩৯	পাইপ কালভার্ট	CD-36	ওয়ার্ড ০৩
৪০	পাইপ কালভার্ট	CD-37	ওয়ার্ড ০৩
৪১	পাইপ কালভার্ট	CD-38	ওয়ার্ড ০৩
৪২	পাইপ কালভার্ট	CD-39	ওয়ার্ড ০৪
৪৩	পাইপ কালভার্ট	CD-40	ওয়ার্ড ০৪
৪৪	পাইপ কালভার্ট	CD-41	ওয়ার্ড ০৪
৪৫	পাইপ কালভার্ট	CD-42	ওয়ার্ড ০৫
৪৬	পাইপ কালভার্ট	CD-43	ওয়ার্ড ০৫
৪৭	পাইপ কালভার্ট	CD-44	ওয়ার্ড ০৫
৪৮	পাইপ কালভার্ট	CD-45	ওয়ার্ড ০৫
৪৯	পাইপ কালভার্ট	CD-46	ওয়ার্ড ০৫
৫০	পাইপ কালভার্ট	CD-47	ওয়ার্ড ০৫
৫১	পাইপ কালভার্ট	CD-48	ওয়ার্ড ০৫
৫২	পাইপ কালভার্ট	CD-49	ওয়ার্ড ০৫
৫৩	পাইপ কালভার্ট	CD-50	ওয়ার্ড ০৫
৫৪	পাইপ কালভার্ট	CD-51	ওয়ার্ড ০৫
৫৫	পাইপ কালভার্ট	CD-52	ওয়ার্ড ০৫
৫৬	পাইপ কালভার্ট	CD-53	ওয়ার্ড ০৬

ক্রমিক	ধরন	সনাক্তকারী	অবস্থান
৭০	পাইপ কালভার্ট	CD-67	ওয়ার্ড ০৭
৭১	পাইপ কালভার্ট	CD-68	ওয়ার্ড ০৭
৭২	পাইপ কালভার্ট	CD-69	ওয়ার্ড ০৭
৭৩	পাইপ কালভার্ট	CD-70	ওয়ার্ড ০৭
৭৪	পাইপ কালভার্ট	CD-71	ওয়ার্ড ০৭
৭৫	পাইপ কালভার্ট	CD-72	ওয়ার্ড ০৭
৭৬	পাইপ কালভার্ট	CD-73	ওয়ার্ড ০৭
৭৭	পাইপ কালভার্ট	CD-74	ওয়ার্ড ০৭
৭৮	পাইপ কালভার্ট	CD-75	ওয়ার্ড ০৭
৭৯	পাইপ কালভার্ট	CD-76	ওয়ার্ড ০৭
৮০	পাইপ কালভার্ট	CD-77	ওয়ার্ড ০৭
৮১	পাইপ কালভার্ট	CD-78	ওয়ার্ড ০৭
৮২	পাইপ কালভার্ট	CD-79	ওয়ার্ড ০৭
৮৩	পাইপ কালভার্ট	CD-80	ওয়ার্ড ০৭
৮৪	পাইপ কালভার্ট	CD-81	ওয়ার্ড ০৭
৮৫	পাইপ কালভার্ট	CD-82	ওয়ার্ড ০৭
৮৬	পাইপ কালভার্ট	CD-83	ওয়ার্ড ০৭
৮৭	পাইপ কালভার্ট	CD-84	ওয়ার্ড ০৭
৮৮	পাইপ কালভার্ট	CD-85	ওয়ার্ড ০৭
৮৯	পাইপ কালভার্ট	CD-86	ওয়ার্ড ০৭
৯০	পাইপ কালভার্ট	CD-87	ওয়ার্ড ০৮
৯১	পাইপ কালভার্ট	CD-88	ওয়ার্ড ০৮
৯২	পাইপ কালভার্ট	CD-89	ওয়ার্ড ০৮
৯৩	পাইপ কালভার্ট	CD-90	ওয়ার্ড ০৮
৯৪	পাইপ কালভার্ট	CD-91	ওয়ার্ড ০৮
৯৫	পাইপ কালভার্ট	CD-92	ওয়ার্ড ০৮
৯৬	পাইপ কালভার্ট	CD-93	ওয়ার্ড ০৮
৯৭	পাইপ কালভার্ট	CD-94	ওয়ার্ড ০৮
৯৮	পাইপ কালভার্ট	CD-95	ওয়ার্ড ০৮
৯৯	পাইপ কালভার্ট	CD-96	ওয়ার্ড ০৮
১০০	পাইপ কালভার্ট	CD-97	ওয়ার্ড ০৮
১০১	পাইপ কালভার্ট	CD-98	ওয়ার্ড ০৮
১০২	পাইপ কালভার্ট	CD-99	ওয়ার্ড ০৮
১০৩	পাইপ কালভার্ট	CD-100	ওয়ার্ড ০৮
১০৪	পাইপ কালভার্ট	CD-101	ওয়ার্ড ০৯
১০৫	পাইপ কালভার্ট	CD-102	ওয়ার্ড ০৯
১০৬	পাইপ কালভার্ট	CD-103	ওয়ার্ড ০৯
১০৭	পাইপ কালভার্ট	CD-104	ওয়ার্ড ০৯
১০৮	পাইপ কালভার্ট	CD-105	ওয়ার্ড ০৯
১০৯	পাইপ কালভার্ট	CD-106	ওয়ার্ড ০৯
১১০	পাইপ কালভার্ট	CD-107	ওয়ার্ড ০৯
১১১	পাইপ কালভার্ট	CD-108	ওয়ার্ড ০৮

৩.৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

৩.৪.১ নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান

অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের সাধারণ চিত্র হল মানুষ মানুষ নির্বিচারে বিশেষতঃ বন্যার জল ধারণের নিচু এলাকায়ও অল্প পরিমাণ বন্যা প্রতিরোধ সক্ষমতাসহ বসতি ও অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে তোলে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে যখন বড় বন্যা দেখা দেয় তখন এসকল বসতি, অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়, জন প্রশাসন ত্রাণের জন্য বিনিযোগ বা অর্থ ব্যয় করে। কাঠামোগত সমাধান অনেক ব্যয়বহুল কিন্তু যদি অবকাঠামো বা উন্নয়নের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কাঠামোগত সমাধান ব্যয়ের কয়েকগুণ বেশি হয় বা সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয় সেক্ষেত্রে এধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ যৌক্তিক হতে পারে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউবিডি) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (এফসিডি), বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ (এফসিডিআই) এবং অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এই সংস্থা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ, বদ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। একই সাথে বিভিন্ন বাঁধ, সেচ খাল , জলকপাট, ব্যারেজ, স্লুইচ, আড়াআড়ি বাঁধ, ডাইক প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে সেচ, নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রক্ষা, ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি সেবা প্রদান করছে।

নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এ প্রস্তবিত বিধানসমূহ হবে অন্যতম আইনগত ভিত্তি। জাতীয় পানি নীতিতে পানি খাত সম্পর্কে জাতীয় নীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পানি নীতির আওতায় জাতীয় পানি সম্পদ কাউন্সিল এর সাচিবিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় যার অন্যতম দায়িত্ব জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (এনডব্লিউএমপি), পরবর্তী অবস্থার হালনাগাদ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা। জাতীয় পানি ব্যবস্থপনা মহাপরিকল্পনায় স্থাপিত কাঠামোর আওতায় সংস্তাসমূহ তাদের নিজেদের উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন কার্যক্রমে দীর্ঘ মেয়াদী ও সমন্বিত ব্যবস্থা উন্নয়নে ১৯৯৮ সালে ২৬টি উপাদান সম্বলিত বন্যা কর্মপরিকল্পনা বা ফ্লাড একশন প্লান প্রনীত হয়। কর্মপরিকল্পনায় দেশের সকল প্রধান অঞ্চলের উপর প্রকল্প নির্ভর সমীক্ষাসহ উন্নত প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও বাস্তবায়ন প্রবর্ধনমূলক সহায়ক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত ছিল। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উক্ত বন্যা কর্মপরিকল্পনাকেও কার্যকর ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান। যৌথ নদী কমিশন ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিনিময় করে থাকে। পানি উন্নয়ন বোর্ড সকল সরকারি দপ্তর, প্রতিষ্ঠানকে বন্যা সম্পর্কিত সকল ধরণের তথ্য সরবরাহ করে।

বন্যা ব্যবস্থাপনার যে অংশ পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত তা জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় পানি কাউন্সিল ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সমন্বয় করে থাকে। একইভাবে বন্যা ব্যবস্থাপনার যে অংশ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত তা জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় করে জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বা আরও নির্দিষ্ট করে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। বন্যার মত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সমন্বয় করে দূর্যোগ মন্ত্রণালয় এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

৩.৪.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়

কাঠামো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্ব-ক এর অধ্যায়-৯ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। নিষ্কাশন পরিকল্পনাও একই কৌশলে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে এবং একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি (এমইসি) গঠন করা হবে।

নিষ্কাশন পরিকল্পনা দশবছর মেয়াদী (২০১১-২০২১) একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হওয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেট খুব সীমিত হওয়ায় জনগণের অতি জরুরী প্রয়োজনের বিষয়কে প্রস্তাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পৌর কর্তৃপক্ষ নিজে এই বিশাল ব্যয়ের অর্থ সংকুলান করতে সক্ষম নয়।

নিষ্কাশন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রস্তাবসমূহ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বর্তমান নর্দমার মানোন্নয়ন, নতুন নর্দমা নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। শহর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্কাশন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পর্যায়-১ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে একীভূত করা হবে যা মহাপরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে (২০১১-২০১৬) বাস্তবায়িত হবে। পরামর্শকবৃন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনার ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হবে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে, পূর্ববর্তী ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মেয়াদের পর। পর্যায়ক্রমিক কাজের বিস্তারিত বিবরণ সারণি ৩.১০ -এ দেখান হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর পর নিষ্কাশন পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হবে। হালনাগাদ ও নতুন ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রণয়ন করা হবে।

সারণি ৩.১০: প্রস্তাবিত নর্দমার বাস্তবায়ন পর্যায়

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)				
শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (কিমি)
প্রধান নর্দমা	PD-01	ওয়ার্ড ০৩	১.৫২	০.৮০০
	PD-02	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২	১.০১৭
	PD-03	ওয়ার্ড ০২	১.৫২	০.৭০০
	PD-04	ওয়ার্ড ০৩	১.৫২	০.২৭৯
	PD-05	ওয়ার্ড ০৩	১.৫২	০.৪৯১
	PD-06	ওয়ার্ড ০৪	১.৫২	১.১০২
	PD-07	ওয়ার্ড ০৭	১.৫২	০.৫১৫
	PD-08	ওয়ার্ড ০৭	১.৫২	০.৫৩৭
	PD-09	ওয়ার্ড ০৭	১.৫২	০.৫৩৪
	PD-10	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২	০.২৩১
	PD-11	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২	০.৯৬১
	PD-12	ওয়ার্ড ০৮	১.৫২	০.৭১৩
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-01	ওয়ার্ড ০২	০.৮০	০.৫৬৮
	SD-02	ওয়ার্ড ০২	০.৮০	১.৪৫০
	SD-03	ওয়ার্ড ০৩	০.৮০	০.১৩৯
	SD-04	ওয়ার্ড ০৪	০.৮০	০.১৭৬
	SD-05	ওয়ার্ড ০৪	০.৮০	০.১৭৯
	SD-06	ওয়ার্ড ০৪	০.৮০	০.৪৭০
	SD-07	ওয়ার্ড ০৫	০.৮০	০.৭০১
	SD-08	ওয়ার্ড ০৭	০.৮০	১.০৯৬
	SD-09	ওয়ার্ড ০৭	০.৮০	০.৩০১
	SD-10	ওয়ার্ড ০৭	০.৮০	০.১৬৫
	SD-11	ওয়ার্ড ০৬	০.৫০	০.৭৩২
	SD-12	ওয়ার্ড ০৬	০.৫০	০.৯৫৪
	SD-13	ওয়ার্ড ০৬	০.৫০	১.২৮১
	SD-14	ওয়ার্ড ০৬	০.৫০	১.৫৭৫
	SD-15	ওয়ার্ড ০৬	০.৫০	০.৪৬৯
	SD-16	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.৫৮৩
	SD-17	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.১৭৩
	SD-18	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.২৫৭
	SD-19	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.৩৩০
	SD-20	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.৫০১
	SD-21	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.৬২১
	SD-22	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.৪৫৪
	SD-23	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.২৬৪
	SD-24	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.২৭৬
	SD-25	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.৩২৬
	SD-26	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.৩৩২

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)				
শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (কিমি)
৩য় পর্যায়ের নর্দমা	TD-19	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.৩৮৪
	TD-20	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.১৯০
	TD-21	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.১০৬
	TD-22	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.১৩১
	TD-23	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.১৯৬
	TD-25	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.২৬২
	TD-24	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.৩৫৯
	TD-26	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.৩১৩
	TD-27	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.২১৩
	TD-28	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.০৯৬
	TD-29	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.২৩৪
	TD-30	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.৬০৯
	TD-31	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.৬৩৪
	TD-32	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.০৮৪
	TD-33	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.১৯২
	TD-34	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.২৬২
	TD-35	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.০৬১
	TD-36	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.২৫৯
	TD-37	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.১৩২
	TD-38	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.৪৫৮
	TD-39	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.২১১
	TD-40	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.১৫৮
	TD-41	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.১৫৯
	TD-42	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.১৮০
	TD-43	ওয়ার্ড ০৫	০.৫০	০.২০২
	TD-44	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.২৪৭
	TD-45	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.৪৬০
	TD-46	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.২২৬
	TD-47	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.০৬২
	TD-48	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.১০৭
	TD-49	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.২৭৭
	TD-50	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.২৪৮
	TD-51	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.০৬৫
	TD-52	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.১৩৪
	TD-53	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.২০১
	TD-54	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.১১২
	TD-55	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.২১৮
	TD-56	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.১৭২

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)				
শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (কিমি)
	SD-27	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.৫২১
	SD-28	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.১৫০
	SD-29	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.২২১
	SD-30	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.৩৪৯
	SD-31	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.২৪৫
	SD-32	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.৪১৬
	SD-33	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.২১৩
	SD-34	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.৯০১
৩য় পর্যায়ের নর্দমা	TD-01	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	০.১২৮
	TD-02	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	০.৩১৫
	TD-03	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	০.৪৮৯
	TD-04	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	০.২২৩
	TD-05	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	০.১৭৯
	TD-06	ওয়ার্ড ০১	০.৫০	০.০৪৭
	TD-07	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	০.২১২
	TD-08	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	০.৪৫৫
	TD-09	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	০.৩৫৬
	TD-10	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	০.১৭৮
	TD-11	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	০.৩৭১
	TD-12	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	০.৩৫১
	TD-13	ওয়ার্ড ০২	০.৫০	১.০৩৪
	TD-14	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	০.০৭৪
	TD-15	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	০.১৫৭
	TD-16	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	০.২০৩
	TD-17	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	০.১৬৯
	TD-18	ওয়ার্ড ০৩	০.৫০	০.৬১৫

বাস্তবায়নের ১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)				
শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	ওয়ার্ড	প্রস্থ (মিটার)	দৈর্ঘ্য (কিমি)
	TD-57	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.০৭৮
	TD-58	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.২৬৮
	TD-59	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.৩৪৬
	TD-60	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.১১৯
	TD-61	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.৪৬২
	TD-62	ওয়ার্ড ০৭	০.৫০	০.২৫৪
	TD-63	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.২৩৬
	TD-64	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.৯১০
	TD-65	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.২৯৫
	TD-66	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.১২৯
	TD-67	ওয়ার্ড ০৮	০.৫০	০.২০৩
	TD-68	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.৪৪২
	TD-69	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.৩৩৫
	TD-70	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.৫০৪
	TD-71	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.১১০
	TD-72	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.১৫৩
	TD-73	ওয়ার্ড ০৯	০.৫০	০.১৭৯

কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের গুরুত্ব অত্যধিক। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মেয়াদ সম্পন্নের পর এর সফলতা, ব্যর্থতা, ভুলত্রুটি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা জরুরী। এধরণের মূল্যায়ন সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। এধরণের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পৌরসভা কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানে দুর্গাপুর পৌরসভা এধরণের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার মত দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ নয়। একটি পরিকল্পনার তদারকি ও মূল্যায়নের দায়িত্ব মূলত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদগণের। দুর্গাপুর পৌরসভায় যদি কোন পরিকল্পনাবিদ না থাকে তবে নিষ্কাশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয় করা মারাত্বকভাবে ব্যাহত হবে। তথাপি পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে পৌরসভার নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে, এক্ষেত্রে দক্ষ জনবল সাময়িকভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

অংশ-খ

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৩.৫ ভূমিকা

৩.৫.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ্য নিম্নে বিধৃত হলঃ

ক. একটি টেকসই বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি

খ. বাসযোগ্য পরিবেশ সম্পর্কে নাগরিকদের মাঝে সচেতনতা তৈরি

৩.৫.২ পরিকল্পনা পদ্ধতি ও কৌশল

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বসবাসের সম্পূরক পরিবেশ জরিপ, সমন্বিত বাস্তুতান্ত্রিক জরিপ এবং পানির মান নির্ধারণ জরিপ। সম্পূরক বসবাসের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পানি সরবরাহ, ভূমি দূষণ, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাল ও প্রধান নর্দমা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জনসংখ্যার পুনঃবসতিকরণ (রিসেটলমেন্ট)। সমন্বিত বাস্তুতান্ত্রিক সমীক্ষার লক্ষ্য গাছপালা, জলজ সম্পদ, কৃষি ও সাংস্কৃতিক উপাদানের মত বাস্তুতান্ত্রিক উপকরণের উপর নগরায়ণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের ফলাফল নিরূপণে সমন্বিত পরিবেশগত মূল্যায়ন কার্যক্রমে সহায়তা করা। পানির মান নির্ধারণ জরিপ হল নদী, প্রাকৃতিক খাল কিংবা পুকুরের পানির নমুনা এবং এর বিশ্লেষণ। শহরের প্রয়োজনীয় পরিবেশ বর্ধনের পদক্ষেপ নিশ্চিতে এসব প্রয়োজন। অধিকন্তু, নিষ্কাশন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনে নগরায়ণের সাথে সাথে বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশগত অবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় কীট-পতঙ্গের প্রজনন স্থান সীমিতকরণ এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন এলাকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

৩.৬ বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা

৩.৬.১ ভূমিকা

দুর্গাপুর পৌরসভার পরিবেশ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় প্রকার পরিবেশ নিয়ে গঠিত। মানুষ নির্মিত পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি ও বাতাসের মান, জ্বালানি ব্যবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন এবং দুর্যোগ প্রশমন। মাত্রাতিরিক্ত নগরায়ণ বা যেখানে নগরায়ণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেখানে মানবসৃষ্ট পরিবেশ টেকসই হয়না। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য নগরায়ণ গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামো, সেবা, জ্ঞান, উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নগরে কেন্দ্রীভুত হয় আবার যুগপৎভাবে নগরকে বিকশিতও করে।

সুতরাং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে এসব পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে এবং পানি ও বায়ুর মান, জীব-বৈচিত্র্য, সম্পদ ও জ্বালানি, সামুদ্রিক সম্পদ, পরিবহণ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রশমনে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৩.৬.২ ভূ-রূপতত্ত্ব (জিও-মরফোলজি)

ভূ-প্রকৃতিগতভাবে দুর্গাপুর পৌর এলাকা সমতল। এই সমতল মূলতঃ গঙ্গা বা পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী ব্যবস্থার স্তরীভূত পলি দ্বারা গঠিত। ভূ-রূপতাত্ত্বিকভাবে দুর্গাপুর এলাকা পুরাতন বক্ষপুত্র ও যমুনা নদীর বন্যা অববাহিকার অন্তর্গত।

৩.৬.৩ বর্জ্য অপসারণ

দুর্গাপুর পৌরসভার বর্জ্য ও ময়লা আবর্জনার মধ্যে রয়েছে, গৃহস্থালি বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, কাঁচা বাজার এর বর্জ্য, হাসপাতাল বর্জ্য/ চিকিৎসা বর্জ্য, শৌচাগারের বর্জ্য, ইটভাটার বর্জ্য এবং সার /রাসায়নিক সংক্রান্ত বর্জ্য। দুর্গাপুর পৌরসভায় প্রতিদিন বর্জ্যের

উৎপাদনের পরিমাণ জনপ্রতি গড়ে ২৫০ গ্রাম এবং পৌরসভার মোট উৎপাদন ১৩.১৩৫ টন/দিন। পৌরসভায় নির্ধারিত ডাষ্টবিন নেই, আবর্জনাবাহী ট্রাক নেই, ৩টি ঠেলাগাড়ি আছে এবং কোন বর্জ্য নিষ্পত্তি ক্ষেত্র নেই। পৌরসভায় বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ২০ জন অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে।

পৌরসভায় ০১টি ৫০শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ৫টি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি আছে। এগুলো ব্যাকটেরিয়া দূষিত বর্জ্য উৎপাদন করে। হাসাপাতালের বর্জ্য অপসারণ বা পুড়িয়ে ফেলার জন্য নিজস্ব কোন স্থান বা ব্যবস্থা নেই। এগুলো গৃহস্থালি ও কাঁচা-বাজারের বর্জ্যের সাথে নিচু এলাকায় ফেলার কারণে সমগ্র ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবস্থা ব্যাকটেরিয়াজনিত দূষণ করে, যা খুবই বিপজ্জনক। সাধারণ মানুষ তাদের বসতবাড়ী ও কাঁচাবাজারের বর্জ্য আশেপাশে নর্দমায়, উন্মুক্ত জায়গায় কিংবা এবং ধানক্ষেতের পাশের ডোবায় ফেলে, যা পরিবেশ দূষণ ক'রে মানব স্বাস্থ্যের বিরাট ক্ষতি সাধন করে।

৩.৬.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

দুর্গাপুর পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যথাযথ নয়। পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০৫৫০জন এবং বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯৪%। বর্তমানে (২০১১) দুর্গাপুরর জনসংখ্যা ২৭,৪৫৭ জন। পৌরসভায় ০২টি কাঁচা বাজার, ০১টি পশুর হাট, ০১টি ৫০শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ০২টি সিনেমা হল, ০৬টি বেসরকারি ক্লিনিক এবং কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে। পৌরসভার মোট আয়তনের ২০% এলাকা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে যদিও তা পরিবেশবান্ধব নয়। পৌরসভায় নির্ধারিত ডাষ্টবিন নেই, আবর্জনাবাহী ট্রাক নেই, ৩টি ঠেলাগাড়ি আছে এবং কোন বর্জ্য নিষ্পত্তি ক্ষেত্র নেই। পৌরসভায় বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ২০ জন অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে।

৩.৬.৫ দূষণ

৩.৬.৫.১ পানি

প্রকৃতিতে পানি ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ উভয় উৎস বিদ্যমান। দুর্গাপুর পৌর এলাকার ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস যেমন; পুকুর, ডোবা, খাল দূষিত হচ্ছে অনুপযুক্ত সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল বর্জ্যের অপর্যাপ্ত পরিশোধন ও অপসারণ, রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহারের কারণে। বন্যা কবলিত আধা-পাকা শৌচাগার থেকে মনুষ্য মল পানির উৎস ও জলাশয়ের সংস্পর্শে আসে। পানি দূষণের আরেকটি উৎস হল হাসপাতাল বর্জ্য। পৌর এলাকায় একটি ৫০ শয্যার হাসপাতাল ও ৬টি বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষাগার রয়েছে যেখানে বিভিন্ন জীবাণুসমৃদ্ধ হাসপাতাল বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এসকল বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার নিজস্ব কোন ব্যবস্থা হাসপাতালের নেই। হাসপাতাল বর্জ্যগুলো উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর কাছে উন্মুক্ত স্থানে ও ডোবায় ফেলা হয়। পৌরসভার বর্জ্য স্তুপকরণ স্থান নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী জলাশয় ও নিম্নাঞ্চলে স্তুপ করা হয়। পৌরসভার বাইরে উনমুক্ত স্থান, সড়ক পাশের নর্দমা, পার্শ্ববর্তী সেতু বা কালভার্ট ইত্যাদিতে বর্জ্য ফেলা হয়। বর্ষা মৌসুমে এসকল বর্জ্য পানির সংস্পর্শে আসে যা পানি দূষণের অন্যতম কারণ। পানি দূষণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উৎস হল কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও পোকামাকড় দমনের ঔষধের ব্যবহার। ফসলের ক্ষেত থেকে এসকল পদার্থ খাল ও নদীর পানিতে মিশ্রণের মাধ্যমে পানি দূষিত হয় যা বর্তমানে উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এধরণের দূষণ জলজ জীব-বৈচিত্রের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার উৎপাদিত খাদ্য পণ্যে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ এই পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

পৌরবাসীর পানীয় জলের একমাত্র উৎস নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত ভূ-গর্ভস্থ পানি। নগরবাসী হস্তচালিত নলকূপের মাধ্যমে খাবার পানি সংগ্রহ করে। পৌর এলাকায় ৪৩২৫টি পরিবার বসবাস করে। পৌরসভার রেকর্ড অনুযায়ী এখানে খারাব পানি সরবরাহের জন্য ২৩২২টি হস্তচালিত নলকূপ রয়েছে। পৌর এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা শীত মৌসুমে ১০ ফুট পর্যন্ত থাকে যা গ্রীষ্ম মৌসুমে ২৫-৩০ ফুট পর্যন্ত নিচে নেমে যায়। পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন রয়েছে। হস্তচালিত নলকূপগুলোতে মিশ্রিত আয়রন এবং ক্ষতিকারক খনিজ মানুষের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের কারণ। অধিকন্তু শীতকালে হস্তচালিত নলকূপগুলো প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়ে। পানির স্তর অতিরিক্ত নিচে নেমে যাওয়ায় (৭০-৮০ ফুট) এসময় নলকূপে পানি পাওয়া যায় না, পানিতে লোহার পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যায় যা পৌরবাসীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। ভূগর্ভস্থ পানি

দূষণের আরেকটি সম্ভাব্য উৎস হলো পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি। ভূগর্ভস্থ উপরের এবং মধ্যবর্তী স্তর থেকে উত্তোলিত পানিতেই বেশিরভাগ সময় আর্সেনিক থাকে। ভূস্তর থেকে প্রাকৃতিকভাবে উৎসন্ন বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে আর্সেনিক সম্ভাব্য দ্রবিভূত আকারে থাকে। ধারণা করা হয় যে, পানির স্তর কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এটি পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে প্রথম আর্সেনিক চিহ্নিত হয়। উত্তোলিত ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক আছে কি-না জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর তা সনাক্ত করার কাজ করছে।। অধিদপ্তর দুর্গাপুর পৌরসভায় কোন হস্তচালিত নলকূপে এখনো পর্যন্ত আর্সেনিক দূষণ সনাক্ত করেনি।

৩.৬.৫.২ বায়ু

দুর্গাপুর পৌরসভায় বায়ু দুষণের প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে ইটভাটা, পুরাতন যানবাহন, বর্জ্য ফেলার স্থানসমূহ, কিছু শিল্প কারখানা, নির্মাণ কর্মকাণ্ড যেসকল স্থান থেকে ক্ষতিকর কণা নির্গত হয়। দ্রুত নগরায়ণের ফলে দুর্গাপুর পৌরসভায় যান্ত্রিক যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্গাপুর পৌরসভায় চলাচলকারী স্থানীয় বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যান্ত্রিক যানবাহন দীর্ঘদিনের পুরানো, রক্ষণাক্ষেণ পর্যাপ্ত ও যথাযথ না হওয়ায় এসকল যানবাহন থেকে নির্ধারিত মাত্রার থেকে বেশি বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হয় যা বায়ু দূষণের একটি কারণ। করাত কলগুলো থেকে ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। ইটভাটা, ধানকল প্রভৃতি থেকে চিমনীর মাধ্যমে কালো ধোঁয়া তথা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় যা বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি নির্ভরশীল কী ধরণের ক্ষতিকর কণা/পদার্থ, বায়ুতে তাদের পরিমাণ ও মাত্রা, মানুষের বয়স স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রভৃতি সূচকের উপর। মানুষের ক্ষতি ছাড়াও বায়ু দূষণ পশুপাখি, গাছপালা ও বাস্তুসংস্থানের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পৌর এলাকায় অবস্থিত শিল্প কারখানার ধরণ ও সংখ্যা সারণি ৩.১১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৩.১১: দুর্গাপুর পৌরসভায় অবস্থিত শিল্প কারখানার তালিকা

ক্রমিক	শিল্প কারখানার ধরন	সংখ্যা	দূষণকারী উপাদান	শোধনাগার
১	চাল কল	১	ক্ষতিকর গ্যাস	প্রয়োজন নেই
২	করাতকল	১০	ধূলা,শব্দ	প্রয়োজন নেই
৩	মসলার কারখানা	২	শব্দ	প্রয়োজন
মোট		১৩		

৩.৬.৫.৩ শব্দ

দুর্গাপুর পৌরসভায় শব্দ দূষণের পরিমাণ কিছুটা উল্লেখ করার মত। দুর্গাপুর বাজার হচ্ছে এখানকার শবদ দূষণের প্রধান উৎস। সবমিলিয়ে পৌর এলাকায় ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যার মধ্যে রয়েছে মসলা মিল, করাত কল এবং হালকা প্রকৌশল ওয়ার্কশপ। এদের মধ্যে করাত কল ও প্রকৌশল ওয়ার্কশপ যথেষ্ট শব্দ সৃষ্টি করে। চলন্ত যানবাহনের সৃষ্ট শব্দেও কিছু মাত্রায় শব্দ দূষণ ঘটে। এছাড়াও হাটের দিনে পণ্য বেচা কেনার জন্য প্রচুর গাড়ী ঘোড়া ও লোকসমাগম হয় যার ফলে দুর্গাপুরে কিছু পরিমাণ শব্দ দূষণ ঘটে। বাজার এলাকায় কাঠের দোকান, দর্জির দোকান ও কামারের দোকন থাকায় এগুলো যথেষ্ট পরিমাণ শব্দ সৃষ্টি করে।

৩.৬.৫.৪ আর্সেনিক

ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণের একটি সম্ভাব্য উৎস হল পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি। ভূ-গর্ভস্থ উপরের এবং মধ্যবর্তী স্তর থেকে উত্তোলিত পানিতেই বেশিরভাগ সময় আর্সেনিক থাকে। ভূ-স্তর থেকে প্রাকৃতিকভাবে উৎসন্ন বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে আর্সেনিক সম্ভাব্য দ্রবিভূত আকারে থাকে। ধারণা করা হয় যে, পানির স্তর কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এটি পানিতে দ্রবিভূত হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে প্রথম আর্সেনিক চিহ্নিত হয়। ভ্-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ণয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত দুর্গাপুর পৌরসভার কোন নলকূপে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েনি।

৩.৬.৬ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও স্থানীয় আপদ (হ্যাজার্ড)

৩.৬.৬.১ ঘূর্ণিঝড়

বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চল হলেও দুর্গাপুর পৌরসভা ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা এলাকা থেকে মোটামুটি মুক্ত। ঘূর্ণিঝড় সাধারণত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় নিয়মিত হয়ে থাকে। দুর্গাপুর পৌরসভা তথা নেত্রকোনা জেলা কালবৈশাখী ও টর্ণেডোর প্রকোপ থেকে মুক্ত (মানচিত্র ৩.৪)। তথাপি দেশে বর্ষা-পূর্ব মৌসুমে স্থানীয়ভাবে পরিচিত কালবৈশাখী হয়। টর্ণেডো হঠাৎ করেই স্থানীয়ভাবে সৃষ্টি হয়। সবথেকে বেশি কালবৈশাখী হয় এপ্রিলে, কিছু হয় মে মাসে এবয় সবথেকে কম হয় মার্চে। তীব্রবেগে ঝড়ো হাওয়া ও বর্জ্রপাত হয়। কালবৈশাখী ও টর্ণেডো প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন ঘূর্ণন বাতাস ও সেই সাথে বর্জ্রপাত সৃষ্টি করে থাকে যা গাছপালা, টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক লাইন উপড়ে ফেলে, মানুষের জীবন, ঘরবাড়ী, অবকাঠামোসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে যা স্থানীয়সহ জাতীয় অর্থনীতিতেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

৩.৬.৬.২ নদী ভাঙ্গন

নদী ভাঙ্গন ইতোমধ্যেই দুর্গাপুর পৌরসভায় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। বর্তমান বনভূমি উজাড় বা মরুকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ভূমি ভাঙ্গনের কারণ হচ্ছে। নদী ভাঙ্গন পলি ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুমেশ্বরী নদী দুর্গাপুর পৌরসভার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বন্যার কারণে পলি জমা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যার ফলে বিল, কৃষি জমি ও নিচু অঞ্চলে পলির স্তর জমা হয় এবং এসকল জলাশয়ের জল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। মেঘালয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ের উপরের হিমবাহ (গ্লেসিয়ার) গলে উপর থেকে পাথর, মাটি প্রভৃতি পলি হিসাবে ভারতের শিলং প্লেট থেকে বাহিত হয়ে নিম্নাঞ্চল তথা বাংলাদেশে প্রবেশ করে যা বন্যার কারণে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পলি জমার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে থাকে।

৩.৬.৬.৩ বন্যা

দুর্গাপুর নেত্রকোনা জেলার অন্তর্গত উত্তর অংশে অবস্থিত একটি উপজেলা। আন্তঃসীমান্ত অতিক্রান্ত সুমেশ্বরী নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যা পৌরসভার উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

ভারতের মেঘালয় রাজ্যে সিমসং নামে পরিচিত সুমেশ্বরী নদী মেঘালয় ও বালাদেশের নেত্রকোনা জেলার গারো পাহাড়ের প্রধান নদী। স্থানীয়ভাবে সিমসং নামে পরিচিত এই নদী নকরেক পিক থেকে উৎপত্তি হয়ে পূর্বদিকে মেঘালয়ের পূর্ব গারো পাহাড়ের নংগালবিবরা, সিজুরেওয়াক জিলা সদর রংরেনগিরি, উইলিয়ামনগর অতিক্রম ক'রে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ গারো পাহাড়ি জেলাসদর বাগমারায় এসছে। এর প্রধান প্রধান শাখানদী হচ্ছে চিবক, রঙদিক, রম্পা ও রিঙদি নদী। মেঘালয়ে এ নদীর বহু মনকাড়া জলপ্রপাত রয়েছে। বাংলাদেশে কংস নদীতে পড়ার আগে পর্যন্ত নেত্রকোনা জেলার সুসং-দুর্গাপুর ও অন্যান্য এলাকায় প্রবাহিত হয়েছে। এর একটি শাখা কলমাকান্দার দিকে গেছে এবং বালিয় নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। আরেকটি শাখা সুনামগঞ্জ জেলার দিকে গেছে এবং সুরমা নদীতে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে এই দুই শাখা মুলতঃ পুরাতন সুমেশ্বরী নদীর দ্বিখণ্ডিত নালা, যেগুলোর মুখ পরিতে ভরাট হয়েছে এবং কার্যতঃ মাঝারী নিম্ন গতির স্রোত বয়ে যায়। ভূমিকম্প ও প্রলয়ঙ্করী বন্যার কারণে সুমেশ্বরীর গতিধারা পরিবর্তন হয়ে পুরাতন সুমেশ্বরী হয়ে গেছে।

সুমেশ্বরী নদীর পানি প্লাবিত হয়ে প্রতি বছর দুর্গাপুর পৌরসভায় বন্যা হয়। সুমেশ্বরী ও পুরাতন সুমেশ্বরী নদীর পানি প্লাবিত হয়ে প্রতি বছর দুর্গাপুর পৌরসভা নিম্নাঞ্চল ও দক্ষিণ পাশ তলিয়ে যায়। পৌরসভার প্রায় ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ এলাকা প্রতি বছর সাধারণ বন্যায় তলিয়ে যায়। যেসব বছরেও অস্বাভাবিক বন্যা হয় তখন পৌরসভার প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। একটি বন্যার প্রকোপ এলাকা মানচিত্র ও সেখানে দুর্গাপুর পৌরসভার অবস্থান মানচিত্র ৩.৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.৬.৬.৪ ভূমিকম্প

ভূমিকম্প হল ভূ-গর্ভস্থ কঠিন শিলাস্তরের মধ্য হতে নির্গত অত্যধিক পরিমাণ শক্তির হঠাৎ নির্গমন যা তরঙ্গ আকারে চারিদিকে প্রবাহিত হয়। কোন অঞ্চলের ভূ-কম্পন ঘটিত কর্মকাণ্ড বা সিসমিসিটি ঐ এলাকায় ইতোপূর্বে নির্দিষ্ট মেয়াদে সংঘটিত ভূমিকম্পের

সংখ্যা, হার, মাত্রা সম্পর্কিত বিষয় বুঝায়। বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর পূর্ব অঞ্চল সবথেকে বেশি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা যেখানে মাঝারী থেকে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছে।

ঝুঁকির মাত্রার উপর ভিত্তি ক'রে বাংলাদেশকে সাধারণভাবে তিনটি ভূমিকল্প প্রবণ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে যথা; অঞ্চল-১, অঞ্চল-২ এবং অঞ্চল-৩। দুর্গাপুর পৌরসভা অঞ্চল অত্যন্ত ঝুঁকির সিসমিক এলাকায় অবস্থিত। ভূমিকম্প ঝুঁকি অঞ্চল ও দুর্গাপুর পৌরসভার অবস্থান মানচিত্র ৩.৬ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.৬.৬.৫ জলাবদ্ধতা

দুর্গাপুর পৌর এলাকার কয়েকটি স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ পানি নিষ্কাশনে সড়কে নির্মিত সেতু, কালভার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া ও যত্রতত্র বাড়ীঘর নির্মাণ করা। জলাবদ্ধতার সমস্য মূল শহর এলাকায় বেশি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জলাবদ্ধতা সেই সব এলাকায় ঘটছে যেখানে বাড়ীঘর সড়কের উচ্চতা থেকে কম উচ্চতায় ও পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা নর্দমা ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে অত্যধিক বৃষ্টির পানির ক্ষুদ্র একটি অংশ বাষ্পীভবন ও মাটিতে শুষে নেওয়ার পর বৃহৎ অংশ নিষ্কাশনের অভাবে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। কিছু কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সপ্তাহব্যপী স্থায়ী হয়। জলাবদ্ধতার সমস্যা সাধারণত জুনের শেষ দিকে আরম্ভ হয় অক্টোবর পর্যন্ত এর অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

৩.৬.৬.৬ অগ্নিকাণ্ড

অগ্নিকাণ্ড দূর্যোগ সেই অবস্থা যেখানে অগ্নিকাণ্ডে মানুষ, সম্পদ ও স্থাপনার স্বাভাবিকের থেকে বহুগুণ বেশি ঝুকি থাকে ও এর ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়। দুর্গাপুর পৌরসভা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের দূর্যোগের কবলে পড়ে যেমন; বন্য, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড বা অন্যান্য মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ। অগ্নিকাণ্ড যেখানে হয়, সেখানে শুধু ভৌত ক্ষতি হয়না, মারাত্মকভাবে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ঘনবিন্যস্ত নগর এলাকায়, যেখানে বাড়ীঘর একটির সঙ্গে অপরটি অত্যন্ত লাগোয়া, অপ্রশস্ত সড়ক, বাড়ী নির্মাণে দাহ্য উপকরণ, ভবনে দাহ্য পদার্থের উপস্থিতি, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও তারসহ গুণগত অবস্থা প্রভৃতি। এছাড়াও পানির স্বল্পতা, দক্ষতা ও সচেতনতার অভাব, এসকর সমস্যা উত্তরণে অর্থের অভাব প্রভৃতি ধীরে ধীরে অগ্নিকাণ্ডকে দুর্যোগে পরিণত করছে। সাধারণতঃ বিপণি বিতান, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা বা জনসমাগম স্থানে অগ্নিকাণ্ড ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়। অসচেতনতা, ইমারত নির্মাণে যথাযথ বিধি পালন না করা, নিম্নমানের বৈদ্যুতিক উপকরণ ব্যবহার, অপরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনা করা, অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে দিন দিন অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা ও এর থেকে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়েই চলেছে।

অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্রের তথ্য মতে দুর্গাপুর পৌর এলাকায় এখনো পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ও হার অত্যন্ত কম। গৃহ নির্মাণে দাহ্য উপকরণ, জ্বালানি হিসাবে কাঠ ও কেরোসিনের ব্যবহার মাঝে মাঝে এখানে বিপদের কারণ হয়।

৩.৬.৬.৭ অন্যান্য দূর্যোগ

ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি আপদ (হ্যাজার্ড) মাঝে মাঝে দুর্গাপুর পৌরসভায় স্বল্প মাত্রায় দূর্যোগ সৃষ্টি করে। উল্লিখিত আপদ ব্যতীত দুর্গাপুর পৌর এলাকায় দূর্যোগ সৃষ্টিকারী অন্য কোন আপদ এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি।

৩.৭ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

৩.৭.১ পরিবেশগত বিষয়সমূহের জন্য প্রস্তাবনা

৩.৭.১.১ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

জনসংখ্যার কম ঘনত্ব ও সম্পদ ব্যবহারের নিম্ন হারের কারণে এই শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখনো পরিবেশগত সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ঘনত্ব বাড়বে। সুতরাং বর্জ্য ভবিষ্যতে প্রধান পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যৎ সমস্যা বা বিপর্যয় এড়াতে আগে থেকেই সতকর্তামূলক পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত এবং শহরের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে চুড়ান্ত পর্যায়ে বর্জ্য অপসারণের জন্য পৌরসভার একদম দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত থেকে খাগড়া সড়কের দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত একটি বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যার সমাধানে বাড়ী বাড়ী বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম প্রর্বতন করা উচিত। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনসহ (সিবিও) পৌর কর্তৃপক্ষ বসতবাড়ি ও অন্যান্য বর্জ্য সৃষ্টিকারী স্থান থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডেই ভ্যান যাবে এবং হুইসেল দিয়ে আগমন ঘোষণা করবে। একই যান অন্য প্রতিষ্ঠান, সোসাইটি এবং কমপ্লেক্সগুলোর বর্জ্য অপসারণ করবে। এভাবে এই ব্যবস্থা পুরো শহরের বর্জ্য সংগ্রহ করবে এবং শহরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বর্জ্য স্থানান্তর স্থানে জমা করবে। পরিশেষে সকল বর্জ্য প্রস্তাবিত বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রে ফেলা হবে। পৌর কর্তৃপক্ষ বর্জ্য সংগ্রহ কাজে বাসিন্দাদের উপর ন্যূনতম ফি ধার্য করবে। দৈনন্দিন বর্জ্য সংগ্রহরে সমগ্র প্রক্রিয়াটি প্রবাহ চিত্র ৩.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্জ্য স্থানান্তর স্থান ও বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রের তালিকা সারণি ৩.১২-এ এবং মানচিত্র ৩.৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

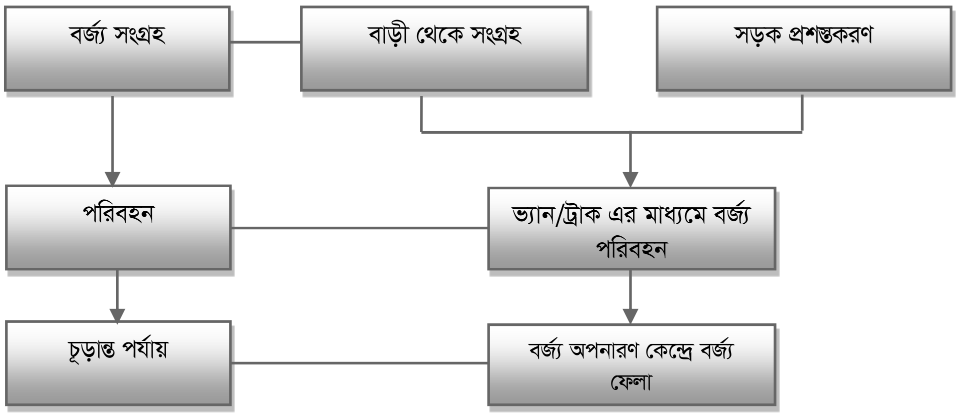

চিত্র ৩.১: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সার্বিক চিত্র

সারণি ৩.১২: বর্জ্য অপসারণ সুবিধার তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
WDG	বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র	ওয়ার্ডের একদম পূর্ব সীমান্তে	ওয়ার্ড ০৬	১০.১৮	দেশাল	১০১০-১০১৩, ১০১৫, ১০১৮,১০১৯, ১০২৪, ১০২৬-১০৭১, ৯৯৯৯৯
WTS-1	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের পূর্ব পাশে	ওয়ার্ড ০২	০.২৭	দুর্গাপুর	৪০১৮-৪০২১
WTS-2	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	জহুর জালাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দুরতম পাশে	ওয়ার্ড ০৪	০.২৯	দুর্গাপুর	৫২৯৫-৫২৯৮, ৫৩০০-৫৩০৩
WTS-3	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	ওয়ার্ড-৭ এর একদম উত্তরে ভবানীপুর বেড়ীবাঁধ সড়কের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	০.২৫	ভবানীপুর	২১৪, ২৩০
WTS-4	বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	ওয়ার্ড-৮ এর দক্ষিণে এবং জয়পাড়া সড়কের পশ্চিম পাশে ও প্রস্তাবিত স্থানীয় সড়ক-৫৮ এর পাশে	ওয়ার্ড ০৮	০.২৭	খুজিরা	৬৭৮-৬৮১

নিরসনমূলক পদক্ষেপ

১. প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করা;
২. গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বর্জ্য স্থানান্তর স্থান স্থাপন;

৩. বর্জ্য অপসারণের জন্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপন;
৪. স্বাস্থ্যকর মাটি ভরাট পদ্ধতিতে অপসারণ কেন্দ্রে বর্জ্য পরিশোধন;

৩.৭.১.২ উন্মুক্ত স্থান, জলাশয় ও সংশ্লিষ্ট উপাদান সুরক্ষা পরিকল্পনা

উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ

বর্তমানে এখানে প্রতি হাজার জনসংখ্যার জন্য উন্মুক্ত স্থানের হার অতি নগণ্য মাত্র ০.৪৫৪ একর। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০৩১ সালে এই হার হবে ১.৩৭ একর। তবে এখানে অতিরিক্ত উন্মুক্ত স্থান স্থাপন করার তেমন কোন সুযোগ থাকবে না। এজন্য মহাপরিকল্পনা এলাকায় ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

নিরসন পদক্ষেপ

১. শহরের ভবিষ্যৎ পরিবেশ রক্ষায় উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
২. উন্মুক্ত স্থানের উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থায়ন করতে হবে;
৩. মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত উন্মুক্ত স্থানে কোন ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া যাবে না;
৪. উন্মুক্ত স্থান স্থাপনের জন্য জমির মালিকদের জমি দান করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

জলাশয়/নিম্নভূমি সংরক্ষণ

ভূমিগ্রাসীরা পৌরসভার মধ্যকার প্রায় সবগুলো খালই অবৈধভাবে দখল করে ফেলেছে। অনেক স্থানে খালগুলো ভরাট হয়ে গেছে। এর ফলে খালগুলো সরু হয়ে বর্ষাকালে তাদের জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পৌরসভায় বন্যা ও নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার ঝুঁকি বাড়বে।

নিরসন পদক্ষেপ

১. দখলারদের হাত থেকে খালসহ যে কোন জলাশয় উদ্ধারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে;
২. যেখানেই খাল ভরাট করা হয়েছে সেখানে তা পুনঃখনন করে দখলমুক্ত করতে হবে;
৩. সীমানা স্তম্ভ স্থাপন করে খালের এলাকা চিহ্নিত করতে হবে;
৪. খাল এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির মাঝখানে বৃক্ষরোপন ক'রে বাফার অঞ্চল তৈরি করতে হবে।

৩.৭.১.৩ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা

৩.৭.১.৩.১ শিল্প

আজকের দিনে শিল্প দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এজন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরী। পরিবেশগত পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হল এমন একটি ভৌত পরিবেশ গড়ে তোলা যা এখানকার প্রতিটি পরিবার ও সমাজের জন্য সহনীয় ও আরমদায়ক হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য হল এই পর্যায়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটির মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

পৌর এলাকার আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা শিল্প দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে একদম উত্তর-পূর্ব প্রান্তে (২ নং ওয়ার্ডের উত্তর পাশে) একটি সাধারণ শিল্প অঞ্চল এবং পৌরসভার একদম উত্তরে (বিজয়পুর সড়কের পশ্চিমে) একটি ভারী শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই দুই শিল্প এলাকা স্থাপনে প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ৫৬.৪১ একর। বর্তমানে যে সকল শিল্প আবাসিক

বা অন্যান্য পরিবেশের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলো প্রস্তাবিত শিল্প এলাকায় পুনর্বাসন/স্থানান্তর করবে। সাধারণ শিল্প (সবুজ ও কমলা-ক শ্রেণিভুক্ত) এবং ভারী শিল্প (কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত) স্থাপনে নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে।

যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে তা নিম্নরূপঃ

- যথাযথ অঞ্চলীকরণ
- শিল্প স্থাপনা যথাযথ স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে বসবাসের পরিবেশের মানোন্নয়ন করা
- প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার চারপাশে বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে বসবাসের এলাকা নিরাপদ করা,
- শিল্পাঞ্চলের জন্য গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা,
- দূষণ বিষয়ক বিভিন্ন কমিউনিটি কার্যক্রম গ্রহণ করা।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ কার্যকর ফল দিতে পারে। নগর সমস্যা সমাধানে সবথেকে ভাল উপায় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ। নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- পৌর এলাকার ভিতরে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা,
- চলমান সকল শিল্পকে প্রস্তাবিত শিল্প অঞ্চলে স্থানান্তর,
- নতুন শিল্প স্থাপনের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যেন শিল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়কারী বিষয়গুলো নিরসনে যথাসাধ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে,
- যেসকল শিল্পের কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটবে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা,
- নিয়মিত শিল্প স্থাপনা পরিদর্শন করা যেন দূষিত পদার্থের নির্গমন নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

শিল্প স্থাপনে স্থান নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হলঃ

- শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা,
- বিশেষ সুবিধা বা ছাড়ের প্রবর্তন
- নিয়ন্ত্রণ আরোপ

শিল্প বর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়া নির্ভরশীল বর্জ্যের ধরণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর। সাধারণতঃ এমন পরিশোধন প্রস্তাব করা হয় তা যেন কিছু ব্যবহার উপযোগী উপাদান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এটা শিল্প মালিকাদের পরিশোধনাগার স্থাপনে উৎসাহিত করবে এবং পরিশোধন ব্যয় সাশ্রয়ী হবে।

৩.৭.১.৩.২ বায়ু/পানি/মাটি/শব্দ

বায়ু

প্রতিদিন একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ গড়ে ২০০০০ লিটার বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে। প্রতিবার নিশ্বাস গ্রহণের সময় দূষিত পদার্থ গ্রহণের ঝুঁকি রয়েছে। পরিবেশে সবধরণের বায়ু দূষণ পাওয়া গেছে। এসব বিপজ্জনক উপাদান হয় গ্যান নতুবা কণা। ঘরে বাইরে উভয় স্থানে বায়ু দূষণ রয়েছে। ভবনের অভ্যন্তরে আটকে থাকা দূষণ পদার্থে ঘর দূষিত হয় এবং দীর্ঘদিন চলে। বায়ু দূষণের উৎস প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট।

যেহেতু দুর্গাপুর পৌরসভায় দূষিত বায়ু কণা যেমন সিএফসি, ভারী ধাতব কণা, এসপিএম প্রভৃতি নিঃসরণের মত ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই এবং যানবাহনের সংখ্যাও সীমিত ফলে পরিকল্পনায় বায়ু দূষণ নিরসণে আলাদা করে কোন প্রস্তাব দেওয়া হয়নি।

পানি

প্রকৃতিতে পানি ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ উভয় উৎস বিদ্যমান। দুর্গাপুর পৌর এলাকার ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস যেমন; পুকুর, ডোবা, খাল অনুপযুক্ত সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল বর্জ্যের অপর্যাপ্ত পরিশোধন ও অপসারণ, রাসায়নিক সার ও ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহারের কারণে দূষিত হচ্ছে। পানি দূষণ বহুমাত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এটা করার সবথেকে ভাল উপায় হল দূষিত পানিকে বিভিন্ন রাসায়নিক সহযোগে পরিশোধন করা এবং একে বিষমুক্ত পানিতে রূপান্তর করা। পানিতে অক্সিডেশন পানির স্বল্প মাত্রার রেডিওএকটিভ দূষণ মুক্ত করে। বেশ কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক রয়েছে যারা পানিতে জৈব ব্যকটেরিয়ার কাজ করে এবং এগুলো কীট-পতঙ্গ নিধনে কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পানি দূষণের অন্যান্য কারণ ময়লা আবর্জনা, হাসপাতাল বর্জ্য, রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে সারের পরিমিত ব্যবহার, জৈব সারের ব্যবহার উৎসাহিতকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভূমি

ভূমি দূষণ হল মানুষের কর্মকাণ্ড ও অপব্যবহারের কারণে কোন এলাকার ভূস্তর বা মাটি দূষণ। এটা সাধারণতঃ ঘটে যখন ময়লা আবর্জনা বা বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে অপসারণ করা না হয়। নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ভূমি দূষণের অন্যতম কারণ। মাটি দূষণ হল মাটিতে কঠিন বা তরল দূষিত পদার্থের মিশ্রণ যা মাটির স্বাভাবিক গুণাগুণ নষ্ট করে এবং এর ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

ভূমি দূষিত করে এমন বিভিন্ন শ্রেণির পদার্থের ধরণের মধ্যে রয়েছে পৌর বর্জ্য, নির্মাণ ও ভেঙ্গে ফেলা বর্জ্য, বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর বর্জ্য প্রভৃতি। পৌর বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে অক্ষতিকর ময়লা আবর্জনা, বসতবাড়ী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা, খাবারের বর্জ্য, বাজারের বর্জ্য প্রভৃতি।

শব্দ

শব্দ দূষণ মূলত মানুষ, প্রাণি বা যন্ত্র থেকে সৃষ্টি হয় যা মানুষ ও প্রাণি জগতের কাজকর্ম ও ভারসাম্যের বিপত্তি ঘটায়। জল ও বায়ু দূষণের ক্রমবর্ধমান মাত্রার সঙ্গে শব্দ দূষণ ও পৌর নাগরিকদের কাছে নতুন হুমকি হিসেবে আর্বিভূত হচ্ছে। শব্দ দূষণের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব রয়েছে যেমনঃ উচ্চরক্ত চাপ, মানসিক চাপ, তন্দ্রাহীনতা। উচ্চমাত্রার শব্দ নগরবাসী বিশেষ ক'রে শিশুদের শ্রবণে ও স্নায়ূতন্ত্রে মারাত্মক চাপ তৈরি করতে পারে। কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্যদের তুলনায় প্রচুর উচ্চ মাত্রার শব্দ সৃষ্টি করে। শহর এলাকায় মোটরচালিত যান অন্যতম প্রধান শব্দ দূষণের উৎস। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে উচ্চ মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হয় সেখানে শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হলে সেখানে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিনের জন্য শব্দ নিরোধ ঘর নির্মাণ,
- কর্কশ ও তীক্ষ্ন শব্দ সৃষ্টিকারী হর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ,
- শব্দ সৃষ্টিকারী শিল্প ও রেলস্টেশন আবাসিক এলাকা থেকে দুরে স্থানান্তর,
- জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের সাধারণ যন্ত্র যেমনঃ মাইক প্রভৃতির অপব্যবহার রোধে যথাযথ আইনের প্রয়োগ,
- স্কুল, কলেজ, হাসপাতার প্রভৃতি স্থানে 'নিঃশব্দ এলাকা' ঘোষণা ও মানতে বাধ্য করা,
- সড়কের পাশে বৃক্ষ রোপণ
- নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাউড স্পকার নিষিদ্ধ করা।

৩.৭.১.৩.৩ অন্যান্য দূষণ

উল্লিখিত দূষণ ব্যতীত দুর্গাপুর পৌর এলাকায় অন্য কোন দূষণ এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি।

৩.৭.২ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও আপদ (হ্যাজার্ড) মোকাবেলা প্রস্তাবনা

দুর্গাপুর পৌরসভায় সংগঠিত হয় বা হতে পারে এমন আপদের মধ্যে বন্যা, টর্ণেডো ও ভূমিকম্প উল্লেখযোগ্য। বন্যা মোকাবেলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা ও সুরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- বৃষ্টিপাতের তীব্রতা (রেইনফল ইনটেনসিটি)
- প্রবাহ গুণাঙ্ক (রান অফ কোএফিসিয়েন্ট)
- মজুত গুণাঙ্ক স্টোরেজ কোএফিসিয়েন্ট),
- প্রভাব বলয় (ক্যাচমেন্ট এরিয়া)।

যেহেতু পৌরসভায় প্রমত্তা কোন নদী নেই এবং এখানে হঠাৎ বন্যা বা ফ্লাশ ফ্লাডের সম্ভাবনা নেই ফলে এখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো যেমন; বাঁধ, জলের গতিরোধক বাঁধ, জলকপাট (স্লুইস গেট), প্রবাহ নিয়ন্ত্রক (রেগুলেটর) প্রভৃতি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে মৌসুমী বন্যা মোকাবেলায় জনসচেতনতা তৈরিতে কিছু কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য সরকারি স্থাপনা বন্যার সময় আক্রান্ত জনগণের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়াও ভবন নির্মাণের সময় ভবনের ভিত বা প্লিন্থ লেভেল এই এলাকার বন্যা সমতলের এমন উচ্চতায় নির্মাণ করা প্রয়োজন যেন সাধারণত ১০ বছরের ফিরতি মেয়াদের বড় বন্যায়ও ভবনের ভিত তলিয়ে না যায়।

টর্ণেডো ও ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে আবহাওয়ার ও ভূতত্ত্ব জরিপ কেন্দ্রের আগাম সংবাদ সহায়তা করতে পারে।

৩.৭.২.১ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা পরিকল্পনা (কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদক্ষেপ)

প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন; বন্যা, টর্ণেডো, ভূমিকম্প প্রভৃতি জীবনহানিসহ পরিবেশ, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ভরশীল আক্রান্ত এলাকার মানুষ ও ব্যবস্থার প্রতিরোধ সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা। মূলতঃ দূর্যোগ তখন হয় যখন আপদ (হ্যাজার্ড) ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা অতিক্রম ক'রে যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। প্রাকৃতিক আপদ যদি কোন ক্ষয়ক্ষতি না করে তবে তাকে দূর্যোগ বলা হয় না।

৩.৭.২.২ আপদ মোকাবেলা পরিকল্পনা (কাঠামোগত ও অকাঠামোগত পদক্ষেপ)

সকল জনপদের বিশেষতঃ দরিদ্র মানুষের প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট দূর্যোগে আক্রান্ত ঝুঁকি (ভালনারেবিলিটি) মোকাবেলা ও সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১০ সালে জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সংযোগ রেখে পৌরসভা দূর্যোগ মোকাবেলা কমিটি ' পৌরসভা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রণয়ন করবে।

সারণি ৩.১৩: প্রস্তাবিত বাঁধের তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রস্থ (মিটার)
EB-01	০.৬৭৪	৬.০০
EB-02	৩.২৪০	৬.০০
EB-03	০.২১৬	৬.০০
EB-04	০.৪৭২	৬.০০
EB-05	০.৪৮৬	৬.০০

৩.৭.২.৩ আপদ সৃষ্টিকারী দখল মোকাবেলা পরিকল্পনা

দখল শব্দটি বন্যা আপদ ও নিষ্কাশন প্রবাহের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। কতিপয় মানুষ তাদের বাড়ীঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প বা অন্য প্রতিষ্ঠান অনোনুমোদিত স্থান বা নদী, খাল, জলাশয়, নর্দমা প্রভৃতির আংশিক দখলপূর্বক নির্মাণ করেছেন যার ফলে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এধরণের বাঁধার ফলে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না ও তাৎক্ষণিকভাবে জলাবদ্ধতার ও দীর্ঘমেয়াদে বন্যার সৃষ্টি করে। সকল ধরণের অবৈধ দখল অপসারণ করতে হবে।

৩.৮ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

৩.৮.১ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রবিধান

পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রকৃতি সংরক্ষণে প্রয়োগযোগ্য প্রথম ও মুখ্য আইন হল “পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫” এবং পরবর্তী আইন হল “পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরকে আইনের বিধি-বিধান প্রয়োগ ও বিভিন্ন দূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ প্রয়োগসহ কার্যকার ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের দূষণ প্রতিরোধে এসকল আইন কার্যকরী হাতিয়ার।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর আওতায় সকল শিল্প ও প্রকল্পকে তাদের কার্যক্রম বিবেচনায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল। ফলে পৌর কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপন অনুমোদনে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ আবশ্যিককরণ ও এই শ্রেণি অনুযায়ী শিল্প স্থাপনায় নির্দেশনা প্রণয়ন করতে পারে।

দুর্গাপুর পৌর এলাকায় দূষিত গ্যাস ও বিষাক্ত গ্যাসীয় কণা নি:সরণ নিয়ন্ত্রণে পৌরসভা মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও মোটরযান বিধিমালা ১৯৯৭ প্রয়োগ করতে পারে।

পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা বিভাগ পৌর এলাকার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় সরকার পৌরসভা) আইন, ২০১০ প্রয়োগ করতে পারে।

সরকারের অধিকাংশ নীতি দলিলে প্রবিধান, কৌশল ও পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন প্রয়োজনীয়। অবশ্য একটি নীতি গ্রহণ বা অনুমোদনের পর অনুসরণ করার মত কোন পদ্ধাত বা নির্দেশনা থাকেনা। এখানেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েন ভিতরে বা বাইরে বাস্তবায়ন নীতির অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নেই। এরফলে নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব উপায়ে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে নীতিমালা প্রণীত হলেও এসকল নীতিমালা বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনামূলক বিধি বা নির্দেশনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় বা সংস্থা নিজেদের মত করে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে যা সবসময় কার্যকর হয়না। বাংলাদেশ মাত্রাতিরিক্তভাবে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ ও এর সঙ্গে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি দক্ষতা মিলে এই সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ করে ফেলছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করে। ব্যাপক মাত্রায় তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ, সংলাপ, সভা, আঞ্চলিক কর্মশালা, পেশাজীবি ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সংলাপের মাধ্যমে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। পরিকল্পনায় পরিবেশ বিষয়ে বেশ কিছু কার্যক্রমকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং সরকার জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্বিতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করছে।

চারটি ধাপে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;

ধাপ ১. প্রধান বিষয়গুলো সনাক্তকরণ

ধাপ ২. প্রধান প্রধান বিষয়ের তালিকা তৈরী ও বিশ্লেষণ (১৯৯৩ সালে প্রণীত)

ধাপ ৩. জনগণ, পেশাজীবি ও সরকারের করা সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ (১৯৯৪ সালে প্রণীত)

ধাপ ৪. জনগণ, পেশাজীবি ও সরকারি সংস্থার অভিমতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

৩.৮.২ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়

এটি উল্লেখ করা দরকার যে, বাস্তবায়ন হল কোন পরিকল্পনার প্রয়োগ। কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের গুরুত্ব অত্যধিক। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সহায়তা করে। এটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রাও পরিমাপ করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হলে সঠিক পথে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মেয়াদ সম্পন্নের পর এর সফলতা, ব্যর্থতা, ভুলত্রুটি নির্ণয়ে মূল্যায়ন করা জরুরী। এধরণের মূল্যায়ন সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী। পৌরসভার মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে পরিকল্পনার কার্যকর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা উচিত।

অধ্যায় ০৪
নগর সেবা পরিকল্পনা

৪.১ ভূমিকা

৪.১.১ ভূমিকা

পৌরসভা কিভাবে পর্যাপ্ত সরকারি সেবা রক্ষা, উন্নয়ন ও প্রদান করবে নগর সেবা উপাদানে তা বর্ণিত হয়েছে। নগওে প্রদত্ত সরকারি সেবাগুলো হচ্ছে, পানি সরবরাহ, সেনিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ।

নগর এলাকা পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, নগর এলাকায় সকল জনগণের চাহিদা পূরণ ও ভূমি উন্নয়নে পর্যাপ্ত সরকারি সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা। উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে অবশ্যই বর্তমান সুবিধা বজায় রাখা ও উন্নত করতে হবে। উপরন্তু নগর উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য এসব সরকারি সেবা ও সুবিধা সম্প্রসারণ প্রয়োজন। নগর উন্নয়নে সহায়তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি পরিসেবা ব্যবস্থা দরকার।

এই অধ্যায়ে দুর্গাপুর পৌরসভার ভবিষৎ উন্নয়নে মৌলিক নগর সেবা উন্নয়ন প্রস্তাব বর্ণনা করা হয়েছে। প্রস্তাবনা করা হয়েছে শহর পর্যায়ে যা নগর এলাকা পরিকল্পনার আওতায়। স্থানীয় পর্যায়ের প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হবে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায়। নগর এলাকার সার্বিক পরিবেশগত পরিস্থিতি শোচনীয়। এসব সেবা প্রদান উন্নয়নের জন্য বর্তমান চর্চা, কৌশলে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ও পর্যাপ্ত বিনিয়োগ তহবিল দরকার হবে।

এই পরিকল্পনা একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল তৈরী করতে চায় যা দুর্গাপুর পৌরসভার নগর জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণে নগর সেবা উন্নয়ন, ব্যবহার, বজায় রাখা ও উন্নত করার ক্ষেত্রে পরিবেশগত উচ্চ মান ধরে রাখবে।

৪.১.২ নগর সেবার বিষয় ও পরিধি

নগর সেবার আওতায় বিভিন্ন সেবা রয়েছে যা অনেক সময় পরিসেবা ও সামাজিক সেবার সাথে দ্বৈততা সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান পরিকল্পনায় নগর সেবা বলতে নিম্নলিখিত সেবাসমূহের উপর আলোচনা ও প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে:

- পানি সরবরাহ
- সেনিটেশন
- টেলিকমিউনিকেশন
- বিদ্যুৎ
- গ্যাস সরবরাহ

৪.২ বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সেবাসমূহের চাহিদা নিরূপণ

৪.২.১ ভূমিকা

আয়তন ছোট বড় যাই হোক না কেন প্রতিটি শহর/নগরকে পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা হল নগর খাতের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য প্রতিটি শহরে পরিকল্পনা চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। পৌরসভার ভৌত অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি নগর সেবার পর্যাপ্ত উন্নয়ন আবশ্যক। ভৌত বিকাশ ও উন্নয়ন এমনভাবে হওয়া দরকার যেন প্রতিটি শহরের কার্যকারীতা, উৎপাদন ক্ষমতা, সৌন্দর্য এবং পরিবেশগত স্থায়ীত্ব বাস্তবে রূপ পায়। শহরের আয়তন, জনসংখ্যা এবং চাহিদা বিবেচনায় নগর সেবা উন্নয়ন ও প্রদানে দুর্গাপুর পৌরসভার অবস্থা ভাল নয়। বর্তমানে পৌরসভার পক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪.২.২ সেবাসমূহের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ

ক) সেবাসমূহের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ

পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ. গ্যাস সরবরাহ, বর্জ্য ও টেলিফোন ইত্যাদির মত বর্তমান নগর সেবার বিশ্লেষণ তালিকা নিম্নে দেওয়া হল:

পানি সরবরাহ

বাসিন্দাদের নিরাপদ খাবার পানি বিতরণের জন্য দুর্গডপুর পৌরসভার নিজস্ব সংযোগভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই। পৌরসভার পানির স্তর মাত্রা ৬ থেকে ১২ ফুট এবং শীতকালে আরো কম। সুমেশ্বরী নদীর প্রবাহ দুর্গাপুর পৌরসভার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত এবং ভূগর্ভস্থ পানির ভালই যোগান দেয়। শীতকালে হস্তচালিত গৃহস্থালি নলকূপ দিয়ে পানি উত্তোণে তেমন অসুবিধা হয়না। পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্পূর্ণটাই হস্তচালিত নলকূপ। খাবার পানির জন্য পৌরসভার শতভাগ মানুষ হস্তচালিত নলকূপ ব্যবহার করে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও কেয়ার কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় দুর্গাপুর পৌরসভার পানির মান পরীক্ষা করছে। তারা ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক মাত্রা, আয়রন ও অন্যান্য খনিজ পরীক্ষার জন্য নতুন বসানো ও চালু নলকূপের পানির নমুনা সংগ্রহ করছে। এখনো পর্যন্ত পৌর এলাকার ভিতরে কোন নলকূপে আর্সেনিক দূষণ পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ স্টাণ্ডার্ড অনুযায়ী আর্সেনিক দূষণ গ্রহনযোগ্য মাত্রার নীচে (০.০৫ এমজি)। পৌরসভা এলাকায় আয়রনের মাত্রা অনেক বেশি ৭০ থেকে ৮০ ফুট নীচে গেলে এই সমস্যা প্রকট। আদমশুমারি ২০০১ সূত্র থেকে জানা যায়, দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসংখ্যা ২০৫৫০। পরিবার সংখ্যা ৪৩২৫ এবং হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা মোট ২৩২২। পৌরসভার দরিদ্র পরিবারসমূহের নিজস্ব নলকূপ নেই, তারা প্রতিবেশীদের নলকূপ থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করেন। পৌরসভায় কোন বস্তি (সুইপার ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারির বাসস্থান) নেই। গৃহস্থালি কাজে তারা পাশ্ববর্তী পুকুর থেকে এবং খাবার পানির জন্য কমিউনিটি হস্তচালিত নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে।

পয়ঃনিষ্কাশন ও সেনিটেশন

দুর্গাপুর পৌরসভায় কোন পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ শৌচাগার সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিট সমৃদ্ধ। এই পৌরসভা তার জনসংখ্যার শতভাগকে স্যানিটেশনের আওতায় এনেছে ব'লে দাবী করে। মোট জনসংখ্যার ১৭% সেপটিক ট্যাংকসহ পাকা শৌচাগার (ল্যাট্রিন) ও সোকপিট ব্যবহার করছে। এরা হচ্ছে সরকারি বা আধা-সরকারি দপ্তর, স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পৌরসভার গন্যমান্য বাসিন্দা। ৮% বাসিন্দা সোকপিটসহ পাকা শৌচাগার ব্যবহার করে, এরা পৌরসভার মাঝারী ও নিম্ন আয়ের মানুষ। পৌরসভার অবশিষ্ট ৮৩% বাসিন্দা আধা-পাকা ও কাঁচা শৌচাগার ব্যবহার করে। এসব স্বল্পমূল্যের আধা-পাকা শ্যেচাগার বেশির ভাগ পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিনামূল্যে বা ভর্তুকি হার দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের লোকদের সরবরাহ করে। বাজার এলাকায় একটি গণশৌচাগার আছে যা বাৎসরিক ইজারা হিসেবে পরিচলিত হয়। বস্তির মানুষ পৌরসভার বিনামূল্যে দেওয়া কমিউনিটি শৌচাগার ব্যবহার করে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভা ছাড়াও দুর্গাপুর পৌরসভায় কর্মরত ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং অন্যান্য এনজিও বিভিন্ন স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বিদ্যুৎ

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) যৌথভাবে দুর্গাপুর পৌরসভায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। দুর্গাপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় কলমাকান্দা উপজেলার গুত্রায় অবস্থিত উপকেন্দ্র থেকে। এখানে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) নেই। দুর্গাপুর পৌরসভায় বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আঞ্চলিক দপ্তর। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দুর্গাপুর আঞ্চলিক দপ্তর নজিরপুর সড়কের উপর সেতুর পাশে একপি আধা-পাকা ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত, এর প্রধান সহকারি ব্যবস্থাপক। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি প্যেরসভায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন দোকান, অফিসে ইত্যাদিতে ৪৪৮টি বাণিজ্যিক সংযোগ, চাল কল, করাত কল, বরফ কারখানা,ও অন্যান্য কুটির শিল্পে ৪৯টি সংযোগ, হাসপাতাল, রোগ নির্ণয় ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্রে ২৫টি কৃষি সরঞ্জামে ১৪টি এবং বিভিন্ন গৃহে ১৬৫৮টি সংযোগ দিয়েছে। শীত মৌসুমে যখন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং কৃষি

যন্ত্রপাতির কার্যক্রম চালু থাকে তখন বিদ্যুতের চাহিদা সর্বোচ্চ থাকে। নতুন সংযোগ প্রধানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা পর্যাপ্ত সরবরাহ ও সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের অভাব।

গ্যাস সরবরাহ

দুর্গাপুর পৌর এলাকা এখনো গ্যাস সরবরাহে আওতায় আসেনি। ব্যয় সাশ্রয়ী ও বাজারে সহজলভ্য হওয়ায় এখানকার অধিকাংশ মানুষ জ্বালানি হিসাবে কাঠ ব্যবহার করে। কি মানুষ জ্বালানি হিসাবে তুষকাঠ ব্যবহার করে যা ইদানীং বিকল্প জ্বালানি হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দুর্গাপুর পৌরসভার অল্প কিছু পরিবার যারা মূলত উচ্চবিত্ত ও বনেদী ঘরের তারা জ্বালানি হিসাবে তরল গ্যাস (এলপিজি) ব্যবহার করে। এছাড়াও মোটরগাড়ীতে জ্বালানি হিসাবে গ্যাসের সাথে সাথে ডিজেল ও পেট্রোল ব্যবহার করা হয়। পৌর এলাকায় পেট্রোল পাম্প নেই।

টেলিফোন: দুর্গাপুর পৌর এলাকায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লি: (বিটিসিএল) একমাত্র ল্যাণ্ড ফোন বা স্থায়ী ফোন সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। মোবাইল ফোন সংযোগ প্রদানকারী সকল কোম্পানী যেমন; গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি, এয়ারটেল, সিটিসেল দুর্গাপুর পৌরসভায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্গাপুরে বিটিসিএলএর ৫১২টি সংযোগ লাইন ক্ষমতার একটি ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রয়েছে যার অবস্থান চর লেংগুরায়। বিটিসিএল পৌরএলাকায় মোট ২৪২টি সংযোগ প্রদান করেছে পৌরবাসীর মধ্যে যার শতকরা অনুপাত ৫.৬%।

খ) নগর সেবার ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ

নগর সেবা বিশেষতঃ পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, গ্যাস, বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র, বর্জ্য স্থানান্তর স্থান এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর ভবিষ্যৎ চাহিদা পরবর্তী অনুচ্ছেদ এ উল্লেখ করা হলঃ

পরিসেবা চাহিদা প্রক্ষেপণের জন্য প্রাপ্ত উপাত্তের প্রকৃতি, প্রক্ষেপণের কাঙ্খিত প্রকৃতি ও বর্ণনার স্তরের ভিত্তিতে উপযুক্ত পদ্বতি বাছাই করা হয়। একটির বেশি পদ্ধতি গ্রহণে একটি কৌশল নেওয়া হয় এবং পরেনির্ভুল প্রক্ষেপণে পৌঁছুতে তুলনা করা হয়। বিভিন্ন পরিসেবা প্রক্ষেপণ বা ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পদ্ধতি রয়েছে। তথ্য উপাত্তের অভাবে এসকল পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অন্যান্য চাহিদা প্রক্ষেপণের জন্য অধিক কৌশল ব্যবহৃত হয় তবে প্রকল্প প্রেক্ষাপটে তা প্রায়োগিক নয়। তাই পরিকল্পনার মান ব্যবহার ক'রে পরিসেবা চাহিদা নিরূপণ উত্তম।

এলজিইডি প্রদত্ত উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা মান অনুসারে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতি ২০০০০ মানুষের জন্য ১ একর ভূমি প্রয়োজন। অন্যদিকে, এই পৌরসভায় ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা হবে ২৮৭৪১ জন। পরিকল্পনা মান অনুসরণে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ে উক্ত জনসংখ্যার পানি সরবরাহ অবকাঠামো ব্যবস্থার জন্য ১.৮৩ একর ভূমি প্রয়োজন হবে। নিচের সারণিতে (সারণি ৪.১) প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা ও পরিকল্পনা মান অনুযায়ী ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসেবার ভবিষ্যৎ চাহিদা উল্লেখ করা হলঃ

সারণি ৪.১: প্রক্ষেপিত নগর সেবা

নগর সেবাসমূহ (পরিসেবা)	প্রক্ষেপিত ভূমি (২০৩১ সাল পর্যন্ড়)
পানি সরবরাহ	১.৮৩
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র	১.৮৩
গ্যাস	১.৮৩
বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র	১০
বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	১.০০
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০.৯২
মোট	**১৭.৪১**

৪.৩ নগর সেবা প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

৪.৩.১ ভূমিকা

নগর সেবা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নগর সেবার সঠিক ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রক্ষেপণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা। এই অধ্যায়ে নগর সেবার জন্য একটি বিস্তারিত প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৪.৩.২ নগর সেবা প্রস্তাবনা

পানি সরবরাহ প্রস্তাব

বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির উচ্চতা মানচিত্র অনুসারে গ্রীষ্মকালে দুর্গাপুর পৌর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির উচ্চতা থাকে ৫.৩ মিটার থেকে ৭.৬ মিটারের মধ্যে (বিএডিসি, ২০১০)।

পৌরসভায় বাসিন্দাদের চাহিদা মত কোন পানি সরবরাহ সংযোগ ব্যবস্থা না থাকায় ভূ-পৃষ্ঠের পানি শোধনের সাথে সাথে একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ২০২১ সালের জনসংখ্যা (২৮৭৪১) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। গভীর নলকূপের পানি উত্তোলন সক্ষমতা হবে প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ লিটার এবং গড়ে প্রতিদিন ১২ ঘন্টা চলবে। ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুসারে জন প্রতি পানির ব্যবহার দৈনিক ৪৬ লিটার (ডিপিএইচই, ২০০৬)। পৌরসভার প্রতিদিনের পানির চাহিদা নির্ণয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ঃ

গণনা:

জন প্রতি জলের ব্যবহার	: ৪৬ লিটার/প্রতিজন/প্রতিদিন
গভীর নলকূপের উত্তোলন ক্ষমতা	: ৫০ লিটার/ সেকেন্ড
২০২১ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা	: ২৮৭৪১ জন
প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার পানির চাহিদা	: (৪৬ x ২৮৭৪১) লিটার/দিন = ১৩২২০৮৬ লিটার/দিন

প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার পানির চাহিদা পূরণে গভীর নলকূপ প্রয়োজন হবে

= ১৩২২০৮৬ / (৪৬ x ৩৬০০ x ১২) = ০.৬১ বা ১টি।

পৌরসভা কর্তৃপক্ষের মতে গ্রীষ্মকালে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ২৫-৩০ ফুট থাকে। তবে পানির স্তর ৭০-৮০ পর্যন্ত থাকা অবস্থায় পানিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন মিশ্রিত থাকে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ৮০ ফুটের বেশি থাকলে সেক্ষেত্রে পৌরসভার চাহিদা অনুযায়ী পানির মান এবং পরিমাণ ঠিক থাকে।

পয়ঃনিষ্কাশন প্রস্তাব

পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনায় অত্যধিক ব্যয় ও কারিগরী দক্ষতা প্রয়োজন হয় যা বর্তমানে পৌরসভায় অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের সুপারিশ বাস্তবসম্মত বিবেচিত না হওয়ায় পরামর্শক দল কর্তৃক এধরণের প্রস্তাব বর্তমান পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সেনিটেশন প্রস্তাব

সেনিটেশন সুবিধা হচ্ছে উন্নত স্বাস্থ্য সম্মত গড়ে তোলা একটি পদ্ধতি। পরিবেশগত সেনিটেশন লক্ষ্য নিশ্চিত করতে হবে যাতে মানুষ স্বাস্থ্যগত ও উৎপাদনশীল জীবন-যাপন করতে পারে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে। পৌরসভার জন্য বর্ধিত অর্থায়ন সেনিটেশন কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন সফল হতে পারে। সেনিটেশন সুবিধা প্রদানে দুটি গড় পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে। একটি পদ্ধতি হল উপযুক্ত সংস্থা কর্তৃক পায়খানার সরবরাহ যেন ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার তৈরি করা যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল জনগণের চাহিদা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ। চিত্র ৪.১-এ তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

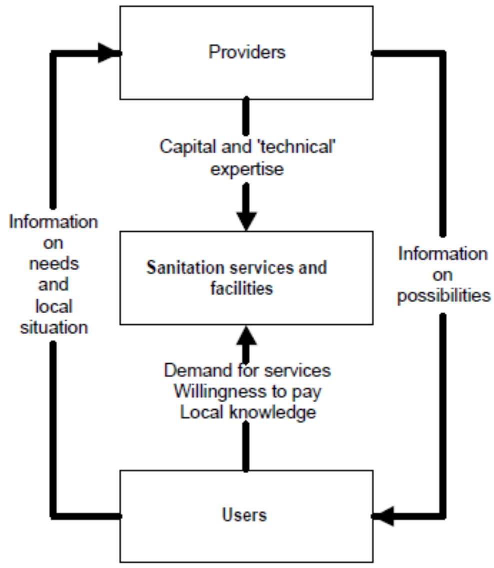

চিত্র ৪.১: সেনিটেশন মানোন্নয়ন কৌশল

পৌর এলাকায় মাত্র ১৭% শৌচাগার পাকা এবং ৮৩% শৌচাগার আধাপাকা। ফলে পৌর কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহরে সহায়তায় সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাসাবাড়ীর বাইরে কর্মরত মানুষের প্রয়োজনীয় সেনিটেশন সুবিধা প্রদানে গণশৌচাগার স্থাপন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। পৌর এলাকায় মোট ৭টি গণশৌচাগার স্থাপনের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। সারণি ৪.৩-এ তালিকা ও মানচিত্র ৪.১-এ (পরিসেবা পরিকল্পনা মানচিত্র) তা দেখান হয়েছে। গণশৌচাগারসমূহ সকলের সহজে বোঝা ও লিঙ্গ-বান্ধব করার জন্য লিখিত নির্দেশনার পাশাপাশি ছবিসহকারে নির্দেশনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সারণি ৪.২: প্রস্তাবিত গণশৌচাগারের তালিকা

সনাক্তকারী নম্বর (আইডি)	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	মৌজা তফসিল	
					মৌজার নাম	দাগ নম্বর
PT-01	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৪ এর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, আমলাপাড়া খালের দক্ষিণে	ওয়ার্ড ০৪	০.০১	দুর্গাপুর	৪৮২৬, ৪৮২৭
PT-02	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৪ এর কেন্দ্রীয় অংশে, প্রস্তাবিত পার্কি এলাকার উত্তরপাশ সংলগ্ন	ওয়ার্ড ০৪	০.০১	দুর্গাপুর	৪৮৮৪
PT-03	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৬ এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সড়ক সংযোগস্থলের পাশে	ওয়ার্ড ০৬	০.০১	খারাশ	৫৮
PT-04	গণশৌচাগার	ওয়ার্ড-৬ এর উত্তর সীমান্তে	ওয়ার্ড ০৬	০.০১	দুর্গাপুর	২৪৩০
PT-5	গণশৌচাগার	ময়মনসিংহ ও ভবানীপুর সড়ক সংযোগস্থলের পাশে	ওয়ার্ড ০৭	০.০১	ভবানীপুর	৩০০
PT-6	গণশৌচাগার	শিবগঞ্জ বাজারের উত্তর অংশে	ওয়ার্ড ০৮	০.০১	খুজিরা	৫০১, ৫০৭
PT-7	গণশৌচাগার	ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে মহল্লার বাজার-৪ এ	ওয়ার্ড ০৯	০.০১	দাকুমারা কুল্লাগারা	১১৫৯

বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রস্তাব

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) যৌথভাবে দুর্গাপুর পৌরসভায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। দুর্গাপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় কলমাকান্দা উপজেলার গুত্রায় অবস্থিত উপকেন্দ্র থেকে। এখানে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) নেই। দুর্গাপুর পৌরসভায় বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আঞ্চলিক দপ্তর। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দুর্গাপুর আঞ্চলিক দপ্তর নজিরপুর সড়কের উপর সেতুর পাশে একপি আধা-পাকা ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত, এর প্রধান সহকারি ব্যবস্থাপক। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি প্যেরসভায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন দোকান, অফিসে ইত্যাদিতে ৪৪৮টি বাণিজ্যিক সংযোগ, চাল কল, করাত কল, বরফ কারখানা,ও অন্যান্য কুটির শিল্পে ৪৯টি সংযোগ, হাসপাতাল, রোগ নির্ণয় ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্রে ২৫টি কৃষি সরঞ্জামে ১৪টি এবং বিভিন্ন গৃহে ১৬৫৮টি সংযোগ দিয়েছে। শীত মৌসুমে যখন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং কৃষি যন্ত্রপাতির কার্যক্রম চালু থাকে তখন বিদ্যুতের চাহিদা সর্বোচ্চ থাকে। নতুন সংযোগ প্রধানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা পর্যাপ্ত সরবরাহ ও সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের অভাব।

সৌর বিদ্যুৎ একটি ভাল বিকল্প বিদ্যুৎ উৎস হতে পারে সৌর শক্তি থেকে কয়েক ভেল্ট থেকে কয়েক হাজার ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় যা প্রথাগত বিদ্যুতের পাশাপাশি সংযুক্ত করা যাবে। এটি যেকোন স্থানে স্থাপন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে, বিশেষতঃ যেসব স্থানে অধিক রাত পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদা থাকবে না যেমন; বাজার, দোকান, পৌরসভা কার্যালয় প্রভৃতি। এব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলার কর্মসূচি চালু করতে হবে।

অপর দিকে পৌর এলাকায় অধিকাংশ সময় লোডশেডিং ও অপর্যাপ্ত ভোল্টেজের কারণে সেচ কাজে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ভোল্টেজের উঠানামা বন্ধ করাসহ একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ বজায় রাখা এবং উন্নয়নশীল এলাকায় নতুন নতুন সংযোগসহ বিদ্যুৎ প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

বিদ্যুতের মানোন্নয়ন: বিদ্যুতের মানোন্নয়নে দুটি প্রস্তাব করা হয়েছে:

১) দুর্গাপুর পৌরসভায় অধিকাংশ সময় লোডশেডিং ও অপর্যাপ্ত ভোল্টেজের কারণে গৃহস্থালি কাজ, শিল্প উৎপাদন ও সেচ কাজে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ভোল্টেজের উঠানামা বন্ধ করাসহ একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ বজায় রাখা এবং উন্নয়নশীল এলাকায় নতুন নতুন সংযোগসহ বিদ্যুৎ প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

২) **সৌর বিদ্যুৎ:** বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে ও সরবরাহ ব্যবস্থাকেন্দ্রিক বিদ্যুতের একটি ভাল ও পরিবেশ বান্ধব বিকল্প হতে পারে সৌর বিদ্যুত। সৌর বিদ্যুৎ দুই ধরণের হয়; একটি তাপ শক্তি বিভিন্ন কাজে যেমন; তাপ দেয়া, ঠান্ডা করা, শুকানো এবং শীতল করা বা জমানোর কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অপর ধরণ হলো ফটোভোল্টাটিক শক্তি। এই শক্তি বাংলাদেশে কাজে লাগানো যেতে পারে। সৌর বিদ্যুতের উৎপাদনের পরিমান সূর্য রশ্মি কী পারিমান পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে। সৌর শক্তি থেকে কয়েক ভেল্ট থেকে কয়েক হাজার ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় যা প্রথাগত বিদ্যুতের পাশাপাশি সংযুক্ত করা যাবে। এটা যে কোন স্থানে যেমন; বাজার, পৌরসভা কার্যালয় বা এমন কোন ভবন বা বাড়ী যা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আওতার বাইরে স্থাপন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। এই প্রসঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।

সড়ক বাতির উন্নয়ন: সড়ক আলোকিত করা বা সড়ক বাতি স্থাপনের দায়িত্ব পৌরসভার। পৌর কর্তৃপক্ষের পৌরসভার মূল এলাকা ও বসতি অঞ্চলে প্রধান সড়কসমূহে সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।

সড়ক আলোকিত করা প্রধান সুবিধাগুলো হল; সড়ককে নিরাপদ করে তোলা ও দূর্ঘটনা প্রতিরোধ করা। এছাড়াও আলোকিত সড়ক সংযোগস্থল বা মোড় অন্ধকারাচ্ছন্ন মোড় অপেক্ষা অনেক কম দূর্ঘটনা ঘটে।

প্রতি সড়ক আলোকিত করার প্রধান প্রধান সমালোচনা হল; এটির অপব্যবহার হলে তা দূর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ও আলো দূষণেরও কারণ। রাতের বেলায় প্রচুর আলোর বা সরাসরি চোখে আলো পড়ার কারণে গাড়ী চালকের হটাৎ করে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা অত্যন্ত বিপদজনক। এটাও দেখা যায় যে, সড়ক বাতি এমন সব খুঁটিতে ঝোলানো হয়েছে যেখানে তার পেচানো থাকে যা বিপদজনক, যেমন; টেলিফোন বা অন্য পরিসেবার খুঁটি।

গ্যাস সরবরাহ প্রস্তাব

দুর্গাপুর পৌরসভায় এখনো গ্যাস সংযোগ ব্যবস্থা নেই এবং সরকার এই পৌরসভায় প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে এখনো কোন নীতি কাঠামো গ্রহণ করেনি।

টেলিফোন সেবা প্রস্তাব

দুর্গাপুর পৌরসভায় মোবাইল ফোন সংযোগ সহজলভ্য হওয়ায় ল্যাণ্ড/স্থায়ী টেলিফোনের চাহিদা ক্রমশঃ নিম্নমুখী।

৪.৩.৩ প্রস্তাব বাস্তবায়নে বিধি-বিধান

পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন

পৌরবাসীর চাহিদা পূরণে পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন গভীর নলকূপ স্থাপন ও পরিচালনা, ভূ-পৃষ্ঠের পানি শোধন এবং পানি সরবরাহ সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে পৌর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন, প্রয়োগের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদান কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 'পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন বিধিমাল, ২০০৯' অনুসরণ ও প্রয়োগ করতে পারে । উক্ত বিধিমালা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ভোক্তা পর্যায়ে বিতরণ পদ্ধতি উভয় সম্পর্কেই প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রদান করেছে। এছাড়াও নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের জন্য পৌরসভার স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০১০ প্রয়োগ করা উচিত।

সেনিটেশন সেবা প্রদানে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

- বিভিন্ন সংস্থায় সেনিটেশন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি/ দলকে একজায়গায় আনা এবং তাদের নিকট থেকে তাদের প্রয়োজন ও প্রয়োজন পূরণে সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা,
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উপকারিতা সম্পর্কে বেশি বলার থেকে জনগণ তাদের প্রয়োজন পূরণে যা করে তা অনেক বেশি কার্যকরী হবে,
- যেসকল পদ্ধতি ও মান সম্পর্কে একমত হওয়া সম্ভব হবে না সেগুলোর বিষয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ/বর্জন করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ

পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বিদ্যুতের সরবরাহ চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৩ (আইন নং ২৮, ১৯৯৩) প্রয়োগ করতে পারে, যাতে নগরবাসীকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ লাইন দেওয়ার প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত আছে।

৪.৩.৪ নগর সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

সঠিক পথে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পের নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পের মূল্যায়ন করা জরুরী। একটি চলমান প্রকল্প নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সঠিক সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুবিধার্থে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে হবে। বিগত সময়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন থেকে শুরু ক'রে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত সংগঠিত সকল ভূলের পুনরাবৃত্তি রোধে যথযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প সমাপ্তির পর মূল্যায়ন করা জরুরী। এধরণের মুল্যায়ন পরবর্তী পরিকল্পনায় সঠিক ব্যবস্থা নিতে সহায়ক হবে। পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পৌরসভা কর্তৃক হতে হবে, যদিও বর্তমানে দুর্গাপুর পৌরসভায় নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সম্পন্ন করার মত দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাসিন্দাদের নগর সেবা নিশ্চিত করতে পৌরসভাকে তার সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে।

পর্ব - গ

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

অধ্যায় ০১
ভূমিকা

দুর্গাপুর পৌরসভা মহাপরিকল্পনার তৃতীয় স্তর বা পর্ব হল ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার উপর ভিত্তি ক'রে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। দুর্গাপুর পৌরসভার নয়টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটির জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উচ্চ স্তরের পরিকল্পনার (মূলত নগর এলাকা পরিকল্পনা) ভিত্তিতে গৃহীত ওয়ার্ডভিত্তিক সকল উন্নয়ন প্রস্তাবের বিস্তারিত ও অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাব এই কর্মপরিকল্পনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.১ প্রেক্ষাপট

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা বর্তমান পরিরকল্পনা প্যাকেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা স্থানিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার অনুপস্থিতি কেবল কর্তৃপক্ষের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতি করে না; বরং বেসরকারি খাতের অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রত্যাশিত স্থানিক নির্মাণকেও উৎসাহিত করে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্গাপুর শহরের জন্য ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়নের ওয়ার্ডভিত্তিক পরিকল্পনা এবং আগামী পাঁচ বছরে বাস্তবায়ন করা যায় এমন অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়েছে।

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের প্রবিধান বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাঠামো পরিকল্পনায় নিহিত। উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ

ক) কাঠামো পরিকল্পনা এবং নগর এলাকা পরিকল্পনায় গৃহীত প্রস্তাবের অধীনে নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ওয়ার্ড পর্যায়ে তথা ক্ষুদ্র পরিসরে মৌলিক অবকাঠামো ও সেবা প্রদান।

খ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

গ) নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অবৈধ দখল থেকে প্রাকৃতিক জলাশয় সুরক্ষা।

ঘ) নগর প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সেবা কেন্দ্র তৈরি।

১.২ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও বিন্যাস

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা হবে কাঠামো পরিকল্পনা থেকে ক্ষদ্র আয়তনের যেখানে ঐ সকল ক্ষুদ্র এলাকার সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা এবং এলাকার উন্নয়য়ে উন্নয়ন প্রস্তাবনা থাকবে। সাধারণ ব্যবহার এলাকাগুলোকে একত্র ক'রে ভবিষ্যতে সেগুলোকে অভিন্ন ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য পৃথক ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা ওয়ার্ড পর্যায়ে অধিকতর ভালো ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা নিশ্চিত করে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে নিচের সূচকসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে যথা:

ক) ওয়ার্ডের আয়তন, খ) ভৌত সীমানা, গ) সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা, ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও ঘনত্ব, ঙ) ভূমি ব্যবহারের ধরণ এবং চ) ভৌত সম্ভাবনা ও উন্নয়নের সুযোগ।

প্রতিটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম পাঁচ বছরে বাস্তবায়নের জন্য সড়ক, নর্দমা, যাতায়াত ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য নগর সেবা সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের অগ্রাধিকার তালিকা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও পরিকল্পনায় ওয়ার্ডের সকল উন্নয়ন প্রস্তাবনা, বাস্তবায়নের মেয়াদ এবং বাস্তবায়ন কৌশল রয়েছে। প্রস্তাবনা মানচিত্রে নীতি কৌশল ও প্রয়োগকৃত প্রস্তাবনা প্রদর্শিত হয়েছে। উন্নয়ন প্রস্তাবনার অগ্রাধিকার নির্ধারণ ছাড়াও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় পরিকল্পনা মেয়াদে অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে এমন সকল উন্নয়ন প্রস্তাবনাও নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রস্তাবনার বিপরীতে বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময় ও ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে যা সম্পদ প্রাপ্যতা ও সময় পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বছরান্তে পর্যালোচনার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

১.৩ কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার সাথে সংযোগ

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা হল মহাপরিকল্পনা প্যাকেজের তৃতীয় অংশ বা স্তর। কাঠামো পরিকল্পনা নীতি ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নির্দেশনার মধ্যে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং লক্ষ্য হচ্ছে ৫ বছরের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া।

বর্তমান পরিকল্পনা প্যাকেজের পরিকল্পনার উপাদান হচ্ছে একে অপরের সঙ্গে উচ্চ স্তরক্রম সম্পর্কিত। নগর উন্নয়নের জন্য নীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে শীর্ষ পর্যায় হচ্ছে কাঠামো পরিকল্পনা। এরপরেই নগর এলাকা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা, যা প্রণীত হয়েছে কাঠামো পরিকল্পনা কৌশলগত ও দক্ষ নির্দেশনায়। নগর এলাকা পরিকল্পনা হচ্ছে মধ্যম পর্যায়ের পরিকল্পনার জন্য যা মুল নগর ও সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকাকে ভবিষ্যতে উন্নয়ন করবে। কাঠামো পরিকল্পনায় ব্যক্ত করা রূপকল্প ও কৌশল নগর এলাকা পরিকল্পনায় রূপান্তর ঘটিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়াও এটি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা হল পরিকল্পনা প্যাকেজের সর্বশেষ বা তৃতীয় স্তর যেখানে নগর এলাকা পরিকল্পনার ওয়ার্ডভিত্তিক পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে ক্ষুদ্র আকারে উন্নয়ন প্রস্তাবনা থাকে যা স্থানীয় চাহিদা ও আশার সঞ্চার করে। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার প্রস্তাবনা ও নির্দেশনা অনুসরণ করে।

১.৪ কৌশল ও পদ্ধতি

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা উচ্চ স্তরের পরিকল্পনা অর্থাৎ কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা দ্বরা নির্দেশিত হবে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা উন্নয়নের নির্দেশনা দেয়, যেখানে একটি নগরীর নির্দিষ্ট অংশে বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হয়। এতে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্প ও কর্মসূচি রয়েছে যা স্বল্প সময় মেয়াদে নিবিড়ভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।

স্থানীয় এলাকার অবস্থা অনুযায়ী ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এবং ঐ এলাকার উপকারভোগী সকল স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে চিহ্নিত সুনির্দিষ্ট সমস্যা ও অন্যান্য বিষয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। প্রক্ষেপিত জনংখ্যার জন্য সম্ভাব্য সেবা ও সুবিধার কার্যক্রম, তালিকা, আর্থিক ব্যবস্থা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ের বিস্তারিত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা বুঝার জন্য এর পদ্ধতি তিনটি ধাপে চিত্র ১.১ এ উপস্থাপিত হয়েছে। ধাপগুলো হলঃ

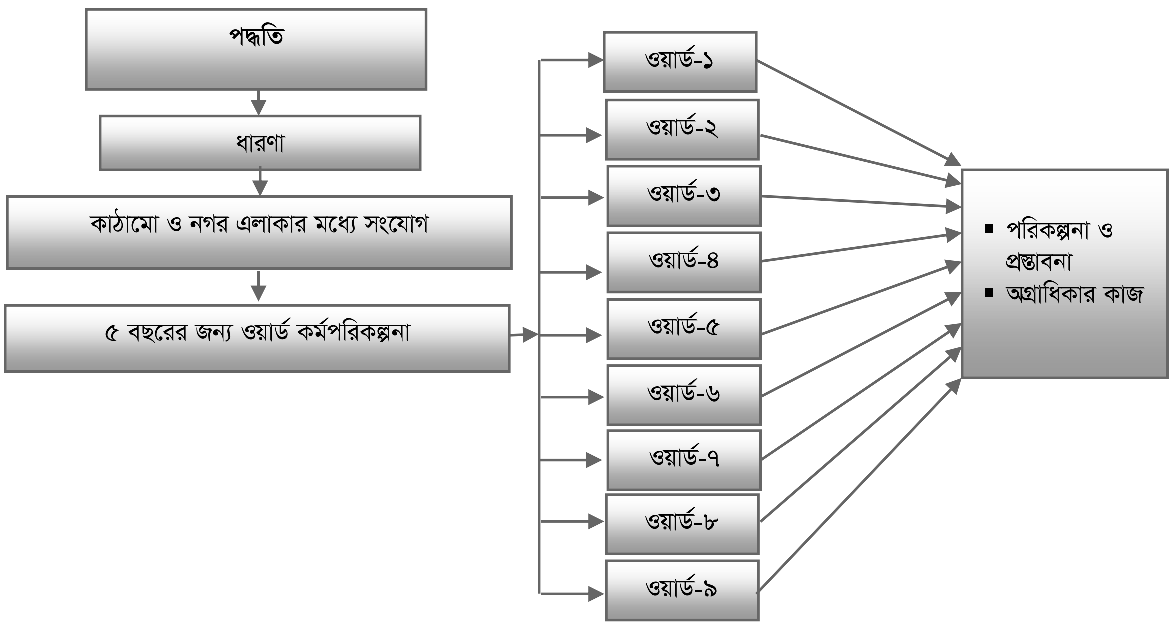

চিত্র ১.১: ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির প্রথম ধাপে রয়েছে এই পরিকল্পনার পটভূমি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ। পরবর্তী ধাপে কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার সাথে এই পরিকল্পনার সংযোগ চিহ্নিত করা হয়েছে। চূড়ান্ত ধাপে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার বাস্তব অবয়ব পাওয়ার জন্য এই ধাপে পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা, অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম এবং ব্যয় প্রাক্কলন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় ০২
ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার উৎপত্তি

২.১ কাঠামো পরিকল্পনা পুনঃপর্যালোচনা

কাঠামো পরিকল্পনা হচ্ছে একটি ব্যাপক ও নির্দেশক পরিকল্পনা, যা একটি এলাকার ভবিষ্যত উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত ধারণাসহ দীর্ঘমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা প্রদান ক'রে থাকে যার ভিত্তিতে পরবর্তী পরিকল্পনা স্তরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবভিত্তিক এক বা একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য প্রণীত কাঠামো পরিকল্পনায় আগামী ২০ বছরের অর্থাৎ ২০৩১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে ১১.৭৬ বর্গ কি.মি. বা ২৯০৫ একর এবং ৪৯০১৬ জনসংখ্যা বিশিষ্ট পৌর এলাকার জন্য উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র কাঠামো পরিকল্পনা এলাকা বা পৌর এলাকা ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত বিধায় পরবর্তীতে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একটি ক'রে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। মানচিত্র ১.১ এ বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার সীমানা ও প্রধান যাতায়াত সংযোগ ব্যবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনাঃ

- ভবিষ্যতে শহর বৃদ্ধি পাবে এমন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও প্রধান প্রধান উন্নয়নস্থলের সম্ভাব্য অবস্থানসহ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের পথনির্দেশ করা, মহাপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োজনীয় নীতি কৌশল নির্ধারণ করা,
- উন্নয়নের ধরণ ও প্রবণতার উপর ভিত্তি ক'রে ভবিষ্যৎ নগর বিকাশ এলাকা নির্ধারণ এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা,
- দুর্গাপুর পৌরসভার ভৌত ও পরিবেশগত সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ ও তার বর্ণনা।
- বর্তমান চর্চায় সংশ্লিষ্ট নীতিমালার বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য ব্যবহারের সুযোগ অনুসন্ধান, বিদ্যমান নীতির সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা অনুসন্ধান এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান।
- শহরের বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিশ্লেষণ, ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন কৌশল প্রদান করা।
- উন্নয়নের খাতভিত্তিক; আর্থ-সামাজিক, অবকাঠামোগত এবং পরিবেশগত কৌশল ও নীতিমালা প্রদান করা।

কাঠামো পরিকল্পনা নিম্নলিখিত বিষয়ে নীতি কৌশল প্রণয়ন করেছেঃ

- নগর এলাকা উন্নয়ন
- পরিবহণ ও যোগাযোগ
- সেনিটেশন ও নিষ্কাশন
- পানি সরবরাহ
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন
- আবাসন
- অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান

- পর্যটন ও বিনোদন
- পরিবেশ
- ঐতিহ্য সংরক্ষণ

কাঠামো পরিকল্পনায় উপরে উল্লেখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, নীতি কৌশল নির্ধারণ, যৌক্তিকতা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

কাঠামো পরিকল্পনার মেয়াদ২০১১ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত ২০ বছর। ফলে ২০২৮ সালের শুরুতে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য নতুন কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

২.২ নগর এলাকা পরিকল্পনা পুনঃপর্যালোচনা

কাঠামো পরিকল্পনার নীতি কৌশলের আলোকে এবং মহাপরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কাজেই এই দুই পরিকল্পনার মধ্যে উচ্চক্রম (হায়ারার্কিক্যাল) সম্পর্ক রয়েছে। নগর এলাকা পরিকল্পনায় সমগ্র দুর্গাপুর পৌরসভা এলাকা অন্তর্ভূক্ত এবং এর মেয়াদকাল ১০ বছর বা ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত যে কারণে একে মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা বলা হয়। দীর্ঘ-মেয়াদী কাঠামো পরিকল্পনায় নির্ধারিত দিক নির্দেশনা অনুসারে মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা জোরদারের লক্ষ্যে নগর এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মধ্য মেয়াদে বিভিন্ন নগর উপ-কাঠামোর স্থানিক বিন্যাস উপস্থাপন করা হয়েছে এবং খাতভিত্তিক বড় ধরণের বাস্তবায়ন কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন; অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়, আর্থিক কৌশল প্রভৃতি। মধ্য-মেয়াদে উন্নয়ন পরিচালিত করার জন্য এই পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন নীতিমালার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। নগর এলাকা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

- মানচিতে দেখানো কাঙ্খিত মাত্রার ব্যাপক স্থানিক প্রস্তাবনা ও ভূমি ব্যবহার;
- ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত লিখিত বর্ণনা;
- আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি কৌশলের বর্ণনা;
- খাতভিত্তিক পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা মান।

২.৩ অগ্রাধিকার

পৌরসভার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রস্তাবনার লক্ষ্য নগরের অবকাঠামো ও সেবা পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে;

ক) অবকাঠামো সেবার মানোন্নয়ন, সরকারি অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব বাড়াতে বা টেকসই করতে সহায়তা এবং পৌরসভায় মানসম্মত সেবা প্রদান,

খ) অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্বের সূচনা ও বৃদ্ধি করা,

গ) পৌরসভার পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নে সহায়তা করা।

প্রকল্পের অধীনে সহায়ক উপাদানগুলো সকল নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবে। খাতসমূহরে মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ

- সড়ক/মহাসড়ক/দ্রুতগামী সড়ক প্রভৃতির নির্মাণ/মানোন্নয়ন
- পানি সরবরাহ
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- নর্দমা নির্মাণ/মানোন্নয়ন
- সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পার্কিং ব্যবস্থা প্রবর্তন,
- ঐতিহ্যপূর্ণ এলাকার উন্নয়ন,
- জলাশয় সংরক্ষণ
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পাঁচ বছরের মেয়াদে এসকল প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আশা করা যায় পৌরসভা নিম্নলিখিত ফলাফলসমূহ অর্জন করবেঃ

(ক) সকল নগর সেবা ও পরিচালন ব্যবস্থায় আধুনিক ও স্বচ্ছ হিসাব ব্যবস্থা, বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

(খ) পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য নগরব্যাপী কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যঘটিত হবে

(গ) শহরের সকল নাগরিক আবশ্যিক নাগরিক সেবা পাবেন,

(ঘ) নগর পরিচালন সংস্থা আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং অব্যাহতভাবে নগর সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠিত হবে,

(ঙ) স্থানীয় নগর সরকার ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও জনগণের নিকট জবাবদিহিমূলক হবে।

(চ) পৌরসভার মূল কার্যক্রম সম্পন্নে ইন্টারনেটভিত্তিক পরিচালন ব্যবস্থা ই-গভর্নেন্স চালু করা হবে যার ফলে সেবা প্রদানে সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হবে।

২.৪ পরবর্তী পাঁচ বছরের ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

পাঁচ বছরের জন্য ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। কাঠামো পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ আবাসন ধরণ, কর্মসংস্থান, পরিবহন, সেবা ও পরিবেশের বৃহৎ চিত্র অঙ্কণ করেছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা অধিক সুনির্দিষ্ট। এগুলো একক কমিউনিটিসহ সম্মিলিত সমস্যা ও সুবিধা দেখভাল করে এবং সঠিক প্রায়োগিক স্থান দেখায়। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- নতুনভাবে শুরু করা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট স্থানের জন্য সঠিক এটা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর দিকনির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত প্রদান।
- একটি এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন চাহিদা যেমন নতুন বাড়িঘর, কলকারখানা, দোকানপাট, স্কুলসমূহের জন্য সহায়তা পরিকল্পনা।
- ভৌত কাঠামো উন্নয়নের ধারাবাহিকতা প্রদান যার মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়,
- প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল জনগণকে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা।

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে স্থানীয় উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে একে সঠিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য হলঃ

- স্থানীয় এলাকার জন্য একটি অংশীদারিত্বপূর্ণ রূপকল্প নির্ধারণ,
- স্থানীয় সমস্যা, সম্ভাবনা ও পরিকল্পনার সঙ্কটকালীন বিষয়কে যথাযথভাবে নির্দেশ করা,
- স্থানীয় পরিকল্পনায় সমন্বিত পদক্ষেপ স্থাপন/ গ্রহণ,

- সংবেদনশীলভাবে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সুফল ব্যবস্থাপনা করা,

ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে কিছু নথি, মানচিত্র ও পোষ্টার তৈরী হবে, এগুলো হচ্ছে;

- প্রাসঙ্গিক ও মুল্যায়ন প্রতিবেদন
- প্রাথমিক রূপকল্প
- পরিকল্পনার ধারণা

একটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা পরিকল্পনা কার্যক্রমের অন্যান্য অংশের যেখানে অসামঞ্জস্যতা দেখা যায় এরকম স্থানে অগ্রাহ্য করতে পারে। অনেক ধরণের অংশীজনের মতামত, পরামর্শ নিয়ে একটি ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। এদের মধ্যে আছেন;

- স্থানীয় ও বড় পরিসরের নগরবাসী
- বিশিষ্ট ভূমি মালিক, ব্যবসায়ী, নগরবাসী, সংগঠন, কমিউনিটি দল এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ,
- পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (কাউন্সিলর) ও অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধি
- পৌরসভার কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ও সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি

স্থানীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে পৌরসভা, "বাস্তব পরিকল্পনা" পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে যার মাধ্যমে কোন স্থানীয় এলাকার সকল মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব করা যায়। তারা স্থানীয় বিষয় ও সমস্যা চিহ্নিত করার মাধ্যমে সহযোগিতা করতে পারে যেগুলো পরিকল্পনায় সমাধান করা হবে, উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি কৌশল, পৌরসভার পরিচালন প্রভৃতি বিষয় ও সেগুলোর উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করতে পারেন। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা হবে অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক ও প্রাসঙ্গিক। পৌরসভার লক্ষ্য হচ্ছে, ৫ বছর অন্তর পর্যালোচনা নিশ্চিত করা। মানচিত্র ২.১ ও ২.২-এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্র এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা মানচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় ০৩
১ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

৩.১ ১ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

১ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর পৌরসভার সর্ব উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ১৭৬.৪৪৭ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০১ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ৩.১ ও মানচিত্র ৩.২ এ **যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখান হয়েছে।**

সারণি ৩.১: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়কের শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
স্থানীয় সড়ক	LR_01	১.০৩	৩০
	LR_02	১.২৬	৩০
	LR_03	০.১৭৩	২০

সারণি ৩.২: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমার শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল
প্রধান নর্দমা	PD-01	০.৮০০	১.৫২	আতরাইখালি নদী
তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা	TD-01	০.১২৮	০.৫০	বর্তমান নর্দমা
	TD-03	০.৪৮৯	০.৫০	আমলাপাড়া খাল
	TD-04	০.২২৩	০.৫০	TD-05
	TD-05	০.১৭৯	০.৫০	আমলাপাড়া খাল
	TD-06	০.০৪৭	০.৫০	আমলাপাড়া খাল

৩.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৩.৩: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার তালিকা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
সড়ক	LR-01	সড়ক	LR-02	সড়ক	LR-03
নর্দমা	PD-01, TD-03, TD-04	নর্দমা	TD-1	নর্দমা	TD-05, TD-06
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-

৩.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

এ অংশে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য প্রতিটি প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের একটি প্রাক্কলিত হিসাব সূত্র হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

ব্যয়ের এই হিসাবে নির্মাণ কাজের জন্য একটি সাধারণ মূল্য হার (রেট) অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এলাকাভেদে ও ভূমির ধরণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভূমির মূল্য হার ধরা হয়েছে।

ভূমি উন্নয়নের জন্যে ভূমির উচ্চতা বিবেচনায় ৫ ফুট থেকে ১৫ ফুট পর্যন্ত মাটি ভরাটের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। মাটি ভরাটের জন্যে প্রতি বর্গমিটার এর ব্যয় ৩.৮০ টাকা এবং সড়ক এবং ফুটপাথ নির্মাণে প্রতি বর্গমিটারের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩১.০০ টাকা ও ৯.০০ টাকা। ইটের তৈরি নর্দমা ও আরসিসি নর্দমা নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রতি আরএম যথাক্রমে ৪৭০০.০০/- টাকা এবং ৬,৬০০.০০/- টাকা। ভেঙ্গে ফেলার (ডেমুলিশন) ব্যয় প্রতি বর্গমিটার ধরা হয়েছে ১৫.০০/- এবং কাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রতি বর্গমিটার ৮.০০/- টাকা।

যে কোন প্রকল্প যেমন; বর্তমান সড়ক প্রশস্তকরণ, বা কোন নর্দমা নির্মাণ; বাজার, উদ্যান, খেলার মাঠ, অন্যান্য সেবা কাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি বাস্তবায়নে যে সকল পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

- ভূমির উপরে সীমানা চিহ্নিতকরণ
- ভূমি অধিগ্রহণ
- ইমারত অথবা কাঠামো ভেঙ্গে ফেলা (যদি থাকে)
- কাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান (যদি থাকে)
- ভূমি উন্নয়ন (যদি থাকে)
- ভৌত নির্মাণ

প্রকল্পের ধরণ অনুসারে উপরের সকল অথবা কয়েকটি কার্যক্রম প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও এগুলো বাস্তবায়নের ব্যয় নির্ভর করবে বাস্তবায়ন নীতি কৌশলের উপর।

সারণি ৩.৪: প্রকল্প ব্যয়ের নির্দেশনা

ক্রমিক	পদ	ব্যয়ের হার
১.	ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয়	ভূমি নিবন্ধন অফিসের (সাব রেজিস্ট্রি অফিস) নথি অনুযায়ী দলিলে উল্লেখিত ভূমি ক্রয় বিক্রয় মূল্য দলিলের তালিকা
২.	ইমারত/কাঠামো ভেঙ্গে ফেলার ব্যয়	প্রতি ঘনমিটার ১৫০০.০০ টাকা
৩.	ইমারতের ক্ষতিপূরণ	প্রতি ঘনমিটার ৮০০.০০ টাকা
৪.	ভূমি উন্নয়ন ব্যয়	প্রতি ঘনমিটার ৩৮০.০০ টাকা
৫.	সড়ক নির্মাণ	প্রতি বর্গমিটার ৩১০০.০০ টাকা
৬.	ফুটপাথ নির্মাণ ব্যয়	প্রতি বর্গমিটার ৯০০.০০ টাকা
৭.	ইট দ্বারা নর্দমা নির্মাণের ব্যয়	প্রতি আর. মিটার ৪৭০০.০০ টাকা
৮	আরসিসি নর্দমা নির্মাণের ব্যয়	প্রতি আর. মিটার ৬৬০০.০০ টাকা

অধ্যায় ০৪
২ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

৪.১ ২ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

২ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর পৌরসভার উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ৩৩২.৭৪ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০২ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ৪.১ ও মানচিত্র ৪.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখান হয়েছে।

সারণি ৪.১: সড়ক প্রস্তাবনা

সড়কের শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
স্থানীয় সড়ক	LR-04	০.৬৭৯	৪০
	LR-05	০.৩৭৭	৪০
	LR-06	০.২০৩	৩০
	LR-07	০.৭০২	৩০
	LR-08	০.২২০	৩০
	LR-09	০.৭৯২	৪০

সারণি ৪.২: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমার প্রকার	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল
প্রধান নর্দমা	PD-03	০.৭০০	১.৫২	আতরাইখালি নদী
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-01	০.৫৬৮	০.৮০	PD-03
	SD-02	১.৪৫০	০.৮০	PD-03
তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা	TD-07	০.২১২	০.৫০	PD-02
	TD-08	০.৪৫৫	০.৫০	PD-02
	TD-09	০.৩৫৬	০.৫০	PD-02
	TD-10	০.১৭৮	০.৫০	TD-09
	TD-11	০.৩৭১	০.৫০	PD-03
	TD-12	০.৩৫১	০.৫০	SD-02
	TD-13	১.০৩৪	০.৫০	PD-02

সারণি ৪.৩ : উন্নয়ন প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনার নাম	সনাক্তকারী	অবস্থান	পরিমাণ (একর)
মহল্লার বাজার	NM-1	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ পূর্বে নাজিরপুর সড়কের পাশে	১.০২৫
প্রাথমিক বিদ্যালয়	PS	২ নং ওয়ার্ডের বুরঙ্গি সড়কের পাশে	১.৯১৪
টেম্পো স্ট্যান্ড	TS-1	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ পূর্বে নাজিরপুর সড়কের পাশে	০.২৭৮
যুব উন্নয়ন কেন্দ্র	YDC	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ নাজিরপুর সড়কের পাশে	২.০৯৮
ঈদগাহ	ED-1	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে	০.৫৭৭
বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	WTS-1	উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের পূর্ব পাশে	০.২৭০

৪.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের পূর্ব পাশে

সারণি ৪.৪ : অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার তালিকা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
সড়ক	LR-04, LR-05	সড়ক	LR-06, LR-07	সড়ক	LR-08, LR-09
নর্দমা	PD-01	নর্দমা	SD-01, SD-03	নর্দমা	TD-07, TD-08,
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	NM-01, WTS-1	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	YDC, PS	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	TS-01, ED-01

৪.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয় উপরের ৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ০৫
৩ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

২০.১ ৩ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৩ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর পৌরসভার মধ্যাঞ্চলে সুমেশ্বরী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন 126.034 একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৩ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ৫.১ ও মানচিত্র ৫.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখান হয়েছে।

সারণি ৫.১ : সড়ক প্রস্তাবনা

সড়কের শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
স্থানীয় সড়ক	LR-10	০.২৯৩	৪০
	LR-11	২.৪৫৭	৪০

সারণি ৫.২: নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমনস্থল
প্রধান নর্দমা	PD-01	৮০০.০৪	১.৫২	আতরাইখালি নদী
	PD-04	২৭৮.৯৪	১.৫২	সমেশ্বরী নদী
	PD-05	৪৯০.৯৫	১.৫২	PD-04
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-03	১৩৯.৪১	০.৮০	সমেশ্বরী নদী
তৃতীয় পর্যায়ের নর্দমা	TD-02	৩১৪.৫৯	০.৫০	বর্তমান নর্দমা
	TD-14	৭৪.৪৬	০.৫০	PD-04
	TD-15	১৫৭.৪৫	০.৫০	PD-05
	TD-16	২০৩.৩০	০.৫০	SD-03
	TD-17	১৬৮.৭৯	০.৫০	পুরাতন সমেশ্বরী নদী
	TD-18	৬১৫.১৫	০.৫০	PD-06

সারণি ৫.৩ : উন্নয়ন প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনার নাম	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান	পরিমাণ (একর)
বাস টার্মিনাল	BT-1	০৩ নং ওয়ার্ডের বিরিশিরি সেতুর উত্তরে ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	১.০৪৪

৫.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৫.৪: অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার তালিকা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
সড়ক	LR-10	সড়ক	LR-11	সড়ক	-
নর্দমা	PD-01, PD-04, PD-05	নর্দমা	SD-03, TD-02, TD-14	নর্দমা	TD-15, TD-16, TD17, TD-18
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	BT-01	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-

৫.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব উপরের ৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ০৬
৪ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

৬.১ ৪ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৪ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর পৌরসভার মধ্যাঞ্চলে ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ৪৬.৪৯৯ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৪ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ৬.১ ও মানচিত্র ৬.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখান হয়েছে।

সারণি ৬.১ : নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল
প্রধান নর্দমা	PD-02	১০১৬.৬৫	১.৫২	আতরাইখালি নদী
	PD-06	১১০২.১৬	১.৫২	পুরাতন সমেশ্বরী নদী
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-04	১৭৬.১৯	০.৮০	PD-05
	SD-05	১৭৯.০৫	০.৮০	PD-05
	SD-06	৪৬৯.৫০	০.৮০	PD-04

সারণি ৬.২ : উন্নয়ন প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনার নাম	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান	পরিমাণ (একর)
পার্কিং এলাকা	PA	০৪ নং ওয়ার্ড এর উত্তর পাশে	১.০০১
গণশৌচাগার	PT-1	০৪ নং ওয়ার্ডের পূর্ব প্রান্তে আমলাপাড়া খালের দক্ষিণে	০.০১৩
গণশৌচাগার	PT-2	০৪ নং ওয়ার্ডের উত্তর সংলগ্ন প্রস্তাবিত পার্কিং এলাকা	০.০১৩

৬.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৬.৩ : অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার তালিকা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
সড়ক	LR-25	সড়ক	LR-26	সড়ক	-
নর্দমা	PD-02, PD-06	নর্দমা	SD-04	নর্দমা	SD-05, SD-06
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-01	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-02	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PA

৬.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভব্য হিসাব উপরের ৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ০৭
৫ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

৭.১ ৫ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৫ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর পৌরসভার মধ্যাঞ্চল ও ৬ নং ওয়ার্ডের পশ্চিমে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ৩১৯.৯৪ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৫ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ৭.১ ও মানচিত্র ৭.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখান হয়েছে।

সারণি ৭.১ : সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
স্থানীয় সড়ক	LR-12	০.১৩৭	২০
	LR-13	১.০৯৯	৪০

সারণি ৭.২ : নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-07	৭০০.৭১	০.৮০	PD-01
	SD-08	১.০৯৬	০.৮০	পুরাতন সমেশ্বরী নদী
	SD-09	০.৩০১	০.৮০	পুরাতন সমেশ্বরী নদী
	SD-10	০.১৬৫	০.৮০	পুরাতন সমেশ্বরী নদী

সারণি ৭.৩ : উন্নয়ন প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনার নাম	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান	পরিমাণ (একর)
কমিউনিটি সেন্টার	CC-2	০৫ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম প্রান্তে	০.৩৯৭

৭.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৭.৪ : অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার তালিকা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
সড়ক	LR-12	সড়ক	LR-13	সড়ক	-
নর্দমা	SD-7, SD-08	নর্দমা	SD-09	নর্দমা	SD-10
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	CC-2	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	-

৭.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব উপরের ৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ০৮
৬ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

৮.১ ৬ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৬ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর পৌরসভার দক্ষিণ-পূর্ব অঙশে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ৫৮৭.১৩ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৬ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ৮.১ ও মানচিত্র ৮.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখান হয়েছে।

সারণি ৮.১ : সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
স্থানীয় সড়ক	LR-14	০.৪২৪	৪০
	LR-15	০.৭৮৫	৪০
	LR-16	০.৩৩৬	৪০
	LR-17	১.৬৬২	৪০
	LR-18	০.২১৬	৪০
	LR-19	০.২২৫	৪০
	LR-20	১.৩৭৩	৪০
	LR-21	০.২৫৩	৪০

সারণি ৮.২ : নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-11	৭৩১.৯৫	০.৮০	নামহীন খাল
	SD-12	৯৫৩.৯৩	০.৮০	SD-06
	SD-13	১২৮০.৯২	০.৮০	SD-11
	SD-14	১৫৭৪.৭০	০.৮০	SD-15
	SD-15	৪৬৯.১০	০.৮০	নামহীন খাল

সারণি ৮.৩ : উন্নয়ন প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনার নাম	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান	পরিমাণ (একর)
বর্জ্য স্থানান্তর স্থান	WDG	০৬ নং ওয়ার্ডের একদম পূর্ব সীমান্তে	২৫.৩১১
সুপার মার্কেট	SM	০৬ নং ওয়ার্ডের উত্তর পশ্চিম কোনায়	২.৫০৫
গণশৌচাগার	PT-3	০৬ নং ওয়ার্ডের কারন খোরা রাস্তার দক্ষিণ অংশের পাশে	০.০১৩
গণশৌচাগার	PT-4	০৬ নং ওয়ার্ডের উত্তর সীমারন্ত নাজিরপুর সড়কের পাশে	০.০১৪
মহল্লার উদ্যান	NP-2	০৬ নং ওয়ার্ডের বালিয়াকান্দা সড়কের কেন্দ্রিয় অংশ	৫.১৫২

৮.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৮.৪ : অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার তালিকা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
সড়ক	LR-14, LR-15, LR-16 LR-	সড়ক	LR-17, LR-18, LR-19	সড়ক	LR-20, LR-21
নর্দমা	SD-11, SD-15	নর্দমা	SD-12, SD-13	নর্দমা	SD-14
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	SM, WDG	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-3, NP-2	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-4

৮.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব উপরের ৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ০৯
৭ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

৯.১ ৭ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৭ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর পৌরসভার দক্ষিণ অংশ ও সুমেশ্বরী নদীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ৫৩৮.০৫৩ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৭ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ৯.১ ও মানচিত্র ৯.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখান হয়েছে।

সারণি ৯.১ : সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
স্থানীয় সড়ক	LR-22	০.১৯৪	৩০
	LR-23	০.৫৭৬	৪০
	LR-24	০.১৩০	৩০
	LR-25	০.৫৬৬	৪০
	LR-26	০.২০৮	৩০
	LR-27	০.২৩১	৩০
	LR-28	০.৭৫৬	৪০

সারণি ৯.২ : নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল
প্রধান নর্দমা	PD-07	৫১৪.৫৪	১.৫২	পুরাতন সমেশ্বরী নদী
	PD-08	৫৩৭.২৬	১.৫২	সমেশ্বরী নদী
	PD-09	৫৩৩.৮৮	১.৫২	সমেশ্বরী নদী
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-16	৫৮৩.০৩	০.৮০	PD-07
	SD-17	১৭৩.৪০	০.৮০	SD-16
	SD-18	২৫৭.৩৮	০.৮০	PD-09
	SD-19	৩৩০.২৬	০.৮০	PD-08
	SD-20	৫০১.২৯	০.৮০	PD-08
	SD-21	৬২১.৩০	০.৮০	সমেশ্বরী নদী

সারণি ৯.৩ : উন্নয়ন প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনার নাম	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান	পরিমাণ (একর)
মহল্লার বাজার	NM-3	০৭ নং ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	১.০৭২
গণশৌচাগার	PT-5	০৭ নং ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে প্রশস্তকরণ সড়ক-১০ এর পাশে	০.০১৩
টেম্পো স্ট্যান্ড	TS-3	০৭ নং ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে ময়মনসিংহ সড়কের পাশে	০.২৫২

৯.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৯.৪ : অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার তালিকা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
সড়ক	LR-22, LR-23, LR-24	সড়ক	LR-25, LR-26	সড়ক	LR-27, LR-28
নর্দমা	PD-07, PD-08, PD-09	নর্দমা	SD-18, SD-19, SD-20	নর্দমা	SD-16, SD-17, SD-21
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	TS-3	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-5	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	NM-3

৯.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব উপরের ৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ১০
৮ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

১০.১ ৮ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৮ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর পৌরসভার পশ্চিম প্রান্তে ও সুমেশ্বরী নদীর পশ্চিম পাশে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ৪১৩.৭৬৯ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৮ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ১০.১ ও মানচিত্র ১০.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখান হয়েছে।

সারণি ১০.১ : সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
স্থানীয় সড়ক	LR-29	০.১৪৯	৪০
	LR-30	০.০৬৪	৪০
	LR-31	০.১৬৬	৪০
	LR-32	০.২০৪	৪০
	LR-33	০.৫২৩	৪০
	LR-34	০.৫২৯	৪০
	LR-35	০.২৬৪	৪০

সারণি ১০.২ : নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল
প্রধান নর্দমা	PD-10	০.২৩১	১.৫২	সমেশ্বরী নদী
	PD-11	০.৯৬১	১.৫২	শৈলাজোরা খাল
	PD-12	০.৭১৩	১.৫২	শৈলাজোরা খাল
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-22	০.৪৫৪	০.৮০	সমেশ্বরী নদী
	SD-23	০.২৬৪	০.৮০	PD-10
	SD-24	০.২৭৬	০.৮০	PD-10
	SD-25	০.৩২৬	০.৮০	PD-11
	SD-26	০.৩৩২	০.৮০	PD-10

সারণি ১০.৩ : উন্নয়ন প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনার নাম	সনাক্তকারী নম্বর	অবস্থান	পরিমাণ (একর)
টেম্পো স্ট্যান্ড	TS-4	০৮ নং ওয়ার্ডের উত্তর অংশে জয়পাড়া সড়কের পাশে	০.২৭৫
গণশৌচাগার	PT-6	০৮ নং ওয়ার্ড সংলগ্ন শিবগঞ্জ বাজারের উত্তর অংশে	০.০১৩
কলেজ	C-3	০৮ নং ওয়ার্ড এর খুজিরা পশ্চিম পাড়া সড়কের পাশে	৫.১৯৮

১০.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১০.৪ : অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার তালিকা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
সড়ক	LR-29, LR-30, LR-31	সড়ক	LR-32, LR-33	সড়ক	LR-34, LR-35
নর্দমা	PD-10, PD-11, PD-12	নর্দমা	SD-22, SD-23	নর্দমা	SD-24, SD-25, SD-26
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-6	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	TS-4	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	C-3

১০.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব উপরের ৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ১১

৯ নং ওয়ার্ড এর ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা

১১.১ ৯ নং ওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা

৯ নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর পৌরসভার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের আয়তন ৩৬৪.৬৮০ একর। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড নং ০৯ এর কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে সেগুলোকে আগামী ৫ বছরে (২০১৬ সাল) বাস্তবায়নের জন্য। মানচিত্র ১১.১ ও মানচিত্র ১১.২ এ যথাক্রমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিসেবা পরিকল্পনা দেখান হয়েছে।

সারণি ১১.১ : সড়ক প্রস্তাবনা

সড়ক শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	প্রস্তাবিত প্রস্থ (ফুট)
প্রধান সড়ক	LR-36	০.১৪৮	৪০
	LR-37	০.১৯৮	৪০
	LR-38	০.৬৮৯	৪০
	LR-39	০.২৮৬	৪০
	LR-40	০.১০৮	৩০
	LR-41	০.১১৮	৩০
	LR-42	৩.১৪২	৪০
	LR-43	০.৩০৪	৪০

সারণি ১১.২ : নর্দমা প্রস্তাবনা

নর্দমা শ্রেণি	সনাক্তকারী নম্বর	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	গড় প্রস্থ (মিটার)	নির্গমণস্থল
মাধ্যমিক নর্দমা	SD-27	৫২১.০০	০.৮০	সমেশ্বরী নদী
	SD-28	১৫০.১৪	০.৮০	SD-29
	SD-29	২২০.৬৪	০.৮০	সমেশ্বরী নদী
	SD-30	৩৪৯.৪৮	০.৮০	SD-29
	SD-31	২৪৫.১১	০.৮০	সমেশ্বরী নদী
	SD-32	৪১৬.৩২	০.৮০	SD-31
	SD-33	২১৩.১৪	০.৮০	সমেশ্বরী নদী
	SD-34	৯০০.৬১	০.৮০	শৈলাজোরা খাল

সারণি ১১.৩ : উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সনাক্তকারী নম্বর	প্রস্তাবনার নাম	অবস্থান	পরিমাণ (একর)
উচ্চ বিদ্যালয়	HS-2	০৯ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ অংশে বিজয়পুর সড়কের পাশে	৩.০৮১
গণশৌচাগার	PT-7	০৯ নং ওয়ার্ডের কেন্দ্রীয় অংশে বিজয়পুর সড়কের পাশে	০.০১৩

১১.২ অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম

দুর্গাপুর পৌরসভায় জনসাধারণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১১.৪ : অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার তালিকা

অগ্রাধিকার - ১		অগ্রাধিকার - ২		অগ্রাধিকার - ৩	
ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর	ধরণ	সনাক্তকারী নম্বর
সড়ক	LR-36, LR-37, LR-38	সড়ক	LR-36, LR-37, LR-38	সড়ক	LR-36, LR-37, LR-38
নর্দমা	SD-27, SD-28,	নর্দমা	SD-27, SD-28,	নর্দমা	SD-27, SD-28,
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-7	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-7	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	PT-7

১১.৩ অগ্রাধিকারমূলক অবকাঠামো উন্নয়নের আর্থিক ব্যয়

আর্থিক ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব উপরের ৩.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায় ১২
বাস্তবায়ন নির্দেশনা

বাস্তবায়ন কৌশল

প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া যা যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশে বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে ভূমি স্বল্পতা ও ভূমির উচ্চ মূল্যের কারণে জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততা থাকা আবশ্যক। জনসম্পৃক্ততা ব্যতীত ভূমি অধিগ্রহণের মত বিষয় সম্পন্ন করা অত্যন্ত দূরহ। এজন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ছাড়াও বাস্তবায়ন পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে একাধিক মতবিনিময় সভার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ করা হয়। ২২/১১/২০১২ তারিখে চূড়ান্ত সভার কার্যবিবরণী পরিশিষ্ট-গ-এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা

শহরাঞ্চলে ভূমির উচ্চ মূল্য ও নগরবাসীর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নতুন সড়ক নির্মাণ, বর্তমান সড়ক প্রশস্তকরণ বা পরিসেবা নগর সেবার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান অত্যন্ত কঠিন।

ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্যতম কৌশল হল মহাপরিকল্পনার নির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র দুর্গাপুর পৌর এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা। ভূমি অধিগ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত ভূমি চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা, এবং চূড়ান্ত অধিগ্রহণের আগ পর্যন্ত নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে যে কোন অনাকাঙ্খিত নির্মাণ থেকে মুক্ত রাখা।

এলাকাভিত্তিক যথাযথ ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল

এই কৌশলের আওতায়, দুর্গাপুর পৌর কর্তৃপক্ষ নগর এলাকাসমূহকে আরও উপাংশে ভাগ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, ভূমি ব্যবস্থাপনার কোন নির্দিষ্ট কৌশল হয়তো সমগ্র পৌর এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে না।

কর্মপরিকল্পনার জন্য এলাকা নির্ধারণ

কর্মপরিকল্পনার জন্য সাধারণত বর্তমান নগরায়িত এলাকা প্রযোজ্য হবে। বর্তমানে পৌরসভা ০৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। কোন নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বা কোন অবকাঠামো, সামাজিক, বিনোদনমূলক, শিক্ষামূলক বা বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নগরায়িত এলাকা নির্বাচন করা সুবিধাজনক হবে।

সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার প্রয়োজন অনুসারে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মধ্যে কর্মএলাকা চিহ্নিত করা যাবে।

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ দুর্গাপুর পৌরসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। পৌরসভার উন্নয়ন কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা নির্দেশিত পথে হওয়া আবশ্যক।

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন ব্যবস্থা

যে কোন ভূমি খণ্ডে (প্লট) ভূমি ব্যবহারের অনুমোদনের সম্ভাব্য পরিণতি তিনটি; আবেদনকৃত ব্যবহার অনুমোদিত, শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত এবং আবেদনকৃত ব্যবহার সংরক্ষিত থাকায় আবেদন প্রত্যাখ্যাত।

ক. ভূমি ব্যবহার অনুমোদিত

শর্তহীন ভূমি ব্যবহার এই শ্রেণিতে তালিকাভূক্ত। নগর আবাসিক এলাকায় নির্ধারিত একটি প্লটে আবাসিক বূমি ব্যবহারের অনুমোদন চাওয়া হলে তখন সেটি এই শ্রেণিতে পড়ে।

খ. ভূমি ব্যবহার শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন

ভূমি ব্যবহার যা সাধারণতঃ মোনান বা কমিউনিটির জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু যেগুলোর সংখ্যা, অবস্থান বা সুনির্দিষ্ট ব্যবহার প্রকৃতি কমিউনিটির জীবনধারা, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য হুমকী সৃষ্টি করতে পারে, সে ক্ষেত্রে সম্ভাব্য হুমকী এড়ানোর শর্তে অনুমোদন দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; একটি মহল্লায় সর্বোচ্চ দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতে পারে। এখন যদি একটি সংযুক্ত পোশাক কারখানা সাথে একটি ডায়িং ইউনিট স্থাপনের জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়। পোশাক কারখানা এই বিভাজন এলাকার সাথে সংগতিপূর্ণ হলেও বিষাক্ত তরল বর্জ্য নিঃসরণের কারণে ডাইং ইউনিট এধরণের মিশ্র এলাকায় অনুমোদন যোগ্য নয়। ফলে ডাইং ইউনিট বাদ দেওয়ার শর্ত সাপেক্ষে আবেদনকারীকে পোশাক কারখানার অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। আবেদনকারী আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে উক্ত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে ভূমি ব্যবহার অনুমোদন পেতে পারেন।

গ. সংরক্ষিত ভূমি ব্যবহার

কমিউনিটির জন্য ক্ষতিকর হয় এমন ভূমি ব্যবহার আইন দ্বারা সংরক্ষিত। এধরণের ক্ষকির ভূমি ব্যবহার এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত। এই শ্রেণির উদহরণ স্বরূপ একটি মহল্লায় একটি সিনেমা হল থাকতে পারে।

অনুমোদিত, শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ও সংরক্ষিত ভূমি ব্যবহারের বিস্তারিত তালিকা **পরিশিষ্ট খ-তে** সংযুক্ত করা হল

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়া

ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মকাণ্ডের ফল। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিম্নে বর্ণনা করা হল:

আবেদনকারীর পৌরসভার মেয়র বরাবর আনুষ্ঠানিক আবেদনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি শুরু হবে। আবেদনকারী অন্যান্য তথ্যাদির সাথে অবশ্যই মৌজার মানচিত্র যেখানে মৌজার নাম ও প্লটের দাগ নম্বর প্রভৃতি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যেমন অনুমোদনকারী পরিকল্পনাবিদ (এলপিপি), আবেদনকৃত ভূমি ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমির জন্য নির্ধারিত ভূমি ব্যবহারসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা মিলিয়ে দেখবেন। যদি আবেদনকৃত ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত বা শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত তালিকায় না থাকে তবে আবেদনটি কারণ উল্লেখপূর্বক প্রত্যাখ্যাত হবে। যদি আবেদনকারী সন্তুষ্ট না হন বা সংক্ষুব্ধ হন তবে তিনি আবেদন প্রত্যাখানের প্রতিকারে মেয়র বরাবর পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। মেয়র নগর পরিকল্পনাবিদের কাছ থেকে উক্ত আবেদন সংক্রান্ত বিষয় অবগত হয়ে একই কারণে আবেদন প্রত্যাখ্যান করবেন।

যদি আবেদনে উল্লিখিত ব্যবহার অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে আবেদনকারী বিনা শর্তে অনুমোদন তথা ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র পাবেন এবং যদি উক্ত ব্যবহার শর্তযুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে নগর পরিকল্পনাবিদ কারণ উল্লেখপূর্বক প্রত্যাখ্যান করতে পারেন অথবা শর্ত নির্ধারণপূর্বক উক্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভূমি ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারেন।

অধ্যায় ১৩
বাস্তবায়ন নির্দেশনা

সমাপনী মন্তব্য

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনাকে টেকসই করার লক্ষ্যে এখন পরিকল্পনা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভূক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই ধরণের অংশগ্রহণ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পরিকল্পনার মালিকানার ধারণা সৃষ্টি করছে। যা পরিকল্পনার জন্য সমর্থন বয়ে আনছে এবং পরিকল্পনার বিধানগুলো বাস্তবায়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হচ্ছে। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে দুর্গাপুর পৌরসভার জন্য বর্তমান কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা এবং ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যা সামাজিক সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, বিনোদনমূলক এবং নগরবাসীর অন্যান্য বহু প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে নগরীর উন্নয়ন এর দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

দুর্গাপুর পৌরসভা মহাপরিকল্পনার শুধুমাত্র রক্ষকই হবে না, বরং অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বও পৌর কর্তৃপক্ষের। পাশাপাশি অন্যান্য নগর উন্নয়ন ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের কাজ পরিবীক্ষণ করাও পৌরসভার দায়িত্ব। এই পরিস্থিতি পৌরসভার ভবিষ্যৎ বাড়তি দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমান সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

বর্তমানের এই পরিকল্পনা ব্যাপক অর্থে নীতিগত দিকনির্দেশনা এবং বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাবসমূহকে ক্ষুদ্র পরিসরে নিয়ে আসার মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন সুবিধার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিযেছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় মৌজা এবং দাগ নম্বর চিহ্নিত করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এর জন্য আরও প্রয়োজন ক্ষমতার যথাযথ ও আন্তরিক ব্যবহার।

সরকারের একার পক্ষে সীমিত সম্পদ নিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি ভূমি খণ্ডের (প্লট) উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে ভূমির মালিক ও সকল অংশীজনদেরকে (স্টেকহোল্ডার) অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে এই ধরণের উদ্যোগ সম্ভব যেখানে ভূমি মালিক সরাসরি উপকৃত হবে। ব্যাপক পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভূমি মালিকদের কাছ থেকে অবকাঠামো ব্যয়ের আংশিক আদায়ের জন্য উদ্যোগ নিতে পারে।

অবশ্যই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের মধ্যে অবশ্যই আইন মেনে চলার সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে হবে। এ ধরণের চর্চা সরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রথমে আসতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কর্তৃপক্ষ নিজেই ইমারত নির্মাণ বিধিমালার বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে না। জনগণ নিজেরা সচেতন ও সহযোগী না হলে সরকারের পক্ষে সকল অনিয়ম দূর করা কঠিন। জনগণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য প্রয়োজনে আইন লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

নতুন নতুন এলাকায় নগর উন্নয়নের ধারা পরিবীক্ষণের পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজও নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। পরিবীক্ষণ বা তদারকি অনেক সমস্যা আগেই নির্ণয় করতে পারে এবং তা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সমস্যা নিরসনে আগাম পদক্ষেপ শুধুমাত্র সরকারের বিপুল অর্থেরই সাশ্রয় করবেনা বরং নগরবাসীর দুর্ভোগও লাঘব করবে। আশা করা যায় নিবীড় পরিবীক্ষণসহ পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এই নগরীকে বসবাসযোগ্য, স্বাস্থ্যসম্মত ও সমৃদ্ধ করবে এবং ভবিষ্যতে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ক

কাঠামো পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার কৌশল অঞ্চল

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	বিস্তারিত বিবরণ	আয়তন (একর)	শতকরা হার
কৃষি (এগ্রিকালচার)	কৃষিভূমি (কৃষি অঞ্চল ও বলা হয়) বলতে বোঝানো হয় কৃষি উৎপাদনের জন্য শস্য ও প্রাণিসম্পদ উভয়ই, উপযুক্ত ভূমি। এ হচ্ছে কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ।	৯৪০.০৮	৩২.৩৫
প্রধান চলাচল (মেজর সার্কুলেশন)	প্রধান চলাচলের অন্তর্ভুক্ত মহাপরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়ক, রেলপথসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার প্রধান সংযোগ ব্যবস্থা তথা সকল প্রধান ও মাধ্যমিক সড়ক।	২৫৭.৯১	৮.৮৮
মূল এলাকা (কোর এরিয়া)	এটি ঘনবসতি এলাকা হিসেবেও পরিচিত। এটি এমন এলাকা যেখানে জনসংখ্যা ও সেবার ঘনত্ব ঐ শহরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১১-২০৩১) এখানে বর্ধিত জনসংখ্যার অধিকাংশই সংস্থান করা যাবে।	৩৪৪.৮৪	১১.৮৭
নতুন শহর এলাকা (নিউ আরবান এরিয়া)	জনসংখ্যার প্রক্ষেপন অনুসারে ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে যে বর্ধিত এলাকার প্রয়োজন হবে তা পূরণের জন্য নির্ধারিত এলাকা নতুন শহর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। নতুন শহর এলাকার পরিকল্পিত বিকাশ তরান্বিত করতে অবকাঠামো ও পরিসেবা যেমন; সড়ক, নর্দমা, ফুটপাত, বর্জ্য অপসারণ, পানি সরবরাহসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান করা হবে।	২০৩.৯৯	৭.০২
প্রান্তিক এলাকা (পেরিফেরাল এরিয়া)	মুল এলাকা বা তার প্রভাবের বাইরের এলাকাসমূহ বিশেষত যেখানে নগরায়ন বা মানব বসতি স্থাপন গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের এবং ধীর গতিতে চলমান। কাঠামো পরিকল্পনায় এলাকাটিকে মুল এলাকা ও সম্ভাব্য নতুন নগর উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত এলাকার বাইরের এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আদর্শিকভাবে এখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ের যোগাযোগ ও সেবা সুবিধার প্রবর্তন করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।	৬২৮.৩৮	২১.৬৩
জলাশয় (ওয়াটারবডি)	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৫৩০.৪৪	১৮.২৬
সর্বমোট		২৯০৫.৬৫	১০০.০০

প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার অঞ্চল (ল্যাণ্ড ইউজ জোন)

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
১	কৃষি অঞ্চল	কৃষি জমি বলতে শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস সম্পদ উৎপাদনের উপযোগী ভূমিকে। এটা কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ। এর মধ্যে পড়ে উৎপাদনশীল জমি (একফসলী, দোফসলী ও তিন ফসলী), বীজতলা, মৎস্য, গবাদি খামার, দুগ্ধ খামার, নার্সারি, উদ্যান ইত্যাদি।	৯০২.৬৪	৩১.০৬
২	চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা	সকল ধরণের সড়ক ও রেল পথ।	২৫৭.৫২	৮.৮৬
৩	বাণিজ্যিক অঞ্চল	বাণিজ্যিক কাজের জন্য ব্যবহৃত জমি বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার হিসেবে পরিগণিত হয়। এর মধ্যে পড়ে পণ্য ও সেবার খুচরা মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়, পাইকারি ক্রয়-বিক্রয়, আর্থিক স্থাপনা এবং অনেক সংখ্যক সেবা যাকে মোটা দাগে 'ব্যবসা' হিসাবে শ্রেণিকরণ করা হয়ে থাকে। যদিও এসকল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সামান্য পরিমাণ ভূমি ব্যবহার করে, তথাপি এগুলো লোকালয়ের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক জমির মধ্যে পড়ে প্রতিষ্ঠিত বাজার ও বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থান।	২৩.৭৮	০.৮২
৪	কমিউনিটি সুবিধা	সকল ধরণের ধর্মীয়, সামাজিক বিশেষতঃ মহল্লাভিত্তিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন; মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কবরস্থান, শ্মশান, ক্লাব প্রভৃতি।	১২.৭৮	০.৪৪
৫	শিক্ষা এবং গবেষণা অঞ্চল	শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; প্রাথমিক/মাধ্যমিক/অন্যান্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি।	৩৮.৬৫	১.৩৩
৬	সাধারন শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুসারে সবুজ এবং কমলা-ক শ্রেণীতে বর্ণিত সকল শিল্প এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৪৫.০২	১.৫৫
৭	সরকারি কার্যালয়	সরকারি বিশেষ সেবাসমূহ যা অন্য কোন বিশেষ ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্গত যেমন, হাসপাতাল, অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র প্রভৃতি; এধরণের সেবা ব্যতীত সকল সরকারি সেবা বিশেষত: যাদের কার্যালয় স্থাপনে নিজস্ব ভূমি রয়েছে এরকম সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন: সিভিল সার্জনের দপ্তর, জেলা প্রশাসকের দপ্তর, পুলিশ ফাঁড়ি, পুলিশ স্টেশন, এলজিইডি দপ্তর, পৌরসভা কার্যালয়, পূর্ত দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়, বিএডিসি কার্যালয়, মৎস্য দপ্তর, আনসার/ ভিডিপি দপ্তর, কৃষি দপ্তর, জেলা পরিষদ কার্যালয়, পোস্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কার্যালয় প্রভৃতি।	৪.১৯	০.১৪
৮	স্বাস্থ্য সুবিধা	স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহৃত ভূমি যেমন; হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন প্রভৃতি এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।	৭.২১	০.২৫
৯	ভারি শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুসারে কমলা-খ এবং লাল শ্রেণিতে বর্ণিত সকল শিল্প (বিষাক্ত ও দূষণকারী শিল্পসহ) এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৫২.৯৩	১.৮২
১০	বিবিধ	অন্য যে কোন ভূমি ব্যবহার শ্রেণি যা উপরোক্ত ২৩টি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	৩৬.৮৮	১.২৭
১১	মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল	মিশ্র ভূমিব্যবহার বলতে বোঝায় সেই স্থানকে যেখানে ভূমির কোন বিশেষ ব্যবহার (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ইত্যাদি) প্রাধান্য পায় না, একাধিক ভূমি ব্যবহার যুগপৎভাবে অবস্থান করে।	৩৯.৭৭	১.৩৭
১২	উন্মুক্ত স্থান	মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিনোদনমূলক সুবিধা প্রদান এবং একইসাথে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভূমির বিভিন্ন ধরণের উন্মুক্ত ব্যবহারকে উন্মুক্ত স্থান শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শেষ ব্যবহার করবে। খেলার মাঠ, পুষ্পোদ্যান, স্টেডিয়াম,	৩৬.৯৬	১.২৭

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
		চিড়িয়াখানা ইত্যাদি (ন্যূনতম স্থাপনা সুবিধা সহকারে বা ব্যতিরেকে)।		
১৩	বিনোদন সুবিধা	উন্মুক্ত স্থান শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয়নি এমন সুবিধা এবং নির্ধারিত ভবন কাঠামো সহকারে ভবনস্থিত সুবিধা যেমন- সিনেমা হল, থিয়েটার হল ইত্যাদি।	০.২১	০.০১
১৪	সংরক্ষিত অঞ্চল	সংরক্ষিত অঞ্চল হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কারোর প্রবেশাধিকার নেই। নিরাপত্তা ও বিশেষ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে এমন স্থান বা এলাকা এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন; সেনানিবাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র, পুলিশ লাইন প্রভৃতি।	-	০
১৫	গ্রামীণ বসতি	গ্রামীণ বসতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের ছড়ানো-ছিটানো ও কম ঘনত্বের বাড়ীঘর। এখানে স্বল্প ঘনত্বের ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। এমন এলাকার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে স্বল্প পরিমাণ সেবা ও সুবিধাদি প্রদান করা হবে।	২৭৮.৩৭	৯.৫৮
১৬	পরিবহণ সুবিধা	পরিবহণ সেবায় চলাচলের পথ ব্যতীত এ সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির অন্তর্গত হবে। যেমন; বিমান বন্দর, বাস টার্মিনাল/ স্ট্যাণ্ড, রেল স্টেশন, ফেরি ঘাট, ফিলিং স্টেশন, গ্যারেজ, লঞ্চ টার্মিনাল, পোস্ট অফিস, যাত্রী ছাউনি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টিকেট কাউন্টার, পরিবহণ অফিস ইত্যাদি।	৪.৫৭	০.১৬
১৭	আরবান ডেফার্ড	ভবিষ্যৎ নাগরিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে নির্ধারিত এলাকা যেখানে বর্তমানে বিশদ উন্নয়ন করা হবে না। এ ধরণের এলাকা নির্ধারণ আবশ্যিক নয়, এটা পৌরসভা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন পরামর্শকদলে বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।	১০২.৯৩	৩.৫৪
১৮	নগর আবাসিক অঞ্চল	নগর আবাসিক অঞ্চল হ'ল এমন ভূমি ব্যবহার এলাকা যেখানে বসবাসের তথা আবাসিক স্থাপনা প্রাধান্য পায়। এর মধ্যে রয়েছে একক পরিবারের বাসগৃহ, বহুপরিবারের বাসগৃহ, মেস প্রভৃতি। আবাসিক ভূমি ব্যবহার অঞ্চলে প্রয়োজনার্থে কিছু সেবা বা কর্মসংস্থান এর অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে অথবা বাণিজ্য ও শিল্পকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যেতে পারে। এখানে উচ্চ ঘনত্বের ভূমি ব্যবহার অনুমোদন করা যেতে পারে।	৫১৯.৪৭	১৭.৮৮
১৯	পরিষেবা (ইউটিলিটি)	পরিসেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এর অন্তর্গত। যেমন; ওভারহেড ট্যাংক, বিদ্যুৎ অফিস/নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, গণশৌচাগার, পয়ঃনিষ্কাষণ কার্যালয়, বর্জ্য অপসারণ, অগ্নি নির্বাপন, ওয়াটার পাম্প হাউস, জল সংরক্ষণাধার, জল শোধনাগার ইত্যাদি।	১১.৩৫	০.৩৯
২০	সৈকত	সমুদ্র সৈকত	-	০
২১	বন	নির্দিষ্ট বনাঞ্চল	-	০
২২	ওভারলে জোন	ওভারলে অঞ্চল এমন ভূমি ব্যবহার নির্দেশ করে যে সকল তার আশেপাশের ভূমি ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং অনেকাংশে সাংঘষিক, তথাপি সেসকল ভূমি ব্যবহার বা স্থাপনাসকল স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় গুরুত্বের কারণে নিকট ভবিষ্যতে অপসারিত করা সম্ভব নয়।	-	০
২৩	ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান	উল্লেখযোগ্য ও নির্ধারিত সকল ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থান।	-	০
২৪	জলাশয়	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৫৩০.৪৪	১৮.২৬
মোট			২৯০৫.৩২	১০০.০০

পরিশিষ্ট - খ

অনুমোদনযোগ্য ভূমি ব্যবহার তালিকা

ক) নগর আবাসিক ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার
নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
চিত্রাঙ্কন
বৃদ্ধাশ্রম
বেকারী ও কনফেকশনারী
চুল কাটার দোকান
শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র
ধোপাখানা
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
বহুতল এ্যাপার্টমেন্ট
কুটির/বাড়ি
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ঔষধের দোকান বা ফার্মেসি
কর্মচারির বাসস্থান (গার্ড/ড্রাইভার) আনুসঙ্গিক ব্যবহার
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা
মৌসুমী শ্রমিকের জন্য আবাস
উদ্যান সেবা
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
এতিমখানা/ অনাথাশ্রম
ঈদগাহ্
ফটোকপির দোকান
পাইপ লাইন এবং পরিসেবা লাইন
খেলার মাঠ
প্রাথমিক বিদ্যালয়
ব্যক্তিগত গ্যারেজ (আনুসঙ্গিক ব্যবহার)
নির্ধারিত এলাকা সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিদর্শন/ চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
পথচারী ছাউনি
মুচির দোকান
সামাজিক সংস্থার অফিস
বিশেষ আবাসন
অস্থায়ী নিবাস
অনুমোদিত কাজে অস্থায়ী নিবাস
পত্রিকার দোকান
বিশেষ স্কুল: নৃত্য , চিত্রাঙ্কন , গান , শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
সরবরাহ লাইন
নগরের প্রকৃতি সংরক্ষণ
পরিসেবা লাইন
কাঠের গুদাম

অনুমোদিত
শিশুপার্ক (পার্কিংসহ)
এটিএম বুথ
পানির পাম্প / জলাধার
স্মৃতিস্তম্ভ (মহল্লা কেন্দ্রিক)
বিল প্রদানের বুথ
বোর্ডিং
ছাত্রাবাস
ভাস্কর্য (আনুসঙ্গিক)
মহল্লা (আবাসিক এলাকা/ পাড়া/ মহল্লা) কেন্দ্র
অনুমোদিত
কমিউনিটি সেন্টার
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
চিত্র প্রদর্শনীর স্থান ও গ্রন্থাগার
ফাস্টফুড / অস্থায়ী দোকান
ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রেতা
শরীরচর্চা ক্লাব
গেমিং ক্লাব
সাধারণ দোকান
খুচরা দোকান /সুবিধা
এ্যাপার্টমেন্ট আবাসন
আবাসন প্রকল্প
স্মৃতিস্তম্ভ (মহল্লা পর্যায়)
বইয়ের দোকান
স্টেশনারী দোকান
বসতবাড়ি
অনুমোদিত অনুষ্ঠানের অস্থায়ী ছাউনি
ঈদগাহ
পানির পাম্প/জলাধার

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

নিয়মিত মহল্লা কেন্দ্র না থাকলে এটি স্থাপনের জন্য ভূমি ব্যবহার কমিটির অনুমতি লাগবে।

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ২: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
মাদকাশক্তি নিরাময় কেন্দ্র
ভবনস্থ বিনোদন
অন্তেষ্টিক্রিয়া সেবা(ব্যবস্থা)
আর্ট গ্যালারী, আর্ট স্টুডিও / কর্মশালা
অটোমোবাইল ড্রাইভিং একাডেমি
শরীর ও সৌন্দর্য সেবা
বিলিয়ার্ড/পুল হল
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সেবা
যাত্রী ছাউনি
গোরস্থান/সমাধি
কফি সপ/ চায়ের দোকান
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
কুরিয়ার সার্ভিস
শ্মশান
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
আসবাবপত্রের দোকান

শর্তসাপেক্ষ
জরুরী আশ্রয়
জ্বালানি স্থাপনা
গ্যারেজ
বাগান ও খুচরা নার্সারী সেন্টার
অগ্নি নির্বাপন কার্যালয়
থানা
অস্থায়ী উদ্ধার কেন্দ্র
অতিথিশালা
কসাইখানা
অবিচল সঞ্চালন কেন্দ্র
পর্যটন হোম বা রিসোর্ট
বাজার
চশমার দোকান
উন্মুক্ত ক্যাফে
ফল ও শাকসবজির বাজার
কমিউনিটি হল
মহল্লাভিত্তিক সমবায় সমিতি অফিস
পানি রাখার ট্যাঙ্ক
সারিবদ্ধ বসতি
রং ও বার্ণিসের দোকান
পার্কিং লট
বেত ও পাটি
ছবির দোকান
ডাকঘর
ডাক সুবিধাসমূহ
ক্রীড়া ও বিনোদন ক্লাব
টেনিস ক্লাব
বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো
টেলিফোন উপকেন্দ্র
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র
খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান
ফলের বাজার
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

এই অঞ্চলে অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া সকল ব্যবহার সংরক্ষিত

খ. সাধারণ শিল্প

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শুধু পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিতে উল্লেখিত সবুজ ও কমলা-এ শ্রেণির সাধারণ শিল্পভূমি ব্যবহার অনুমোদিত। নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

সারণি ৩: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
কনফেকশনারী
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বাই সাইকেল সংযোজন, যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
কামার
যাত্রী ছাউনি
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
পুলিশ বক্স/ব্যারাক
অগ্নি নির্বাপন কার্যালয়
মুদী দোকান
গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা

অনুমোদিত
মেশিন ঘর
মাংস ও মুরগী (প্যাকিং ও প্রক্রিয়াকরণ)
মসজিদ ও ইবাদতের স্থান
পত্রিকার অফিস
ফটোকপির দোকান
পাইপ লাইন এবং পরিসেবা লাইন
মুদ্রন, প্রকাশনা ও বিতরণ
গণ পরিবহণ সুবিধা
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
উদ্ধার প্রক্রিয়া
বিদ্যুৎ মিস্ত্রি
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
স'মিল
ছাউনি
টেলিভিশন, রেডিও বা ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য মেরামতের দোকান
সঞ্চালন লাইন
ট্রাক স্ট্যান্ড ও ধোয়া বা পণ্য খালাস টার্মিনাল
পরিসেবা লাইন
কাঠের পণ্য
কাঠের দোকান
এটিএম বুথ
পানির পাম্প / জলধার
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
বর্জ্য শোধনাগার
এ্যালুমনিয়াম পণ্য
গানের যন্ত্রপাতি
কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন
মোটরগাড়ি মেরামত কাজ
দেওয়াল ও হাত ঘড়ি সংযোজন ও প্রস্তুতকরণ
মোড়কী শিল্প
মোটরগাড়ি সংযোজন
সুগন্ধি ও প্রসাধন
টেলিফোন সংযোজন
ঔষধ প্রস্তুতকরণ শিল্প
স্বয়ংক্রিয় চাল কল
আলোকচিত্র ফিল্ম কারখানা
বেকারী
বৃক্ষরোপন (মাদক গাছ ব্যতিত)
বাঁশ ও বেতের পণ্য
বই বাঁধাই
ইলেক্ট্রিক তাঁত
মুদ্রণ ও লেখার কালি প্রস্তুতকরণ শিল্প
ছাপাখানা
কার্পেট ও মাদুর উৎপাদন
প্রক্রিয়াকরণ: মাছ, মাংস ও খাদ্য
সিনেমা হল
খাবার পানি ও কার্বোনেট পানীয় প্রক্রিয়া ও বোতলজাতকরণ
ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় ল্যাব
কৃত্রিম চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
চকোলেট ও লজেঞ্জ কারখানা
চিরুণি, চুলের বেন্ড, ক্লিপ ইত্যাদি
পিন, বোর্ড পিন, ইউ পিন ইত্যাদি
হিমাগার

অনুমোদিত
গুড়া দুধ, ঘন দুধ, খামারী দুধ উৎপাদন
জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
চশমা ফ্রেম উৎপাদন
ড্রাই-ক্লিনিং
কাঁসা, পিতল ও ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র উৎপাদন
ভোজ্য তেল
গণপরিবহণ সুবিধা
বৈদ্যুতিক তার
ফ্রিজ মেরামত
প্রকৌশল কর্ম
কাপড় ধোয়া প্লান্ট
চকোলেট ও লজেঞ্জ কারখানা
রশি ও ছোবড়ার মাদুর উৎপাদন
কনফেকশনারী/খাবারের দোকান
লবণ কারখানা
লবণ উৎপাদন
ময়দা কল (বড়)
কাঠ, লোহা, এ্যালুমনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র প্রস্তুতকরণ
ঝালাই করা
গার্মেন্টস ও স্যুয়েটার কারখানা
জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
আঠা (প্রাণি আঠা ছাড়া)
সাবান
স্বর্ণের জিনিষ উপাদন
ফসফরাস পদার্থ কারখানা
সুতা কারখানা
হোটেল, বহুতল বাণিজ্যিক ভবন
ক্রীড়া সামগ্রী উৎপাদন
শ্বেতসার ও গ্লুকোজ কারখানা
আইসক্রীম
পাথর ঘষা, কাটা ও পলিশ
পাটকল
চা প্রক্রিয়াকরণ
চুন
প্রকাশনা ও মুদ্রণ দোকান
টায়ার পুনঃবিক্রয়
কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতকরণ
মেশিন ঘর
কৃষি কাজের হাতিয়ার, সরঞ্জাম ও ক্ষদ্র যন্ত্রপাতি
মাটি ও চীনা মাটির পাত্র/স্যানিটারি সামগ্রী (সিরামিক)
কাঠের নৌকা প্রস্তুতকরণ
দিয়াশলাই কারখানা
পানি শোধনাগার
চিকিৎসা ও শল্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন
বুনন ও হস্তচালিত তাঁত
মাংস ও পোল্ট্রি (মোড়ক ও প্রক্রিয়াকরণ)
ধাতব পাত্র/চামচ ইত্যাদি
কাঠ প্রক্রিয়াকরণ
কাঠ/লোহা/এ্যালুমনিয়াম দ্বারা আসবাবপত্র তৈরী
মোটর সাইকেল বিক্রয় দোকান

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ৪: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
খেলা ও বিনোদন (ভবনস্থ)
যন্ত্রপাতির দোকান
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়
কর্মচারি আবাসন
জ্বালানি স্থাপনা
ফাস্টফুড দোকান/ অস্থায়ী দোকান
শস্য ও ফিড মিলস
গ্যারেজ
শ্বশ্যাান সুবিধা
সুপার স্টোর
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
জ্বালানি কেন্দ্র/গ্যাস স্টেশন
মোটর সাইকেল বিক্রয় কেন্দ্র
ফল ও শাকসবজির দোকান
পাইকারি গোডাউন
পানি রাখার ট্যাঙ্ক
চিত্রকর্ম ও দেওয়াল কাগজ বিক্রয়
রং ও বার্ণিসের দোকান
পার্কিং লট
পার্কিং লট (বাণিজ্যিক)
বেসরকারি গ্যাস
খুচরা দোকান, স্টুডিও /ওয়ার্কশপ
পাট কল
গানের যন্ত্রপাতি
কার্পেট ও মাদুর উৎপাদন
সিনেমা হল
ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় ল্যাব
কর্ক আইটেম উৎপাদন
কলম ও শিস কলম কারখানা
আলোকচিত্র ল্যাব(অতি বেগুনি ও ইনফ্রারেড ছাড়া)
প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী (পিভিসি বাদে)
কৃত্রিম চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
ঝালাই করা
গুড়া দুধ পুনঃমোড়ক (উৎপাদন ব্যতিত)
কাঁচ কারখানা
আঠা (প্রাণি আঠা ছাড়া)
রশি ও ছোবড়ার মাদুর উৎপাদন
গম, চাল, হলুদ, মরিচ, ডাল ভাঙ্গাকল শূন্য হর্স-এর উপরে
লবণ কারখানা
স্বর্ণের জিনিষ উপাদন
উদ্ধার প্রক্রিয়াকরণ
উপগ্রহ/ডিশ এ্যান্টেনা
করাতকল, তৃণলতা কারখানা
ধোপাখানা
ফসফরাস কারখানা
ক্রীড়া সামগ্রী (প্লাস্টিক ছাড়া)

শর্তসাপেক্ষ
কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতকরণ
দিয়াশলাই কারখানা
চা মোড়ক (প্রক্রিয়াকরণ ছাড়া)
চিকিৎসা ও শল্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন
টায়ার পুনঃবিক্রয়
ধৌত কেন্দ্র

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অন্য সকল ব্যবহার;অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া।

গ. বাণিজ্যিক এলাকা অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

বাণিজ্যিক এলাকা যেখানে মুলতঃ দাপ্তরিক ও ব্যবসা কাজকর্ম হয়ে থাকে। এই এলাকায় অনেক কাজ অনুমোদিত।

সারণি ৫: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ ও নিরিক্ষা কার্যক্রম
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন
কৃষি ব্যবসা
কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ও সেবা
এ্যাম্বুলেন্স সেবা
এন্টিকের দোকান
যন্ত্রপাতির দোকান
নিলাম বাজার
মিলনায়তন, সভা হল, সম্মেলন সুবিধা
মোটর গাড়ি ইজারা বা ভাড়া অফিস
মোটর গাড়ি রং করার দোকান
মোটর গাড়ি যন্ত্রপাতি ও মালপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (ঘরে)
মোটর গাড়ি মেরামতের দোকান (গ্যারেজের সঙ্গে)
মোটর গাড়ি ধোয়া
মোটর গাড়ি বিক্রয়
কনফেকশনারী
বেকারী ও খুচরা মিস্টির দোকান
ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান
মদের দোকান (লাইসেন্স)
চুল কাটার দোকান
নারী সৌন্দর্য্য সেবা
বাই সাইকেলের দোকান
বিলিয়ার্ড/পুল হল
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত সামগ্রী বিক্রয় বা সংগ্রহ
মোড়কীকরণ
যাত্রী ছাউনি
সিনেমা হল
পরিবহণ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত
কম্পিউটার বিক্রয় ও সেবা
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ কোম্পানী
কুরিয়ার সার্ভিস
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
সাধারণ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসের দোকান

অনুমোদিত
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
ঔষধের দোকান / ফার্মেসি
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়
ফাস্টফুড/ অস্থায়ী দোকান
পণ্য পরিচালা, সংরক্ষণ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
পণ্য রাখার স্থান
সাধারণ দোকান
মুদী দোকান
অতিথিশালা
হোটেল বা মোটেল
আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
সোনা ও রূপার দোকান
নৌযান মেরামত ক্ষেত্র
সুপার স্টোর
মার্কেট (বাজার)
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
মোটর সাইকেল বিক্রি দোকান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
ফল ও সবজি দোকান
বিনোদন বাণিজ্য
পার্কিং লট (বাণিজ্যিক)
পোষা প্রাণির দোকান
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
ষ্টুডিও
পাইপ লাইন ও পরিসেবা
ডাকঘর
সংরক্ষিত ফল ও সবজি সুবিধা (হিমাগার)
মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
ফ্রিজ বা বড় যন্ত্রপাতি মেরামত
অবকাশ কেন্দ্র
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
মেরামত প্রক্রিয়াকরণ
মেরামত ক্ষেত্র
স্যাটেলাইট ডিস অ্যান্টেনা
স'মিল
অতিথিশালা
শপিংমল বা প্লাজা
কসাইখানা
সফটওয়ার উন্নয়ন
খেলার সামগ্রী ও খেলনা বিক্রয়
ট্যাক্সি স্ট্যান্ড
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
টেলিভিশন, রেডিও এবং ইলেক্ট্রনিক্স মেরামত (ভবনস্থ)
থিয়েটার (ভবনস্থ)
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
যানবাহন বিক্রি ও পরিসেবা, ইজারা ও ভাড়া
পশু চিকিৎসা ক্লিনিক, পশু হাসপাতাল, বোর্ডিং পরিসেবা

অনুমোদিত
গুদামজাত করা
কাঠের পণ্য
কাঠের গুদাম
এটিএম বুথ
পানির পাম্প/ রিজার্ভার
কৃষি নির্ভর শিল্প (রাইস মিল, সমিল, হিমাগার)
সামাজিক বনায়ন
ফল ও শাক-সবজি বাজার
পেশাজীবি দপ্তর

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

এই এলাকায় কিছু কাজে শর্তযুক্ত অনুমোদন রয়েছে।

সারণি ৬: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
ক্রীড়া ও বিনোদন (ইনডোর)
বাই সাইকেল সংযোজন,যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
সম্প্রচার স্টুডিও/রেকর্ডিং স্টুডিও
কফি / চা দোকান
সঙ্গীত ঘর, মঞ্চ প্রদর্শনী
নির্মাণ, জরিপ, মাটি পরিক্ষার সংস্থা
বাণিজ্যিক প্রদর্শনী
হস্তশিল্প
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন
কৃষি পণ্য বিক্রি ও সেবা
কৃষি রাসায়নিক, সার ও কীটনাশকের দোকান
করীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
বনের পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র
জ্বালানী ও বরফ বিক্রেতা
গ্যারেজ
বাগান, নার্সারীর খুচরা বিক্রয় স্থান
পুলিশ বক্স/ব্যারাক
অগ্নিকান্ড / উদ্ধার কেন্দ্র
শস্য ও ফিড মিলস
ঘরের সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা
শ্বশ্মান সুবিধা
ভবনস্থ ক্রীড়া ও খেলাধুলা
ভবনস্থ নাট্যমঞ্চ
প্রকাশনা বা প্রিন্টের দোকান
জ্বালানী কেন্দ্র/গ্যাস স্টেশন
বাদ্যযন্ত্র উপকরণ বিক্রয় বা মেরামত
চক্ষু সংশ্লিষ্ট পণ্য বিক্রয়
চিত্রকর্ম এবং দেওয়াল চিত্র বিক্রয়
রং এবং বার্ণিস
পার্কিং স্থান
পাটি ও মাদুর
ডাকঘর সুবিধা
পোল্ট্রি
ব্যক্তিগত গ্যারেজ
পেশাজীবি অফিস
খুচরা দোকান কাম স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
পাথর/কাটা পাথর বিক্রয়
জ্বালানি গ্রহণ কেন্দ্র

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অন্য সকল ব্যবহার; অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া।

ঘ. পল্লী বসতি

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ৭: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
কৃষিজীবি
পশু পালন
পশু আশ্রয় কেন্দ্র
গোরস্থান / সমাধি
শিশু ডে-কেয়ার/প্রি স্কুল
প্রাথমিক বিদ্যালয়
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কুটির
শ্মশান
দুগ্ধ খামার
সাধারণ দোকান
মুদী দোকান
তাঁত (কুটির শিল্প)
মৌসুমি শ্রমিকদের আবাসন
মসজিদ, মন্দিরের জায়গা
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
এতিমখানা
উন্মুক্ত ধর্মীয় উৎসব (ঈদগাহ)
খেলার মাঠ
স্যাটেলাইট ডিস অ্যান্টেনা
এনজিও/সিবিও সুবিধা
বিশেষ বাসিন্দা (যেমন শারিরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য থাকার জায়গা.)
অস্থায়ী ছাউনি/তাবু
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
অবিচল বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সামাজিক বনায়ন
ভাস্কর্য বা স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ৮: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
শিল্পীর দোকান (পটার, কামার এবং স্বর্ণকারের দোকান.)
গবেষণা প্রতিষ্ঠান (কৃষি /মৎস্য)
বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন
মাছের হ্যাচারী
বাগান/খুচরা নার্সারী
জরুরী আশ্রয়
বিনোদন ও খেলার ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ: ভবনস্থ

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঙ. মিশ্র ব্যবহার এলাকা

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ৯: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ ও নিরিক্ষা কার্যক্রম
মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ও সেবা
এন্টিকের দোকান
এ্যাম্বুলেন্স সেবা
যন্ত্রপাতির দোকান
চিত্র প্রদর্শনী, আর্ট স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
চিত্র শিল্পীর দোকান
বসবাসের সহযোগিতা/বৃদ্ধাশ্রম
মিলনায়তন, সভা হল, সম্মেলন সুবিধা
মোটর গাড়ি ইজারা বা ভাড়া অফিস
মোটর গাড়ি রং করার দোকান
মোটর গাড়ির যন্ত্রপাতি ও মালপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (ঘরে)
মোটর গাড়ি মেরামতের দোকান (গ্যারেজের সঙ্গে)
মোটর গাড়ি দোকান
মোটর গাড়ি ড্রাইভিং একাডেমি
কনফেকশনারী
বেকারী ও খুচরা কনফেকশনারী
ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান
মদের দোকান (লাইসেন্স)
চুল কাটার দোকান
নারী সৌন্দর্য্য ঘর
বাই সাইকেলর দোকান
বিলিয়ার্ড/পুল হল
কামার
বোর্ডিং এবং থাকার ঘর
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত সামগ্রী বিক্রয় বা সংগ্রহ (ভবনস্থ)
বাস যাত্রী ছাউনি
শিশু ডে-কেয়ার/প্রি-স্কুল
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা/লন্ড্রি দোকান
বাণিজ্যিক বিনোদন ভবন
যোগাযোগ পরিসেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কমিউনিটি সেন্টার
যৌথ আবাসন বা এ্যাপার্টমেন্ট
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
কুরিয়ার সার্ভিস
সাইবার ক্যাফে
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ কোম্পানী
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
কর্মচারি আবাসন
কাপড়ের দোকান
ফাস্টফুডের/খাবারের দোকান

অনুমোদিত
অন্তেষ্টিক্রিয়ার সেবা
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
অতিথিশালা
হাসপাতাল
সোনা ও রূপার দোকান
ভূচিত্র এবং উদ্যানতত্ত্ব সেবা
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
প্রাথমিক বিদ্যালয়
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
অবকাশ কেন্দ্র
স্যাটেলাইট ডিস এ্যান্টেনা
সরাইখানা
জুতা মেরামত ও জুতা পালিশের দোকান (ছোট)
কসাইখানা
সামাজিক সংগঠন
সফটওয়ার উন্নয়ন
বিশেষ বাসিন্দা (প্রতিবন্ধী)
খেলনা, শখের পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহ
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
গাড়ি বিক্রি এবং সেবা, ইজারা ও ভাড়া
গুদামজাত করা
কাঠ গুদাম
শিশু পার্ক
পানির পাম্প/রিজার্ভার
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
রিক্সা /অটো রিক্সা স্ট্যান্ড
এ্যাপার্টমেন্ট
আবাসন প্রকল্প
একক আবাসন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১০: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
কৃষি রাসায়নিক, সার ও কীটনাশকের দোকান
ক্রীড়া ও বিনোদন (ভবনস্থ)
শারিরীক সৌন্দর্য্য সেবা
সম্প্রচার স্টুডিও/রেকর্ডিং স্টুডিও
ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা সেবা
ইমারত সামগ্রী বিক্রি ও রক্ষণাবেক্ষণ
গোরস্থান বা সমাধি
কফি /চা দোকান/ গ্যারেজ
কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত

শর্তসাপেক্ষ
কম্পিউটার বিক্রয় ও সেবা
সঙ্গীত ঘর, মঞ্চ প্রদর্শনী
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ প্রতিষ্ঠান
নির্মাণ, জরিপ ও মাটি পরিক্ষার সংস্থা
কুটির
পরামর্শদান সেবা
হস্ত শিল্প
সমাধি ক্ষেত্র
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও পাঠাগার
পণ্য সামগ্রী দোকান, আসবাবপত্র ও রকমারি দোকান
ড্রাগ স্টোর/ঔষধের দোকান
জ্বালানি স্থাপনা
শরীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার, ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
পণ্য পরিচালন, সংগ্রহ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
খেলাধুলার ক্লাব
গ্যারেজ
বাগান বা খুচরা নার্সারি
বাণিজ্যিক দপ্তর
প্রকল্প দপ্তর
সরকারি দপ্তর
হোটেল বা মোটেল
গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র মেরামত সেবা
ভবনস্থ বিনোদন কেন্দ্র, খেলাধুলার স্থান
ভবনস্থ নাট্যমঞ্চ
প্রকাশনা বা মুদ্রণের দোকান
বাজার
স্বাস্থ্য অফিস, ডেন্টাল ল্যাব, ক্লিনিক বা ল্যাব
বাদ্যযন্ত্র বিক্রি বা মেরামত
চশমা পণ্য বিক্রি
উন্মুক্ত ক্যাফে
উন্মুক্ত ফল ও সবজির দোকান
চিত্রকর্ম ও দেওয়াল কাগজ বিক্রি
রং ও বার্ণিস
বহিরাঙ্গন বাড়ি
ফটো ল্যাব ও স্টুডিও
হাঁস মুরগীর খামার
মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ
মানসিক হাসপাতাল
খুচরা দোকান কাম স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
রেডিও/টেলিভিশন বা টি এন্ড টি স্টেশন ও সঞ্চালন টাওয়ার
ফ্রিজ বা বড় যন্ত্রপাতি মেরামত
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
খেলার সামগ্রী ও খেলনা বিক্রি
খেলা ও বিনোদন ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ (ভবনস্থ)
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
টেলিভিশন, রেডিও বা ইলেকট্রনিক্স মেরামত
প্রকল্প দপ্তর
উদ্যান ও বিশ্রাম স্থান
খেলার মাঠ

শর্তসাপেক্ষ
বাস যাত্রী ছাউনি
সামাজিক বনায়ন
প্রদর্শনী ও মেলা
বিশেষ অনুষ্ঠান শিবির
সার্কাস
টেনিস ক্লাব/বাস্কেট বল কোর্ট
সঞ্চালণ লাইন
ভূচিত্র ও উদ্যান সেবা
স্মৃতি স্তম্ভ
নগর-প্রকৃতি সংরক্ষণ
উন্মুক্ত নাট্যশালা
পরিসেবা লাইন
পার্ক ও বিনোদন (সাধারণ)
চিড়িয়াখানা
মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র
সংবাদপত্রের দোকান
আর্ট গ্যালারী, স্টুডিও/ওয়ার্কসপ
নার্সারী স্কুল
এটিএম বুথ
বহিরাঙ্গণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান
মোটর ড্রাইভিং একাডেমী
ফটোকপি ও অনুলিপি
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনী সংস্থা
ডাকঘর
বাস যাত্রী ছাউনি
প্রাথমিক বিদ্যালয়
শিশু পরিচর্যা/প্রাক-বিদ্যালয়
পেশাজীবি দপ্তর
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
যোগাযোগ সেবা
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা চিহ্ন
অনুমোদিত উচ্চতায় যোগাযোগ টাওয়ার
গণপরিবহণ সুবিধা
কনফেকশনারী দোকান
বাস্তু থেকে প্রতিষ্ঠান আবাসিক ব্যবহার
সম্মেলন কেন্দ্র
গণশিক্ষা স্কুল
সংশোধন প্রতিষ্ঠান
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও পাঠাগার
সরাইখানা
সাইবার ক্যাফে
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
বিশেষায়িত স্কুল; নৃত্য,কারু, সঙ্গীত ও অন্যান্য
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
মুদি দোকান
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
মুদি দোকান
উচ্চ বিদ্যালয়
পশু চিকিৎসাস্কুল/কলেজ ও হাসপাতাল

শর্তসাপেক্ষ
প্রকাশনা ও মুদ্রণ দোকান
পানির পাম্প/জলাধার
কাঠ গুদাম
মসজিদ, উপাসনা স্থান
বহুতল-কার পাকিং

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

চ. শিক্ষা ও গবেষণা এলাকায় অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১১: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
আর্ট গ্যালারী, আর্ট স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
মোটর গাড়ি ড্রাইভিং একাডেমি
কনফেকশনারী
বাস যাত্রী ছাউনি
চাইল্ড ডে- কেয়ার/ প্রি-স্কুল
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
সম্মেলন কেন্দ্র
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং পাঠাগার
সাইবার ক্যাফে
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
হাসপাতাল
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
উনমুক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
ডাকঘর
প্রাথমিক বিদ্যালয়
পেশাজীবি দপ্তর
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যাবস্থাপনা চিহ্ন
গণ-পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিস এ্যান্টেনা
স্কুল (বয়স্ক)
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা
সরাইখানা
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
বৃত্তিমুলক, ব্যবসায়ী, দাপ্তরিক স্কুল
কাঠ গুদাম
এটিএস বুথ
পানির পাম্প/জলাধার

অনুমোদিত
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
পশু চিকিৎসা স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১২: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
মিলনায়তন, সভা কেন্দ্র, সম্মেলন সুবিধা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
চুল কাটার দোকান
বোর্ডিং ও থাকার স্থান
বই বা স্টেশনারী দোকান অথবা পত্রিকার দোকান
পরামর্শ সেবা
কুরিয়ার সার্ভিস
বনায়ন (তামাক গাছ ছাড়া)
ডে-কেয়ার সেন্টার (লাভজনক/অলাভজনক)
ডাক্তার/ডেন্টিস্ট চেম্বার
ঔষধের দোকান / ফার্মেসি
ফাস্টফুড/খাবারের দোকান
উপহার, বাহারি ফুলের দোকান /কাড সরবারহ
গ্যালারি/ জাদুঘর
গ্যারেজ
ভবনস্থ নাট্যশালা
এতিমখানা
ক্যাফে
পার্কিং স্থান
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
ডাকঘর সুবিধা
মানসিক হাসপাতাল

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ছ. সরকারি দপ্তর অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৩ : অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ, নিরিক্ষা কার্যক্রম
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
কনফেকশনারী

বাস যাত্রী ছাউনি
পৌর প্রশাসন
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
নির্মাণ, জরিপ, মাটি পরিক্ষার সংস্থা
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী
সাইবার ক্যাফে
জরুরী আশ্রয়
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
সাধারণ দোকান
প্রকল্প দপ্তর
সরকারী দপ্তর
মুদি দোকান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
উন্মুক্ত ধর্মীয় উৎসব
ফটোকপি এবং অনুলিপি সেবা
ডাকঘর
পেশাজীবি দপ্তর
গণ-পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিশ এ্যান্টেনা
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা
সরাইখানা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন্স
পরিসেবা লাইন্স
কাঠ গুদাম
এটিএম বুথ
পানির পাম্প/জলাধার
সামাজিক বনায়ন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১৪: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
ক্রীড়া ও বিনোদন (ভবনস্থ)
মিলনায়তন, সভাস্থল, সম্মেলন সুবিধা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বোর্ডিং ও থাকার স্থান
বই, স্টেশনারী দোকান বা পত্রিকার দোকান
কফি/ চা দোকান
সম্মেলন কেন্দ্র
কুরিয়ার সার্ভিস
বনায়ন (তামাক গাছ ছাড়া)
ডে-কেয়ার (লাভজনক/অলাভজনক)
ডিটেন্সন (আটক)
ডাক্তার/ডেন্টিস্ট চেম্বার
জ্বালানি স্থাপনা
ফাস্টফুড/ খাবারের দোকান
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
পণ্য পরিচালন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ
গ্যালারী/যাদুঘর

শর্তসাপেক্ষে
গ্যারেজ
পুলিশবক্স/ব্যারাক
অগ্নিকান্ড উদ্ধার কেন্দ্র
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
উন্মুক্ত ক্যাফে
পার্কিং স্থান
পার্কিং স্থান (লাভজনক)
পাইপ লাইন পরিসেবা লাইন
ডাকঘর সুবিধা

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

জ. কৃষি অঞ্চলে অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৫: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
খাদ্য শস্য চাষ
শস্য চাষ
নগদ টাকায় শস্য চাষ
উদ্যান পালন
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ
দুগ্ধ খামার
গভীর নলকুপ
সেচ সুবিধ া(সেচ খার, কালভাট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি)
অস্থায়ী কাঠামো (কৃষি)
পশু রাখার জায়গা
হাঁস পালনের জায়গা
বিনোদনের জন্য জলের সুবিধা (জলের বিনোদন)
বৃক্ষ রোপন (তামাক গাছ ছাড়া)
ভাসমান বনায়ন
অবিচল সঞ্চালন কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
সামাজিক বনায়ন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

সারণি ১৬: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
গোরস্থান / সমাধি
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
শ্মশান
মাছের হ্যাচারী
বাগান ও খুচরা বিক্রয় নার্সারি
হাঁস-মুরগী খামার

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঝ. উন্মুক্ত স্থান

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৭: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
উদ্ভিদ বাগান
বাস যত্রী ছাউনি
ক্যারাভ্যান পার্ক/ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড
উৎসব/মেলা
সার্কাস
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
ভূচিত্র এবং উদ্যান সেবা
পথ নাটক
পার্ক এবং বিনোদন সুবিধা (সাধারণ)
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
খেলার মাঠ
বিষেশ অনুষ্ঠানের তাবু
টেনিস ক্লাব
সঞ্চালন লাইন
শহরের প্রকৃতি সংরক্ষণ
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
চিড়িয়াখানা
সামাজিক বনায়ন
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

সারণি ১৮: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
বাণিজ্যিক প্রদর্শনী
শরীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
গলফ খেলার মাঠ
যন্ত্র চালিত বিনোদন
উন্মুক্ত বিনোদন সুবিধা
উন্মুক্ত খেলা ও বিনোদন সুবিধা
পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা
অবকাশ কেন্দ্র
খেলাধূলা ও বিনোদন ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ ভবনস্থ

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঞ. জলাশয়

এধরণের ভূমি ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি ধরে রাখা।

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৯: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
জল বিনোদন সুবিধা
ম্য শিকার ক্লাব

অনুমোদিত
পরিসেবা লাইন
জলজ উদ্যান
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ২০: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
নৌকা চালানোর সুবিধা
মোটর বিনোদন
পানিতে বিনোদন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

সারণি ২১ : অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
জল বিনোদন সুবিধা
মৎস্য শিকার ক্লাব
পরিসেবা সংযোগ
পানির পার্ক
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সারণি ২২: শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার

জলাশয়ের অধীন শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
নৌকা চালানোর সুবিধা
যন্ত্রচালিত বিনোদন

পরিশিষ্ট - গ

দূর্গাপুর পৌরসভা

দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।

দূর্গাপুর পৌরসভার প্রস্তুতকৃত খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন এবং মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অত্র এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে মত বিনিময় সভা।

সভাপতি	ঃ জনাব শ ম জয়নাল আবেদীন, মেয়র, দূর্গাপুর পৌরসভা
সভার তারিখ	ঃ ২২ শে নভেম্বর ২০১২ ইং।
স্থান	ঃ পৌরসভা হলরুম, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা ।
সময়	ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিতির বিবরণঃ

অদ্য ২২ শে নভেম্বর ২০১২ ইং সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পৌরসভা মিলনায়তনে দূর্গাপুর পৌর-শহরের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন এবং এর উপর মতবিনিময় সভা জনাব শ ম জয়নাল আবেদীন, মেয়র, দূর্গাপুর পৌরসভা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় কমন্ডার, মুঃ যোঃ সংসদ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, অধ্যাক্ষ, দূর্গাপুর দ্বীন আলিম মাদ্রাসা, সাধারন সম্পাদক, পৌর আঃ লীগ, সভাপতি দূর্গাপুর প্রেস ক্লাব, উপজেলা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাবৃন্দ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন (ইউটিআইডিপি) প্রকল্পের প্রকল্প নগর পরিকল্পনাবিদ, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শকবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও পৌরসভার কাউন্সিলরবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সভার আলোচনা ও মতামতঃ

মেয়র দূর্গাপুর পৌরসভাঃ দূর্গাপুর পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব শ ম জয়নাল আবেদীন স্বাগত বক্তব্যে রাখেন, পৌর এলাকার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অত্র পৌরসভার উন্নয়নের জন্য মতবিনিময় সভার উদ্বোধন করেন। মেয়র মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অতপরঃ তিনি সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে মতামত প্রদান করেন। মেয়র মহোদয়ের মতামতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়াদিঃ

- দূর্গাপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত বিরিশিরি পর্যটন কেন্দ্র বিকাশের স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণ ও সম্পসারণ এর প্রস্তাব করেন
- মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের অংশ গ্রহনের প্রয়োজনীতা তুলে ধরেন

সকল বিভাগের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভূক্তপূর্বক দূর্গাপুর পৌরসভার অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তাদের প্রত্যেককে সবিনয় অনুরোধ জানান যতদ্রুত সম্ভব আপনারা আপনাদের যার যে ভূমিকা আছে তা বাস্তবে রূপদান করবেন। মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিনকে অনুরোধ করেন এবং এরপর তিনি কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

জনাব মোঃ মোহন মিয়া, দূর্গাপুর প্রেসক্লাব সভাপতি ঃ দূর্গাপুর প্রেসক্লাব সভাপতি জনাব মোঃ মোহন মিয়া পূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রনয়ণ, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণ এবং সম্পসারণ এর প্রস্তাব করেন

জনাব মোঃ রুহুল আমীন (চুন্নু), কমান্ডার, মুঃ যোঃ সংসদ ঃ জনাব মোঃ রুহুল আমীন (চুন্নু), কমান্ডার, মুঃ যোঃ সংসদ দূর্গাপুর পৌরসভার উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী করার প্রস্তাব করেন ।

৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরঃ দূর্গাপুর পৌরসভার জরিপকাজ সুষ্ঠু এবং সঠিক হয়েছে বলে ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মন্তব্য করেন। তিনি দূর্গাপুর এ প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ চিনামাটি বাজারজাতকরণ ও এই শিল্পের বিকাশের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন যাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী করার প্রস্তাব করেন

খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপনঃ

২২/১১/১২

প্রকল্পের আরবান প্ল্যানার জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন খসড়া মাস্টার পল্যানের জিআইএস তথ্যভান্ডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, পরিকল্পনা প্রণয়নসহ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে মূল সড়কের রাইট অফ ওয়ে (ROW) এখনই নির্ধারণ পূর্বক সংরক্ষণ করা জরুরী। তিনি দূর্গাপুর পৌরসভার আঞ্চলিক ও স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গৃহীত প্রধান কয়েকটি সড়কের তথ্য-উপাত্ত যৌক্তিকতাসহ উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি দূর্গাপুর পৌরবাসীর উন্নয়নকল্পে প্রস্তাবিত ও গৃহীত একাধিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার অবস্থান উপস্থাপন করেন যার মধ্যে পৌর পার্ক, যানবাহন পার্কিং, বাস টার্মিনাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (BETS Consulting Services Limited) এর পক্ষে নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন খসড়া মাস্টার প্ল্যান মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি এর জিআইএস তথ্যভান্ডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, দূর্গাপুর পৌরসভায় ১ম মতবিনিময় সভায় ইতিপূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারন, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা প্রতিনিধিবৃন্দ, ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ এবং মেয়র মহোদয়ের সাথে যৌথভাবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাবনার আকার ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও মতামত বিনিময় করা হয়। ১ম মতবিনিময় সভায় সংগৃহীত সকল মতামতের ভিত্তিতেই উন্নয়ন প্রস্তাবনা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। চূড়ান্ত উন্নয়ন প্রস্তাবনা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

- প্রাইমারী রাস্তা, সেকেন্ডারী রাস্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংযোগ রাস্তাসহ একটি সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার প্রস্তাবনা করা হয়েছে।
- শহরের অভ্যন্তরীন জলাবদ্ধতা নিরসন ও সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেনসহ একটি সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।
- দূর্গাপুর পৌরসভার জনগনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারন ও ভারী শিল্প এলাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কেনা-কাটার জন্য নেইবারহুড মার্কেট (পৌর মার্কেট) রাখা হয়েছে।
- শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে হাইস্কুল, কলেজ এবং যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য ফেলার স্থান এবং বর্জ্য স্থানান্তরের স্থান দেখানো হয়েছে।
- সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিউনিটি সেন্টারের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি গণ-শৌচাগার এর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সে সকল স্থানে বেশী লোকের সমাগম হয় সেই সকল স্থানকে অবস্থান দেখানো হয়েছে।
- ক্রীড়া ও খেলা-ধুলার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১টি ষ্টেডিয়ামের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।
- পৌরবাসীর কেনা-কাটার জন্য এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সুপার মার্কেট এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভার অভ্যন্তরীন যান-চলাচল এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টেম্পোষ্ট্যান্ড এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভাকে আঞ্চলিক ও জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে এবং টার্মিনাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাস টার্মিনাল এবং ট্রাক টার্মিনাল এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের লক্ষ্যে ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত ঈদগাহ মাঠকে খেলা-ধুলার মাঠ হিসেবে ব্যবহারের জন্যও প্রস্তাব রাখা হয়েছে
- পৌরবাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১টি কেন্দ্রীয় পাকএবং বিভিন্ন মহল্লায় নেইবারহুড পার্ক এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- আশ্রয়হীন বয়স্কদের পূনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি পূনর্বাসন কেন্দ্রের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- পৌরসভার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পূনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন এলাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় দরিদ্রদের আবাসন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে Land for Poor People এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভার রাস্তার সংকটপূর্ণ সংযোগ স্থলে পরিকল্পিত ভাবে যানবাহন চলাচলের লক্ষ্যে গোলচত্তর এর প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- ভারী যান-বাহন দ্বিমুখী চলাচলের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সংঘর্ষ নিরসনের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ডিভাইডার এর প্রস্তাব আনা হয়েছে।

- পথচারীদের নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে ফুটপাথের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- পৌরসভাকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত রাখা এবং নদী ভাঙ্গন নিরসনের জন্য শহর রক্ষা বাঁধের প্রস্তাব আনা হয়েছে।

চূড়ান্ত উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ খুব সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ সভায় অনুমোদিত হয়।

সভাপতি মহোদয় ঃ সভাপতি ও দূর্গাপুর পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব শ ম জয়নাল আবেদীন তার সমাপনী বক্তব্যে রাখেন, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (BETS Consulting Services Limited) এর পক্ষে জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ও সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, নগর পরিকল্পনাবিদ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দূর্গাপুর পৌরসভার উন্নয়ন এর আশাবাদ ব্যক্ত করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সভার সিদ্ধান্তসমূহ:

১. বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাদিসহ উন্নয়ন প্রস্তাবনা, যেমন: ষ্টেডিয়াম, কেন্দ্রীয় পার্ক, নেইবারহুড পার্ক, হাইস্কুল, কলেজ, সুপার মার্কেট, নেইবারহুড মার্কেট, গণ-শৌচাগার, বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, শিল্প এলাকা, পূর্নবাসন কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার, ঈদগাহ মাঠ প্রভৃতির প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২. প্রাইমারী রাস্তা, সেকেন্ডারী রাস্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংযোগ রাস্তার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩. বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, টেম্পোষ্ট্যান্ড ও পার্কি এলাকার প্রস্তাবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেনসহ একটি সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা গৃহীত হলো।

৫. এছাড়াও পৌরসভার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬. মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (BETS Consulting Services Limited) কে মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রস্তাবনা যাচাই বাছাই পূর্বক দূর্গাপুর পৌরসভার চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করে চূড়ান্ত মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রকল্প অফিসে অতিসত্ত্বর দাখিল করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২/১১/২২

(শ ম জয়নাল আবেদীন)
মেয়র
দূর্গাপুর পৌরসভা
দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।
২. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নেত্রকোনা
৩. উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, নেত্রকোনা
৪. সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা
৫. উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, BETS Consulting Services Limited, ঢাকা
৭. জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, নগর পরিকল্পনাবিদ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।

২২/১১/২২

(শ ম জয়নাল আবেদীন)
মেয়র
দূর্গাপুর পৌরসভা
দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।

Map -1.1: Location Map of Durgapur Pourashava

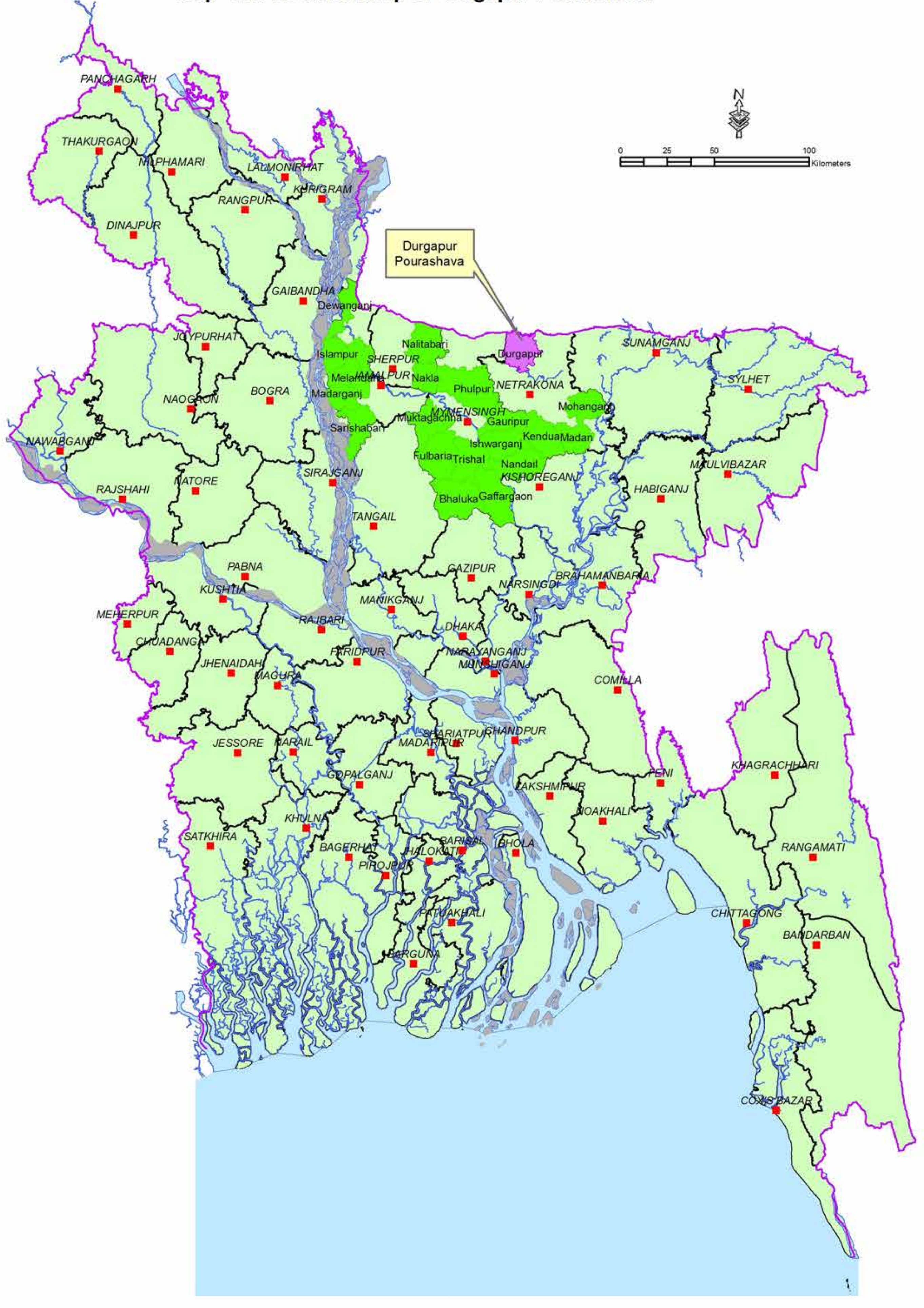

Map: 2.1 Influence Area Map of Durgapur Pourashava

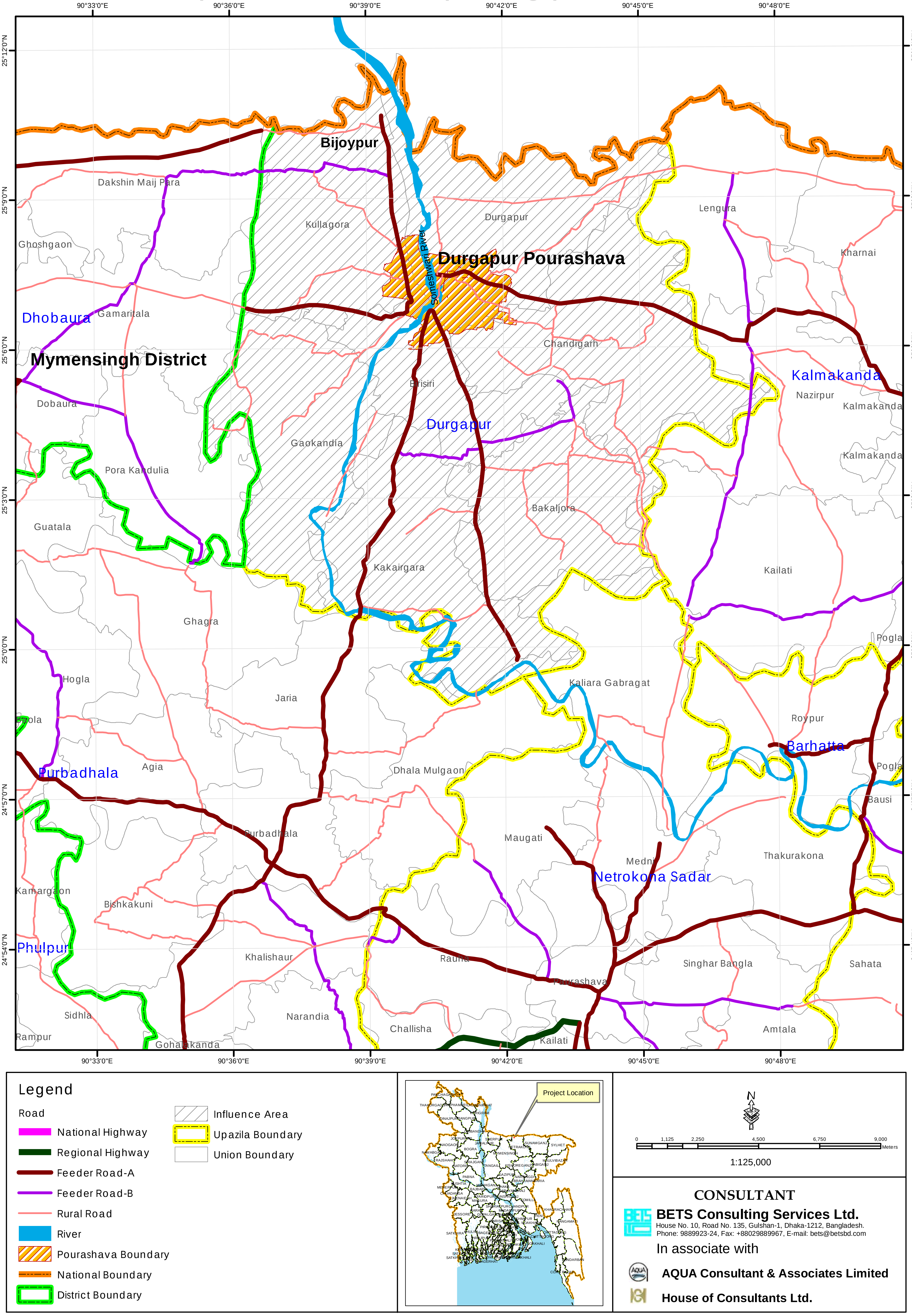

Map: 2.2: Linkage of the Pourashava in the regional and national set up

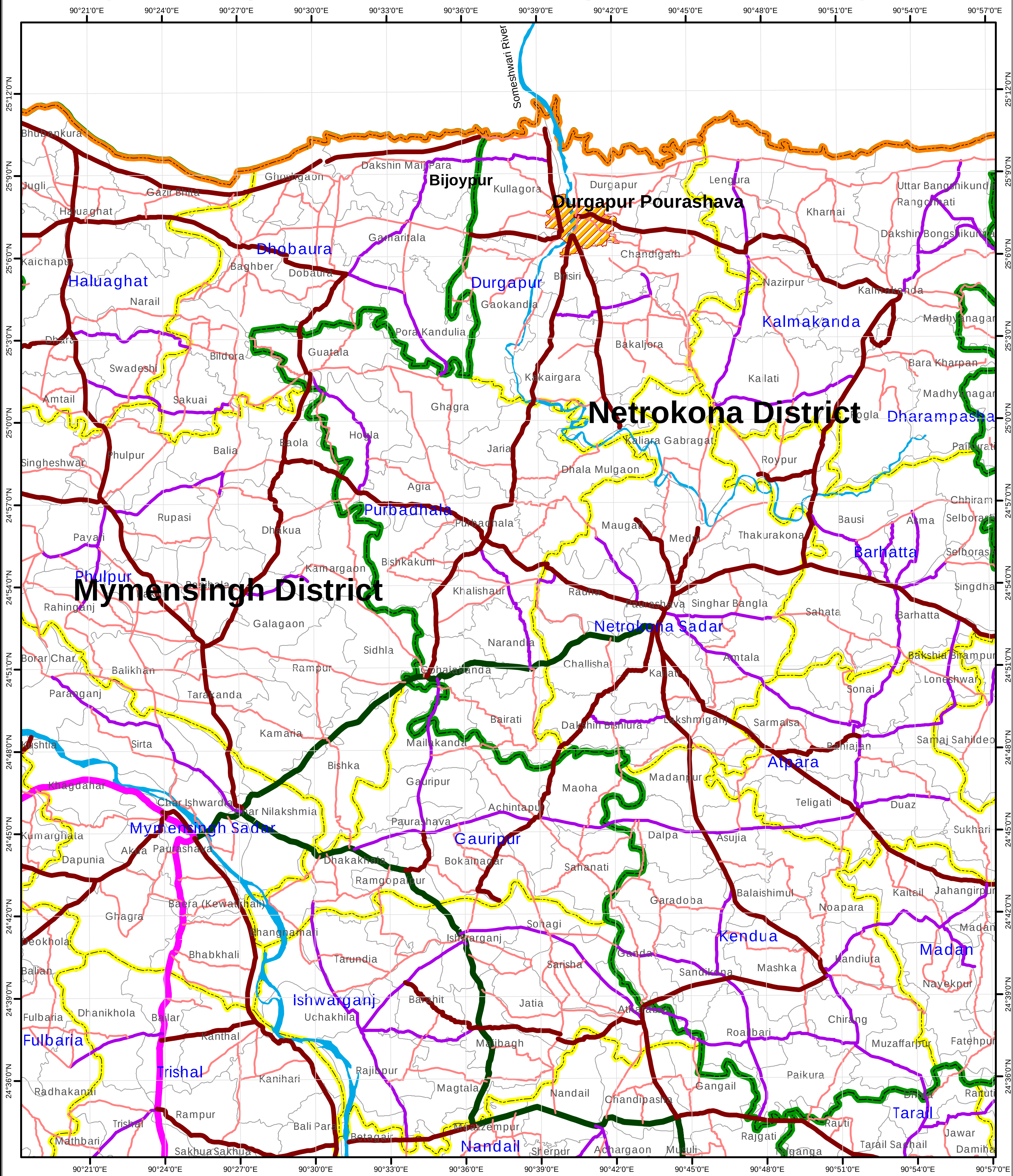

Legend

Pourashava Boundary

National Boundary

Road

National Highway

Regional Highway

Feeder Road-A

Feeder Road-B

Rural Road

District Boundary

Upazila Boundary

River

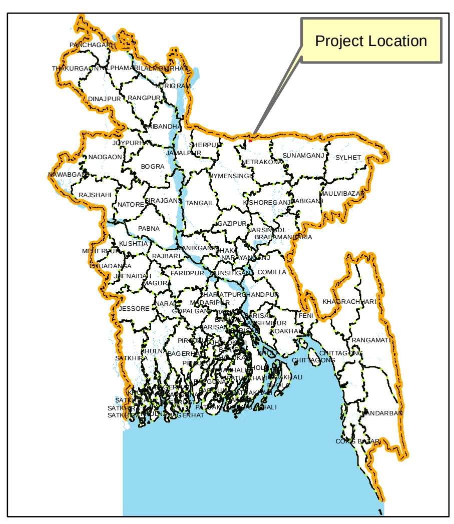

N

0 2,250 4,500 9,000 13,500 18,000 Meters

1:250,000

CONSULTANT

BETS Consulting Services Ltd.

House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

In associate with

AQUA Consultant & Associates Limited

House of Consultants Ltd.

Map-7.1: Structure Plan Map

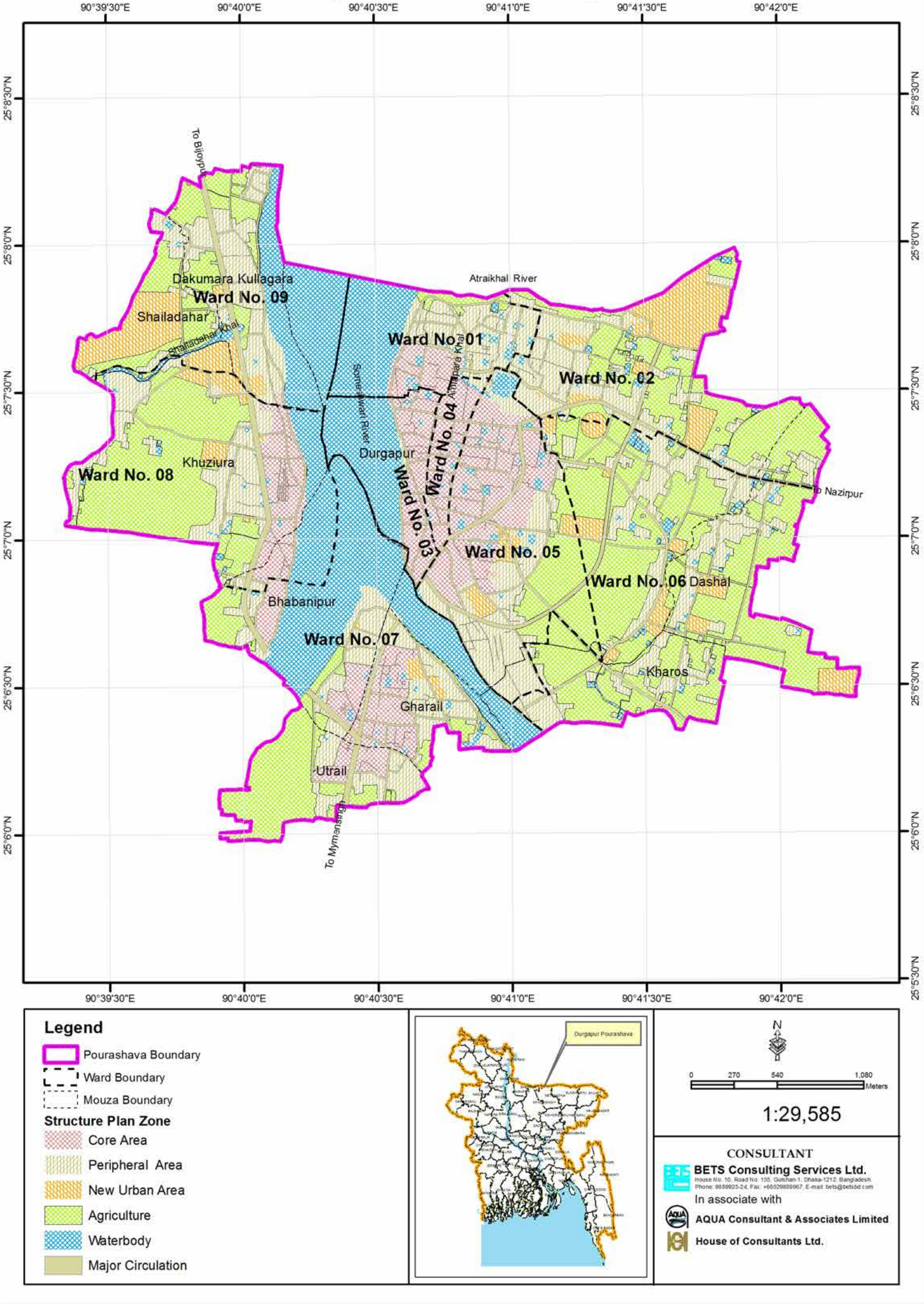

Map-1.1: Delineation of Planning Area

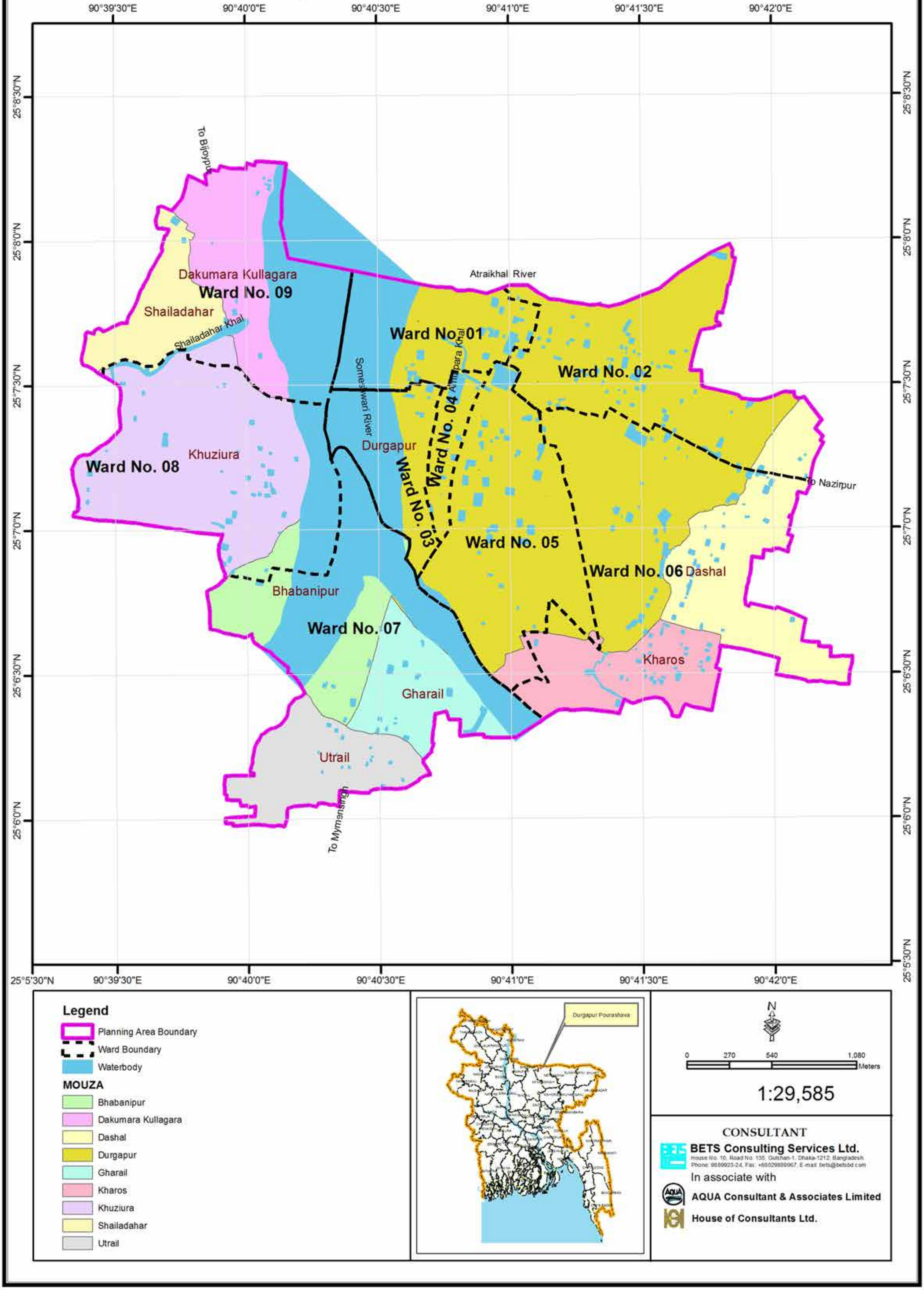

Map-1.2: Map of Existing Land Use

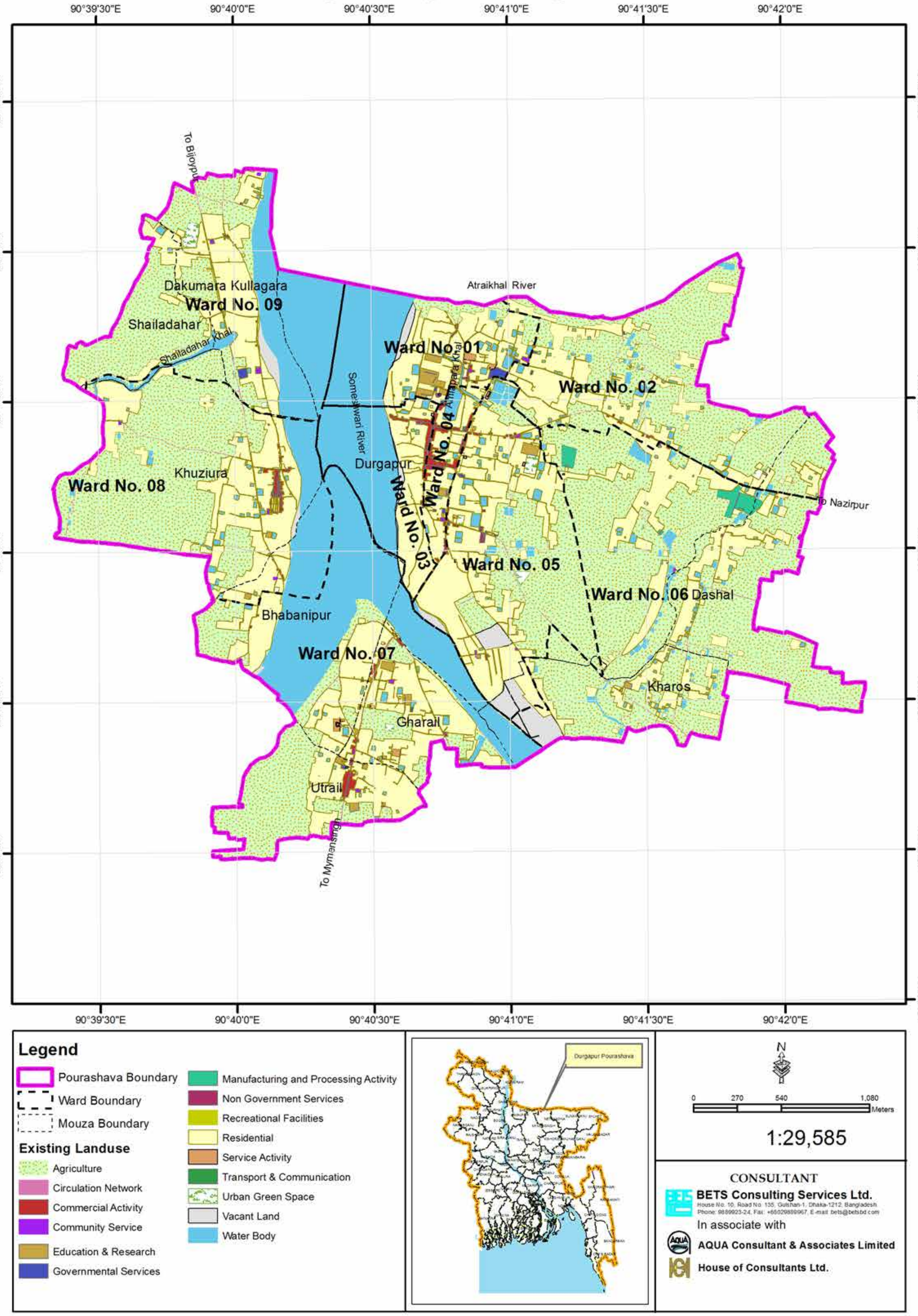

Map-1.3: Land Use Plan Map of Durgapur Pourashava

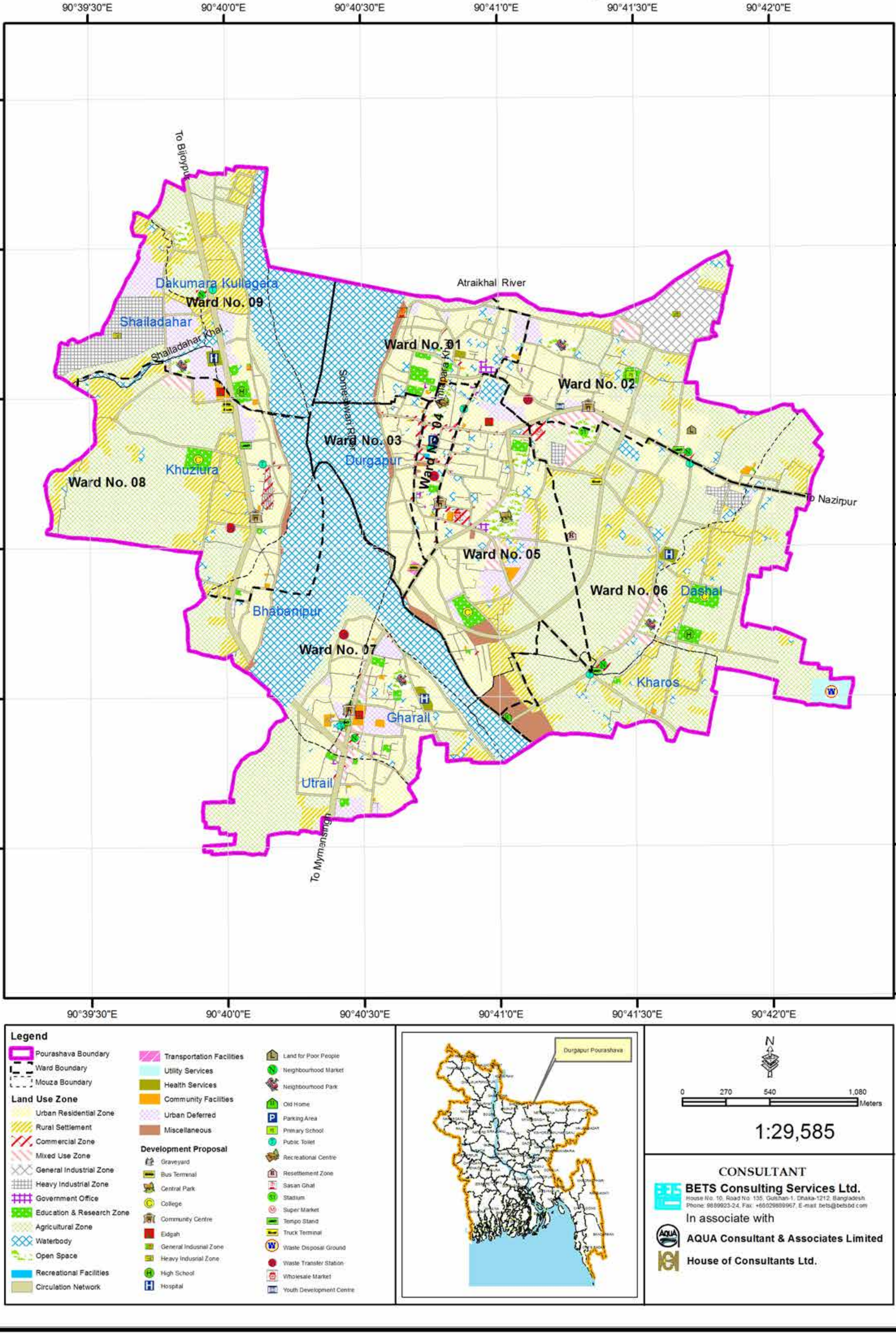

Map-2.1: Transportation & Traffic Management Plan Map

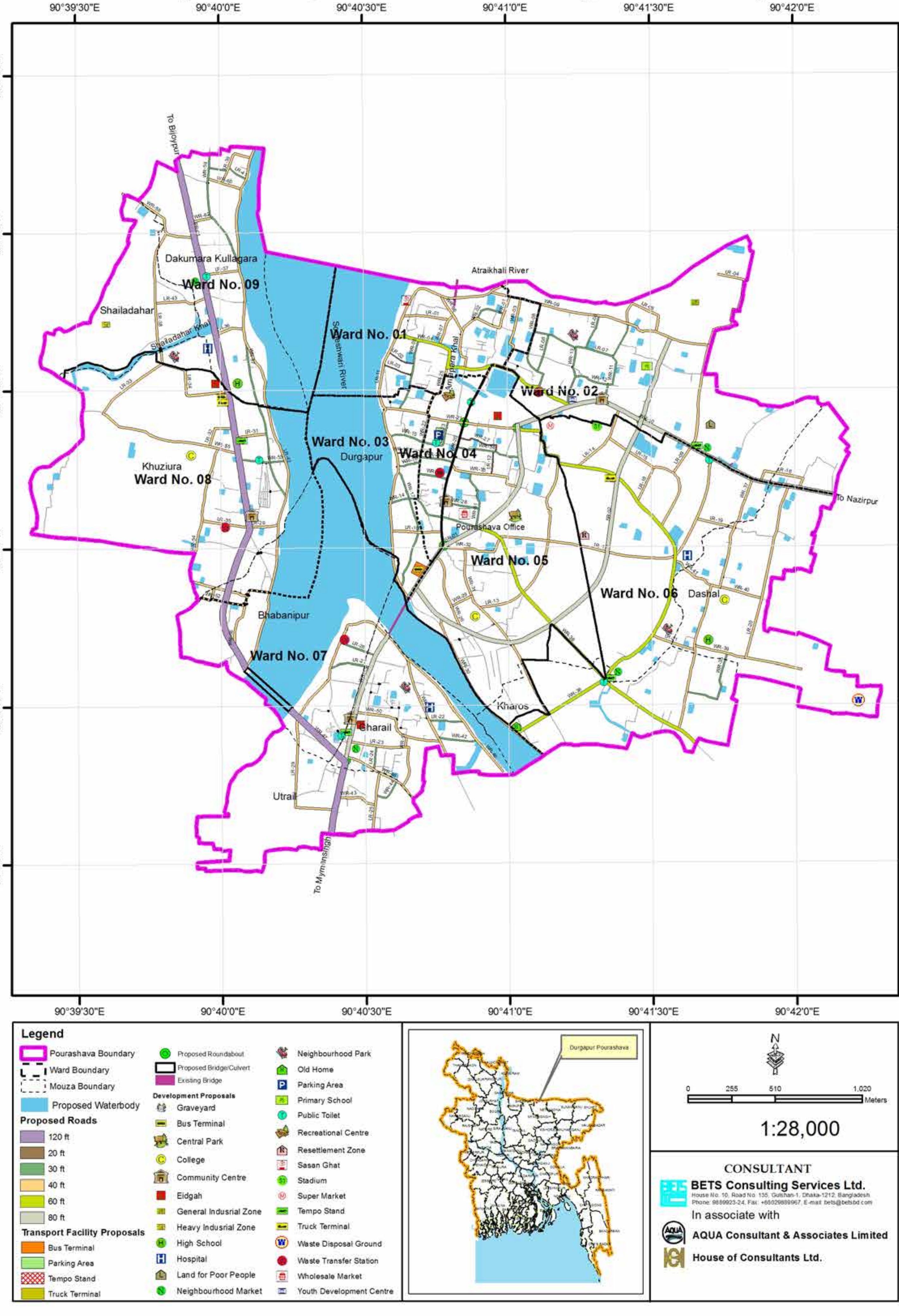

Map 3.1 Contour Map of the Project Area

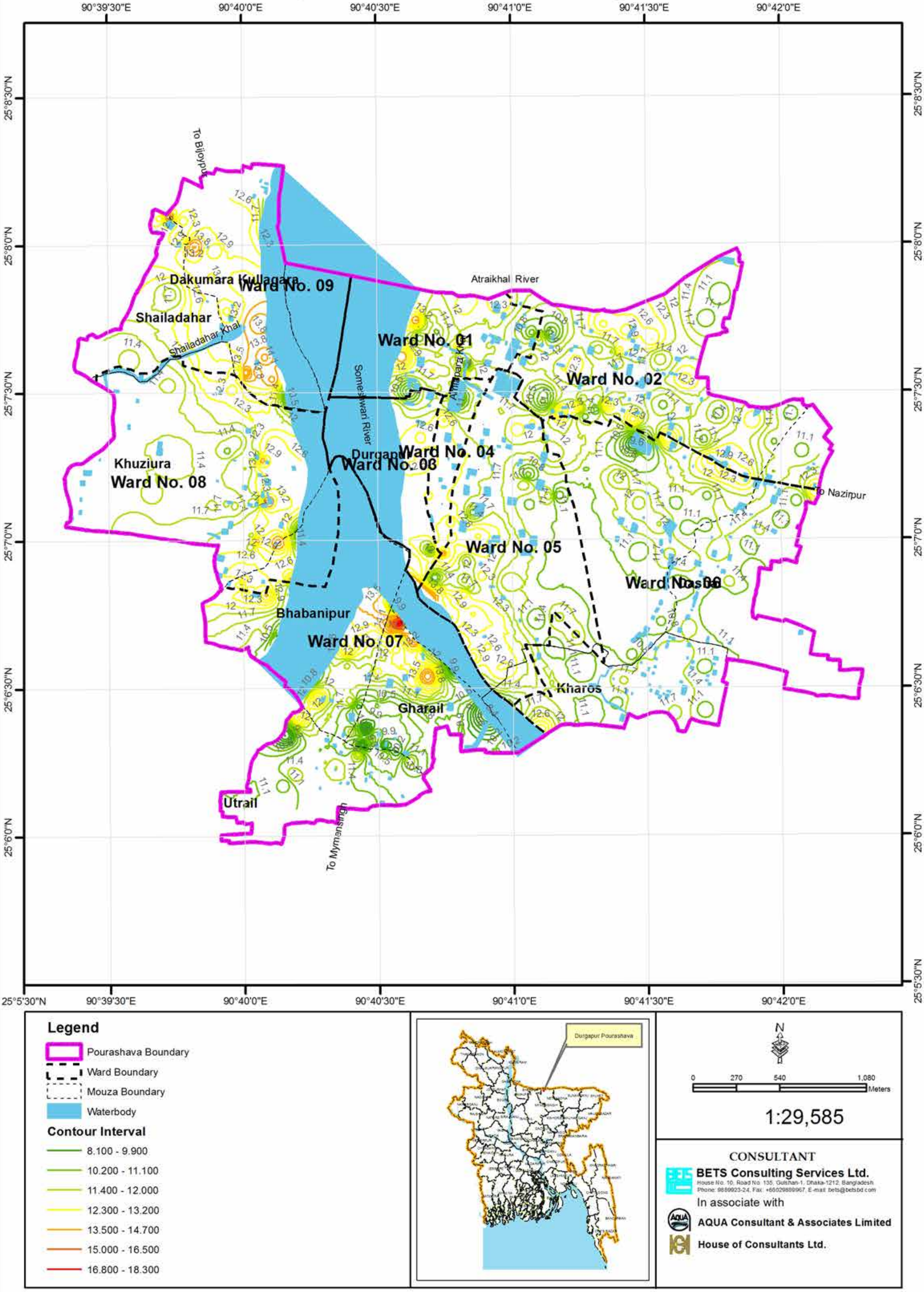

Map-3.2: Map of Drainage Zones

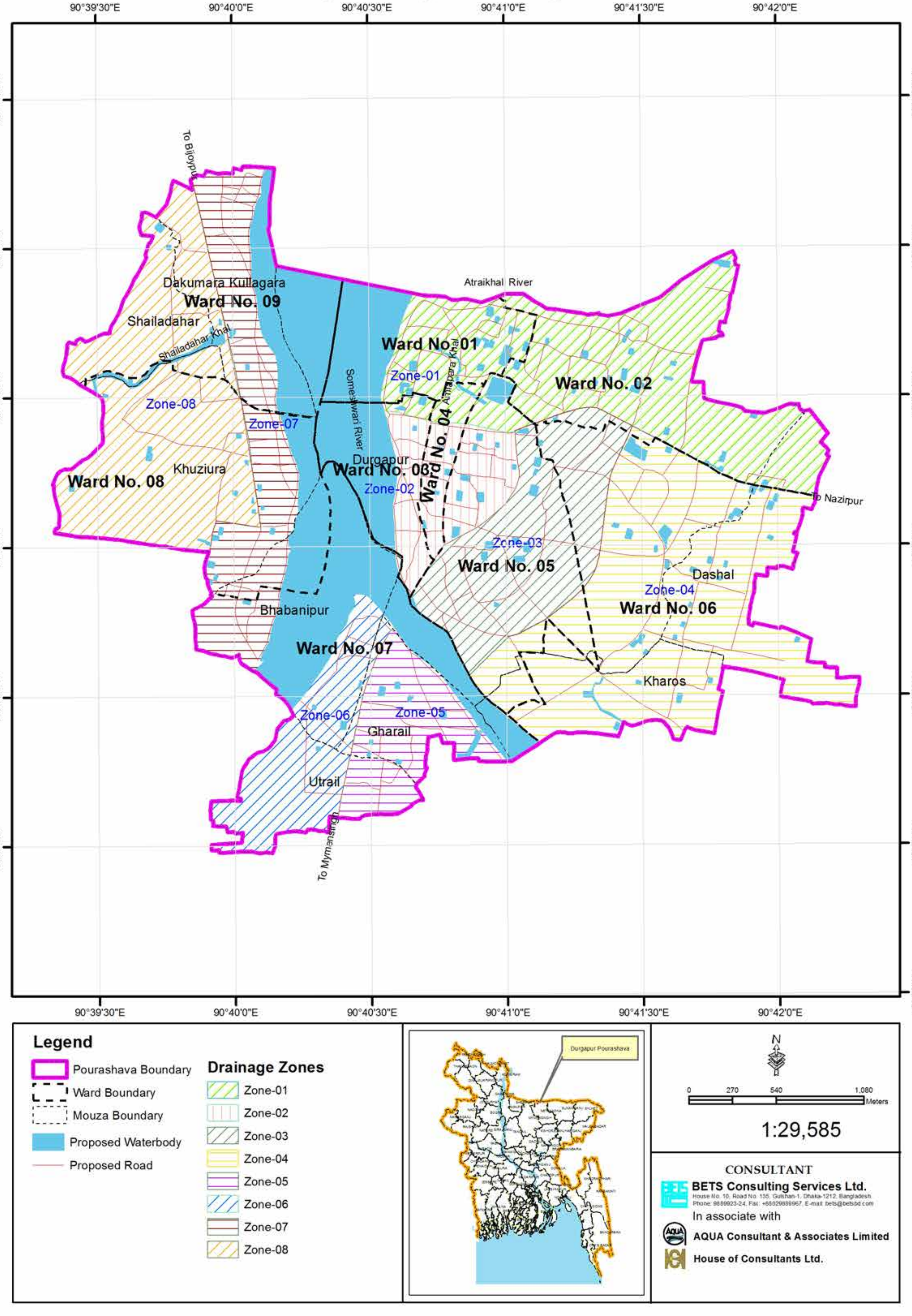

Map-3.3: Drainage & Environmental Management Plan Map

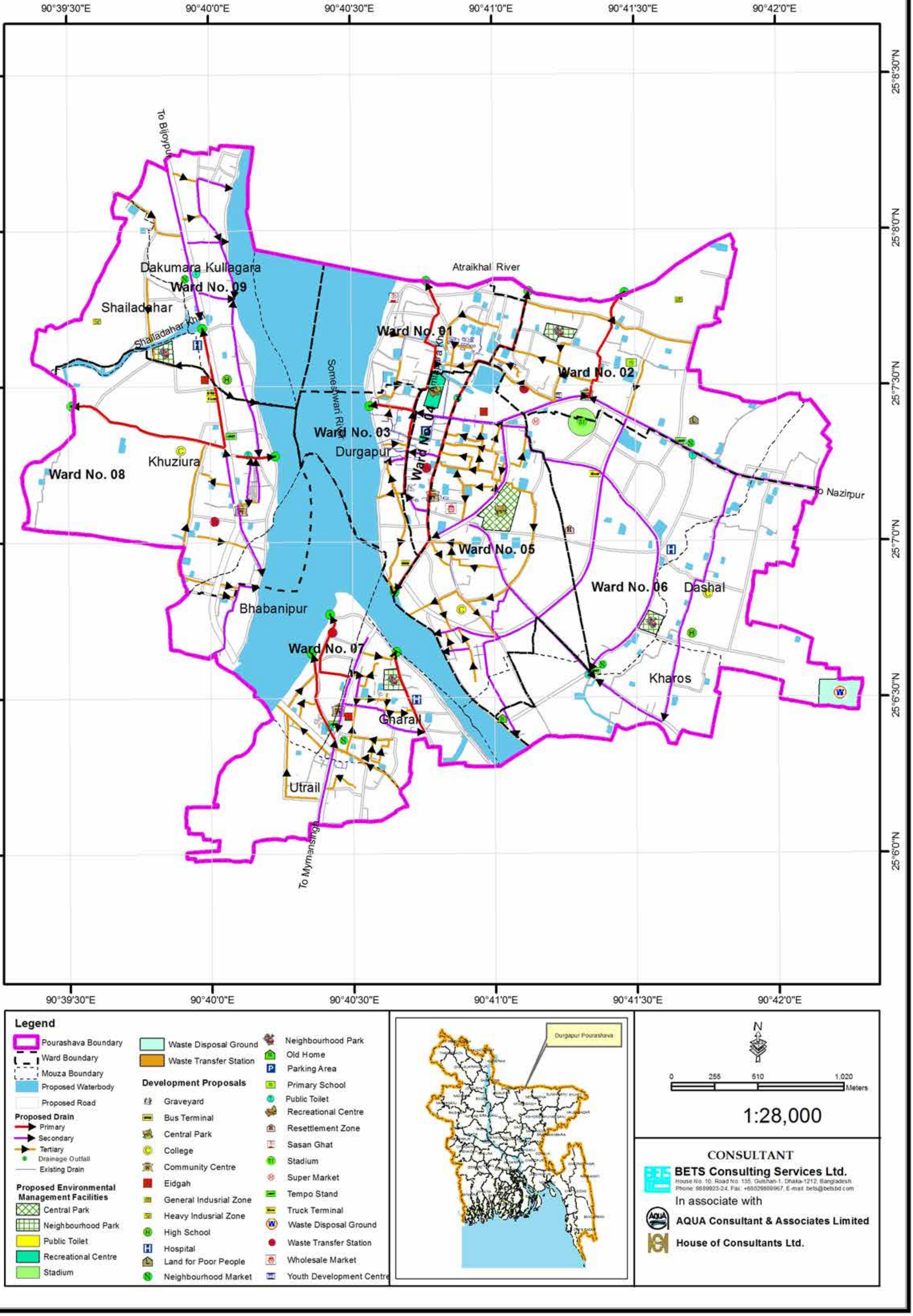

Map-3.4: Map of Tornado Prone Districts of Bangladesh

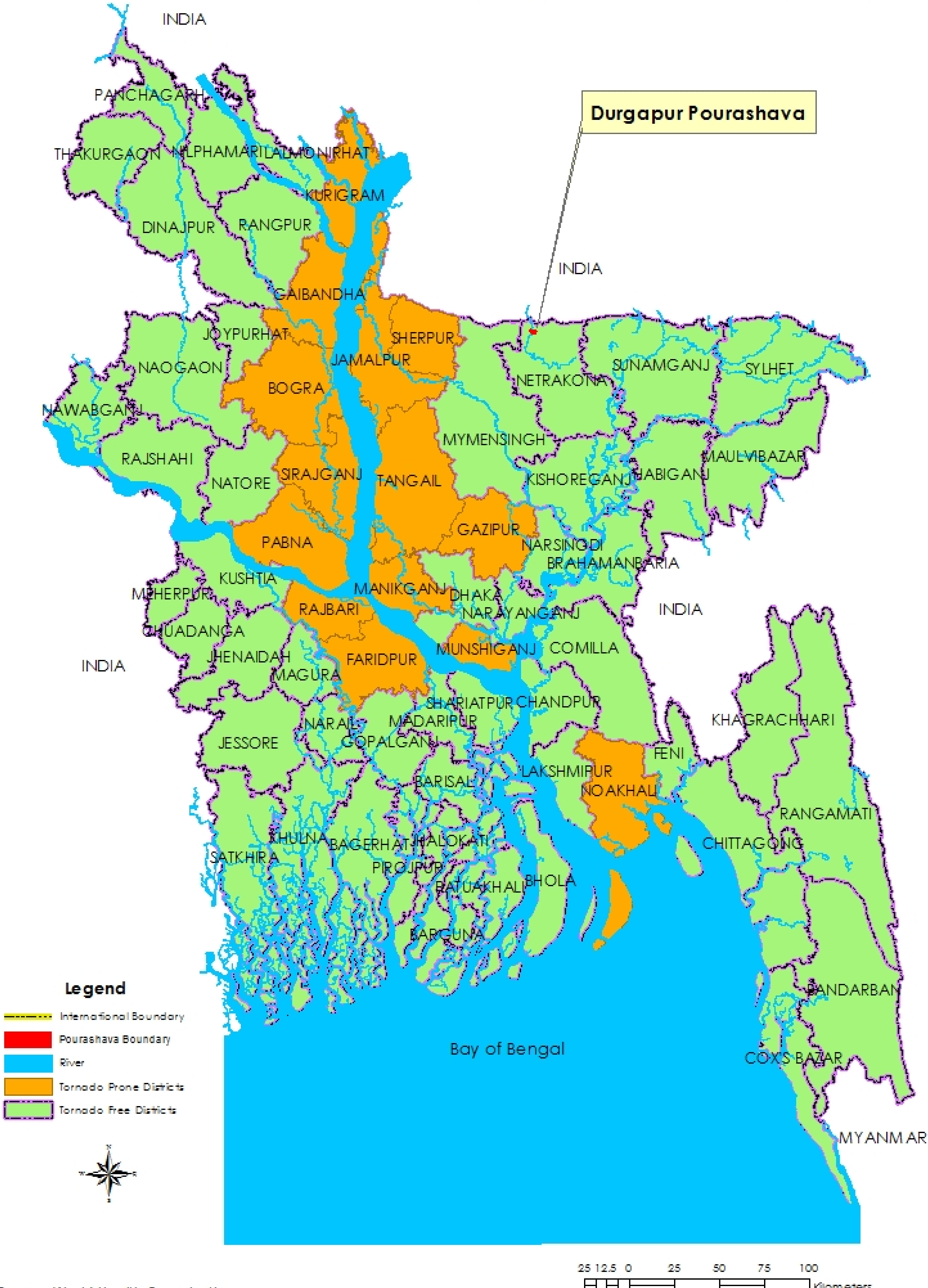

Source: World Health Organization

Map-3.5: Flood Zoning Map of Bangladesh

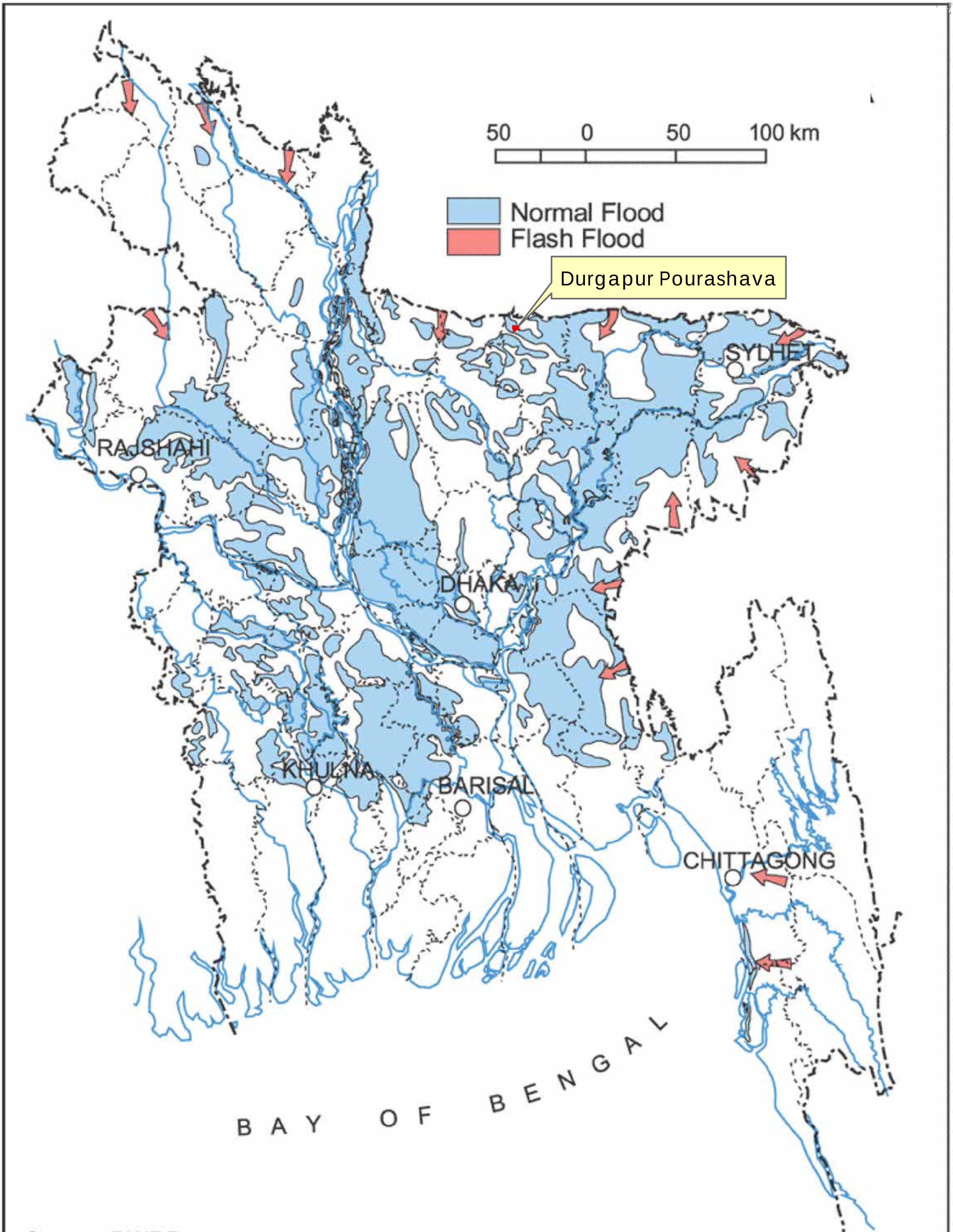

Source: BWDB

Map-3.6: Earthquake Zoning Map of Bangladesh

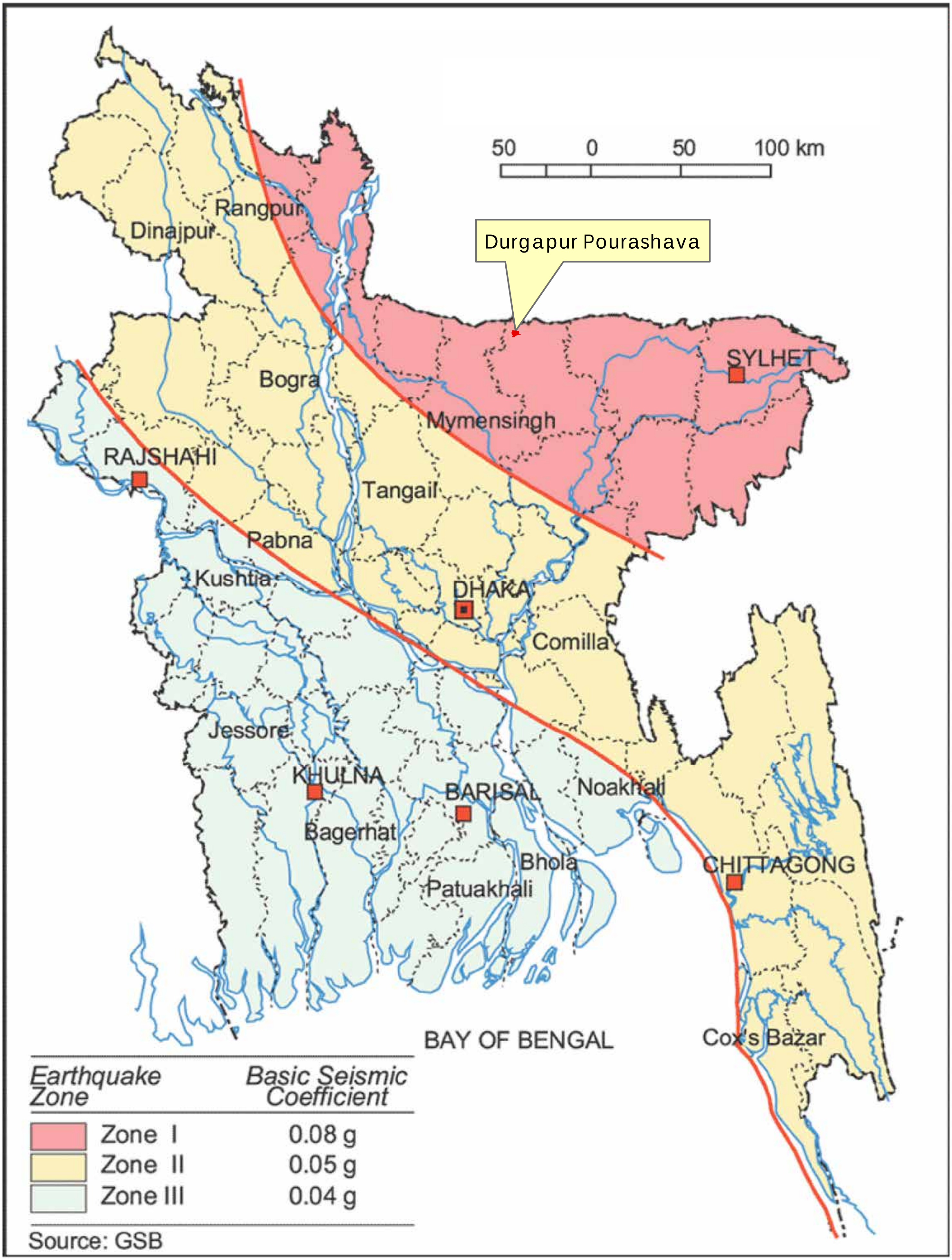

Map-4.1: Utility Services Plan Map

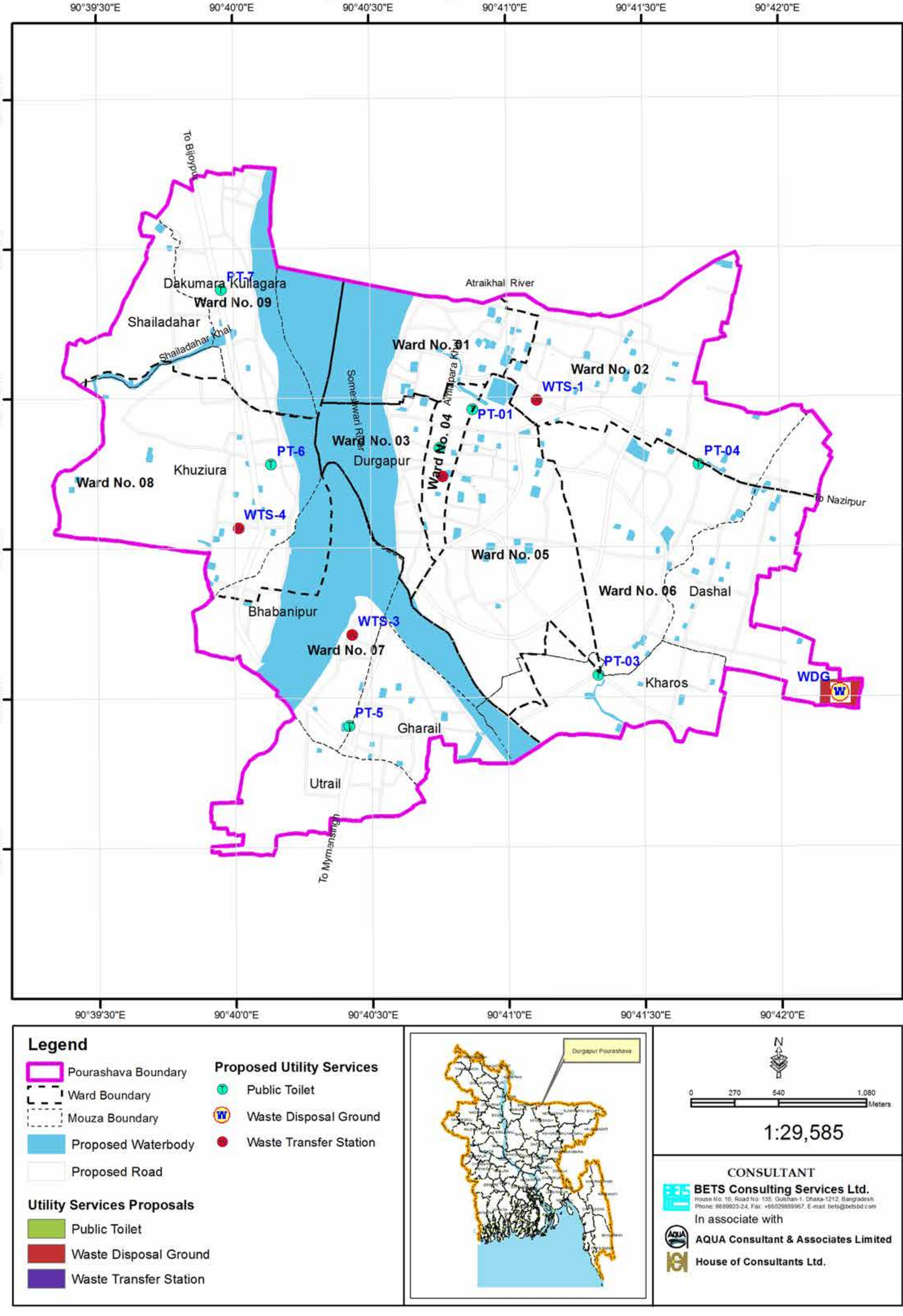

Map-2.1: Land Use Plan Map of Durgapur Pourashava

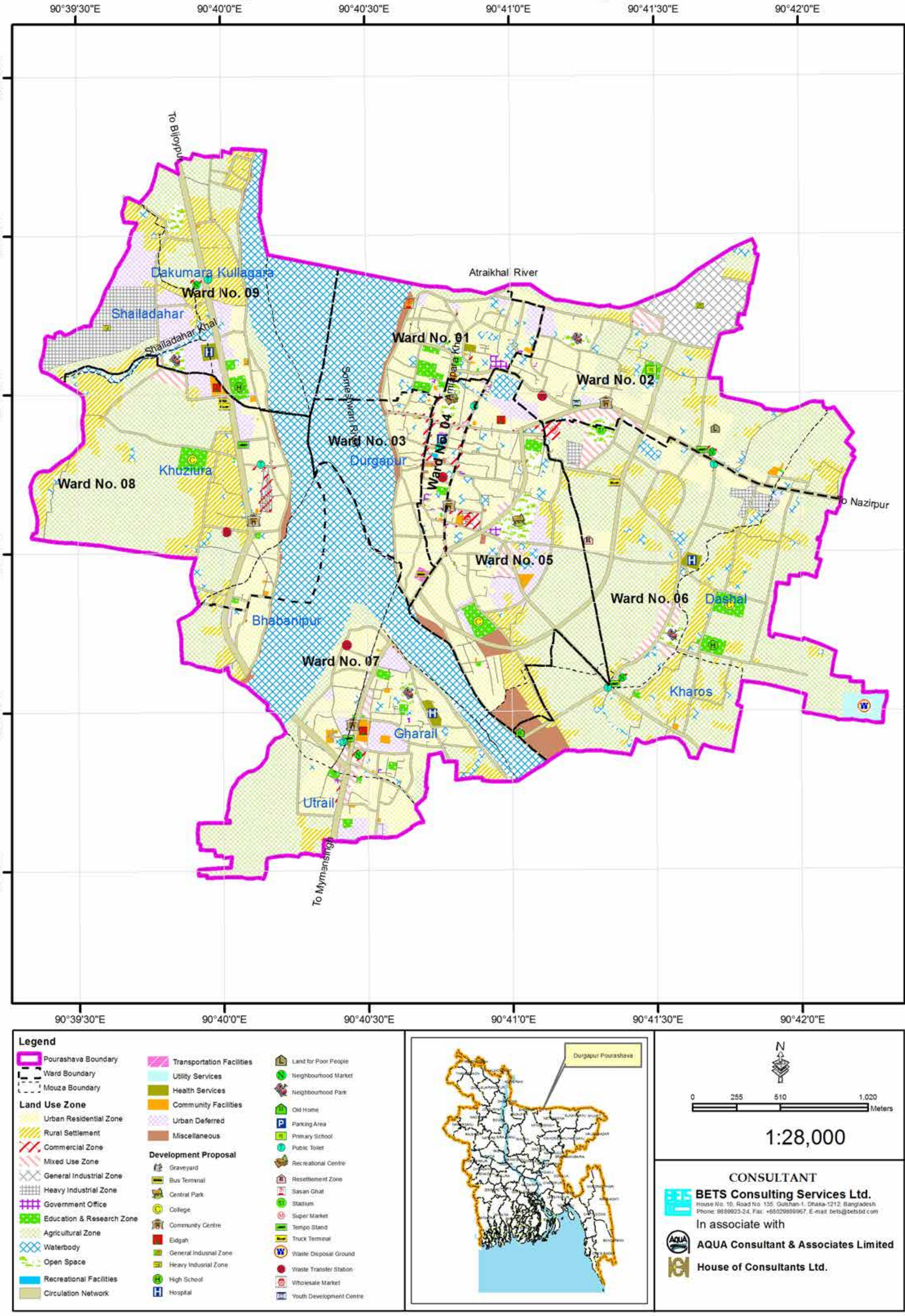

Map-2.2: Drainage & Uility Services Plan Map for Ward Action Plan of Durgapur Pourashsava

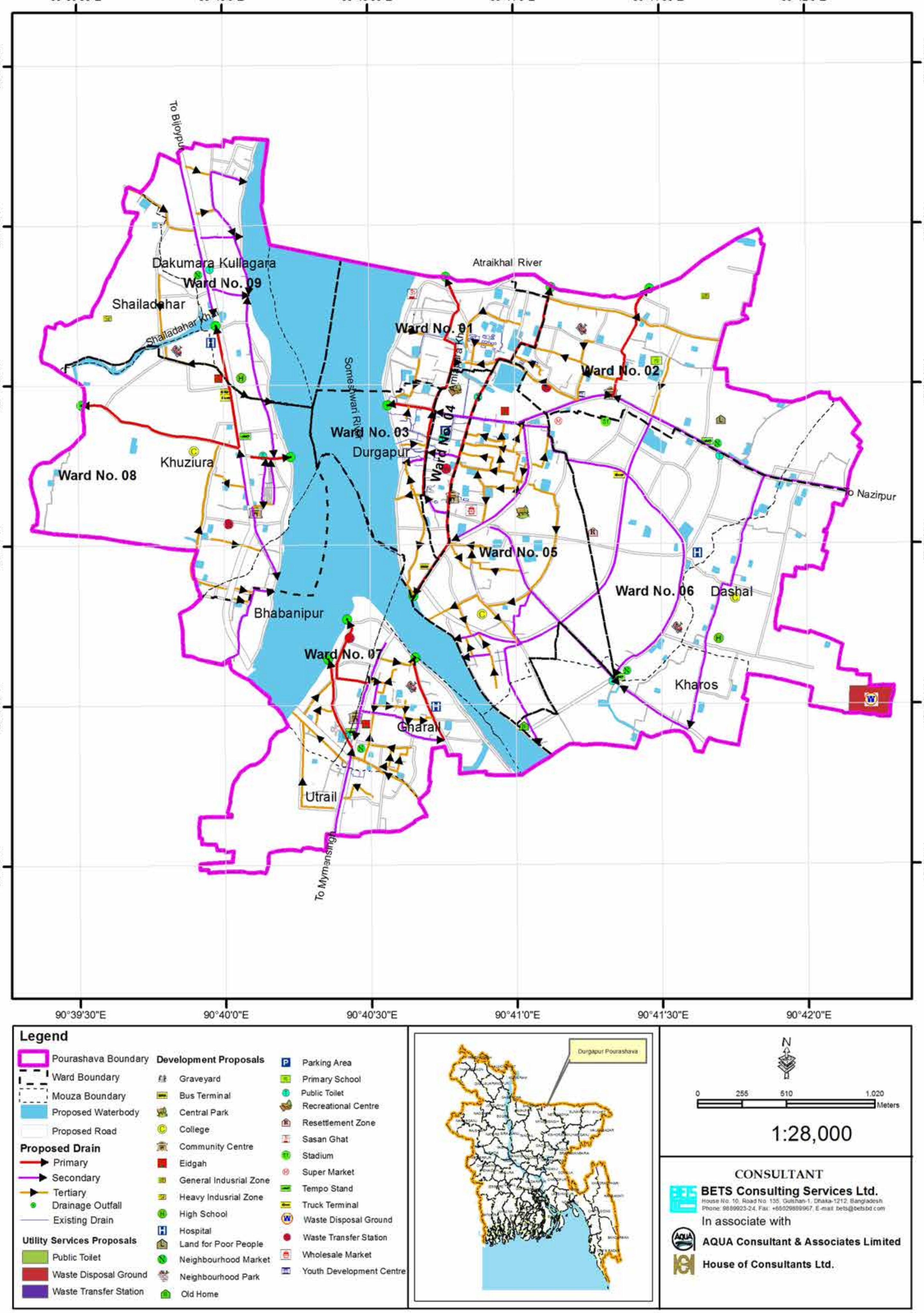

Map-3.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Ward No.01

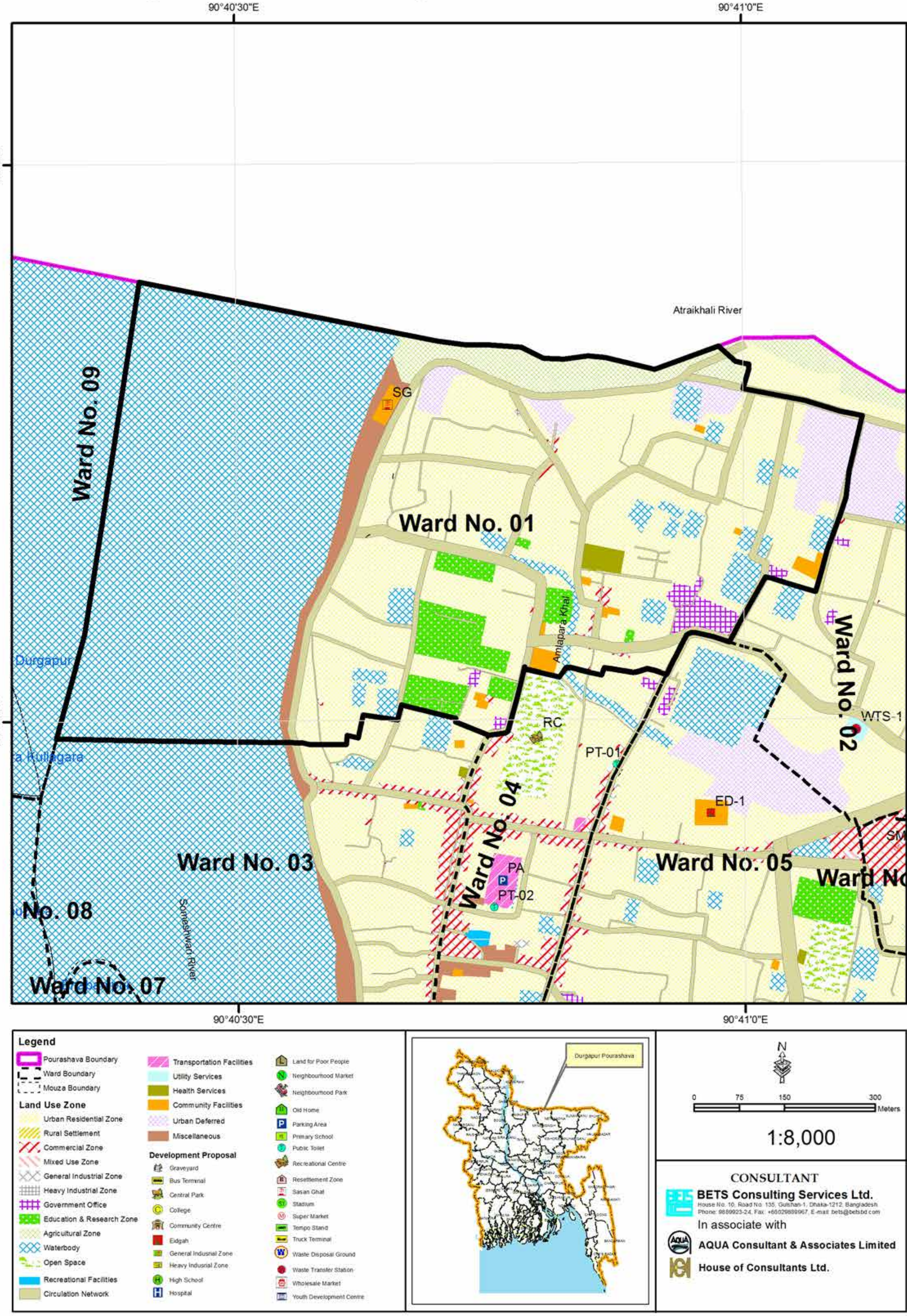

Map-3.2: Drainage & Utility Services Plan Map for Ward No.01

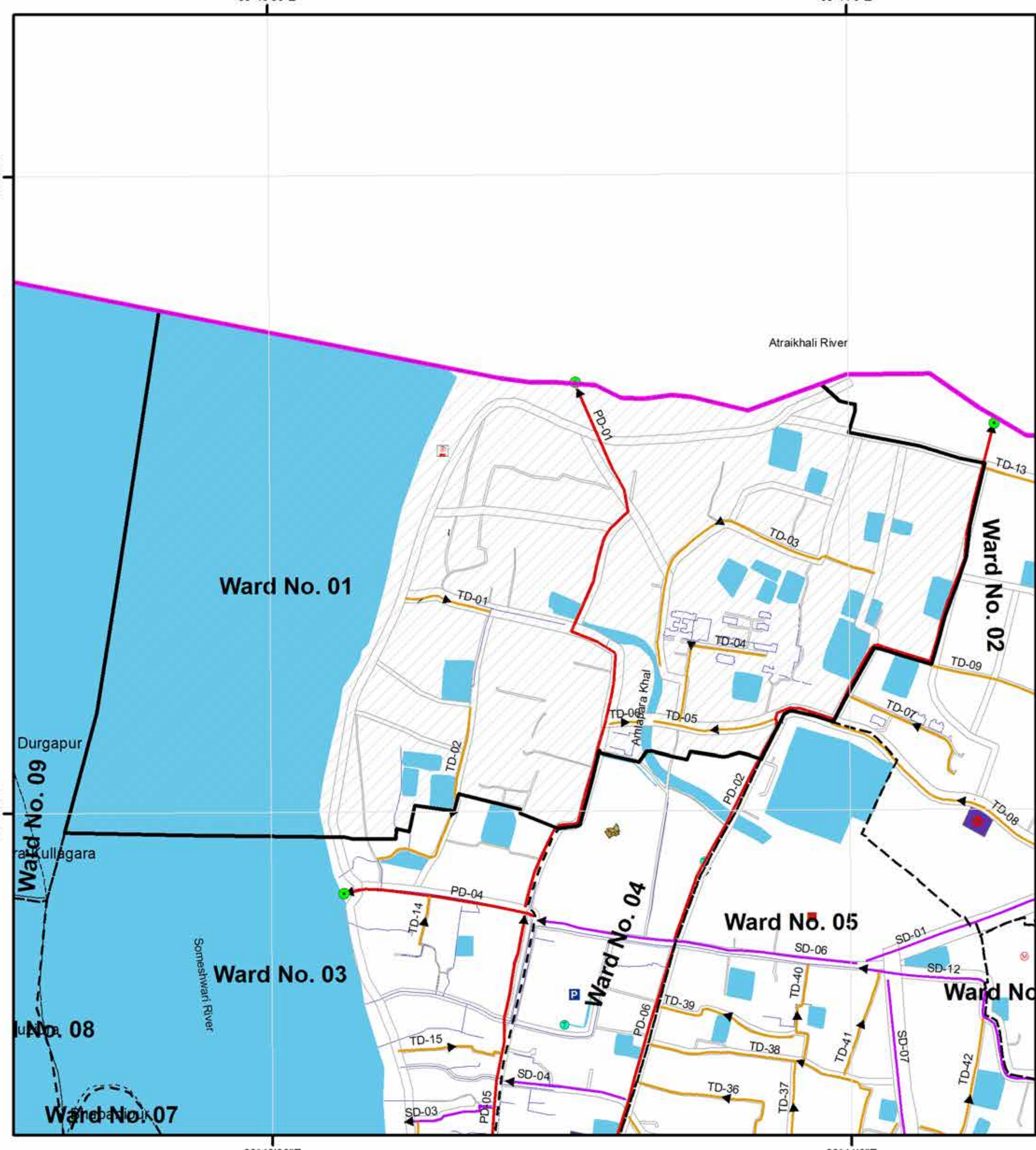

Legend

- Pourashava Boundary
- Ward Boundary
- Mouza Boundary
- Proposed Waterbody
- Proposed Road

Proposed Drain

- Primary
- Secondary
- Tertiary
- Drainage Outfall
- Existing Drain

Utility Services Proposals

- Public Toilet
- Waste Disposal Ground
- Waste Transfer Station

Development Proposals

- Graveyard
- Bus Terminal
- Central Park
- College
- Community Centre
- Eidgah
- General Indusrial Zone
- Heavy Indusrial Zone
- High School
- Hospital
- Land for Poor People
- Neighbourhood Market
- Neighbourhood Park
- Old Home
- Parking Area
- Primary School
- Public Toilet
- Recreational Centre
- Resettlement Zone
- Sasan Ghat
- Stadium
- Super Market
- Tempo Stand
- Truck Terminal
- Waste Disposal Ground
- Waste Transfer Station
- Wholesale Market
- Youth Development Centre

N

0 75 150 300 Meters

1:8,000

CONSULTANT

BETS Consulting Services Ltd.

In associate with

AQUA Consultant & Associates Limited

House of Consultants Ltd.

Map-4.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Ward No.02

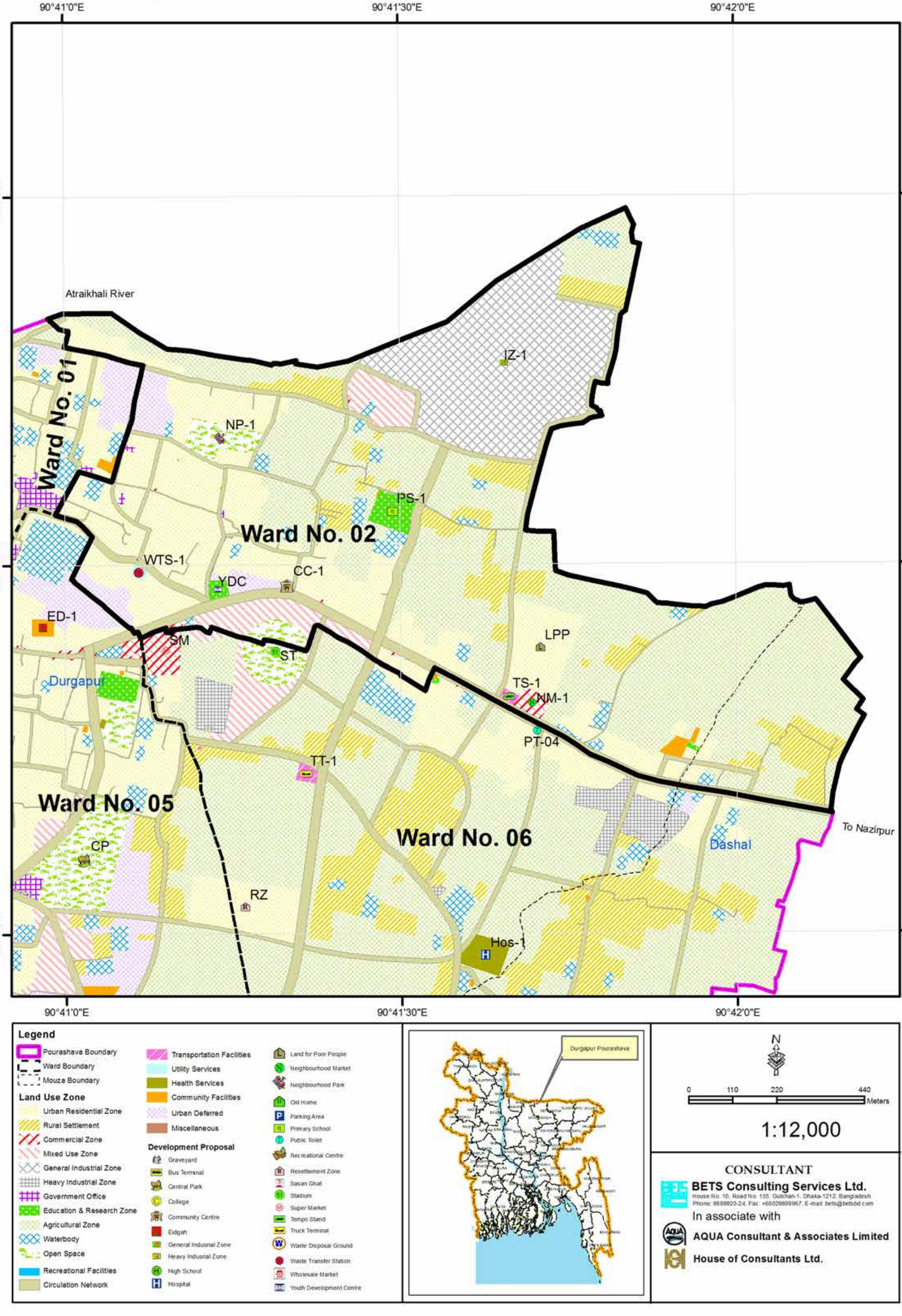

Map-4.2: Drainage & Utility Services Plan Map for Ward No.02

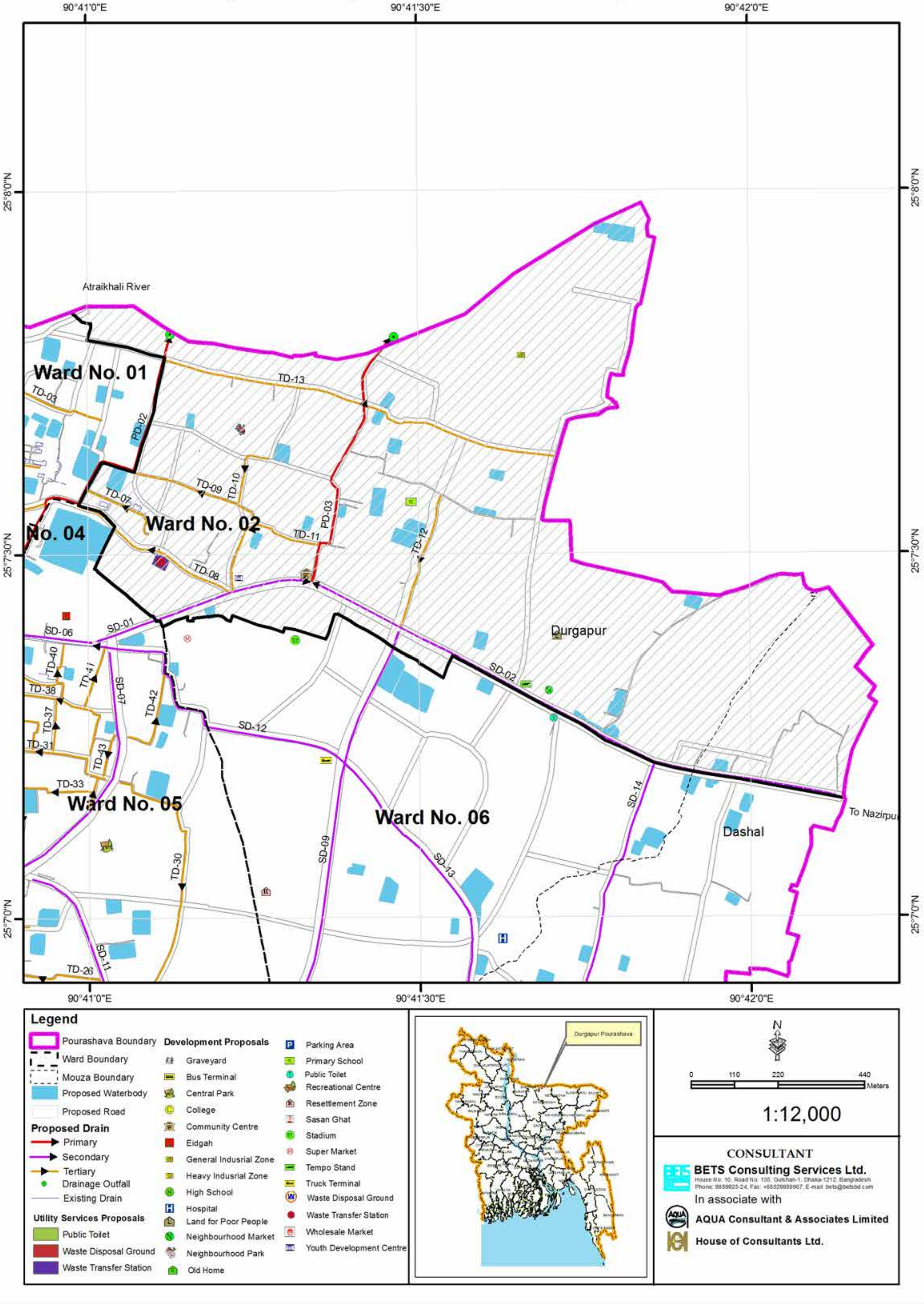

Map-5.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Ward No.03

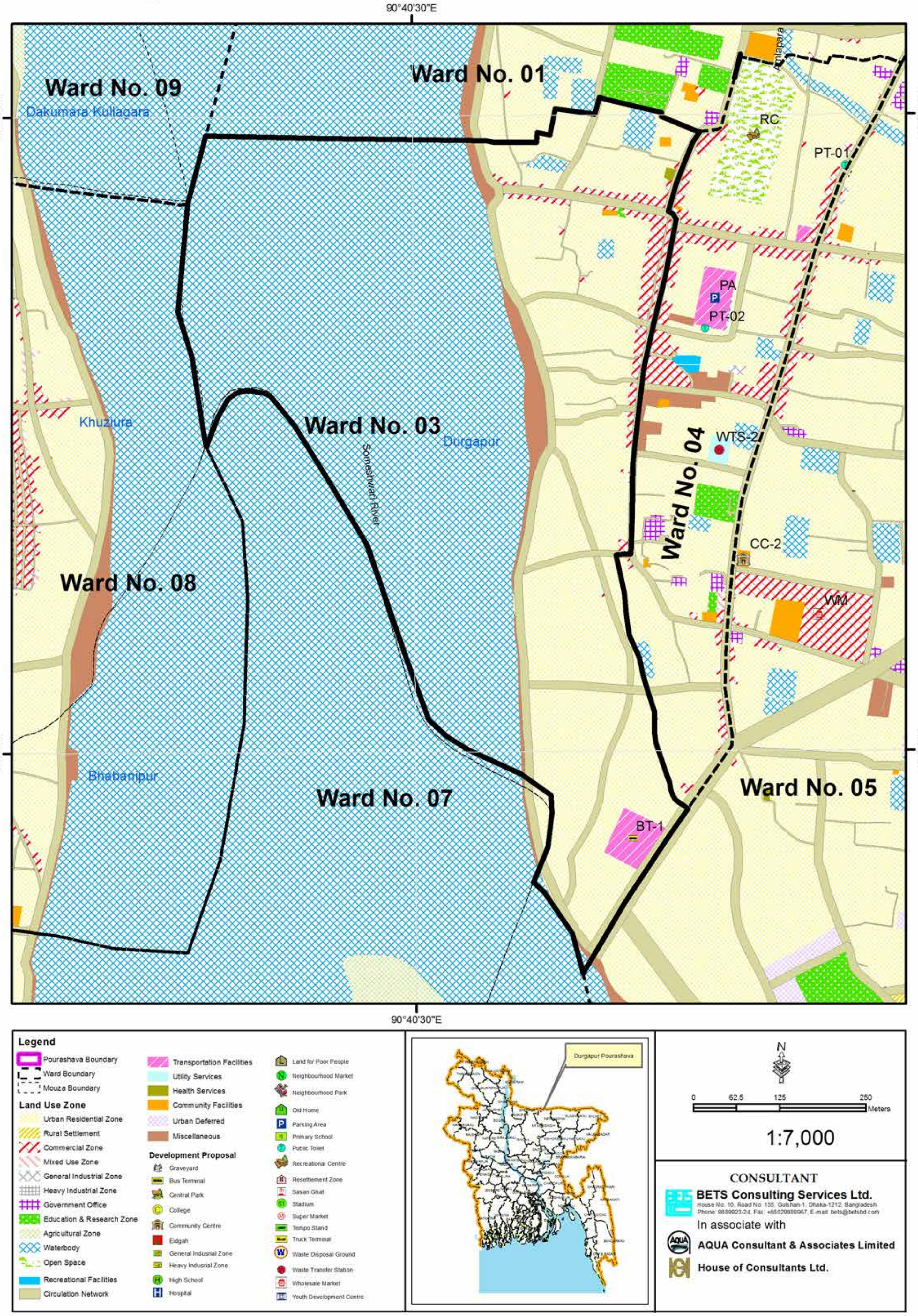

Map-5.2: Drainage & Utility Services Plan Map for Ward No.03

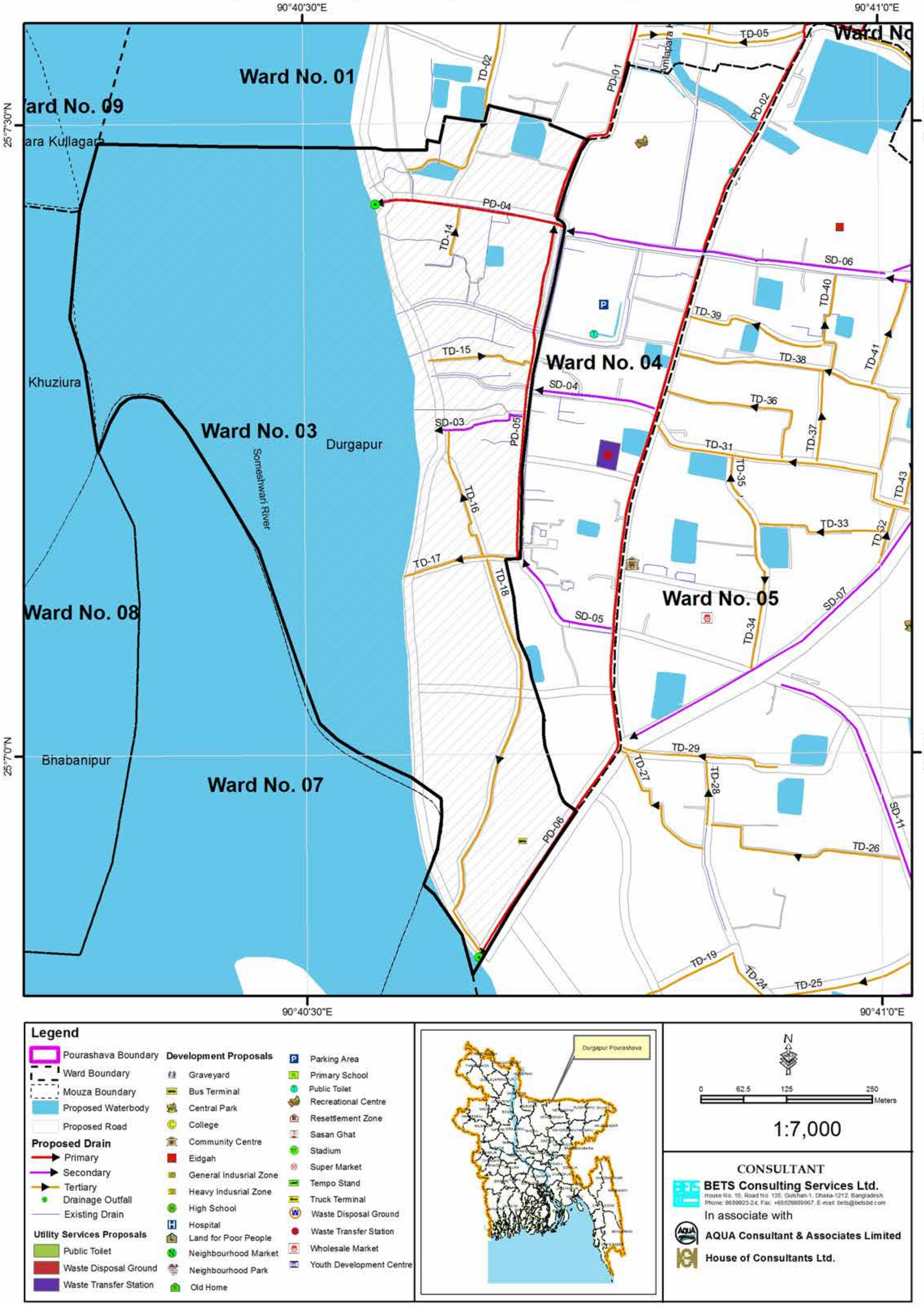

Map-6.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Ward No.04

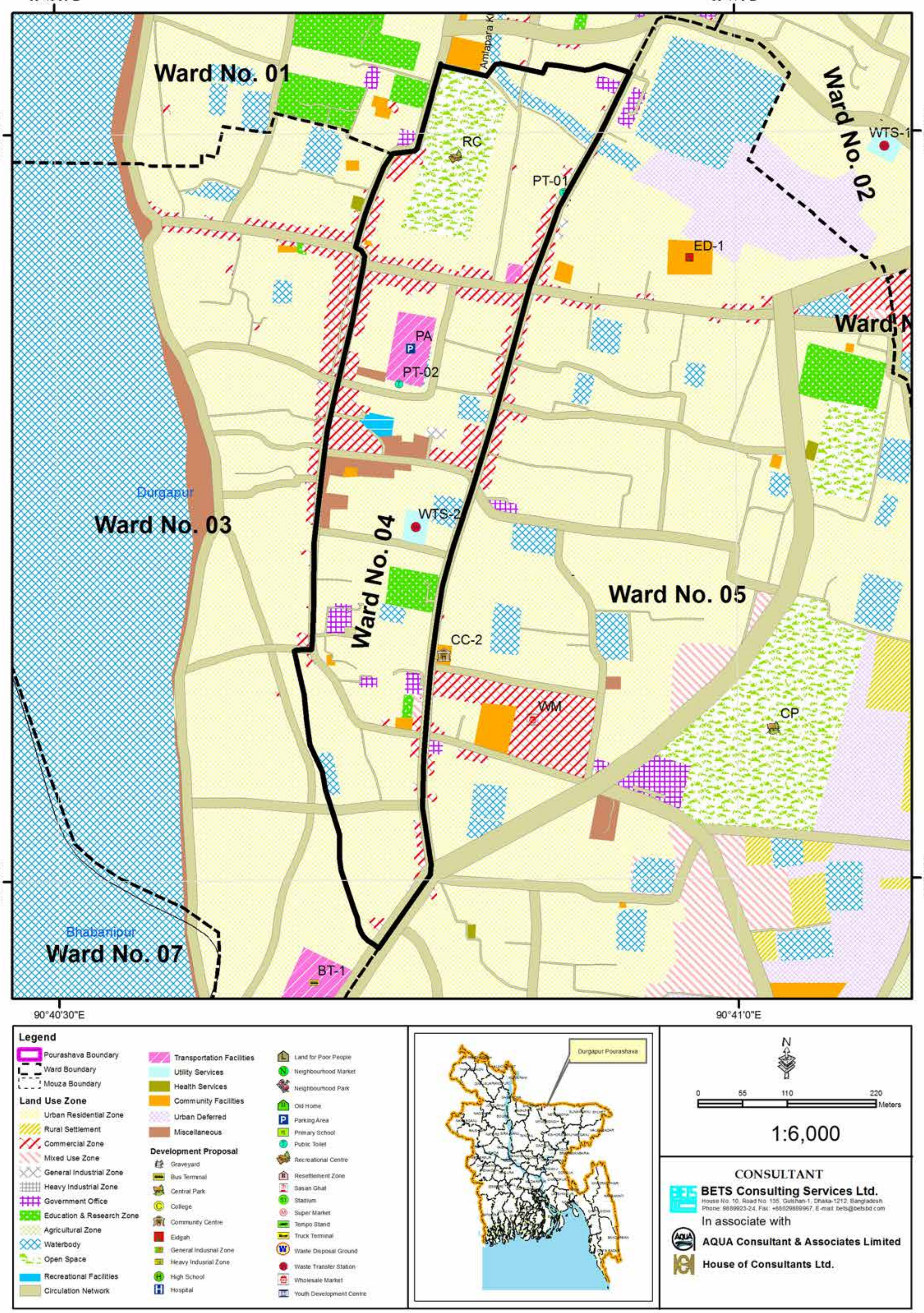

Map-6.2: Drainage & Utility Services Plan Map for Ward No.04

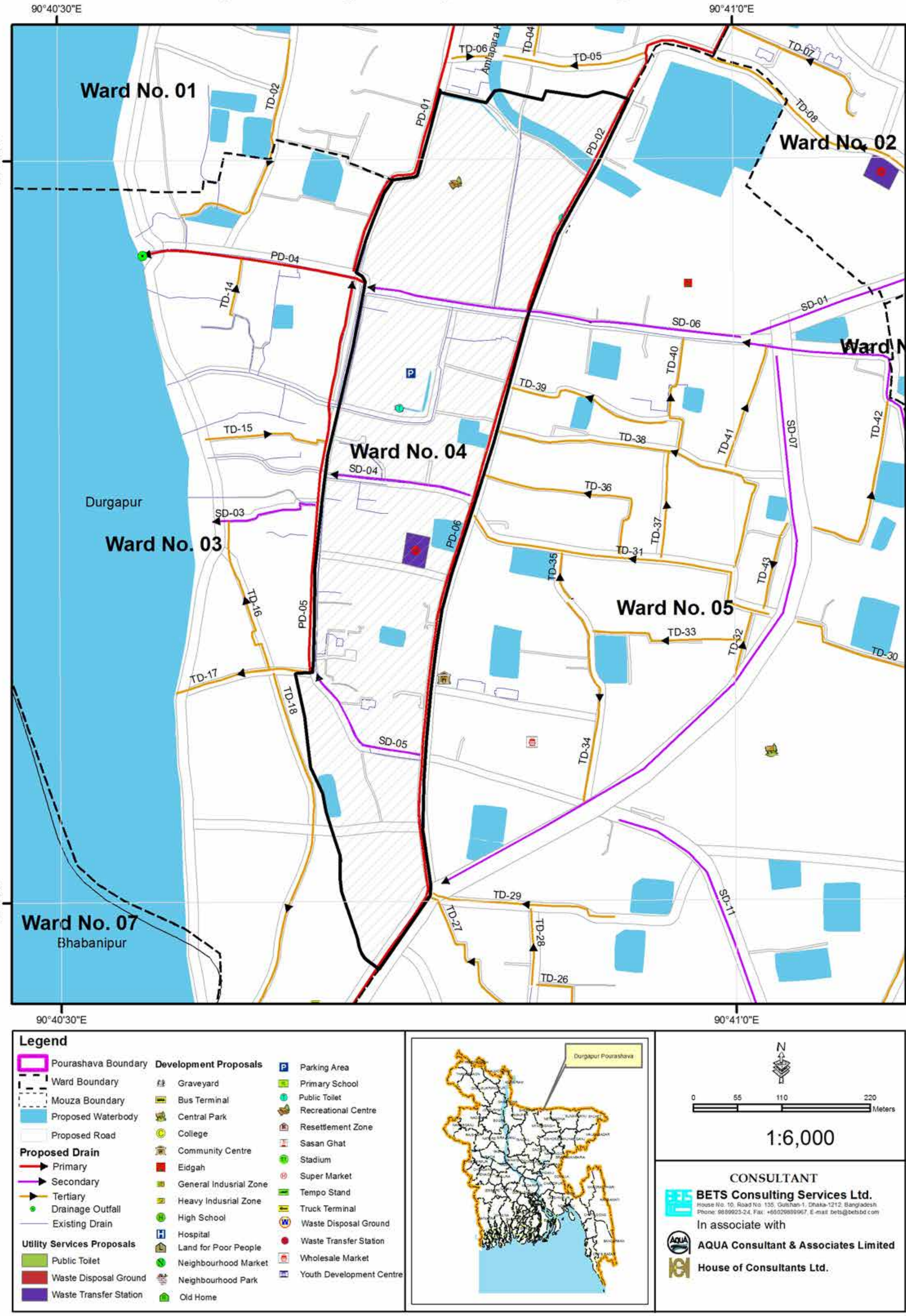

Map-7.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Ward No.05

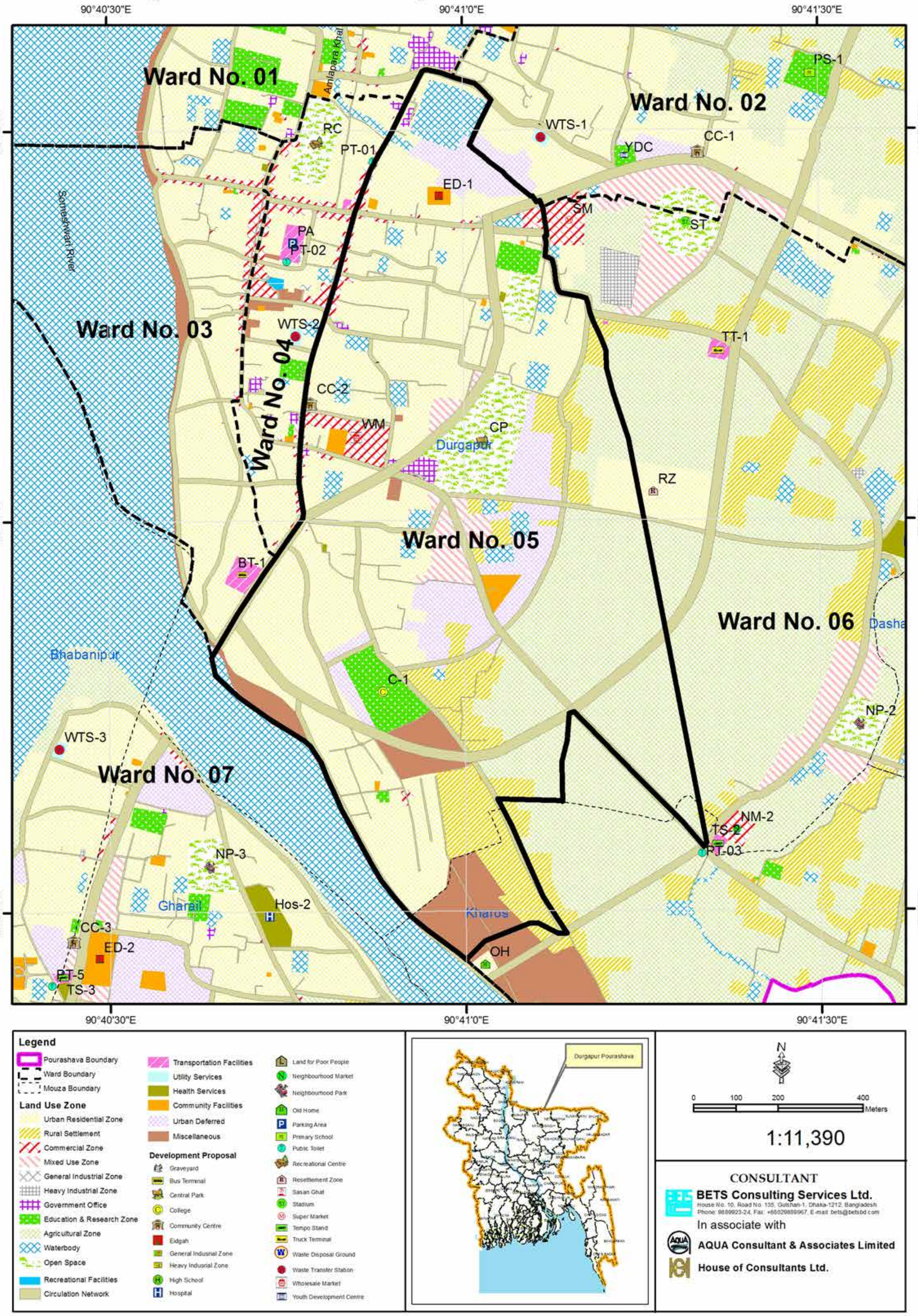

Map-7.2: Drainage & Utility Services Plan Map for Ward No.05

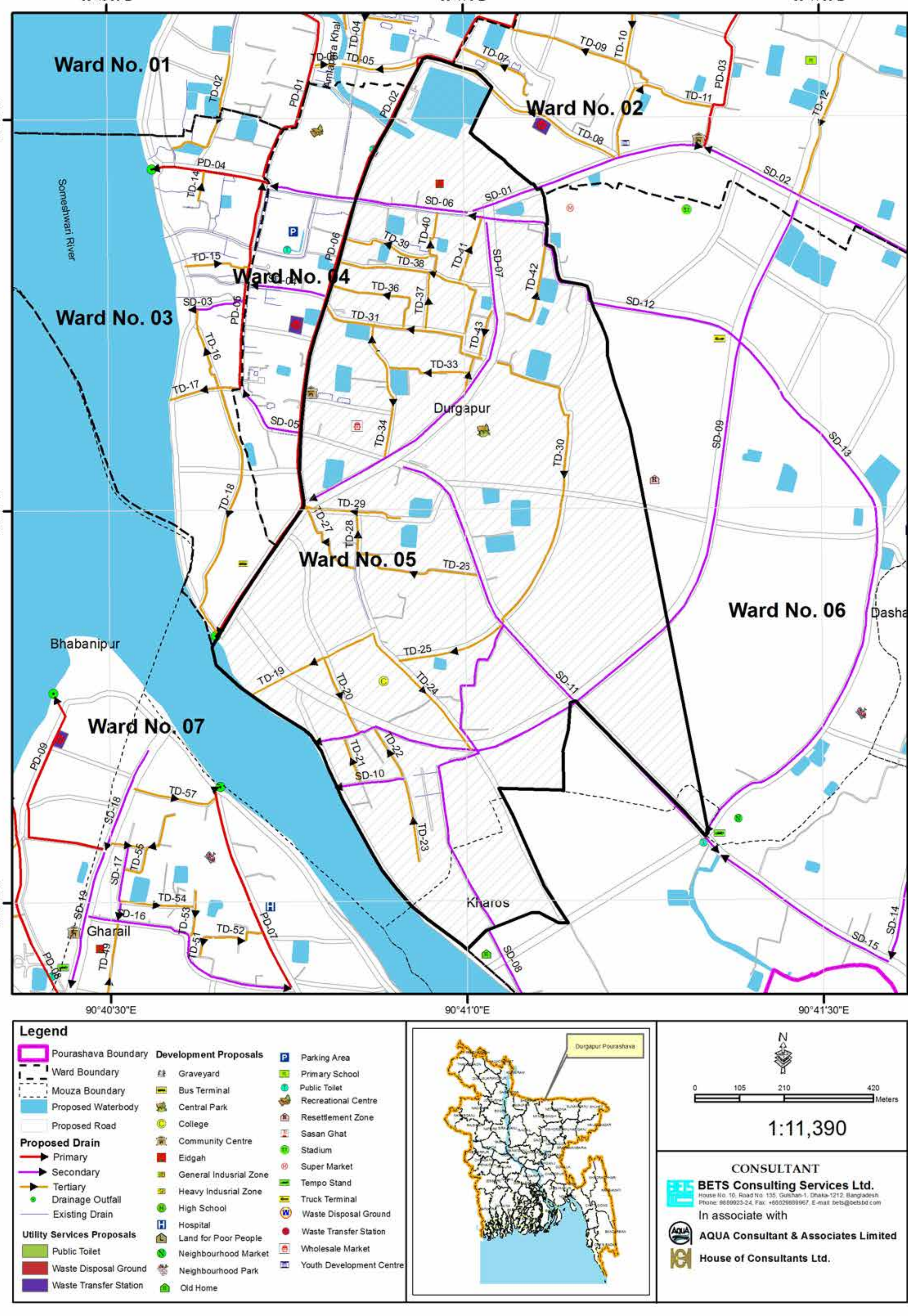

Map-8.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Ward No.06

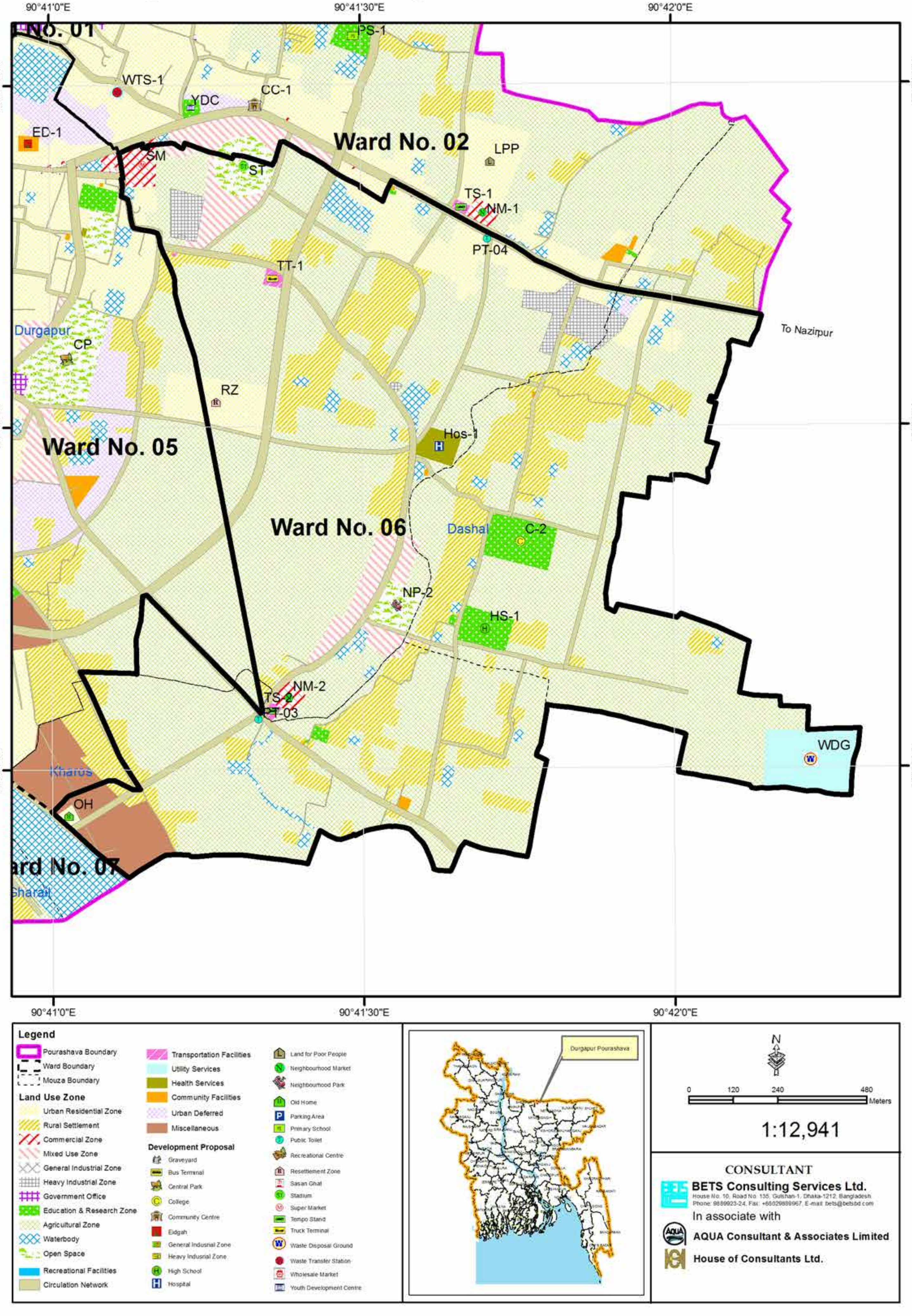

Map-8.2: Drainage & Utility Services Plan Map for Ward No.06

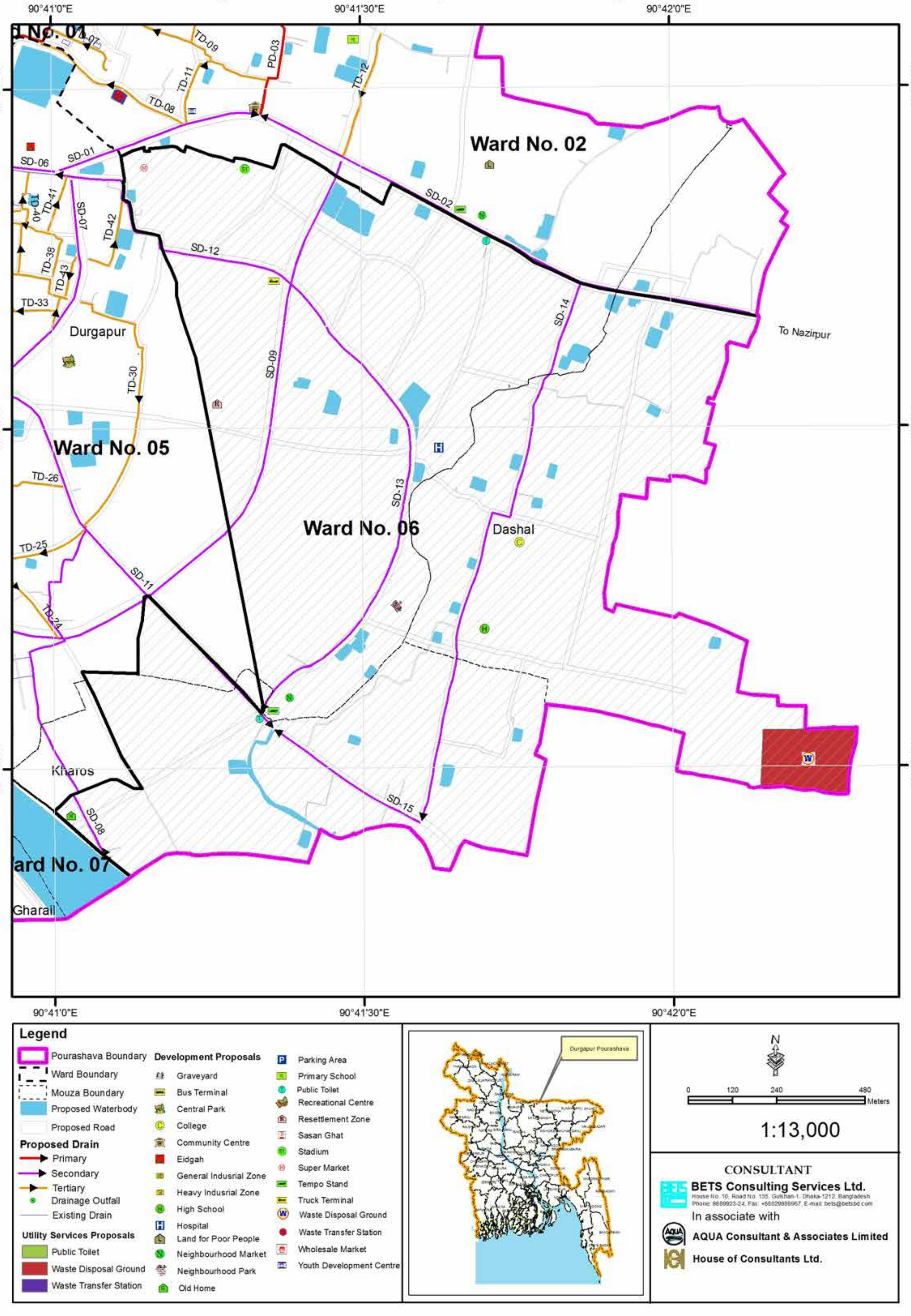

Map-9.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Ward No.07

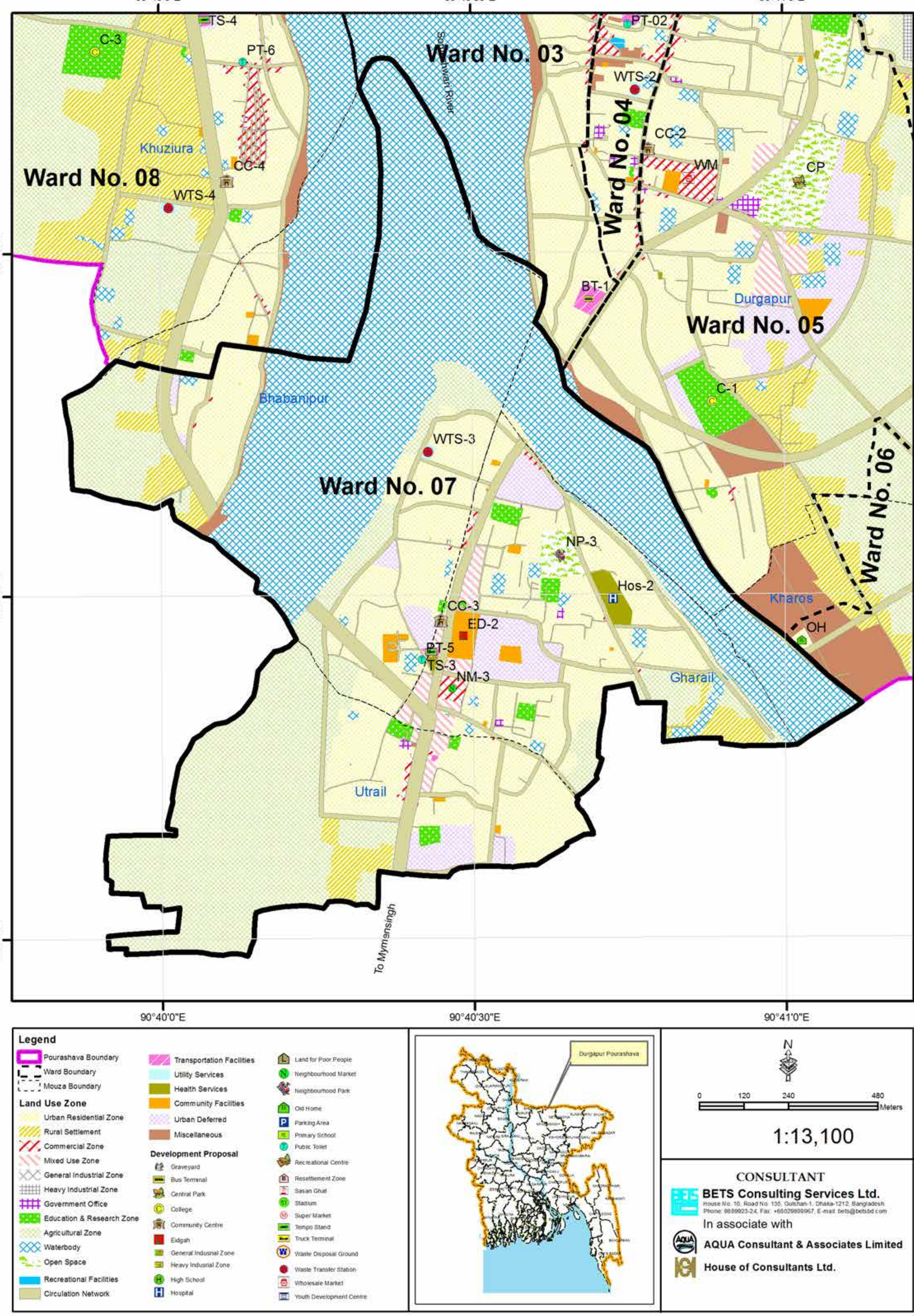

Map-9.2: Drainage & Utility Services Plan Map for Ward No.07

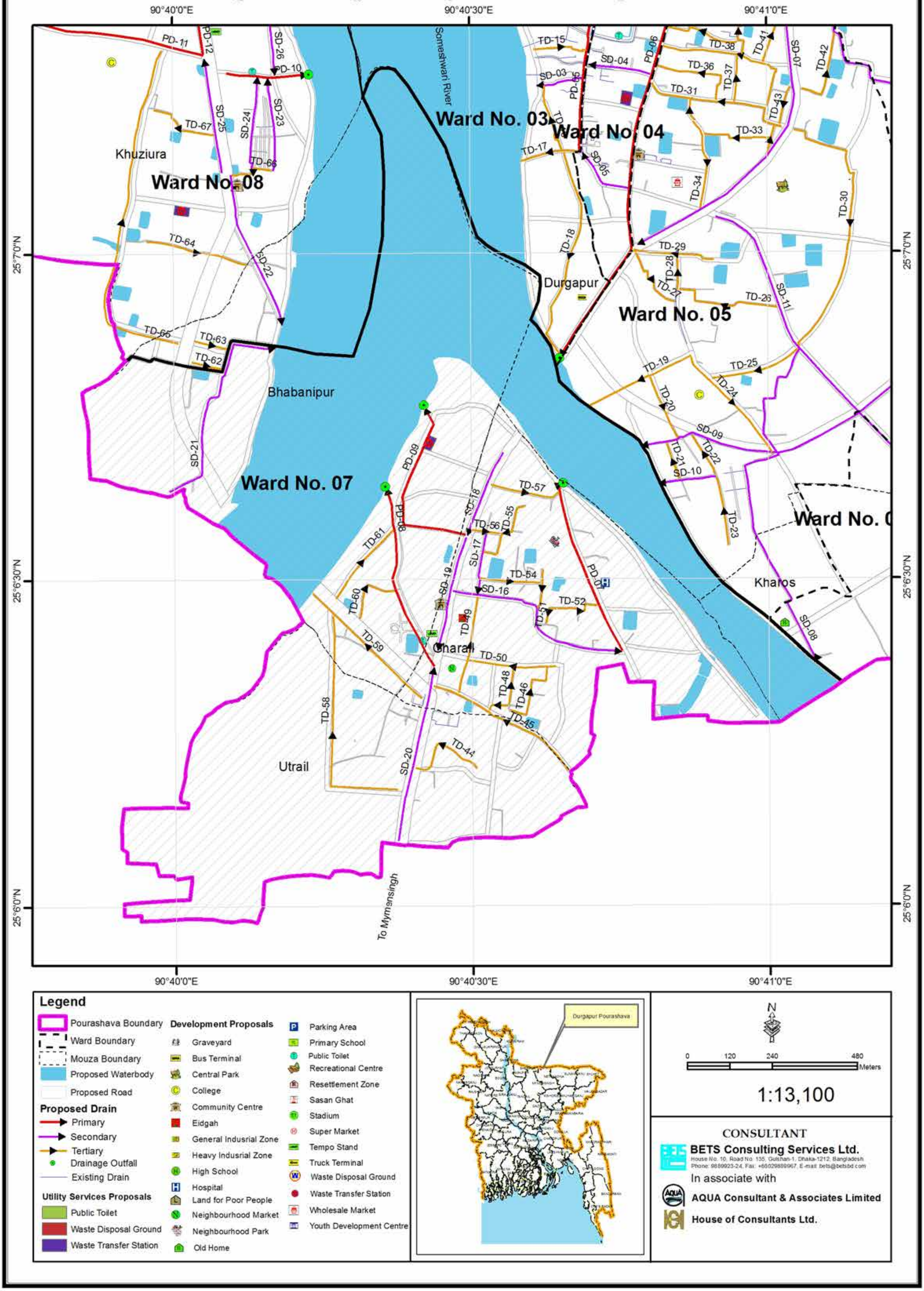

Map-10.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Ward No.08

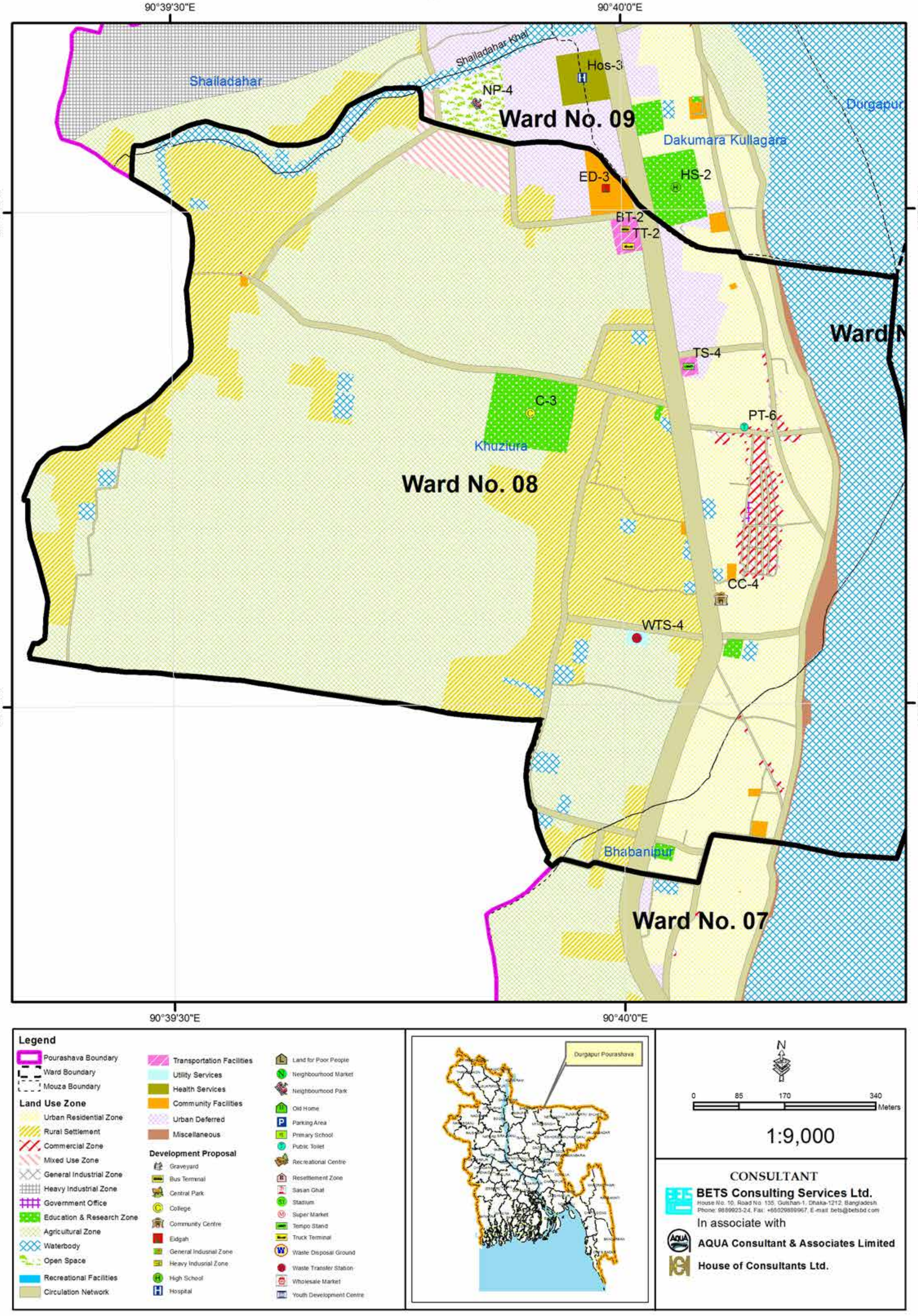

Map-10.2: Drainage & Utility Services Plan Map for Ward No.08

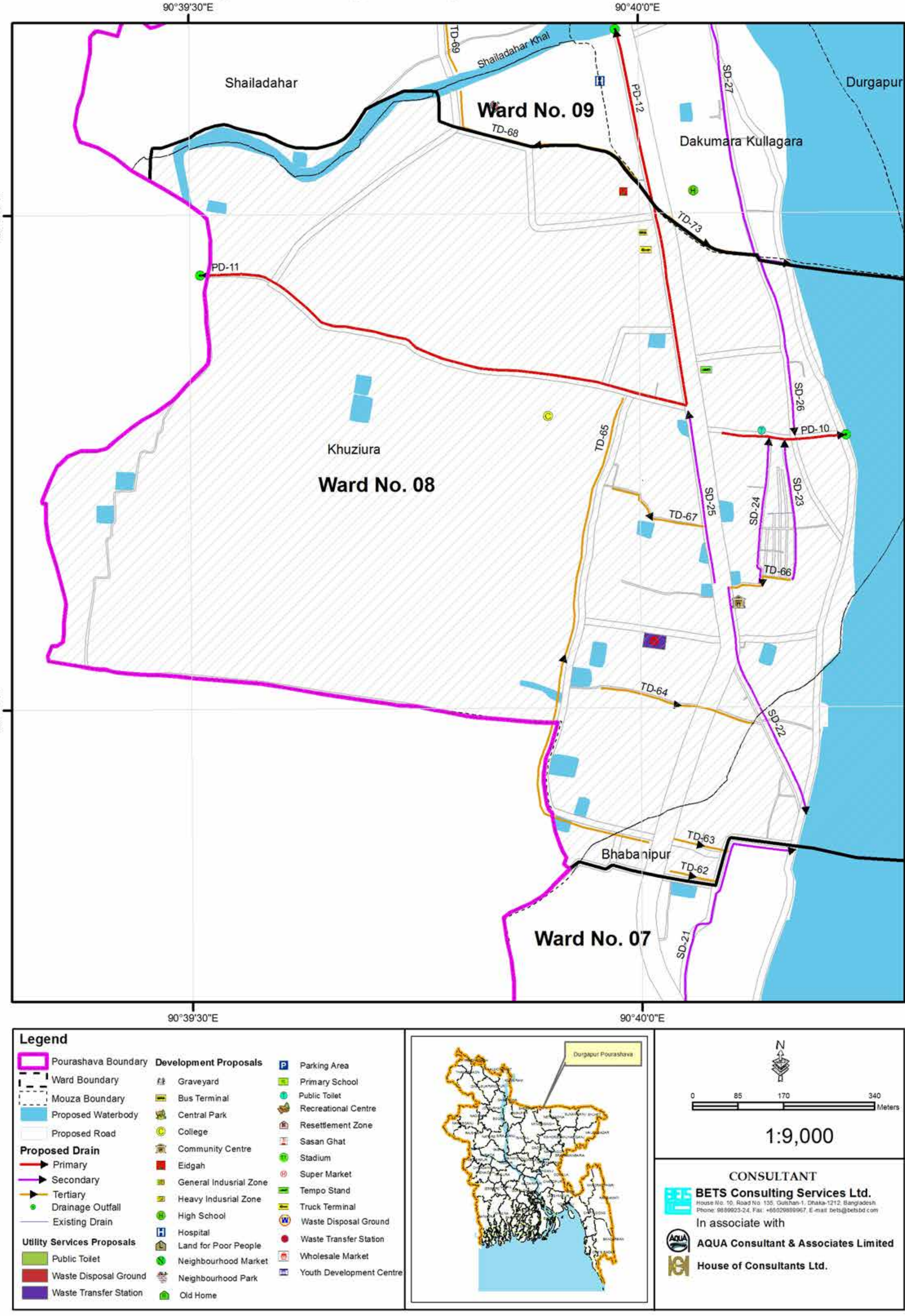

Map-11.1: Land Use Plan Map for Ward Action Plan of Ward No.09

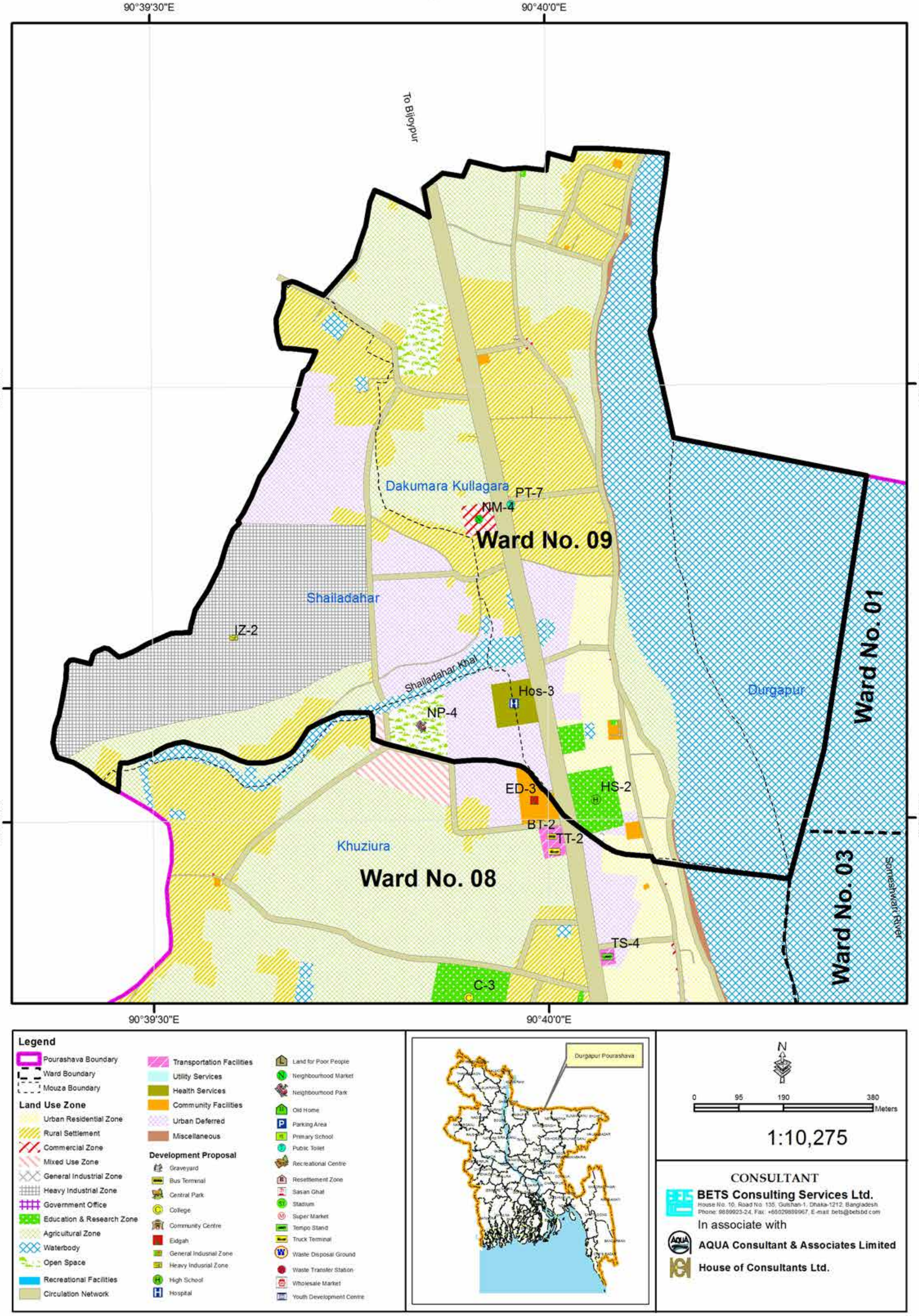

Map-11.2: Drainage & Utility Services Plan Map for Ward No.09

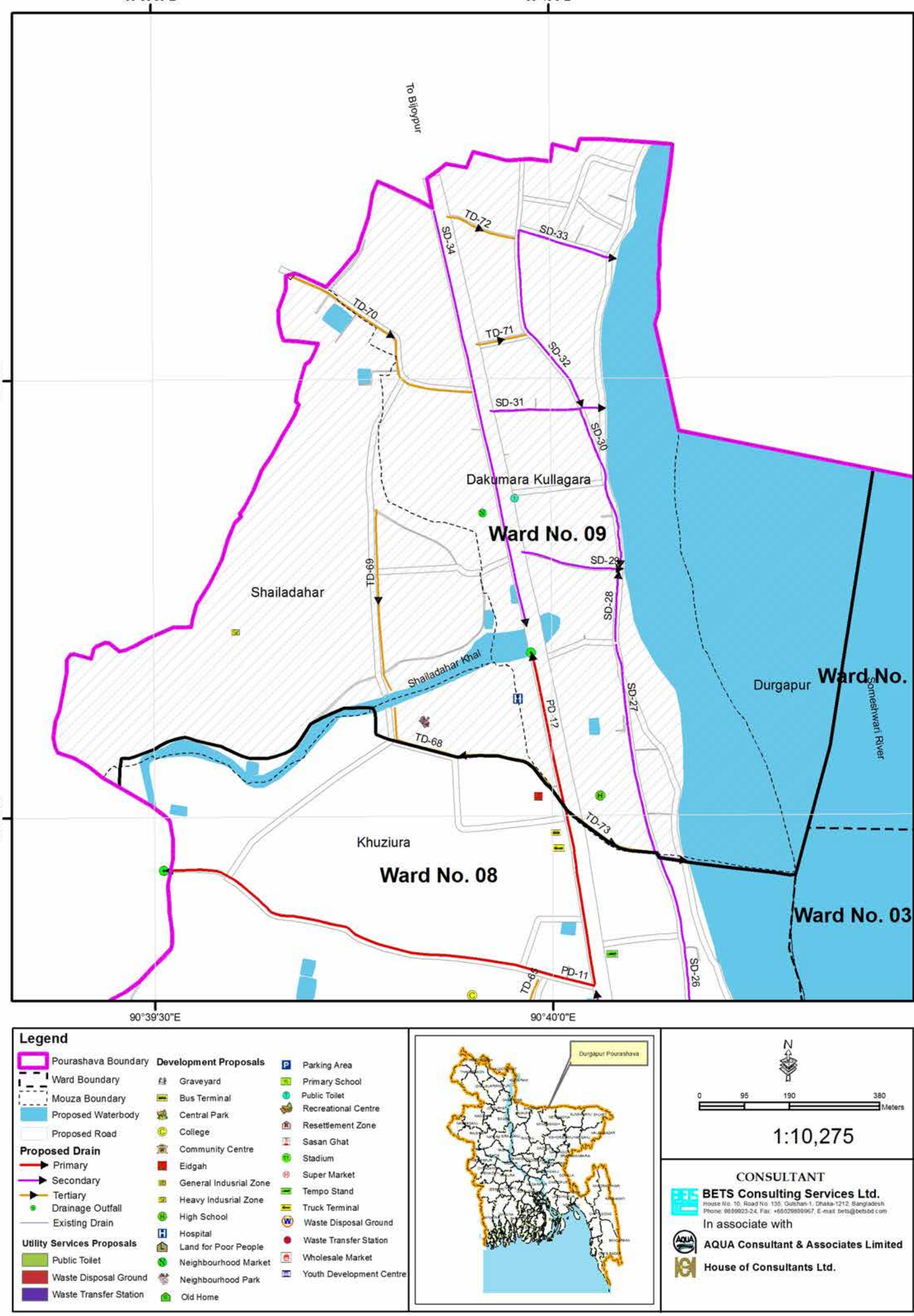

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ক

কাঠামো পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার কৌশল অঞ্চল

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	বিস্তারিত বিবরণ	আয়তন (একর)	শতকরা হার
কৃষি (এগ্রিকালচার)	কৃষিভূমি (কৃষি অঞ্চল ও বলা হয়) বলতে বোঝানো হয় কৃষি উৎপাদনের জন্য শস্য ও প্রাণিসম্পদ উভয়ই, উপযুক্ত ভূমি। এ হচ্ছে কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ।	৯৪০.০৮	৩২.৩৫
প্রধান চলাচল (মেজর সার্কুলেশন)	প্রধান চলাচলের অন্তর্ভুক্ত মহাপরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক ও জাতীয় সড়ক, রেলপথসহ মহাপরিকল্পনা এলাকার প্রধান সংযোগ ব্যবস্থা তথা সকল প্রধান ও মাধ্যমিক সড়ক।	২৫৭.৯১	৮.৮৮
মূল এলাকা (কোর এরিয়া)	এটি ঘনবসতি এলাকা হিসেবেও পরিচিত। এটি এমন এলাকা যেখানে জনসংখ্যা ও সেবার ঘনত্ব ঐ শহরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১১-২০৩১) এখানে বর্ধিত জনসংখ্যার অধিকাংশই সংস্থান করা যাবে।	৩৪৪.৮৪	১১.৮৭
নতুন শহর এলাকা (নিউ আরবান এরিয়া)	জনসংখ্যার প্রক্ষেপন অনুসারে ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত নগর উন্নয়নে যে বর্ধিত এলাকার প্রয়োজন হবে তা পূরণের জন্য নির্ধারিত এলাকা নতুন শহর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। নতুন শহর এলাকার পরিকল্পিত বিকাশ তরান্বিত করতে অবকাঠামো ও পরিসেবা যেমন; সড়ক, নর্দমা, ফুটপাত, বর্জ্য অপসারণ, পানি সরবরাহসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান করা হবে।	২০৩.৯৯	৭.০২
প্রান্তিক এলাকা (পেরিফেরাল এরিয়া)	মুল এলাকা বা তার প্রভাবের বাইরের এলাকাসমূহ বিশেষত যেখানে নগরায়ন বা মানব বসতি স্থাপন গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের এবং ধীর গতিতে চলমান। কাঠামো পরিকল্পনায় এলাকাটিকে মুল এলাকা ও সম্ভাব্য নতুন নগর উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত এলাকার বাইরের এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আদর্শিকভাবে এখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ের যোগাযোগ ও সেবা সুবিধার প্রবর্তন করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।	৬২৮.৩৮	২১.৬৩
জলাশয় (ওয়াটারবডি)	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৫৩০.৪৪	১৮.২৬
সর্বমোট		**২৯০৫.৬৫**	**১০০.০০**

প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার অঞ্চল (ল্যাণ্ড ইউজ জোন)

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
১	কৃষি অঞ্চল	কৃষি জমি বলতে শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস সম্পদ উৎপাদনের উপযোগী ভূমিকে। এটা কৃষির অন্যতম প্রধান সম্পদ। এর মধ্যে পড়ে উৎপাদনশীল জমি (একফসলী, দোফসলী ও তিন ফসলী), বীজতলা, মৎস্য, গবাদি খামার, দুগ্ধ খামার, নার্সারি, উদ্যান ইত্যাদি।	৯০২.৬৪	৩১.০৬
২	চলাচল সংযোগ ব্যবস্থা	সকল ধরণের সড়ক ও রেল পথ।	২৫৭.৫২	৮.৮৬
৩	বাণিজ্যিক অঞ্চল	বাণিজ্যিক কাজের জন্য ব্যবহৃত জমি বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার হিসেবে পরিগণিত হয়। এর মধ্যে পড়ে পণ্য ও সেবার খুচরা মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়, পাইকারি ক্রয়-বিক্রয়, আর্থিক স্থাপনা এবং অনেক সংখ্যক সেবা যাকে মোটা দাগে 'ব্যবসা' হিসাবে শ্রেণিকরণ করা হয়ে থাকে। যদিও এসকল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সামান্য পরিমাণ ভূমি ব্যবহার করে, তথাপি এগুলো লোকালয়ের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক জমির মধ্যে পড়ে প্রতিষ্ঠিত বাজার ও বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থান।	২৩.৭৮	০.৮২
৪	কমিউনিটি সুবিধা	সকল ধরণের ধর্মীয়, সামাজিক বিশেষতঃ মহল্লাভিত্তিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন; মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কবরস্থান, শ্মশান, ক্লাব প্রভৃতি।	১২.৭৮	০.৪৪
৫	শিক্ষা এবং গবেষণা অঞ্চল	শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; প্রাথমিক/মাধ্যমিক/অন্যান্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি।	৩৮.৬৫	১.৩৩
৬	সাধারন শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুসারে সবুজ এবং কমলা-ক শ্রেণীতে বর্ণিত সকল শিল্প এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৪৫.০২	১.৫৫
৭	সরকারি কার্যালয়	সরকারি বিশেষ সেবাসমূহ যা অন্য কোন বিশেষ ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্গত যেমন, হাসপাতাল, অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র প্রভৃতি; এধরণের সেবা ব্যতীত সকল সরকারি সেবা বিশেষতঃ যাদের কার্যালয় স্থাপনে নিজস্ব ভূমি রয়েছে এরকম সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন: সিভিল সার্জনের দপ্তর, জেলা প্রশাসকের দপ্তর, পুলিশ ফাঁড়ি, পুলিশ স্টেশন, এলজিইডি দপ্তর, পৌরসভা কার্যালয়, পূর্ত দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়, বিএডিসি কার্যালয়, মৎস্য দপ্তর, আনসার/ ভিডিপি দপ্তর, কৃষি দপ্তর, জেলা পরিষদ কার্যালয়, পোস্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কার্যালয় প্রভৃতি।	৪.১৯	০.১৪
৮	স্বাস্থ্য সুবিধা	স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহৃত ভূমি যেমন; হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন প্রভৃতি এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।	৭.২১	০.২৫
৯	ভারি শিল্প অঞ্চল	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭ অনুসারে কমলা-খ এবং লাল শ্রেণিতে বর্ণিত সকল শিল্প (বিষাক্ত ও দূষণকারী শিল্পসহ) এই শ্রেণির ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে।	৫২.৯৩	১.৮২
১০	বিবিধ	অন্য যে কোন ভূমি ব্যবহার শ্রেণি যা উপরোক্ত ২৩টি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	৩৬.৮৮	১.২৭
১১	মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল	মিশ্র ভূমিব্যবহার বলতে বোঝায় সেই স্থানকে যেখানে ভূমির কোন বিশেষ ব্যবহার (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ইত্যাদি) প্রাধান্য পায় না, একাধিক ভূমি ব্যবহার যুগপৎভাবে অবস্থান করে।	৩৯.৭৭	১.৩৭
১২	উন্মুক্ত স্থান	মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিনোদনমূলক সুবিধা প্রদান এবং একইসাথে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভূমির বিভিন্ন ধরণের উন্মুক্ত ব্যবহারকে উন্মুক্ত স্থান শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শেষ ব্যবহার করবে। খেলার মাঠ, পুষ্পোদ্যান, স্টেডিয়াম,	৩৬.৯৬	১.২৭

ক্রমিক	ভূমি ব্যবহার অঞ্চল	মন্তব্য	আয়তন (একর)	শতকরা হার
		চিড়িয়াখানা ইত্যাদি (ন্যুনতম স্থাপনা সুবিধা সহকারে বা ব্যতিরেকে)।		
১৩	বিনোদন সুবিধা	উন্মুক্ত স্থান শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয়নি এমন সুবিধা এবং নির্ধারিত ভবন কাঠামো সহকারে ভবনস্থিত সুবিধা যেমন- সিনেমা হল, থিয়েটার হল ইত্যাদি।	০.২১	০.০১
১৪	সংরক্ষিত অঞ্চল	সংরক্ষিত অঞ্চল হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কারোর প্রবেশাধিকার নেই। নিরাপত্তা ও বিশেষ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে এমন স্থান বা এলাকা এই ভূমি ব্যবহার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন; সেনানিবাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র, পুলিশ লাইন প্রভৃতি।	-	০
১৫	গ্রামীণ বসতি	গ্রামীণ বসতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের ছড়ানো-ছিটানো ও কম ঘনত্বের বাড়ীঘর। এখানে স্বল্প ঘনত্বের ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। এমন এলাকার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে স্বল্প পরিমাণ সেবা ও সুবিধাদি প্রদান করা হবে।	২৭৮.৩৭	৯.৫৮
১৬	পরিবহণ সুবিধা	পরিবহণ সেবায় চলাচলের পথ ব্যতীত এ সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এই শ্রেণির অন্তর্গত হবে। যেমন; বিমান বন্দর, বাস টার্মিনাল/ স্ট্যাণ্ড, রেল স্টেশন, ফেরি ঘাট, ফিলিং স্টেশন, গ্যারেজ, লঞ্চ টার্মিনাল, পোস্ট অফিস, যাত্রী ছাউনি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টিকেট কাউন্টার, পরিবহণ অফিস ইত্যাদি।	৪.৫৭	০.১৬
১৭	আরবান ডেফার্ড	ভবিষ্যৎ নাগরিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে নির্ধারিত এলাকা যেখানে বর্তমানে বিশদ উন্নয়ন করা হবে না। এ ধরণের এলাকা নির্ধারণ আবশ্যিক নয়, এটা পৌরসভা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন পরামর্শকদলে বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।	১০২.৯৩	৩.৫৪
১৮	নগর আবাসিক অঞ্চল	নগর আবাসিক অঞ্চল হ'ল এমন ভূমি ব্যবহার এলাকা যেখানে বসবাসের তথা আবাসিক স্থাপনা প্রাধান্য পায়। এর মধ্যে রয়েছে একক পরিবারের বাসগৃহ, বহুপরিবারের বাসগৃহ, মেস প্রভৃতি। আবাসিক ভূমি ব্যবহার অঞ্চলে প্রয়োজনার্থে কিছু সেবা বা কর্মসংস্থান এর অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে অথবা বাণিজ্য ও শিল্পকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যেতে পারে। এখানে উচ্চ ঘনত্বের ভূমি ব্যবহার অনুমোদন করা যেতে পারে।	৫১৯.৪৭	১৭.৮৮
১৯	পরিষেবা (ইউটিলিটি)	পরিসেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল স্থাপনায় ব্যবহৃত ভূমি এর অন্তর্গত। যেমন; ওভারহেড ট্যাংক, বিদ্যুৎ অফিস/নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, গণশৌচাগার, পয়ঃনিষ্কাষণ কার্যালয়, বর্জ্য অপসারণ, অগ্নি নির্বাপন, ওয়াটার পাম্প হাউস, জল সংরক্ষণাধার, জল শোধনাগার ইত্যাদি।	১১.৩৫	০.৩৯
২০	সৈকত	সমুদ্র সৈকত	-	০
২১	বন	নির্দিষ্ট বনাঞ্চল	-	০
২২	ওভারলে জোন	ওভারলে অঞ্চল এমন ভূমি ব্যবহার নির্দেশ করে যে সকল তার আশেপাশের ভূমি ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং অনেকাংশে সাংঘষিক, তথাপি সেসকল ভূমি ব্যবহার বা স্থাপনাসকল স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় গুরুত্বের কারণে নিকট ভবিষ্যতে অপসারিত করা সম্ভব নয়।	-	০
২৩	ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান	উল্লেখযোগ্য ও নির্ধারিত সকল ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থান।	-	০
২৪	জলাশয়	সকল ধরণের জলাধার যেমন; নদী, খাল, সেচ খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত। তবে জমির স্বল্পতা ও জলাশয়ের প্রাপ্যতা বিবেচনায় ০.১৫ একর বা তার বেশি এলাকা নিয়ে গঠিত শহরের সকল পুকুর, ডোবা প্রভৃতি এবং সকল ধরণের প্রাকৃতিক প্রবাহ জলাশয়ের অর্ন্তভূক্ত হবে।	৫৩০.৪৪	১৮.২৬
মোট			২৯০৫.৩২	১০০.০০

পরিশিষ্ট - খ

অনুমোদনযোগ্য ভূমি ব্যবহার তালিকা

ক) নগর আবাসিক ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার
নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
চিত্রাঙ্কন
বৃদ্ধাশ্রম
বেকারী ও কনফেকশনারী
চুল কাটার দোকান
শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র
ধোপাখানা
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
বহুতল এ্যাপার্টমেন্ট
কুটির/বাড়ি
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ঔষধের দোকান বা ফার্মেসি
কর্মচারির বাসস্থান (গার্ড/ড্রাইভার) আনুসঙ্গিক ব্যবহার
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা
মৌসুমী শ্রমিকের জন্য আবাস
উদ্যান সেবা
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
এতিমখানা/ অনাথাশ্রম
ঈদগাহ্
ফটোকপির দোকান
পাইপ লাইন এবং পরিসেবা লাইন
খেলার মাঠ
প্রাথমিক বিদ্যালয়
ব্যক্তিগত গ্যারেজ (আনুসঙ্গিক ব্যবহার)
নির্ধারিত এলাকা সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিদর্শন/ চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
পথচারী ছাউনি
মুচির দোকান
সামাজিক সংস্থার অফিস
বিশেষ আবাসন
অস্থায়ী নিবাস
অনুমোদিত কাজে অস্থায়ী নিবাস
পত্রিকার দোকান
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
সরবরাহ লাইন
নগরের প্রকৃতি সংরক্ষণ
পরিসেবা লাইন
কাঠের গুদাম

অনুমোদিত
শিশুপার্ক (পার্কিংসহ)
এটিএম বুথ
পানির পাম্প / জলাধার
স্মৃতিস্তম্ভ (মহল্লা কেন্দ্রিক)
বিল প্রদানের বুথ
বোর্ডিং
ছাত্রাবাস
ভাষ্কর্য (আনুসঙ্গিক)
মহল্লা (আবাসিক এলাকা/ পাড়া/ মহল্লা) কেন্দ্র
অনুমোদিত
কমিউনিটি সেন্টার
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
চিত্র প্রদর্শনীর স্থান ও গ্রন্থাগার
ফাস্টফুড / অস্থায়ী দোকান
ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রেতা
শরীরচর্চা ক্লাব
গেমিং ক্লাব
সাধারণ দোকান
খুচরা দোকান /সুবিধা
এ্যাপার্টমেন্ট আবাসন
আবাসন প্রকল্প
স্মৃতিস্তম্ভ (মহল্লা পর্যায়)
বইয়ের দোকান
স্টেশনারী দোকান
বসতবাড়ি
অনুমোদিত অনুষ্ঠানের অস্থায়ী ছাউনি
ঈদগাহ
পানির পাম্প/জলাধার

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

নিয়মিত মহল্লা কেন্দ্র না থাকলে এটি স্থাপনের জন্য ভূমি ব্যবহার কমিটির অনুমতি লাগবে।

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ২: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
মাদকাশক্তি নিরাময় কেন্দ্র
ভবনস্থ বিনোদন
অন্তেষ্টিক্রিয়া সেবা(ব্যবস্থা)
আর্ট গ্যালারী, আর্ট স্টুডিও / কর্মশালা
অটোমোবাইল ড্রাইভিং একাডেমি
শরীর ও সৌন্দর্য সেবা
বিলিয়ার্ড/পুল হল
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিছন্নতা সেবা
যাত্রী ছাউনি
গোরস্থান/সমাধি
কফি সপ/ চায়ের দোকান
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
কুরিয়ার সার্ভিস
শ্মশান
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
আসবাবপত্রের দোকান

শর্তসাপেক্ষ
জরুরী আশ্রয়
জ্বালানি স্থাপনা
গ্যারেজ
বাগান ও খুচরা নার্সারী সেন্টার
অগ্নি নির্বাপন কার্যালয়
থানা
অস্থায়ী উদ্ধার কেন্দ্র
অতিথিশালা
কসাইখানা
অবিচল সঞ্চালন কেন্দ্র
পর্যটন হোম বা রিসোর্ট
বাজার
চশমার দোকান
উন্মুক্ত ক্যাফে
ফল ও শাকসবজির বাজার
কমিউনিটি হল
মহল্লাভিত্তিক সমবায় সমিতি অফিস
পানি রাখার ট্যাঙ্ক
সারিবদ্ধ বসতি
রং ও বার্ণিসের দোকান
পার্কিং লট
বেত ও পাটি
ছবির দোকান
ডাকঘর
ডাক সুবিধাসমূহ
ক্রীড়া ও বিনোদন ক্লাব
টেনিস ক্লাব
বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো
টেলিফোন উপকেন্দ্র
বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র
খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান
ফলের বাজার
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

এই অঞ্চলে অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া সকল ব্যবহার সংরক্ষিত

খ. সাধারণ শিল্প

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শুধু পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিতে উল্লেখিত সবুজ ও কমলা-এ শ্রেণির সাধারণ শিল্পভূমি ব্যবহার অনুমোদিত। নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

সারণি ৩: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
কনফেকশনারী
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বাই সাইকেল সংযোজন, যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
কামার
যাত্রী ছাউনি
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
পুলিশ বক্স/ব্যারাক
অগ্নি নির্বাপন কার্যালয়
মুদী দোকান
গৃহস্থালী সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা

অনুমোদিত
মেশিন ঘর
মাংস ও মুরগী (প্যাকিং ও প্রক্রিয়াকরণ)
মসজিদ ও ইবাদতের স্থান
পত্রিকার অফিস
ফটোকপির দোকান
পাইপ লাইন এবং পরিসেবা লাইন
মুদ্রন, প্রকাশনা ও বিতরণ
গণ পরিবহণ সুবিধা
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
উদ্ধার প্রক্রিয়া
বিদ্যুৎ মিস্ত্রি
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
স'মিল
ছাউনি
টেলিভিশন, রেডিও বা ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য মেরামতের দোকান
সঞ্চালন লাইন
ট্রাক স্ট্যান্ড ও ধোয়া বা পণ্য খালাস টার্মিনাল
পরিসেবা লাইন
কাঠের পণ্য
কাঠের দোকান
এটিএম বুথ
পানির পাম্প / জলধার
স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা
বর্জ্য শোধনাগার
এ্যালুমনিয়াম পণ্য
গানের যন্ত্রপাতি
কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন
মোটরগাড়ি মেরামত কাজ
দেওয়াল ও হাত ঘড়ি সংযোজন ও প্রস্তুতকরণ
মোড়কী শিল্প
মোটরগাড়ি সংযোজন
সুগন্ধি ও প্রসাধন
টেলিফোন সংযোজন
ঔষধ প্রস্তুতকরণ শিল্প
স্বয়ংক্রিয় চাল কল
আলোকচিত্র ফিল্ম কারখানা
বেকারী
বৃক্ষরোপন (মাদক গাছ ব্যতিত)
বাঁশ ও বেতের পণ্য
বই বাঁধাই
ইলেক্ট্রিক তাঁত
মুদ্রণ ও লেখার কালি প্রস্তুতকরণ শিল্প
ছাপাখানা
কার্পেট ও মাদুর উৎপাদন
প্রক্রিয়াকরণ: মাছ, মাংস ও খাদ্য
সিনেমা হল
খাবার পানি ও কার্বোনেট পানীয় প্রক্রিয়া ও বোতলজাতকরণ
ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় ল্যাব
কৃত্রিম চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
চকোলেট ও লজেঞ্জ কারখানা
চিরুণি, চুলের বেন্ড, ক্লিপ ইত্যাদি
পিন, বোর্ড পিন, ইউ পিন ইত্যাদি
হিমাগার

অনুমোদিত
গুড়া দুধ, ঘন দুধ, খামারী দুধ উৎপাদন
জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
চশমা ফ্রেম উৎপাদন
ড্রাই-ক্লিনিং
কাঁসা, পিতল ও ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র উৎপাদন
ভোজ্য তেল
গণপরিবহণ সুবিধা
বৈদ্যুতিক তার
ফ্রিজ মেরামত
প্রকৌশল কর্ম
কাপড় ধোয়া প্লান্ট
চকোলেট ও লজেঞ্জ কারখানা
রশি ও ছোবড়ার মাদুর উৎপাদন
কনফেকশনারী/খাবারের দোকান
লবণ কারখানা
লবণ উৎপাদন
ময়দা কল (বড়)
কাঠ, লোহা, এ্যালুমনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র প্রস্তুতকরণ
ঝালাই করা
গার্মেন্টস ও স্যুয়েটার কারখানা
জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
আঠা (প্রাণি আঠা ছাড়া)
সাবান
স্বর্ণের জিনিষ উপাদন
ফসফরাস পদার্থ কারখানা
সুতা কারখানা
হোটেল, বহুতল বাণিজ্যিক ভবন
ক্রীড়া সামগ্রী উৎপাদন
শ্বেতসার ও গ্লুকোজ কারখানা
আইসক্রীম
পাথর ঘষা, কাটা ও পলিশ
পাটকল
চা প্রক্রিয়াকরণ
চুন
প্রকাশনা ও মুদ্রণ দোকান
টায়ার পুনঃবিক্রয়
কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতকরণ
মেশিন ঘর
কৃষি কাজের হাতিয়ার, সরঞ্জাম ও ক্ষদ্র যন্ত্রপাতি
মাটি ও চীনা মাটির পাত্র/স্যানিটারি সামগ্রী (সিরামিক)
কাঠের নৌকা প্রস্তুতকরণ
দিয়াশলাই কারখানা
পানি শোধনাগার
চিকিৎসা ও শল্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন
বুনন ও হস্তচালিত তাঁত
মাংস ও পোল্ট্রি (মোড়ক ও প্রক্রিয়াকরণ)
ধাতব পাত্র/চামচ ইত্যাদি
কাঠ প্রক্রিয়াকরণ
কাঠ/লোহা/এ্যালুমনিয়াম দ্বারা আসবাবপত্র তৈরী
মোটর সাইকেল বিক্রয় দোকান

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ৪: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
খেলা ও বিনোদন (ভবনস্থ)
যন্ত্রপাতির দোকান
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়
কর্মচারি আবাসন
জ্বালানি স্থাপনা
ফাস্টফুড দোকান/ অস্থায়ী দোকান
শস্য ও ফিড মিলস
গ্যারেজ
শ্বশ্যান সুবিধা
সুপার স্টোর
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
জ্বালানি কেন্দ্র/গ্যাস স্টেশন
মোটর সাইকেল বিক্রয় কেন্দ্র
ফল ও শাকসবজির দোকান
পাইকারি গোডাউন
পানি রাখার ট্যাঙ্ক
চিত্রকর্ম ও দেওয়াল কাগজ বিক্রয়
রং ও বার্ণিসের দোকান
পার্কিং লট
পার্কিং লট (বাণিজ্যিক)
বেসরকারি গ্যাস
খুচরা দোকান, স্টুডিও /ওয়ার্কশপ
পাট কল
গানের যন্ত্রপাতি
কার্পেট ও মাদুর উৎপাদন
সিনেমা হল
ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় ল্যাব
কর্ক আইটেম উৎপাদন
কলম ও শিস কলম কারখানা
আলোকচিত্র ল্যাব(অতি বেগুনি ও ইনফ্রারেড ছাড়া)
প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী (পিভিসি বাদে)
কৃত্রিম চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন
ঝালাই করা
গুড়া দুধ পুনঃমোড়ক (উৎপাদন ব্যতিত)
কাঁচ কারখানা
আঠা (প্রাণি আঠা ছাড়া)
রশি ও ছোবড়ার মাদুর উৎপাদন
গম, চাল, হলুদ, মরিচ, ডাল ভাঙ্গাকল শূন্য হর্স-এর উপরে
লবণ কারখানা
স্বর্ণের জিনিষ উপাদন
উদ্ধার প্রক্রিয়াকরণ
উপগ্রহ/ডিশ এ্যান্টেনা
করাতকল, তৃণলতা কারখানা
ধোপাখানা
ফসফরাস কারখানা
ক্রীড়া সামগ্রী (প্লাস্টিক ছাড়া)

শর্তসাপেক্ষ
কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতকরণ
দিয়াশলাই কারখানা
চা মোড়ক (প্রক্রিয়াকরণ ছাড়া)
চিকিৎসা ও শল্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন
টায়ার পুনঃবিক্রয়
ধৌত কেন্দ্র

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অন্য সকল ব্যবহার;অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া।

গ. বাণিজ্যিক এলাকা অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

বাণিজ্যিক এলাকা যেখানে মুলতঃ দাপ্তরিক ও ব্যবসা কাজকর্ম হয়ে থাকে। এই এলাকায় অনেক কাজ অনুমোদিত।

সারণি ৫: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ ও নিরিক্ষা কার্যক্রম
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন
কৃষি ব্যবসা
কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ও সেবা
এ্যাম্বুলেন্স সেবা
এন্টিকের দোকান
যন্ত্রপাতির দোকান
নিলাম বাজার
মিলনায়তন, সভা হল, সম্মেলন সুবিধা
মোটর গাড়ি ইজারা বা ভাড়া অফিস
মোটর গাড়ি রং করার দোকান
মোটর গাড়ি যন্ত্রপাতি ও মালপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (ঘরে)
মোটর গাড়ি মেরামতের দোকান (গ্যারেজের সঙ্গে)
মোটর গাড়ি ধোয়া
মোটর গাড়ি বিক্রয়
কনফেকশনারী
বেকারী ও খুচরা মিস্টির দোকান
ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান
মদের দোকান (লাইসেন্স)
চুল কাটার দোকান
নারী সৌন্দর্য্য সেবা
বাই সাইকেলের দোকান
বিলিয়ার্ড/পুল হল
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত সামগ্রী বিক্রয় বা সংগ্রহ
মোড়কীকরণ
যাত্রী ছাউনি
সিনেমা হল
পরিবহণ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত
কম্পিউটার বিক্রয় ও সেবা
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ কোম্পানী
কুরিয়ার সার্ভিস
সাইবার ক্যাফে
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
সাধারণ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসের দোকান

অনুমোদিত
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
ঔষধের দোকান / ফার্মেসি
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়
ফাস্টফুড/ অস্থায়ী দোকান
পণ্য পরিচালা, সংরক্ষণ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
পণ্য রাখার স্থান
সাধারণ দোকান
মুদী দোকান
অতিথিশালা
হোটেল বা মোটেল
আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল
সোনা ও রূপার দোকান
নৌযান মেরামত ক্ষেত্র
সুপার স্টোর
মার্কেট (বাজার)
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
মোটর সাইকেল বিক্রি দোকান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
ফল ও সবজি দোকান
বিনোদন বাণিজ্য
পার্কিং লট (বাণিজ্যিক)
পোষা প্রাণির দোকান
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
ষ্টুডিও
পাইপ লাইন ও পরিসেবা
ডাকঘর
সংরক্ষিত ফল ও সবজি সুবিধা (হিমাগার)
মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
ফ্রিজ বা বড় যন্ত্রপাতি মেরামত
অবকাশ কেন্দ্র
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
মেরামত প্রক্রিয়াকরণ
মেরামত ক্ষেত্র
স্যাটেলাইট ডিস অ্যান্টেনা
স'মিল
অতিথিশালা
শপিংমল বা প্লাজা
কসাইখানা
সফটওয়ার উন্নয়ন
খেলার সামগ্রী ও খেলনা বিক্রয়
ট্যাক্সি স্ট্যান্ড
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
টেলিভিশন, রেডিও এবং ইলেক্ট্রনিক্স মেরামত (ভবনস্থ)
থিয়েটার (ভবনস্থ)
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
যানবাহন বিক্রি ও পরিসেবা, ইজারা ও ভাড়া
পশু চিকিৎসা ক্লিনিক, পশু হাসপাতাল, বোর্ডিং পরিসেবা

অনুমোদিত
গুদামজাত করা
কাঠের পণ্য
কাঠের গুদাম
এটিএম বুথ
পানির পাম্প/ রিজার্ভার
কৃষি নির্ভর শিল্প (রাইস মিল, সমিল, হিমাগার)
সামাজিক বনায়ন
ফল ও শাক-সবজি বাজার
পেশাজীবি দপ্তর

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

এই এলাকায় কিছু কাজে শর্তযুক্ত অনুমোদন রয়েছে।

সারণি ৬: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
ক্রীড়া ও বিনোদন (ইনডোর)
বাই সাইকেল সংযোজন,যন্ত্রাংশ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
সম্প্রচার স্টুডিও/রেকর্ডিং স্টুডিও
কফি / চা দোকান
সঙ্গীত ঘর, মঞ্চ প্রদর্শনী
নির্মাণ, জরিপ, মাটি পরিক্ষার সংস্থা
বাণিজ্যিক প্রদর্শনী
হস্তশিল্প
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন
কৃয়ি পণ্য বিক্রি ও সেবা
কৃষি রাসায়নিক, সার ও কীটনাশকের দোকান
করীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
বনের পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র
জ্বালানী ও বরফ বিক্রেতা
গ্যারেজ
বাগান, নার্সারীর খুচরা বিক্রয় স্থান
পুলিশ বক্স/ব্যারাক
অগ্নিকান্ড / উদ্ধার কেন্দ্র
শস্য ও ফিড মিলস
ঘরের সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র মেরামত সেবা
শ্বশ্মান সুবিধা
ভবনস্থ ক্রীড়া ও খেলাধুলা
ভবনস্থ নাট্যমঞ্চ
প্রকাশনা বা প্রিন্টের দোকান
জ্বালানী কেন্দ্র/গ্যাস স্টেশন
বাদ্যযন্ত্র উপকরণ বিক্রয় বা মেরামত
চক্ষু সংশ্লিষ্ট পণ্য বিক্রয়
চিত্রকর্ম এবং দেওয়াল চিত্র বিক্রয়
রং এবং বার্ণিস
পার্কিং স্থান
পাটি ও মাদুর
ডাকঘর সুবিধা
পোল্ট্রি
ব্যক্তিগত গ্যারেজ
পেশাজীবি অফিস
খুচরা দোকান কাম স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
পাথর/কাটা পাথর বিক্রয়
জ্বালানি গ্রহণ কেন্দ্র

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অন্য সকল ব্যবহার; অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া।

ঘ. পল্লী বসতি

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ৭: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
কৃষিজীবি
পশু পালন
পশু আশ্রয় কেন্দ্র
গোরস্থান / সমাধি
শিশু ডে-কেয়ার/প্রি স্কুল
প্রাথমিক বিদ্যালয়
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কুটির
শ্মশান
দুগ্ধ খামার
সাধারণ দোকান
মুদী দোকান
তাঁত (কুটির শিল্প)
মৌসুমি শ্রমিকদের আবাসন
মসজিদ, মন্দিরের জায়গা
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
এতিমখানা
উন্মুক্ত ধর্মীয় উৎসব (ঈদগাহ)
খেলার মাঠ
স্যাটেলাইট ডিস অ্যান্টেনা
এনজিও/সিবিও সুবিধা
বিশেষ বাসিন্দা (যেমন শারিরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য থাকার জায়গা.)
অস্থায়ী ছাউনি/তাবু
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
অবিচল বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সামাজিক বনায়ন
ভাস্কর্য বা স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে। প্রয়োগসমূহ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করে।

সারণি ৮: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
শিল্পীর দোকান (পটার, কামার এবং স্বর্ণকারের দোকান.)
গবেষণা প্রতিষ্ঠান (কৃষি /মৎস্য)
বিদ্যুত সংযোগ স্থাপন
মাছের হ্যাচারী
বাগান/খুচরা নার্সারী
জরুরী আশ্রয়
বিনোদন ও খেলার ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ: ভবনস্থ

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঙ. মিশ্র ব্যবহার এলাকা

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ৯: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ ও নিরিক্ষা কার্যক্রম
মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ও সেবা
এন্টিকের দোকান
এ্যাম্বুলেন্স সেবা
যন্ত্রপাতির দোকান
চিত্র প্রদর্শনী, আর্ট স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
চিত্র শিল্পীর দোকান
বসবাসের সহযোগিতা/বৃদ্ধাশ্রম
মিলনায়তন, সভা হল, সম্মেলন সুবিধা
মোটর গাড়ি ইজারা বা ভাড়া অফিস
মোটর গাড়ি রং করার দোকান
মোটর গাড়ির যন্ত্রপাতি ও মালপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (ঘরে)
মোটর গাড়ি মেরামতের দোকান (গ্যারেজের সঙ্গে)
মোটর গাড়ি দোকান
মোটর গাড়ি ড্রাইভিং একাডেমি
কনফেকশনারী
বেকারী ও খুচরা কনফেকশনারী
ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠান
মদের দোকান (লাইসেন্স)
চুল কাটার দোকান
নারী সৌন্দর্য্য ঘর
বাই সাইকেলের দোকান
বিলিয়ার্ড/পুল হল
কামার
বোর্ডিং এবং থাকার ঘর
বই, স্টেশনারী ও পত্রিকার দোকান
ইমারত সামগ্রী বিক্রয় বা সংগ্রহ (ভবনস্থ)
বাস যাত্রী ছাউনি
শিশু ডে-কেয়ার/প্রি-স্কুল
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা/লন্ড্রি দোকান
বাণিজ্যিক বিনোদন ভবন
যোগাযোগ পরিসেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
কমিউনিটি সেন্টার
যৌথ আবাসন বা এ্যাপার্টমেন্ট
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
কুরিয়ার সার্ভিস
সাইবার ক্যাফে
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ কোম্পানী
ডে -কেয়ার সেন্টার (বাণিজ্যিক অথবা অলাভজনক)
ডাক্তার /ডেন্টিস্ট চেম্বার
কর্মচারি আবাসন
কাপড়ের দোকান
ফাস্টফুডের/খাবারের দোকান

অনুমোদিত
অন্তেষ্টিক্রিয়ার সেবা
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
অতিথিশালা
হাসপাতাল
সোনা ও রূপার দোকান
ভূচিত্র এবং উদ্যানতত্ত্ব সেবা
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
পত্রিকার দোকান
শিশু বিদ্যালয়
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
প্রাথমিক বিদ্যালয়
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যবস্থাপনার চিহ্ন
গণ পরিবহণ সুবিধা
অবকাশ কেন্দ্র
স্যাটেলাইট ডিস এ্যান্টেনা
সরাইখানা
জুতা মেরামত ও জুতা পালিশের দোকান (ছোট)
কসাইখানা
সামাজিক সংগঠন
সফটওয়ার উন্নয়ন
বিশেষ বাসিন্দা (প্রতিবন্ধী)
খেলনা, শখের পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহ
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
গাড়ি বিক্রি এবং সেবা, ইজারা ও ভাড়া
গুদামজাত করা
কাঠ গুদাম
শিশু পার্ক
পানির পাম্প/রিজার্ভার
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
রিক্সা /অটো রিক্সা স্ট্যান্ড
এ্যাপার্টমেন্ট
আবাসন প্রকল্প
একক আবাসন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১০: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষ
কৃষি রাসায়নিক, সার ও কীটনাশকের দোকান
ক্রীড়া ও বিনোদন (ভবনস্থ)
শারিরীক সৌন্দর্য্য সেবা
সম্প্রচার স্টুডিও/রেকর্ডিং স্টুডিও
ইমারত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা সেবা
ইমারত সামগ্রী বিক্রি ও রক্ষণাবেক্ষণ
গোরস্থান বা সমাধি
কফি /চা দোকান/ গ্যারেজ
কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত

শর্তসাপেক্ষ
কম্পিউটার বিক্রয় ও সেবা
সঙ্গীত ঘর, মঞ্চ প্রদর্শনী
সম্মেলন কেন্দ্র
নির্মাণ প্রতিষ্ঠান
নির্মাণ, জরিপ ও মাটি পরিক্ষার সংস্থা
কুটির
পরামর্শদান সেবা
হস্ত শিল্প
সমাধি ক্ষেত্র
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও পাঠাগার
পণ্য সামগ্রী দোকান, আসবাবপত্র ও রকমারি দোকান
ড্রাগ স্টোর/ঔষধের দোকান
জ্বালানি স্থাপনা
শরীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার, ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
পণ্য পরিচালন, সংগ্রহ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
খেলাধুলার ক্লাব
গ্যারেজ
বাগান বা খুচরা নার্সারি
বাণিজ্যিক দপ্তর
প্রকল্প দপ্তর
সরকারি দপ্তর
হোটেল বা মোটেল
গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র মেরামত সেবা
ভবনস্থ বিনোদন কেন্দ্র, খেলাধুলার স্থান
ভবনস্থ নাট্যমঞ্চ
প্রকাশনা বা মুদ্রণের দোকান
বাজার
স্বাস্থ্য অফিস, ডেন্টাল ল্যাব, ক্লিনিক বা ল্যাব
বাদ্যযন্ত্র বিক্রি বা মেরামত
চশমা পণ্য বিক্রি
উন্মুক্ত ক্যাফে
উন্মুক্ত ফল ও সবজির দোকান
চিত্রকর্ম ও দেওয়াল কাগজ বিক্রি
রং ও বার্ণিস
বহিরাঙ্গন বাড়ি
ফটো ল্যাব ও স্টুডিও
হাঁস মুরগীর খামার
মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ
মানসিক হাসপাতাল
খুচরা দোকান কাম স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
রেডিও/টেলিভিশন বা টি এন্ড টি স্টেশন ও সঞ্চালন টাওয়ার
ফ্রিজ বা বড় যন্ত্রপাতি মেরামত
রেস্তোরা
খুচরা দোকান
খেলার সামগ্রী ও খেলনা বিক্রি
খেলা ও বিনোদন ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ (ভবনস্থ)
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
টেলিভিশন, রেডিও বা ইলেকট্রনিক্স মেরামত
প্রকল্প দপ্তর
উদ্যান ও বিশ্রাম স্থান
খেলার মাঠ

শর্তসাপেক্ষ
বাস যাত্রী ছাউনি
সামাজিক বনায়ন
প্রদর্শনী ও মেলা
বিশেষ অনুষ্ঠান শিবির
সার্কাস
টেনিস ক্লাব/বাস্কেট বল কোর্ট
সঞ্চালণ লাইন
ভূচিত্র ও উদ্যান সেবা
স্মৃতি স্তম্ভ
নগর-প্রকৃতি সংরক্ষণ
উন্মুক্ত নাট্যশালা
পরিসেবা লাইন
পার্ক ও বিনোদন (সাধারণ)
চিড়িয়াখানা
মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র
সংবাদপত্রের দোকান
আর্ট গ্যালারী, স্টুডিও/ওয়ার্কসপ
নার্সারী স্কুল
এটিএম বুথ
বহিরাঙ্গণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান
মোটর ড্রাইভিং একাডেমী
ফটোকপি ও অনুলিপি
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনী সংস্থা
ডাকঘর
বাস যাত্রী ছাউনি
প্রাথমিক বিদ্যালয়
শিশু পরিচর্যা/প্রাক-বিদ্যালয়
পেশাজীবি দপ্তর
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
যোগাযোগ সেবা
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা চিহ্ন
অনুমোদিত উচ্চতায় যোগাযোগ টাওয়ার
গণপরিবহণ সুবিধা
কনফেকশনারী দোকান
বাস্তু থেকে প্রতিষ্ঠান আবাসিক ব্যবহার
সম্মেলন কেন্দ্র
গণশিক্ষা স্কুল
সংশোধন প্রতিষ্ঠান
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ও পাঠাগার
সরাইখানা
সাইবার ক্যাফে
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
বিশেষায়িত স্কুল; নৃত্য,কারু, সঙ্গীত ও অন্যান্য
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
মুদি দোকান
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
মুদি দোকান
উচ্চ বিদ্যালয়
পশু চিকিৎসাস্কুল/কলেজ ও হাসপাতাল

শর্তসাপেক্ষ
প্রকাশনা ও মুদ্রণ দোকান
পানির পাম্প/জলাধার
কাঠ গুদাম
মসজিদ, উপাসনা স্থান
বহুতল-কার পাকিং

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

চ. শিক্ষা ও গবেষণা এলাকায় অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১১: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
আর্ট গ্যালারী, আর্ট স্টুডিও/ওয়ার্কশপ
মোটর গাড়ি ড্রাইভিং একাডেমি
কনফেকশনারী
বাস যাত্রী ছাউনি
চাইল্ড ডে- কেয়ার/ প্রি-স্কুল
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
সম্মেলন কেন্দ্র
সংশোধনী প্রতিষ্ঠান
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং পাঠাগার
সাইবার ক্যাফে
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
সাধারণ দোকান
মুদি দোকান
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
হাসপাতাল
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
উনমুক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান
ফটোকপি ও অনুলিপি সেবা
ডাকঘর
প্রাথমিক বিদ্যালয়
পেশাজীবি দপ্তর
প্রকল্প সনাক্তকারী চিহ্ন
সম্পদ ব্যাবস্থাপনা চিহ্ন
গণ-পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিস এ্যান্টেনা
স্কুল (বয়স্ক)
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা
সরাইখানা
বিশেষ স্কুল: নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, গান, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
বৃত্তিমুলক, ব্যবসায়ী, দাপ্তরিক স্কুল
কাঠ গুদাম
এটিএস বুথ
পানির পাম্প/জলাধার

অনুমোদিত
সামাজিক বনায়ন
ছাত্রাবাস
পশু চিকিৎসা স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১২: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
মিলনায়তন, সভা কেন্দ্র, সম্মেলন সুবিধা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
চুল কাটার দোকান
বোর্ডিং ও থাকার স্থান
বই বা স্টেশনারী দোকান অথবা পত্রিকার দোকান
পরামর্শ সেবা
কুরিয়ার সার্ভিস
বনায়ন (তামাক গাছ ছাড়া)
ডে-কেয়ার সেন্টার (লাভজনক/অলাভজনক)
ডাক্তার/ডেন্টিস্ট চেম্বার
ঔষধের দোকান / ফার্মেসি
ফাস্টফুড/খাবারের দোকান
উপহার, বাহারি ফুলের দোকান /কাড সরবারহ
গ্যালারি/ জাদুঘর
গ্যারেজ
ভবনস্থ নাট্যশালা
এতিমখানা
ক্যাফে
পার্কিং স্থান
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
ডাকঘর সুবিধা
মানসিক হাসপাতাল

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ছ. সরকারি দপ্তর অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৩ : অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
হিসাবরক্ষণ, নিরিক্ষা কার্যক্রম
বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন তৈরী
কনফেকশনারী

বাস যাত্রী ছাউনি
পৌর প্রশাসন
যোগাযোগ সেবা সুবিধা
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
নির্মাণ, জরিপ, মাটি পরিক্ষার সংস্থা
সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী
সাইবার ক্যাফে
জরুরী আশ্রয়
পণ্য পরিবহণ সুবিধা
সাধারণ দোকান
প্রকল্প দপ্তর
সরকারী দপ্তর
মুদি দোকান
বহুতল বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং
পত্রিকার দোকান
উন্মুক্ত ধর্মীয় উৎসব
ফটোকপি এবং অনুলিপি সেবা
ডাকঘর
পেশাজীবি দপ্তর
গণ-পরিবহণ সুবিধা
স্যাটেলাইট ডিশ এ্যান্টেনা
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা
সরাইখানা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন্স
পরিসেবা লাইন্স
কাঠ গুদাম
এটিএম বুথ
পানির পাম্প/জলাধার
সামাজিক বনায়ন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ১৪: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
ক্রীড়া ও বিনোদন (ভবনস্থ)
মিলনায়তন, সভাস্থল, সম্মেলন সুবিধা
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বোর্ডিং ও থাকার স্থান
বই, স্টেশনারী দোকান বা পত্রিকার দোকান
কফি/ চা দোকান
সম্মেলন কেন্দ্র
কুরিয়ার সার্ভিস
বনায়ন (তামাক গাছ ছাড়া)
ডে-কেয়ার (লাভজনক/অলাভজনক)
ডিটেন্সন (আটক)
ডাক্তার/ডেন্টিস্ট চেম্বার
জ্বালানি স্থাপনা
ফাস্টফুড/ খাবারের দোকান
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
পণ্য পরিচালন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
পণ্য পরিবহণ
গ্যালারী/যাদুঘর

শর্তসাপেক্ষে
গ্যারেজ
পুলিশবক্স/ব্যারাক
অগ্নিকান্ড উদ্ধার কেন্দ্র
প্রকাশনা ও মুদ্রণের দোকান
মসজিদ ও মন্দিরের স্থান
উন্মুক্ত ক্যাফে
পার্কিং স্থান
পার্কিং স্থান (লাভজনক)
পাইপ লাইন পরিসেবা লাইন
ডাকঘর সুবিধা

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

জ. কৃষি অঞ্চলে অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৫: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
খাদ্য শস্য চাষ
শস্য চাষ
নগদ টাকায় শস্য চাষ
উদ্যান পালন
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ
দুগ্ধ খামার
গভীর নলকুপ
সেচ সুবিধ া(সেচ খার, কালভাট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি)
অস্থায়ী কাঠামো (কৃষি)
পশু রাখার জায়গা
হাঁস পালনের জায়গা
বিনোদনের জন্য জলের সুবিধা (জলের বিনোদন)
বৃক্ষ রোপন (তামাক গাছ ছাড়া)
ভাসমান বনায়ন
অবিচল সঞ্চালন কেন্দ্র
সঞ্চালন লাইন
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
সামাজিক বনায়ন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

সারণি ১৬: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
গোরস্থান / সমাধি
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
শ্মশান
মাছের হ্যাচারী
বাগান ও খুচরা বিক্রয় নার্সারি
হাঁস-মুরগী খামার

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঝ. উন্মুক্ত স্থান

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৭: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
উদ্ভিদ বাগান
বাস যত্রী ছাউনি
ক্যারাভ্যান পার্ক/ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড
উৎসব/মেলা
সার্কাস
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
ভূচিত্র এবং উদ্যান সেবা
পথ নাটক
পার্ক এবং বিনোদন সুবিধা (সাধারণ)
পাইপ লাইন ও পরিসেবা লাইন
খেলার মাঠ
বিষেশ অনুষ্ঠানের তাবু
টেনিস ক্লাব
সঞ্চালন লাইন
শহরের প্রকৃতি সংরক্ষণ
পরিসেবা লাইন
কাঠ গুদাম
চিড়িয়াখানা
সামাজিক বনায়ন
ভাষ্কর্য/স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

সারণি ১৮: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে যোগাযোগ টাওয়ার
বাণিজ্যিক প্রদর্শনী
শরীর চর্চা কেন্দ্র
উপহার,ফুল, কার্ড ও বাহারি গাছ বিক্রয় কেন্দ্র
গলফ খেলার মাঠ
যন্ত্র চালিত বিনোদন
উন্মুক্ত বিনোদন সুবিধা
উন্মুক্ত খেলা ও বিনোদন সুবিধা
পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা
অবকাশ কেন্দ্র
খেলাধূলা ও বিনোদন ক্লাব, ফায়ারিং রেঞ্জ ভবনস্থ

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

ঞ. জলাশয়

এধরণের ভূমি ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি ধরে রাখা।

অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

নিম্নের সারণিতে প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ শুধু এই অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য

সারণি ১৯: অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
জল বিনোদন সুবিধা
ম্য শিকার ক্লাব

অনুমোদিত
পরিসেবা লাইন
জলজ উদ্যান
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

যথাযথ নিয়ম অনুসরণ ক'রে কর্তৃপক্ষ/কমিটি পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের পর এই অঞ্চলে নিম্নের ব্যবহারসমূহ অনুমোদন বা নাকচ হতে পারে।

সারণি ২০: শর্তযুক্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

শর্তসাপেক্ষে
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
নৌকা চালানোর সুবিধা
মোটর বিনোদন
পানিতে বিনোদন

সূত্র: পরামর্শক সম্পাদিত

সংরক্ষিত ব্যবহার

অনুমোদিত ও শর্তযুক্ত অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়া অন্য সকল ব্যবহার এই এলাকায় সংরক্ষিত ।

সারণি ২১ : অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার

অনুমোদিত
জল বিনোদন সুবিধা
মৎস্য শিকার ক্লাব
পরিসেবা সংযোগ
পানির পার্ক
ভাস্কর্য/স্মৃতি ফলক

সারণি ২২: শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার

জলাশয়ের অধীন শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার
বনায়ন (তামাক গাছ বাদে)
নৌকা চালানোর সুবিধা
যন্ত্রচালিত বিনোদন

পরিশিষ্ট - গ

দূর্গাপুর পৌরসভা

দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।

দূর্গাপুর পৌরসভার প্রস্তুতকৃত খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন এবং মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অত্র এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে মত বিনিময় সভা।

সভাপতি	ঃ জনাব শ ম জয়নাল আবেদীন, মেয়র, দূর্গাপুর পৌরসভা
সভার তারিখ	ঃ ২২ শে নভেম্বর ২০১২ ইং।
স্থান	ঃ পৌরসভা হলরুম, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা ।
সময়	ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিতির বিবরণঃ

অদ্য ২২ শে নভেম্বর ২০১২ ইং সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পৌরসভা মিলনায়তনে দূর্গাপুর পৌর-শহরের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপন এবং এর উপর মতবিনিময় সভা জনাব শ ম জয়নাল আবেদীন, মেয়র, দূর্গাপুর পৌরসভা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় কমন্ডার, মুঃ যোঃ সংসদ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, অধ্যাক্ষ, দূর্গাপুর দ্বীন আলিম মাদ্রাসা, সাধারন সম্পাদক, পৌর আঃ লীগ, সভাপতি দূর্গাপুর প্রেস ক্লাব, উপজেলা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাবৃন্দ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন (ইউটিআইডিপি) প্রকল্পের প্রকল্প নগর পরিকল্পনাবিদ, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শকবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও পৌরসভার কাউন্সিলরবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সভার আলোচনা ও মতামতঃ

মেয়র দূর্গাপুর পৌরসভাঃ দূর্গাপুর পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব শ ম জয়নাল আবেদীন স্বাগত বক্তব্যে রাখেন, পৌর এলাকার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী অত্র পৌরসভার উন্নয়নের জন্য মতবিনিময় সভার উদ্বোধন করেন। মেয়র মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অতপরঃ তিনি সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে মতামত প্রদান করেন। মেয়র মহোদয়ের মতামতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়াদিঃ

- দূর্গাপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত বিরিশিরি পর্যটন কেন্দ্র বিকাশের স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণ ও সম্পসারণ এর প্রস্তাব করেন
- মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের অংশ গ্রহনের প্রয়োজনীতা তুলে ধরেন

সকল বিভাগের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভূক্তপূর্বক দূর্গাপুর পৌরসভার অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তাদের প্রত্যেককে সবিনয় অনুরোধ জানান যতদ্রুত সম্ভব আপনারা আপনাদের যার যে ভূমিকা আছে তা বাস্তবে রূপদান করবেন। মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিনকে অনুরোধ করেন এবং এরপর তিনি কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

জনাব মোঃ মোহন মিয়া, দূর্গাপুর প্রেসক্লাব সভাপতি ঃ দূর্গাপুর প্রেসক্লাব সভাপতি জনাব মোঃ মোহন মিয়া পূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রনয়ণ, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণ এবং সম্পসারণ এর প্রস্তাব করেন

জনাব মোঃ রুহুল আমীন (চুন্নু), কমান্ডার, মুঃ যোঃ সংসদ ঃ জনাব মোঃ রুহুল আমীন (চুন্নু), কমান্ডার, মুঃ যোঃ সংসদ দূর্গাপুর পৌরসভার উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী করার প্রস্তাব করেন ।

৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরঃ দূর্গাপুর পৌরসভার জরিপকাজ সুষ্ঠু এবং সঠিক হয়েছে বলে ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মন্তব্য করেন। তিনি দূর্গাপুর এ প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ চিনামাটি বাজারজাতকরণ ও এই শিল্পের বিকাশের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন যাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী করার প্রস্তাব করেন

খসড়া মাস্টার প্ল্যান উপস্থাপনঃ

২২/১১/১২

প্রকল্পের আরবান প্ল্যানার জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন খসড়া মাস্টার পণ্ল্যানের জিআইএস তথ্যভান্ডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, পরিকল্পনা প্রণয়নসহ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে মূল সড়কের রাইট অফ ওয়ে (ROW) এখনই নির্ধারণ পূর্বক সংরক্ষণ করা জরুরী। তিনি দূর্গাপুর পৌরসভার আঞ্চলিক ও স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গৃহীত প্রধান কয়েকটি সড়কের তথ্য-উপাত্ত যৌক্তিকতাসহ উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি দূর্গাপুর পৌরবাসীর উন্নয়নকল্পে প্রস্তাবিত ও গৃহীত একাধিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার অবস্থান উপস্থাপন করেন যার মধ্যে পৌর পার্ক, যানবাহন পার্কিং, বাস টার্মিনাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (BETS Consulting Services Limited) এর পক্ষে নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন খসড়া মাস্টার প্ল্যান মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি এর জিআইএস তথ্যভান্ডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, দূর্গাপুর পৌরসভায় ১ম মতবিনিময় সভায় ইতিপূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারন, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাা প্রতিনিধিবৃন্দ, ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ এবং মেয়র মহোদয়ের সাথে যৌথভাবে এবং সংশিশ্চষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাবনার আকার ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও মতামত বিনিময় করা হয়। ১ম মতবিনিময় সভায় সংগৃহীত সকল মতামতের ভিত্তিতেই উন্নয়ন প্রস্তাবনা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। চূড়ান্ত উন্নয়ন প্রস্তাবনা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

- প্রাইমারী রাস্তা, সেকেন্ডারী রাস্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংযোগ রাস্তাসহ একটি সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার প্রস্তাবনা করা হয়েছে।
- শহরের অভ্যন্তরীন জলাবদ্ধতা নিরসন ও সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেনসহ একটি সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।
- দূর্গাপুর পৌরসভার জনগনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারন ও ভারী শিল্প এলাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কেনা-কাটার জন্য নেইবারহুড মার্কেট (পৌর মার্কেট) রাখা হয়েছে।
- শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে হাইস্কুল, কলেজ এবং যুব উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য ফেলার স্থান এবং বর্জ্য স্থানান্তরের স্থান দেখানো হয়েছে।
- সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিউনিটি সেন্টারের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি গণ-শৌচাগার এর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সে সকল স্থানে বেশী লোকের সমাগম হয় সেই সকল স্থানকে অবস্থান দেখানো হয়েছে।
- ক্রীড়া ও খেলা-ধুলার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১টি ষ্টেডিয়ামের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে।
- পৌরবাসীর কেনা-কাটার জন্য এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সুপার মার্কেট এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভার অভ্যন্তরীন যান-চলাচল এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরূত্বপূর্ণ স্থানে টেম্পোষ্ট্যান্ড এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভাকে আঞ্চলিক ও জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে এবং টার্মিনাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাস টার্মিনাল এবং ট্রাক টার্মিনাল এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের লক্ষ্যে ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত ঈদগাহ মাঠকে খেলা-ধুলার মাঠ হিসেবে ব্যবহারের জন্যও প্রস্তাব রাখা হয়েছে
- পৌরবাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১টি কেন্দ্রীয় পাকএবং বিভিন্ন মহল্লায় নেইবারহুড পার্ক এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- আশ্রয়হীন বয়স্কদের পূনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি পূনর্বাসন কেন্দ্রের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- পৌরসভার পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পূনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন এলাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় দরিদ্রদের আবাসন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে Land for Poor People এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পৌরসভার রাস্তার সংকটপূর্ণ সংযোগ স্থলে পরিকল্পিত ভাবে যানবাহন চলাচলের লক্ষ্যে গোলচত্তর এর প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- ভারী যান-বাহন দ্বিমুখী চলাচলের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সংঘর্ষ নিরসনের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ডিভাইডার এর প্রস্তাব আনা হয়েছে।

- পথচারীদের নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে ফুটপাথের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
- পৌরসভাকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত রাখা এবং নদী ভাঙ্গন নিরসনের জন্য শহর রক্ষা বাঁধের প্রস্তাব আনা হয়েছে।

চূড়ান্ত উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ খুব সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ সভায় অনুমোদিত হয়।

সভাপতি মহোদয় ঃ সভাপতি ও দূর্গাপুর পৌরসভার মেয়র মহোদয় জনাব শ ম জয়নাল আবেদীন তার সমাপনী বক্তব্যে রাখেন, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (BETS Consulting Services Limited) এর পক্ষে জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ও সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, নগর পরিকল্পনাবিদ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দূর্গাপুর পৌরসভার উন্নয়ন এর আশাবাদ ব্যক্ত করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাদিসহ উন্নয়ন প্রস্তাবনা, যেমনঃ ষ্টেডিয়াম, কেন্দ্রীয় পার্ক, নেইবারহুড পার্ক, হাইস্কুল, কলেজ, সুপার মার্কেট, নেইবারহুড মার্কেট, গণ-শৌচাগার, বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, শিল্প এলাকা, পূর্নবাসন কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার, ঈদগাহ মাঠ প্রভৃতির প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।
২. প্রাইমারী রাস্তা, সেকেন্ডারী রাস্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংযোগ রাস্তার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।
৩. বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, টেম্পোষ্ট্যান্ড ও পার্কি এলাকার প্রস্তাবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।
৪. সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেনসহ একটি সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা গৃহীত হলো ।
৫. এছাড়াও পৌরসভার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।
৬. মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (BETS Consulting Services Limited) কে মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রস্তাবনা যাচাই বাছাই পূর্বক দূর্গাপুর পৌরসভার চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করে চূড়ান্ত মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রকল্প অফিসে অতিসত্তর দাখিল করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২/১১/২২

(শ ম জয়নাল আবেদীন)
মেয়র
দূর্গাপুর পৌরসভা
দূর্গাপুর, নেত্রকোনা ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।
২. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নেত্রকোনা
৩. উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, নেত্রকোনা
৪. সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা
৫. উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, BETS Consulting Services Limited, ঢাকা
৭. জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন, নগর পরিকল্পনাবিদ, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।

২২/১১/২২

(শ ম জয়নাল আবেদীন)
মেয়র
দূর্গাপুর পৌরসভা
দূর্গাপুর, নেত্রকোনা ।